

Bangiya Sahitya Parishat Library
243/1, Upper Circular Road
Calcutta

ହଂଜୀବ ଜୋହ

**A manual of Practical Manufactures, Agriculture, Arts,
Industries, Medicines & Various Informations
useful to every-day life.**

କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି, ଚିକିତ୍ସା, ମାହିତୀ
ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟକ ମଞ୍ଜିତ୍ ପୁସ୍ତକ ।

୧୯୧୭ ।

୨୨୦

ଶ୍ରୀମନ୍ମଥାପ୍ରସାଦ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ସମ୍ପାଦିତ ।

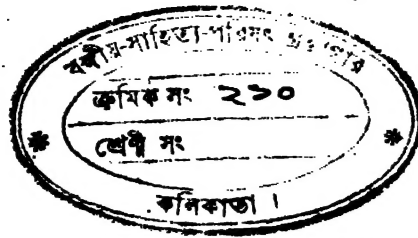
(All Rights Reserved.)

Price Rs. 3 Only.

ମୂଲ୍ୟ ୩ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ।



অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২১০ টাকা।



Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XI.

১ম সংখ্যা।

JANUARY 1917.

জানুয়ারী ১৯১৭।

No. 1.

To Subscribers.

**Your Subscription has
Already Expired.**

If we do not hear from you to the contrary, we shall send you the next (February) issue by V. P. for the amount of this year's subscription. If you do not wish to renew your subscription, kindly inform us of the fact by the 15th February, 1917, with your name and Registered Number (printed or written on the wrapper just above the address), so that you may not put us to unnecessary loss.

Manager—"KAJERLOK"

ভগবানের ইচ্ছায় এবং অপার করুণায় "কাজের লোক" একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা এই উপলক্ষে—আমাদের পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে আমাদের বথাবোধ্য সাদর সম্ভাষণ অভিবাদন জ্ঞাপন করতঃ প্রার্থনা করিতেছি "কাজের লোকের" প্রতি ভালোদের যে স্নেহদৃষ্টি আছে, তাহা হইতে যেন বঞ্চিত না হই।

EXPERT'S ADVICES.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

"বন্ধুর ভ্রুকুটি অপেক্ষা নির্দোষের হাসিও বিপজ্জনক। A friend's frown is better than a fool's smile."

"Few words, many deeds"

ইংলিশ প্রবাদ—জল্প কথা কহিবে, কিন্তু অধিক

কাজ করিবে। আমাদের বাকসর্বস্ব, কাজ নাই, কেবল কথার ঝুড়ি।

মৌভাগ্যলক্ষী সাহসীকেই কৃপা করেন, বাহারা সর্বকাৰ্য্যেই ভীক, তাহারা কেমন করিয়া মৌভাগ্যলাভের আশা করে, বলিতে পারি না—"Fortune frown the brave" কাপুরুষ ভীকগণ কোন কাৰ্য্যেই সফলকাম হইতে পারে না।

ধনবান হইবার উপায়।

মিঃ এন্স ব্রুক (Mr. S. Brooke) মানচেষ্টার নগরের জনৈক ধনী ব্যক্তির ছিলেন, একদিন তিনি একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীর পশ্চাতে উপবেশন করিয়া আছেন; এমন সময় তাঁহার জনৈক বালাবন্ধু সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতি আশ্চর্য হইলেন এবং প্রশংসায় কুশলাদি

পুষাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

জিজ্ঞাসায় পর বন্ধ বলিলেন—“মিঃ ক্রক, আপনাকে আমার একটা কথা অনেক দিন হইতে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। মিঃ ক্রক জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথা বন্ধ ?

বন্ধ বলিলেন—“দেখুন, আমরা উভয়েই সমপাঠি, সৌভাগ্যক্রমে আপনি যে কার্যেই হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতেই সুবর্ণ ফলিয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অবস্থা ঠিকই তাহার বিপরীত, সেইজন্য আমার আপনার এই কৃতকাৰ্য্যতার রহস্য জানিতে বাসনা হয়।”

মিঃ ক্রক তাহার বন্ধুর প্রতি গাভীৰ্ব্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “কিন্তু বন্ধ, সে রহস্য ত আমি বিনামূল্যেই অনর্থক বলিতে পারি না।”

বন্ধ শুনিয়া সেটা উপহাস মনে করিয়া বলিলেন “মিঃ ক্রক, তুমি আমার সহিত ভাগসা করিতেছ বোধ হয়।”

মিঃ ক্রক বলিলেন—“না, ভাগসা নয়, সত্যই বলিতেছি, যদি কেহ আমার সৌভাগ্য-লাভের রহস্য জানিতে চায়, তাহা হইলে তাহার একটা ফি বা মূল্য হু আছে। তুমি আমাকে ১ গিনি দিলে আমি জন্মের এই গুড় রহস্য নিশ্চয়ই বলিব।” বন্ধ মিঃ ক্রকের গাভীৰ্ব্যপূর্ণ দৃষ্টিতে কথাটা আর উপহাস বলিয়া লইতে পারিলেন না, পকেট হইতে একটা গিনি বাহির করিয়া তাহার বন্ধুর হস্তে দিলেন। তখন মিঃ ক্রক বলিলেন “বন্ধ, আমার সৌভাগ্যলাভের রহস্য কথা, অতি ক্ষুদ্র। আমি যতক্ষণ ১ গিনি উপার্জন করিতে না পারিতাম, ততক্ষণ ১ শিলিংও কখনও ব্যয় করি নাই, আমার জীবনে বরাবরই এই একই নীতির উপর চলিয়া আসিতেছি, ইহাই আমার ধনবান হইবার একমাত্র রহস্য।”

“বন্ধবর! বহুলোক উপার্জন করিতে পারে

কিন্তু সক্ষম করিতে পারে না, আয় অপেক্ষা ব্যয় করিয়া নসে, তাহার কণাচ ধনী হইতে পারে না। বিলাতের “টিটবিট” পত্রে এই সুন্দর গল্পটি প্রকাশ হইয়াছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই আয় অপেক্ষা ব্যয় করার অভ্যাসই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কল্পনার নিজেই ধনী ভাবিয়া আমরা ধনীর চাল চালি, তাই মরণের পর এক কপর্দকও অনেকেরই থাকে না। বিলাসিতার দেশটাকে মাটি করিয়াছে। প্রত্যেক লোক নিজে বাহা বোকে, তাহাকেই বড় বুকের কাজ বলিয়া জানে। ইংরেজরা বলেন “Every ass loves to hear himself cry” অর্থাৎ প্রত্যেক গাধা তাহার নিজের চীৎকার শুনিতে ভালবাসে। অপরে ভালবাসে না বলিলে তাহার আসে যায় কি? এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

“One fool is enough in a house” ইটালিয়ানগণ বলে যে, ঘরে একটা নির্দোষ থাকিলেই যথেষ্ট তাহাতেই সংসারের দক্ষা রক্ষা।

জার্মানগণ বলে “At evening sluggards are busy” যাহারা কুঁড়ের বাদসা, তাহার সারাদিন আলস্যে কাটাইয়া সন্ধ্যা বেলায় ব্যস্ত হয়। আমাদের বাঙ্গলা প্রবাদ, “সারাদিন গেল আলে বোলে, রাত্রে বেলায় বাতি আলো।”

এদেশের সাহিত্যের অবস্থা।

—:—:—

সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রের বড়ই হৃদ্বিন উপস্থিত, কারণ কাগজ, কাগী ছাপা-খানার সমস্ত সরঞ্জামের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং নিত্যই বৃদ্ধি হইতেছে, এমন শব্দট সমুহের সহিত সংগ্রাম করিয়া এদেশের

কাগজ শুদিকে কোনরূপে জীবিত থাকিতে হইতেছে। এদেশের লোকসংখ্যার তুলনায় পাঠকের সংখ্যা অতি অল্প, সেইজন্য সংবাদ বা মাসিক পত্র পরিচালনে লাভের কথা চরের কথা। কিন্তু দেশবাসীর দেশীয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অমুরাগের বহর দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এ কলক মোচন করিবার জন্য প্রত্যেক বঙ্গসন্তানের চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি হইবে না।

আমল কথা বলিতে কি, এদেশের দেশীয় ভাষার গ্রন্থ পাঠকের হারা কাটে না, অনেক স্থলে উই এবং ইন্দুর মহাশয়গণই দেশীয় সাহিত্যের সদৃশীত করিয়া যখন আলাস্ত হইয়া পড়েন, তখন ভূক্তাবশিষ্ট রত্নরাজী সদৃশ সংপূৰ্ণতন পুস্তকগুলি ভাগা দিয়া মাটির মধ্যে বিক্রয় হয়, আহা দেশের সাহিত্যামুরাগের কি চমৎকার দৃশ্য। পরসার অভাবে নহে। কটির অভাবে। পরসার অভাবে হইলে দেশের আমোদ আহ্লাদের আড্ডাগুলিও বন্ধ হইত।

তবু যদি সেইগুলি গল্প উপভাস বা নাটকাদি হয়, তবে কতক গতি হয়, কিন্তু বিজ্ঞান বা শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা পূর্ণ পুস্তকাদির আর গতি হয় না, বিক্রিওয়ালারা বাতিল কাগজের দ্বারা ক্রয় করে, ফলে বাইয়া দেহ বদলাইয়া নির্মূল হইয়া আসিলেও কিন্তু আবার পুস্তক জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। নিয়তি খণ্ডন হয় না। বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেকস্থলে ক্ষতিই হইয়া থাকে, তাহার উপর যুদ্ধের জন্য সমস্ত অব্যয়ই মূল্য বৃদ্ধি হইয়া সকলকেই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

অজ্ঞাত দেশে এবং এদেশেরও অনেক

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু এদেশের বিশেষ বাঙ্গালা কাগজের মূল্য বৃদ্ধি করিলে গ্রাহক থাকে না। কারণ বাঙ্গালার নিকট বিবেচ্য ইংরাজী অভিভূতের নিকট বাঙ্গালা সংবাদ বা সাময়িক পত্রের আদর নাই। এটা অভিভূত লজ্জা এবং ভ্রূণের বিষয় হইলেও শিক্ষিত সম্প্রদায় মাতৃভাষাকে বড় প্রকার চক্ষে দেখেন না। ইহাট দেশীয় ভাষায় সাময়িক পত্রাদির অবনতির কারণ। এ কলক দুখ করিয়া যাচাতে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন হয়, তৎক্ষণ প্রত্যেক দেশবাসীরই চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ কতিপয় হইয়া কেহ আর এ পথে যাতে চাহিবে না। তখন বঙ্গ সাহিত্যের অবনতি হইবে। বড় বড় সাহিত্য সেবকগণের সম্মুখীন গ্রন্থাবলী এখন ভাঙ্গা দিয়া কলক জ্বাটে অতি সামান্য মূল্যেও অনাদৃত হইতে দেখি, তখনই কোম্পানিতে প্রিয়মান হইতে হয়। কি, শোচনীয় গতি! তাই বলিতে ছিলাম, এদেশের সাহিত্যের বতাই গবেষণা হউক, যতদিন লোকে দেশীয় সাহিত্যের গৌরব না বুঝিবে, পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবে, তত দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি হইবে না। মাতৃভাষার পুস্তক এবং সাময়িক বা সাপ্তাহিক পত্রের সেইজন্য এদেশে উন্নতি নাই। আরও একটা বড় আবশ্যকীয় কথা ভাবিবাদ আছে। বিজ্ঞাপনই সংবাদ পত্রের প্রাণ, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার পরিচালিত অথবা বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত ইংরাজী পত্রেরও বিজ্ঞাপনের দর নাই। অধিক সাকুলেসনের অর্থাৎ তাহার অজুহাত। কিন্তু উপযুক্ত মূল্য না পাইলে সংবাদ পত্রের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উপায়ও নাই। যে মূল্য এদেশের ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের জন্য দিতে চাহেন, তাহাতে ১ হাজার ততটুকু ফর্দ ছাপাইতেও তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্য পড়িয়া যায়। তথাপি এদেশের সাময়িকপত্র সমূহ

কতি বীকার করিয়াও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত মূল্য পাইলে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির নিবিধ উপায় সংবাদপত্র পরিচালক গণের জানা আছে, তাহাতে বিজ্ঞাপন দাতা ও ব্যবসায়ীগণেরও যেমন স্বার্থ, তাহাদের নিজেদেরও স্বার্থ কম নহে। কিন্তু কতি সহ্য করিয়া কত কাল তাহারা সেই সমুদয় উপায় অবলম্বন করিতে পারেন? ইহাও এদেশের সাময়িক পত্র এবং সংবাদ পত্রের অবনতির অন্তিম কারণ।

বিলাতেও এবং আমেরিকায় সাময়িক এবং সংবাদ পত্র সমূহের ১ লাইন বিজ্ঞাপন একবার মাত্র ছাপাইলে ৩ পাউণ্ড হইতে তদধিকও মূল্য দেখা যায়, তাহার মূল্য ৪৫।৫০ টাকার কম নহে, তাহারা সেই টাকা হইতে কাগজের অবস্থার উন্নতি এবং গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির অশেষ উপায় করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সংবাদ এবং মাসিক পত্রই প্রকৃত সাহায্যকারী উপকরণ বলিয়া সমগ্র সভ্য জগতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসায়ীগণ এক বৎসরের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, ততটাকা এদেশের লোকের মূলধনও আছে কিনা সন্দেহ। পিয়ার্স সোপ, বিচামেরপিল, হলওয়ের পিল প্রভৃতির বিজ্ঞাপনের ব্যয় শুনিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু এত অর্থ ব্যয় করিয়াও তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন। এদেশের সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রের উন্নতি না হইলে ব্যবসায় বাণিজ্যেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, সেই জন্যই ব্যবসায়ীগণেরও সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রাদিকেও সাহায্য করিতে হয়। এদেশের ব্যবসায়ীগণ সেইটা ভুলিয়া যান এবং বিজ্ঞাপনের দর কমাইবারই অন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন ইহাতে তাহাদের কার্যেরও আশাহীন ক্ষয় ফলে

না, সংবাদ পত্র পরিচালকগণও কতিপয় হইয়া কাগজের উন্নতি করেন না। তাই ব্যবসায়ীগণকে একটু উদার ভাবে দেশীয় সংবাদ পত্রাদিকে সাহায্য করিতে হইবে। ইহা দ্বারা উভয় পক্ষেরই নিশ্চয়ই শুভফল ফলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

NOTES OF INTEREST.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

জাপানের ৪১,০০০,০০০ লোক সংখ্যার মধ্যে কেবল ৪৪১ জনের ৭৫০,০০০ টাকা বা তদধিক আয়।

চীনের সম্রাট এবং ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল ইহারা দুই জনে সমগ্র জগতের আয় অর্ধেক লোক শাসন করিয়া থাকেন।

করাসীরা ঘোটকের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। তৎক্ষণ্য বৎসরে ৩,০০০০ লক্ষ ঘোটক বধ হইয়া থাকে, প্রত্যেক ঘোটকের মাংস গড়ে ৩৬১ পাউণ্ড করিয়া হইয়া থাকে। ৩০০০০ ঘোটকের মাংস! তন্নানক ঘোটক খোর জাতি সন্দেহ নাই।

মুহু বাতাসের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৫ মাইল, অপেক্ষাকৃত প্রবল বায়ু ঘণ্টায় ৩০৪০ মাইলের গতিতে বহিয়া যাইতে পারে, প্রকৃত ঝটিকা ঘণ্টায় ৫০ মাইল, এবং মহা ঝটিকা ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও অধিক বেগে গমন করিয়া থাকে।

বৃহৎ কামান একবার দাগিবার ব্যয় শুনিলে পাঠক বিস্মিত হইয়া যাইবেন। বর্তমান যুদ্ধে নানাপ্রকারের কামান ব্যবহার হইতেছে, ব্যয়ের লীমা নাই বলিলেও চলে।

ডোভারে একবার বড় কামান দাগার প্রতি-
দ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল, তাহাতে ৯ ইঞ্চি কামানে
কর্ডউইট নামক কাটিজ ব্যবহার করায়
১৪ পাউণ্ড ১৮ শিলিং, সাধারণ শেল নামক
গোলা ব্যবহার করায় ১বার ভোপ দাগিতে
১২ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৯ পেন্স। নিরেট ইম্পা
ভের গোলা যাঁহা দ্বারা লোহনখন্ড ভেদ করিতে
পারে, তাহার ১বার ভোপ দাগিতে ২৫ পাউণ্ড
১৭ শিলিং ব্যয় পড়িয়াছিল পাঠক ১ পাউণ্ডের
মূল্য ১৫ টাকা এবং এক শিলিংএর মূল্য
৫০ আনা ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিতে
পারেন, কত টাকা, বর্তমান যুদ্ধে একএক কামা-
নের কথা আমরা শুনিয়াছি যে, ৭ হাজার
টাকা একবার ভোপ দাগিতে ব্যয়! তাহা
না হইলেও দৈনিক ১২।১৩ কোটি টাকাও
দৈনিক যুদ্ধের ব্যয়ও পড়ে! নরহত্যার কি
ভীষণ আয়োজন!

বেলজিয়মের ষ্টেট রেলওয়ের মিসম,
সেখানে ট্রেনে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ট্রেনেই
রাখিয়া যাইতে হয়, সেই সকল পরিশ্রম
সংবাদপত্র গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হয়, সেই সমস্ত
কাগজ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কাগজ
প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই রেলের টিকিট
প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক বৎসরে প্রায় ১০০ টন
কাগজ এই উপায়ে সংগৃহীত হইয়া থাকে।
ইউরোপে কোন জবাই বুধা ফেলা যায় না।

ধনকুবের রথচাইলডের ধন সম্পত্তি ৭।৮
বৎসর পূর্বে ৪০০০,০০০,০০০, পাউণ্ড অর্থাৎ
৬০০০,০০০,০০০, টাকা ছিল। এখন আরও
বে কত বাড়িয়াছে কে বলিতে পারে। জননয়
যে উপরোক্ত টাকাটা ২০ বৎসরে ডবল অর্থাৎ
দ্বিগুণ হইয়াছিল। এইরূপ হিসাবে অনেকের
বিশ্বাস ৭০ বৎসরে টাকাটা প্রায় ১৫০০০,
০০০,০০০, পাউণ্ড অর্থাৎ ২২৫,০০০,০০০,

০০০ টাকা দাঁড়াইবে। মানবের ধারণার
অতীত।

নেটালের জল বায়ুর অবস্থা এত ভাল যে
২০ মাইল হইতে ৩০ মাইল পর্যন্ত দূরের সমস্ত
পদার্থ পরিকার দেখা যায়।

আপোষে নিষ্পত্তি। পরলোকগত সার
ভারকনাথ পালিত মহাশয়ের প্রদত্ত সম্পত্তি
লইয়া তাঁহার পুত্র মিঃ জিতেন্দ্রনাথ পালিতের
সহিত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের
মামলা চলিতেছিল। শনিবারের সিনেট
সভায় স্থির হইয়াছে মিঃ জিতেন্দ্রনাথ উক্ত
নামলা তুলিয়া লইবেন এবং বালিগঞ্জের বাড়ী
বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ছাড়িয়া দিবেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়
তাঁহাকে হাইকোর্টের মামলার খরচা হইতে
অব্যাহতি দিবেন।

এক টাকার নোট।

প্রকাশ যে, কর্তৃপক্ষ এ দেশে এক
টাকার নোট চালাইবার মানস করিয়াছেন।
পাঁচ, দশ ও তদধিক টাকার নোটগুলি এ
দেশের লোক যেরূপ আগ্রহ সহকারে ব্যব-
হার করিতেছে, তদ্বর্ণানে সকলেই মনে
করিতেছেন যে, এক টাকার নোটও লোকে
ঐরূপ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিবে। ঐরূপ
নোট প্রবর্তিত হইলে লোকে ব্যবহার করিতে
যে একেবারে অসম্মত হইবে, আমাদের
তাঁহা মনে হয় না। কিন্তু একটা বিষয়
ভাবিবার আছে।

কপড়ের দর চড়িয়াছে—তঁহা কেবল
জাহাজ ভাড়া ও বীমার দর বাড়িতে হয়
নাট, কয় মাস পূর্বে যে ব্যবস্থা হয়,
তাহাতে প্রায় ২ হাজার বয়নকারী প্রমজীবির
পারিশ্রমিক শতকরা ৫ টাকা হিসাবে বাড়ান

হইয়াছে, অর্থাৎ মোটের উপর পারিশ্রমিক
শতকরা ১০ টাকা হিসাবে বাড়িয়াছে। এ
বৃদ্ধিতে অবশ্য শ্রমের মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য।

লেডী কারমাইকেলের উদ্যোগে বঙ্গের
উচ্চ শিল্পসংরক্ষণকল্পে যে সমিতি গঠিত হয়—
সেই সমিতির সংগঠনমতায় ঢাকার এক জন
প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন, একজন লোক
মাস্ত্রাজ্ঞে শিল্প একচেটিয়া করিয়া চড়া দামে
বিক্রয় করায় বঙ্গে শিল্পজ পণ্যের ব্যবসা বিপন্ন
হইয়াছে। শিল্প কমিশনে রায় ত্রীযুত বামিনী-
মোহন মিত্র বাগাহর সে কথা বলিয়াছেন।
প্রতি বৎসর মাস্ত্রাজ্ঞ হইতে বাঙ্গালার ১০ লক্ষ
শিল্পের আয়মানী হয়। মাস্ত্রাজ্ঞ সরকার
শিল্পের ব্যবসার একচেটিয়া মালিক। পূর্বে
সরকার নিলামে মাল বিক্রয় করিতেন। এখন
ঢাকার একজন ব্যবসায়ী চড়া দাম দিয়া সব
শিল্প কিনিবার অধিকার লাভ করিয়াছে।
সে ১২ টাকায় ১ শত শিল্প কিনিয়া ৬০ বা ৬৫
টাকায় বিক্রয় করিতেছে। বাঙ্গালা সরকার
মাস্ত্রাজ্ঞ সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে একটা
সুব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গালার শিল্পের শিল্প
নষ্ট হইবে। মাস্ত্রাজ্ঞ সরকারই যখন মাস্ত্রাজ্ঞে
শিল্পের ব্যবসার একচেটিয়া মালিক, তখন
এবিষয়ে একটা সুব্যবস্থা হওয়া কখনই অসম্ভব
বলিয়া বিবেচিক হইতে পারে না।

বড় হুংগে আমরা সময় সময় সরকারের
কৃষি-বিভাগের কথার আলোচনা করিয়া
থাকি। বলিবার সময় সরকার বলেন, এ
দেশে কৃষির উন্নতি ব্যতীত জাতীয় দারিদ্র
দূর হইবে না—হইতে পারে না। দ্বাহারা দেশে
শিল্প প্রতিষ্ঠার সরকারের আবশ্যক চেষ্টার
অভাবের কথা বলেন, সরকার তাঁহাদিগকে
বলেন, তাঁহারা যেন মনে রাখেন, এ দেশের
অধিকাংশ লোকই কৃষিজ পণ্যের উপর নির্ভর

এখনও-পুরাতন “কাজের লোকের” জ্ঞান অর্জয় করুন।

করে—কৃষক পণ্যের বার্ষিক মূল্য ১৫ শত কোটি টাকা। কিন্তু সেই কৃষির উন্নতিকল্পে সরকারের চেষ্টার পরিমাণ কতটুকু? সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগে অর্থাৎ ২৪ পরগণা, নদীয়া, বশোহর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ এটা জিলায় সরকারের একটিও কৃষিপরীক্ষাকেন্দ্র নাই। একে ত কৃষি ক্ষেত্রগুলির কাজ যে ভাবে পরিচালিত হয়, তাহাতে সুফললাভের সম্ভাবনাই অল্প—তাহার পর এই এটি জিলায় সরকারের একটিও কৃষিপরীক্ষাকেন্দ্র নাই। সরকারী ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া সেই পরীক্ষার ফল কৃষকদিগকে দেখাইয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথারূঢ় করাই যদি সরকারী কৃষিক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হয়, তবে এই এটি জিলায় ক্ষেত্রের অভাবের কারণ কি, তাহা কি আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? কোথায় এইরূপ ক্ষেত্রের সংখ্যা বাড়ান হইবে—বাহাতে আমের কাছে কৃষিক্ষেত্রে যাইয়া কৃষকেরা ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল দেখিয়া শিখিবে, না এটি জিলার মধ্যে একটি পরীক্ষা-ক্ষেত্রও নাই। পাটের ফসল ফলন কুৎসিত করার জন্য লোক রাখা চলে—শোভাযাত্রার টাকা ব্যয় করা চলে—চলে না কেবল ঐ কৃষি বিভাগে যায়। বাস্তবিক এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ দেশের বত লোকের প্রয়োজনীয়, আর কোন বিভাগই তত নহে। অথচ এই বিভাগেই বত টানাটানি! শিল্প কনিষ্ঠনে সাক্ষ্য দিবার সময় মিষ্টার মীক বলিয়াছেন, এই বিভাগের কর্মচারির সংখ্যা কার্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যে প্রদেশের পরিমাণ ৮৫ হাজার বর্গ মাইল সেই প্রদেশের কৃষিকার্যের উন্নতিবিধানভার কেবল তিন জন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। বর্তমানে আবার দুই জনকে সে কাজ করিতে হই-

তেছে। ইহাতে ফল যে আশারূপ হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। বঙ্গ।

মহাসমর ও আমোদপ্রমোদ!—ইউরোপের মহাসমরের জন্য ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে আবালবৃদ্ধ-বনিতা আমোদ প্রমোদে পরিত্যাগ পূর্বক কিসে যুদ্ধে জয়লাভ হইবে তাহারই চেষ্টা করিতেছে, আর ভারতবর্ষে খেতান সমাজে আমোদ প্রমোদের শ্রোত পূর্বের ন্যায় অবাধ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। সেদিন “টেটসমান” পত্রে জনৈক পত্র প্রেরক ভারতপ্রবাসী একজন করাগী ভ্রমলোকের লিখিত একখানি পত্রের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ করাগী ভ্রমলোকও ভারতের খেতান সমাজে আমোদ প্রমোদের প্রাবল্য দেখিয়া ব্যথিত হইয়া লিখিয়াছেন ‘সকলের মুখেই শুনিতে পাই; যুদ্ধের জন্য কষ্টের আর অবধি নাই। কিন্তু যখন দেখি যে, সকলে বিলাসশ্রোতে প্রাবিত, তখন কষ্ট যে কিসের, তাহা বুঝিতে পারি না। যুদ্ধের পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছি, এখনও সেইরূপই দেখিতেছি। সেইরূপ টেনিসখেলা, সখের থিয়েটার, নাচ, গান, ভূরিভোজের আয়োজন। এই সকল দেখিয়া আমি বিরক্ত হইয়াছি। ইহাদের অবস্থা আমাদের দেশের (ফ্রান্সের) নয়নারীর অবস্থা কি পৃথক। কেহই গৃহের কোণে বসিয়া নাই, রমণীরা ক্ষেত্রে কৃষিকার্যে ব্যাপৃত, ৫৫ বৎসর এমন কি তাহার অধিক বৎসরের পুরুষেরা সমরক্ষেত্রে। আমার মতে ২০ বৎসর হইতে ৪৫ বৎসর বয়স প্রত্যেক ইংরাজকে যুদ্ধে গমনে বাধ্য করা উচিত, তাহাদের কার্য রমণীরা করিবেন। যে সকল এংলো ইণ্ডিয়ান এদেশে বাটি ইংরাজের সঙ্গে সমান অধিকার লাভে উৎসুক, তাহাদেরও যুদ্ধে গমন করা উচিত।

এদেশে খেতানদিগের দোকানে শত শত খেতান যুবক জুবাদি বিক্রয় করিতেছে, তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দাও, প্রত্যাহ দেখিতে পাই দলে দলে ইংরাজ যুবা নুতন পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক টেনিস বাট লইয়া অপরাহ্নকালে খেলা করিতে যায়। কি লজ্জার কথা। ইহারা পুরুষ মানুষ নহে। ইহারা উপর টাকা অনাবশ্যক। হিতবাদী।

পরের জন্য প্রাণ বিসর্জন—যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহীর একজন উকিল। ইহার বয়সক্রম ২৭ বৎসর মাত্র। দুইটি রমণী পণ্ডার শ্রোতে পড়িয়া জীবন হারাই-তেছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগের উদ্ধার কার-নায় জলে ঝাঁপ দেন। জলে পড়িয়া তিনি বহু কষ্টে রমণীরের উদ্ধার সাধন করেন, কিন্তু পরশ্রোতে পড়িয়া নিজে আর তীরে আসিতে পারেন নাই—জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। যতীন্দ্র বাবুর এইরূপ মৃত্যুতে রাজসাহীতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এ ভাবে পরের জীবন রক্ষার জন্য যিনি অনা-য়াসে আপনার জীবন বিসর্জন দিতে পারেন তিনি মহত্ম্য নহেন, দেবতা। কিন্তু যতীন্দ্র বাবুর পরিজনবর্গের অবস্থা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাহারাই এই হর্কিসহ শোক সাধনা লাভ করুন, আমরা এইমাত্র কামনা করিতে পারি।

পোষ্যপুত্র।

(১)

রাধাচরণ ও হরিচরণ দুই ভাই, আরবা-রজনীর কাসেম ও আলিবাবার মত বড় ভাই রাধাচরণ ব্যবসা করিয়া খুব ধনী হইয়াছে, তাহার প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা, গৃহিনীর মণিমুক্তাঞ্জলিত অলঙ্কার রাশি, ধনরত্ন পরিপূর্ণ বৃহৎ লৌহ সিঁদুক, সকলই প্রতিবাসীর দৃষ্টি

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

আকর্ষণ করে। কিন্তু ছোট হরিচরণ, পৈত্রিক ভগ্ন বাড়ীখানি অর্থাভাবে সংস্কার করিতে পারে না। ১৫ টাকা মাহিনার ৯টা হইতে রাজি ৯টা পর্যন্ত হাড়তলা খাটিয়া রাজি ১০টার টেনে বাড়ী আসিয়া রাতটুকু ঘরে কাটার মাত্র, আবার ৮টার মধ্যে নাকে মুখে গুঁজিয়া কলিকাতায় যায়। কিন্তু রাখাচরণের অসীম স্বপ্ন সাগরে একটা বড় হুং খুঁজি, এই ধনজন পূর্ণ সংসারে পুত্র ছিলনা, তাই সে হরিচরণের একমাত্র পুত্র খোকাকে পোষা পুত্র লইতে চাহিয়াছিল, বড়বোঁ যদিও ছোট বা'র প্রতি বড় সন্তুষ্ট নয়, তবুও এই নধর বালকটীর স্নানস্নান আকৃতির উপর তাহার কেমন একটা আকর্ষণ ছিল। হরিচরণ দাদার এই প্রস্তাবে বড় আনন্দের সহিত সন্মতি দিয়াছিল, কিন্তু ছোট বোঁ এত হুং খুঁজি সহিয়াও খোকাকে দিদির হাতে দিতে রাজী ছিলনা।

আজ সকাল হরিচরণ জানলার পাশ দিয়া দেওয়ালে যে একটা অশ্ব পাছ বাগির হইয়াছিল, তাহা কাটারী লইয়া কাটিতে ছিল, ছোট বোঁ উনানে ডাল বসাইয়া দিয়া রোজে বসিয়াছিল, হরিচরণ গাছ কাটিতে কাটিতে একবার জীর মুখের দিকে চাহিল, পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “এবার বর্ষার আগে বাড়ী না সারালে পড়ে যাবে, তাই দাদা বলছিলেন যে বাড়ীটা সারিয়ে দিই।” ছোট বোঁয়ের চেহারাটা যে এককালে সুন্দর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কৃষ্ণিত কৃষ্ণকেশ, আকর্ষণ বিপ্রান্ত নয়ন মুগল, গৌরবর্ণ, ও পাতলা পাতলা রক্তবর্ণ ওষ্ঠ ছুটিতে গতলাবন্যের সাক্ষ্য অঙ্কিত ছিল। কিন্তু এখন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের উপর ম্যালেরিয়া, হুংখকট ও অভাব আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

‘দাদার’ কথা শুনিয়া ছোট বোঁয়ের চক্ষু ছুটী-রাগে জল জল করিতেছিল, বলিল, “কেন? তোমার ভাইয়ের এত দিন পরে

এত মাথাব্যথা পড়েছে কেন? হরিচরণ বলিল, “তোমার সব গায়ে পড়ে ঝগড়া করা, মার পেটের ভাইয়ের চেয়ে কে আপনার আছে?” “কই এ আপনারকে তো, এতদিন দেখি নাই, এখন বাই ছেলে বেচুতে চেয়েছে, তাই বড় আত্মীয়তা হয়েছে।”

হরিচরণ উত্তেজিত হইয়া বলিল, “ছেলে বেচা, ছেলে বেচা একশ বার বল কেন। দাদা খরচপত্র চালাবার অঙ্ক ৪০০০ হাজার দিতে চেয়েছেন, তাকে কি বেচা বলে? দাদা অন্য ছেলে না নিয়ে যে খোকাকে অত বিষয়ের মালিক করবেন, সে তোমার ভাগ্য!

‘অমন ভাগ্যে আমি দিকার দিই।’ বলিয়া ছোট বোঁ রাগে গরগর করিতে করিতে রাসা ঘরে ঢুকিয়া ডালের হাঁড়িতে সশব্দে হাতা দিতে লাগিল; রক্তনকারিণীর মেজাজ যে এখন বিশেষ উষ্ণ, তাহা বাহিরের লোকটা হাঁড়ি ও হাতার ঠনঠন শব্দেই বুঝিতে পারিল। ক্ষণপরে একটা কলিকা হাতে লইয়া তামাক খাইবার অছিলায় আসিয়া বলিল ছোট বোঁ! একটু আগুন দাও তো।” বলিবামাত্রই অতি সত্ত্বর গণগণে এক হাতা আগুন, হরিচরণের প্রায় গায়ের কাছেই আসিয়া পড়িল, হরিচরণ মুহূর্ত্তে হাঁসিয়া বলিল, তা অত রাগ করছ কেন, ইচ্ছা না থাকে দিওনা, তবে ছেলেটা কষ্ট পায়, আমরাও কষ্ট পাই, এ বরং ভাল, তা'র চেয়ে সুখে থাকবে তাই বলছিলাম।

ছোট বোঁ চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল এই শাক ভাজা, ডাল মাছের কোল খাইয়ে তাকে মাতুষ করে রেখে যেন আমি যেতে পারি, আমার বুকের নিধি পরের হাতে তুলে দিবনা। এই সময় একটা সুন্দর বালক আসিয়া দাঁড়াইল, সে মায়ের চক্ষে জল, দেখিয়া বলিল, “কেন মা তুমি কাঁদছ?”

মা তাহাকে বক্ষে লইয়া মুখচুষন করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

কতদিন নিদ্রাঘ রজনীতে ছাদে মাত্রর পাতিয়া গর করিতে করিতে হরি ছোট বোঁকে অপাইয়াছে, “খোকাকে দাদাকে দাও।” কত শুক মধ্যাহ্নে নীতল কক্ষে ভ্রমে মাত্রর পাতিয়া শুইয়া অপাইয়াছে, “খোকাকে দাদাকে দাও।” যেদিন ছোট বোঁ খোকার কাপড়-খানির ছেঁড়াটুকু সেলাই করিয়া দিতেছিল সে দিন ঐ কথা; যে দিন কলমীশাকভাঙ্গা আর ডাল খাইতেছিল, সে দিন ঐ কথা; কিন্তু ছোট বোঁ টলিয়ার মেয়ে নয়, তাহার এক কথা, “ছেলে বেচিন না”

একদিন শনিবারে সকালে সকালে আপিস হইতে আসিয়া হরিচরণ দেখিল, ছোটবোঁ লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া আছে, কমলালেবু বেচিতে আসিয়াছে, পরসার জন্য খোকা বড় বাহানা করিতেছে, ছোটবোঁ জ্বরে ধুকিতে ধুকিতে তাকাকে বকিতেছে, হরিচরণ বলিল, “বেশ ভোঁ! এক ঘোড়া লেবু কিনে আন! ছোটবোঁ পরসার দাও না।” বলিবামাত্র খোকা বাহিরে লেবু আনিতে দৌড়াইল। ছোটবোঁ বলিল, “আজ মাসের ২৫শে, কিন্তু হাতে আর ১০ আনা বই পরসার নাই, ১০ আনা জোড়া লেবু কিনিলে হাতে আর কি থাকবে?” খোকা এই সময় লেবু হাতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া বলিল, “বাবা! এই দেখ! হরিচরণ অগত্যা বলিল, “এ লেবু বড় টক, এ ফিরিয়ে দাও। আমি তোমার জন্য ভাল লেবু আনবো বাবা।” খোকা রোদন করিতে করিতে লেবু ফিরাইতে গেল, হরিচরণ একবার ভাবিল, “কমলালেবু কিনি, পরে না হয় খার করিয়া চালাইব। কিন্তু সে বড় অহঙ্কারী, খার করা তাহার অসাধ্য। কাজেই নিখাস ফেলিয়া চূপ করিয়া রহিল। ছেলের চক্ষে জল দেখিয়া বুঝি মার চক্ষেও জল

পুরাতন “কাজের লোকের” সৃষ্টিপত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

আসিল, আজ ছোটবো বলিল, “না হয় থোকাকে পোষাপুত্র দাও, আমার কাছে এসে বাছা কত কষ্টই না পেলে।”

সোমবার হরিচরণ আফিস হইতে আসিয়া বলিল, “আমার দিদি চিঠি দিয়াছেন, কাল থোকাকে নিয়ে আমাকে যেতে হবে।” থোকা ভের না হইতে হইতে “পিসামার বাড়ী যাব” বলিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল। না তাহার সামান্য কাপড় গুলি বাহির করিয়া সাজাইয়া দিলেন। হরিচরণ অল্পমনস্কভাবে থোকাকে লইয়া চলিল, কিন্তু ট্রেনের পথে যাইতে কতবার পুত্রকে চুপন করিল, কতবার তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

(৩)

সন্ধ্যার পরে ছোটবো অল্পজল প্রদীপের আলোকে বসিয়া থাকুপোস বুনতে ছিল, দরজার কড়া নাড়ার শব্দে তাড়াতাড়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, কিন্তু স্বামীকে একাকী দেখিয়া বালিল “তু’ন একা কেন? থোকা কই?” হরিচরণের স্বর কাঁপিল—বালিল “দিদি আজ আসতে দিলেন না, ২১ দিন পরে আসবে, ছোট বোয়ের মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, বালিল “সত্য কথা তো?” হরিচরণ অশ্রুদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, “ওকি কথা! সে আসবে না তো কোথা যাবে?” হরিচরণের মুখের ভাব দেখিয়া ছোট বো আর কথা কহিল না।

বখন পরদিনও থোকা আসিল না, তখন ছোট বো অস্থির হইয়া পড়িল। একাদিন, দুদিন চারদিন করিয়া যখন ১০ দিন কাটিল, তখন ছোটবো বুঝিল, সে আর আসিবে না। ব্যথিতা জননীর সে বেদনা বর্ণনার অতীত, আলনার তার বাবহার্য্য অক্লান্ত বস্ত্রগুলি খুলিতেছে, দালানে নোহপিজের তার সাধের ময়না পাবীটি খুলিতেছে, শোনার ঘরের বাঁরাগার

খেলা করিয়া সে ঠাকুর পূজা করিয়াছিল, এখনও সিন্দুর লিপ্ত মৃন্ময় পুতলিকাটি পড়িয়া আছে। ছোটবো ভুলিয়া হৃৎ আল দিয়া থোকার বাটীতে ঢালিত, যেন সে খেলিতে গিয়াছে, এখনি বাড়ী ফিরিবে।

হরিচরণ একদিন আসিল কথা ভাবিল যে থোকাকে দান্য লেখাপড়া করিয়া পোষ্য পুত্র লইয়াছেন, সে কত ধনের অধীশ্বর হইয়াছে, কত বড় বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, কত বিশাল জমিদারী, কত গাড়ী ঘোড়া। তাহার ভাগ্য ভাগই তাই সে এমন হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বৌদিদি একদিন গোমায় যেতে বসেছেন। ছোটবো একটু অন্যমনে চিন্তা করিল, “থোকার মুখ সম্পদ একবার নিজের চক্ষে দেখিয়া আসিব, আর বাছার মুখখানি একবার দেখিব। তার উপর আমার বিধাতা দত্ত যে সম্ব, আমি মানুষ হয়ে তা নিজের ইচ্ছায় বেচোঁছি। হায় যে কেউ যেন গারব হয় না, গরীবেরাই রাফস!”

মোটামোটো খানওয়ালা লাল রং করা প্রকাণ্ড অট্টালিকার ঘরে ছোটবো নামিতেই তাহার অমুসাক্ষৎ চক্ষু আগে থোকার অব্যবহা করিল, সে উপরে আছে শুনিয়া ঝির সাহত ভিতরে চলিল। ত্রিতলের মাসেল মেকের উপর ঝির কোলে বসিয়া থোকা খেলিতেছে, কত পিতলের খেলনা, রূপার খেলনা, কাঁচের পুতুল, চীনের গাড়ী, কাঁচকড়ার পুতুল, ছবির বই ঘরে ছড়ান আছে। থোকা কয় দিনেই কেমন সুন্দর হইয়াছে, রং ফাটিয়া পড়িতেছে, গাল দুটি কেমন লাল হইয়াছে, নবনীত কোমল হাতগুলি মাংসাধিক্যে কেমন গোলগোল হইয়াছে, পরনে লাল ভেলভেটের সুট ও ব্রাউন রংয়ের বুট। থোকা মাকে দেখিয়াই দৌড়িয়া আসিয়া বক্ষে কাঁপাইয়া পড়িল, মাও তাকে বক্ষে চাপিয়া অঙ্গ মুছিতে লাগিল।

বড়বো সংবাদ পাঠিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া বায়ের কাছে বসিলেন, বড় বো মূল-কারা, নানা ভরণ ভূষিতা, ও ধূপছায়া সাজা-পর! বড় বো বলিলেন, “আজ ছোট বো! এত রোগা হয়ে গেছিস কেন?” ছোট বো বলিল, “দেশে বড় ম্যালেরিয়া, আর আরও কম, লোক রাখতে পারিনা, নিজেই সব কাজকর্ম করি।” বড় বো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “সেই পুকুর থেকে জল আন, আর পুকুরে বাসন মাজ। রান্নাবান্ন সব নিজেই কর? বাবা আমি হ’লে তো পারতুম না তাই, তা ঠাকুরপো কি চিরকালটা ১৫ টাকা মাইনের কাটাতে? একটা ভাগ চাকরী বাঁকরা তো কন্সলে হয়।”

ছোট বো মুহু হাসিয়া বলিল, “অমৃতের অর্কাচি কার? তবে পায় কোথা?” বড়বো বলিলেন, “তা’ বটে, ঐ বিজ্ঞানবুদ্ধিতে আর কি হ’বে, আমার ভাই বি, এস, এস পাশ করে বাই কলেজ থেকে বেরুল, অমনি সাহেবরা সব ছড় ছড় করে চিঠি পাঠাইতে লাগল, কেউ বলে ২০০ টাকা মাহিনা দিব, কেউ বলে ৪০০ টাকা মাহিনা দিব, শেষে রেজুনে ১০০০ টাকার মাহিনার চাকরী নিয়ে গেছে। তা’ হ্যা ছোট বো! তুই বালা পরে থাকস, কেন? এখন আর বালা পরা ফ্যাশান নাই, গাছ কতক মাহ বেলওয়ারী চুড়ী গড়াস।” ছোট বো হাসিয়া বলিল, “দিদি কি পাগলের মত বল, পা’ন কোথায়?” বড় বো বলিল, ‘তা’ সত্য! ভগবান তো’কে এ যাত্রা বড় কষ্টই দিলেন।’ ঝিটা পিছন হইতে বলিল “সকলের বরাত কি সমান, এই তোমার কত জোড়া চুড়ী বাগকোর গুড়ে পচছে, পরবার লোক নাই মা!”

যাইতে বসিয়া বড় বো ক্রমাগত নিজের পাঠ হইতে, কইনাছের মুড়া, চিংড়িনাছের

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কাটলেট, সরভাজা, কমলাগেবুর পারস প্রভৃতি তুলিয়া যায়ের পাতে দিতেছিল; ছোট বো বত বলিতেছিল, “আর দিও না দিদি তুমি খাও!” বড় বো ততই বলিতেছিল, থা না ভাই! আহা তুই রোজ পুঁটি মাছ চকুটে ভাত খাস, তুই খা। কাছে হ’লে আমি তোকে রোজ মাছ মাংস পাটিয়ে দিতাম।”

ছোট বো সেদিন রাতে সেখানেই রহিল, বিছানার শুইয়া থোকাকে তেমনই বকে জড়াইয়া লইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল, “এই সব ধন রত্ন থোকায়, কিন্তু আমি তো কই সম্পূর্ণ সুখী হ’তে পারছি না, দিদি খেতে বসে মাছের ডিমটা ‘নঞ্জে খেলেন, কিন্তু আমি তো তা’ পারি না। থোকা যেখানেই থাকুক, ডেকে নিজের পাত থেকে ডিমটা তাকে খাওয়াই; সে যে ডিম খেতে ভাল-বাসে, পরে কি তা’ মনে করে রাখবে? মার’ মেহের কাছে ছিমিয়ার কা’র মেহের তুলনা? যে বড় অভাগা সেই পরের হাতে ছেলেকে তুলে দেয়। এখানে থোকা সোণার হার পরে থাকে, মথমলের পোষাক পরে থাকে, বলে কি থোকায় ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে? হেঁড়া লেপে মার’ বকের কাছে শুয়ে যে আয়াম পেত, এখানে পিতলের খাটে, স্রীংয়ের গদিতে, ইলেক্ট্রিটের আলোতেও, বিয়ের কাছে অনাথের মতই শুয়ে থাকে। থোকা একটা লেবুর জন্য কেঁদেছিল, এখন তা’র ইচ্ছার ইচ্ছিতে শত শত টাকা ব্যয় হ’বে, তা’র জ্যাঠা কোঠাইয়া তা’কে নিয়ে স্ত্রীভার বেড়াতে যাচ্ছেন, কত আদর করছেন, কিন্তু তা’র ভগিনী মা হিমালয় নিঃসৃত গঙ্গার পুতধারার নায় যে অজস্র স্নেহধারা নিষেকে তা’র চিত্তকে সজীব রাখিত, সে মেহের কাছে এ মেহ যেন বড় কৃত্রিম, বড় উপ-হাস!” জননীর নয়ন বহিয়া অবিরত বারিধারা উপাধান ভিজাইল। তাহার পরে কখন প্রভা-

তের শীতল বায়ুতে ছোট বো ঘুমাইয়া পড়িল।

(৫)

পরদিন বাড়ী আসিবার সময় থোকা মহা-আফ্লাদে মা’র সহিত গাড়ীতে উঠিতে আসিল কিন্তু দাসীরা ও তাহার নতুন মা তাহাকে নানারূপে ভুলাইতে লাগিল, কিন্তু অবোধ শিশু তাহার সেই দীন হীন পল্লী-কুটিরে ফিরিবার নিমিত্ত, নিষ্ফল রোদনে ছোটবোকে আরও বেদনা দিতে লাগিল। ছোট বো জোর করিয়া তাহার হাত হইতে কাপড় ছাড়াইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিল। তাহার মুখের রং ঠিক সাদা পাথরের মত হইয়া গিয়াছে, চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই। হরিচরণ কাতরভাবে তাহার হাত থানি নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া বলিল, ছোট বো! আবার রবিবারে তোমাকে নিয়ে থোকাকে দেখতে আসবো।” “ছোট বো কিছুই উত্তর দিল না, অন্য মনে দরজার ফাঁক দিয়া রাস্তা দেখিতেছিল। সে যদি বলিত যে, “বাকে বিড়িয়ে দিয়েছে, তাকে আবার দেখতে আসার কি দরকার?” তাহা হইলে হরি সন্তুষ্ট হইত; কিন্তু সে যে কিছু না বলিয়া প্রস্তরমূর্তির মত বসিয়া রহিল, ইহাতে স্বামী একটু ভীত হইয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া বলিলেন, “ললিতা! কথা কও, চুপ করে রইলে কেন?” ছোটবো হরির মুখের দিকে একবার চাহিল, সে নীরব দৃষ্টিতে কি লেখা ছিল, তাহা হরিচরণ ১৫ বৎসর একত্র ঘর করিয়াছিল, সেসব পড়িতে বড় কষ্ট হইল না, সেও অজমানে বসিয়া রহিল।

বড়ী গিয়া ছোট বো সমস্ত দিন মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল, হরিচরণ অনেক ভাবিয়াও তাহাকে খাওয়াইতে বা কথা বলাইতে পারিল না। পরদিন সকালে উঠিয়া ছোট বো ঘান করিয়া আবার শয়ন করিল। সমু-

খের দালানে মিস্ত্রী কাজ করিতেছিল, তাহাদের কর্ণকের ঠন ঠন শব্দ শুনিতে পাঠিয়া ছোট বো আপন মনে বলিল, “আহা বনের পাখীকে সোণার পিঞ্জরায় ধরিয়ে দিয়ে বাড়ী ঘর সারান হ’চ্ছে।” একটু পরে একজন বিধবা স্ত্রীলোক, ৭৮ খানি গরম লুচি ও বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, একটু মোহনভোগ লইয়া বলিল, “মা উঠে একটু খাও। বাবু বন্ধন তুমি কাল থেকে খাওনি। আমি তোমার রাঁধুনি, তুমি একলা মাহুয, সব পার না বলে বাবু আমাকে ভর্তি করেছেন।” ছোটবো তীরবেগে উঠিয়া এক পদাঘাতে লুচিরখালা ছুঁড়িয়া উঠানে ফেলিয়া দিল। লুচি, মোহনভোগ, ঘরে উঠানে গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

শ্রীহেমলিনী বসু।

সমাপ্ত।

Magazin V. S. Daily.

মাসিক বনাম দৈনিক পত্র।

পাশ্চাত্য সুবিজ্ঞ বিজ্ঞাপন দাতাগণ বলিয়া থাকেন—

The daily lives a day.

The monthly lives a month.

The magazine is preserved and passes from one reader to reader. সুতরাং তাহাদের মতে মাসিক পত্রও বিজ্ঞাপনের পক্ষে কম মূল্যবান নহে। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ীর চক্ষে মাসিক পত্রের আদর নাই। দৈনিক পত্রের বিজ্ঞাপন সকল দেশেই পড়িবার সময় থাকে না, পরদিন প্রভাতেই মৃতন কাগজ আসিয়া পড়ে। সুতরাং ক্রমিক বিজ্ঞাপন না চালাইলে চলে না। দৈনিকের ১ বাতের বিজ্ঞাপনে যে ব্যয় হয়, তাহা ঘারা ৪ খানা মাসিকের বিজ্ঞাপনের ৪ মাসের ১ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের ব্যয় চলিয়া যাইতে পারে। ৪ খানা ভাল মাসিক পত্র-

এখনও পুরাতন “কাজের লোকের” জন্ম অর্ডার করুন।

কায় পাঠকের সংখ্যা কি একখানা দৈনিকের পাঠক সংখ্যাপেক্ষা কম? কখনই না। দৈনিকের বার্ষিক মূল্য অধিক, খপর পুরাতন হইয়া যায় বলিয়া মফঃস্বলের গ্রাহক সংখ্যা কমই হইয়া থাকে। দৈনিক স্থানীয় কাগজ, কিন্তু মাসিকের মূল্য কম, সুদূর মফঃস্বলেও প্রচুর গ্রাহ্যিত হয়। এই হিসাবেই বিলাতি মাসিক ও সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপন অধিক। বিজ্ঞাপনদাতাগণ বলেন, মাসে একবার মাত্র বিজ্ঞাপন বাহির হয়, কিন্তু সে বিজ্ঞাপন থাকে যে বহুকাল, সেটাও ভাবিবার কথা।

সেই জন্ত যাহারা প্রকৃত ব্যবসায়ী, এমন পাশ্চাত্য অভিজ্ঞগণ মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপন দিবার পক্ষপাতী, কারণ জিনিস সম্বন্ধে হুকা পরিষ্কার করিয়া বলিতে স্থানান্তর হয় না। পাঠককে বিজ্ঞাপন পড়াইতে পারিলে দৈনিক এবং মাসিক উভয়েই তুল্য কাজ হইতে পারে। সুতরাং মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়াও ব্যবসায়ীর আবশ্যকীয় পস্থা।

“কাজের লোক” বহু আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, সমস্ত সংবাদ পত্রেই ভূয়োসী প্রসংশিত। ১১ শ বর্ষ সমান ভাবে প্রসংশার সহিত চলিতেছে সুতরাং “কাজের লোকে” বিজ্ঞাপন দিলে অতি সামান্য ব্যয়েও সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। আপনি একথা পরীক্ষা করিবেন।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্যশিল্প।

—:—

Quinine Hair Tonic.

Quinine Sulph.....100 grains
Ac. Sulph. Dil.....100 Minims.
Tinc. Jabarandi.....5 ounces.

Eau de-cologne.....10 ounces.
Tin. Cantharides.....4 oz.
Glycerine.....5 oz.
Bay rum.....12 oz.
Aqua Rose.....40 oz.
Mix and shake the bottle well before using. It is an excellent preparation as hair tonic.

Bulletin of pharmacy. 2/14

উপরোক্ত করমুলাটি একখানি আমেরিকান ডাক্তারী কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা চুলের খুসকী নষ্ট করিয়া কেশ বৃদ্ধি, কেশ ঘন এবং কৃষ্ণবর্ণ করিয়া থাকে। ইহা পেটেন্ট করিয়া ৪ আউন্স শিশিতে ভাল গোবেলাদি দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। উদ্যোগী যুবকের ইহা একটা আদরের সামগ্রী।

Ginger Biscuit.

ময়দা —১ গের
মাখম —৩ আউন্স
চিনি —৩ আউন্স
আদার গুঁড়া বা গুঁট পূর্ণ —৪ আউন্স
এই গুলিকে বিগুজ হুখ দিয়া লুচির ময়দার মত ঠাসিয়া গোল গোল চাকুতির মত করিয়া একটা টানের পাতের উপর সাজাইয়া উনানের মধ্যে দিয়া ভাজিয়া লইলেই প্রস্তুত হইবে। ময়দা চিনি এবং আদা বা গুঁট চূর্ণে প্রথম মাখম দিয়া ময়দা দেওয়ার মত মাখিয়া তাহার পর অন্ন অন্ন হুখ দিয়া লুচি বা কটীর ময়দার মত করিয়া নেচী কাটিতে হয়, তাহার পর বেলুন টানিয়া খুব পাতলা অর্থাৎ thin না হয়, এমন ভাবে চোকা বা গোল করিয়া ছাঁচ বা ছুরি দ্বারা কাটিয়া ভাজিতে হয়।

কলিকাতার অনেক গরীব মুসলমান এইরূপে বিগুট এবং কেক প্রভৃতি প্রস্তুত

করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। কিন্তু অন্ন পুঞ্জীর বাঙ্গালীও এ কাজ করিতে পারিত কিন্তু তাহা দেখা যায় না। পাটকটি এবং বিগুট ভাজায় উনান স্বতন্ত্র, যাহারা কলিকাতায় আসিয়া থাকেন, তাহারা কটি ওয়ালা বায়ুনদের দোকানে সে উনান দেখিয়া থাকিবেন। সেইরূপ উনানে ভাজিয়া লইতে হইবে।

Peppermint Lozenges:

পিপারমেন্ট লজেঙ্কুস।

লজেঙ্কুস মাত্রাই ডিম্বের খেত সারাংশ থাকে।

ডিম্বের খেত অংশের সহিত ৬ আউন্স অতিশয় সূক্ষ্ম খেতবর্ণ চিনি এবং ৩৬ ফোঁটা উৎকৃষ্ট পিপারমেন্ট অয়েল দিয়া নাড়িয়া এঁটেল নাটার ছায় করিয়া ছাঁচ দ্বারা বা ছুরি দ্বারা কাটিয়া চোকা আকারের করিয়া মৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই পিপারমেন্ট লজেঙ্কুস প্রস্তুত হইবে।

ডিম্বের খেতসার আপত্যজনক হইলে পরিষ্কৃত আরবীগদের জল দিয়া ও গঠন করা যাইতে পারে।

Rose Lozenges.

গোলাপী লজেঙ্কুস।

ঐরূপ প্রক্রিয়াতেই গোলাপী লজেঙ্কুস প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

সূক্ষ্ম সাফা চিনি —৪ আঃ
কারমাইন রং —২ গ্রেণ
গোলাপের আতর —১ ফোঁটা
গঁদের তেলের সহিত সমস্ত দ্রব্য গুলি মিশাইয়া লজেঙ্কুস প্রস্তুত করিলেই হইবে।
প্রক্রিয়া উপরে বলা হইয়াছে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কেশ তৈলের ফলমূল।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল	—আধসের
এলকেলাইন ক্রট	—২ ড্রাম
চন্দনের তৈল	—২ ড্রাম
উৎকৃষ্ট বেলার তৈল	—অর্ধসের
রিফাইন উৎকৃষ্ট রেডীর তৈল	—১ ড্রাম
টিংচার কাহারাঈডিস	—১০ ফোঁটা
অয়েল রোজ মেরি	—২ ড্রাম
অয়েল ল্যাভেণ্ডার	—২ ড্রাম
অয়েল নিরোলী (হেকোর)	—৩০ ফোঁটা
	বা ১ ড্রাম

অটো অফ্ রোজ (হেকোর) — ১ ড্রাম

ইহা উৎকৃষ্ট কেশ রোগ নাশক তৈল।

কেহ কেহ বাজারে White oil নামক এক প্রকার খনিজ তৈল বিক্রয় হয়, তাহাতে টিংচার কাহারাঈডিস—২০ ফোঁটা এবং হেকোর নানাবিধ গুণের আভর মুরগী হাটায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, তাহাটি মিশাইয়া স্নগন্ধ করিয়া বোতলে পুরিয়া দোখোণ নাম দিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

কিছু উপরোক্ত প্রথম প্রকারের তৈলই শুণে যে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য নহে। অবশ্য পড়তায় বেশী পড়িলে মূল্য অধিক হইবে বটে, কিন্তু বাজার চলিত মূল্য তৈল দ্বারা যেরূপ নারী ও পুরুষ সমাজের আঁক হইতেছে, তাহা হইবে না।

সম্প্রতি হারিসন রোডে কতিপয় নীলাম বিক্রীর দোকান খোলা হইয়াছে। অনেক দোকানে লোক বারান্দায় দাঁড়াইয়া নিজেদের লোকের নিকটে অতি অল্প মূল্যে কাপড় ইত্যাদি নীলামে বিক্রী করে। পরে লোক জমাট হইলে আগন্তুকদিগকে ঘরের ভিতরে লইয়া যায়। তৎপরে নিজেদের লোকের সাহায্যে দাম চড়াইয়া অতি অল্প মূল্যের জিনিস দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ দরে বিক্রয় করে।

ভিড়ের সুযোগ বুঝিয়া পকেট কাটা ইত্যাদিও চলিয়া থাকে, এ সকল স্থানে পুলিশ প্রতি-হারীগণকে বড় একটা দেখা যায় না। আমরা মফঃস্বলবাসিগণকে সাবধান করিতেছি।

AGRICULTURAL NOTES.

কৃষি-প্রসঙ্গ।

সরকারী কৃষিবিভাগের কর্মচারীগণের তত্ত্বাবধানে কৃষিপরীক্ষা।

—:—:—

(১৯১৫)

বাঁকুড়ায় চীনাবাদাম।

বিধাপ্রতি ১০ সের বীজ বপন করিতে হয়। বর্ষার প্রারম্ভে মে ও জুন মাসে বীজ পুতিবার সময়। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফল পাওয়া যায়। ১৯১৫ সালে ভালভাসায় ২ বিঘায়, পাতপুরে ১ বিঘায়, রাজারামবাদে ৩ বিঘায়, বাঁকুড়া সহরে ১ বিঘায় এবং কালিকাপুরে ১ বিঘায় বীজবপন করা হয়। বাঁকুড়া সহর ভিন্ন অপর স্থানসমূহে যথাক্রমে বিঘা পিছু ৮ ১/২, ১২, ৪৯ এবং ৫মণ বাদাম উৎপন্ন হইয়াছে। এক মণ চীনাবাদামের ৬ টাকা সুতরাং এই চাষ লাভজনক উহাতে সন্দেহ নাই।

বীরভূম।

উল্লিখিত রূপ বীজবপন করিয়া গত বৎসরে বীরভূম জিলায় সাহপুর, হেতমপুর এবং বোলপুর শান্তিনিকেতনে চীনাবাদামের চাষ হয়। উক্ত তিনস্থলে যথাক্রমে ৩, ১১, ৬০ বিঘায় বিধাপ্রতি যথাক্রমে ৭, ৬ এবং ৬, ২/৩ মণ চীনাবাদাম পাওয়া গিয়াছে। বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাবু সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছেন।

আন্তঃবিভাগ।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের পরীক্ষা।

১৯১৫ সালে খৈল সার দিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগে ১২টা স্থলে আন্তঃবিভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যেক বিঘায় ১ মণ খৈলসার দিয়া ১২টা স্থলে যথাক্রমে প্রতিবিঘায় ১৩, ৬, ২৯, ২, ২৬, ১০, ২৯, ২, ৬, ৬, ৪, ৪ মণ খাণ্ড পাওয়া গিয়াছে। পূর্বে বিনা সারে ঐ সকল স্থানে বিধাপ্রতি যথাক্রমে ৭৬, ৭, ৪, ৭১, ৫, ৫৯, ৫, ৬১, ৭৯, ৪, ২১, ৩, ১৯ মণ খাণ্ড জন্মিত। অতএব ঐ সকল স্থলে প্রত্যেক বিঘায় উৎপন্ন যথাক্রমে ৫১, ২, ২১, ৩৬, ৪১, ৫, ৩১, ২, ৩৬, ১৯, ২৯ মণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি বিভাগের এই পরীক্ষা সার্থক হইয়াছে, সুতরাং সর্বত্র ইহার পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক মন খৈলের দাম ২৯০ টাকা মাত্র। উল্লিখিত পরীক্ষা যে ১২ টা স্থলে হইয়াছে, নিম্নে তাহার আশুপূর্ণিক নাম দেওয়া গেল। ২৪ পরগণায়, ঘোষপুরে, বারাসতের জামালপুরে ২টি স্থলে, বারাসতের চাঁদপুরে, বারাসতে জামালপুরে আর দুইটি স্থলে, বারাসতের সেকেন্দ্রানগরে, নদীয়া জেলার দামুরহোদা গ্রামে, নদীয়া জেলার হারাদি গ্রাম, আর এক স্থলে, নদীয়া জেলার রামুগননামক স্থানে, এবং বারাসতের অমীন রাজীবপুরে।

আমন ধান্য।

১৮১৪ সালে প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৮ স্থলে ধনিচা সার দিয়া আমন ধানের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্বে উক্ত জমি-গুলিতে বিধা প্রতি উৎপন্ন ৬, ৫, ৬, ৬১, ৬১, ৫০, ৮১৯ এবং ২৬০ মন ছিল না। ধনিচা সার দেওয়াতে উৎপন্ন বাড়িয়া যথাক্রমে ৭১, ৮, ৮, ৭১, ৭৯, ৬, ২৯ এবং ৪৬০ মন হইয়াছে। সুতরাং বিধাপ্রতি যথাক্রমে উৎপন্ন খাণ্ড ১, ৩, ২, ১, ১, ১, ১, ৩ মন বাড়ি-

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

রাছে। ধনিচা সার দিতে বিধাপ্রতি ১০ আনা খরচ হয়।

হাড়ের গুঁড়া।

হাড়ের গুঁড়া সার দিয়া ১৯১৫ সালে ২০ খণ্ড জমিতে সফল পাওয়া গিয়াছিল। উহার ফলে বিধাপ্রতি উক্ত ২০ খণ্ড জমিতে উৎপন্ন ধান যথাক্রমে ২, ৩১, ৩৮, ১১, ১, ১, ১১, ১১, ১১, ১৮, ২, ১, ১, ২১, ১১, ১১, ১, ৪ ও মন বাড়িয়াছে। হাড়ের গুঁড়ার সার দিতে এক বিঘায় ২১০ খরচ পড়ে।

পাট।

প্রেসিডেন্সি বিভাগে যাহারা পাটের চাষ করেন, তাহাদের অনেকেই জমিতে কোন সার দেয় না, কেহ কেহ বিধা প্রতি ২০ হইতে ৩০ মন গোবর সার দিয়া থাকে। ১৯১৫ সালে এই বিভাগে ১১ স্থলে বিধা প্রতি ২ মন খৈল সার দিয়া নিম্ন লিখিতরূপ সফল লাভ করিয়াছেন। উক্ত ১১ খানা জমিতে পূর্বে প্রত্যেক বিঘায় যথাক্রমে—৫৮, ৪১, ৩১, ৪, ৪, ৫, ৩, ৩, ৩, ৫ ও মণ পাট জন্মিত, খৈল সার দেওয়ার উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে, ৮১, ৬, ৩১, ৭৮, ৮, ৪১, ৪১, ৪, ৭ ও ৭ মন হইয়াছে। সুতরাং বিধাপিছু বৃদ্ধি যথাক্রমে ২৮, ১১, ৩, ৩১, ৩৮, ১১, ১১, ১ ২ ও ২ মন হইয়াছে।

আমাদের কথা।

শিক্ষার অভাব হেতু এই দেশের কৃষকগণ বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী বুঝিতে অসমর্থ। তাহারা চিরপ্রথা অনুসারে চাষ করিয়া থাকে। শস্ত না জন্মিলে অদৃষ্টকে দিকার দেয়। সুতরাং এই দেশের কৃষি বিভাগে সম্ভাব্যজনক উন্নতি বিধান করিতে হইলে বিশেষ ক্রেশ সীকার করিতে হইবে। শিক্ষিত ভূমি-কারিগণের সাহায্যে তাহাদিগকে ক্রমশঃ কার্যক্ষেত্র বাড়াইতে হইবে। কৃষি-বিভাগ পরীক্ষার দ্বারা যে সকল সফললাভ

করেন, তাহার অতি বিস্তারিত বিবরণ পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করিয়া জিলায়, মহ-কুমায়, থানায়, ও গ্রামে গ্রামে বিনামূল্যে বিতরণ করা উচিত। কেবল তাহা নহে, প্রত্যেক থানায় ও গ্রামে তাঁহাদিগকে ছোট ছোট সভা করিয়া উন্নত কৃষিপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হয়।

কৃষিবিভাগ বৎসরান্তে অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের পরীক্ষার সফল বিজ্ঞাপিত করেন বটে, কিন্তু উহার দ্বারা কৃষকগণ কিছুতেই উপকৃত হইতে পারিবেন না। বঙ্গদেশ কৃষি-প্রধান স্থান। এই দেশের বিস্তৃতিও বড় কম নহে, এমন দেশে কৃষিবিভাগের যেমন তৎপরতা সহিত কার্য করা উচিত, কার্যতঃ তেমন হইতেছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না।

সঞ্জিঃ

কচুরি-সার—স্থানবিশেষে কচুরি

টাগট বা বিগাতি পানা নামেও অহিত হয়! ইহাকে ইংরেজীতে 'ওয়াটার হায়েসিন্থ' (Water Hyacinth) কহে। কচুরি পাছের স্তন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ, কচুরির উপদ্রবে জলপথে গমনাগমন করা যে কিরূপ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। ধাতু ও অন্যান্য শস্তের পক্ষেও, ইহা যে কিরূপ ক্ষতিকারক তাহাও বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এই সব নানা কারণে, সকলেই কচুরিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান এবং বড়ই অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক পদার্থ বলিয়া মনে করিয়াছেন। নিখরশ্ঠার কোনও পদার্থই অতি তুচ্ছ বা অন্যায়ের নহে;—অগ্রয়োজনে কোনও পদার্থের সৃষ্টিও হয় নাই। এতদিন কচুরির অনিষ্টের কথাই শুনিয়াছেন, আজ উহার ইষ্টের কথা শুনাইতেছি। অতঃপর, কচুরিকে বিধাতার অবাচিত রূপা-দান ভিন্ন আর কি বলিবেন।

ঢাকা গভর্ণমেন্ট ফার্মের অভিজ্ঞ হস্তবিন্দু (Fibre Expert) মহোদয় কচুরি-সার সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার স্থূলমর্ম্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

কচুরি পাটের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। অনেক স্থানেই কচুরি পচিয়া গিয়া মৃত্তিকায় সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে; এবং উহার উপরতা-শক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছে। ঢাকার সরকারী কৃষিপরিীক্ষা ক্ষেত্রে সাররূপে কচুরি ব্যবহার করা হইয়াছিল; ইহাতে অন্যান্য সার অপেক্ষা বিধা প্রতি ২/০ মণেরও অধিক পাট জন্মিয়াছে। একশত মণ কচুরি হইতে প্রায় ৬/০ মণ ভাল পটাসার পাওয়া যায়। এই সার গোময়সার অপেক্ষাও ৫৬ গুণ উৎকৃষ্ট। কচুরির (১) পটাসার এবং (২) ছাই—এই বিশিষ্ট প্রকার সারই ব্যবহার করিতে পারা যায়। কচুরিগাছগুলি ক্রমাগত ২০ দিন পর্যন্ত রোজে শুকাইয়া লইয়া, উহা স্থগাকারে রাখিয়া দিতে হয়। ইহাতেই গাছগুলি পচিয়া গিয়া সাররূপে পরিণত হয়। গাছগুলি সংগ্রহ করিয়াই স্থগাকারে রাখিলে উপরের গাছের চাপে নীচের গাছের অনেকটা রস (সার) বাহির হইয়া যায়। ইহাতে সারভাগ কিয়ৎপরিমাণে কম হয়। কচুরি খুব ভালরূপে রোজে শুক করিয়া পোড়াইলে অতি উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যায়। একটা শুক গর্তের মধ্যে কচুরি পোড়াইলে, উহার সামান্য অংশও বুথা নষ্ট হইতে পারে না। ১০০/ মণ কচুরি হইতে প্রায় দেড় মণ উত্তম ছাই পাওয়া যায়। কচুরির ছাই কাঠের ছাই অপেক্ষা ৭/৮ গুণ উৎকৃষ্ট। কলিকাতার শওওয়ালেস্ কোম্পানী (Messrs Shaw Wallace & Co) কচুরি-ভষ্মের প্রথম ২০/০ আনা হইতে ৩০/০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে রাজি হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, গুণানুসারেই কচুরি ভষ্মের মূল্যের তারতম্য

৩০শে মার্চ পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা মাত্র।

ঘটিয়া থাকে। বাঁহারা কচুরির ছাই বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঢাকা গভর্ণমেন্ট কার্পের 'Fibre Expert' মহোদয়ের নিকট আবেদন করিবেন। কৃষি সম্পাদক।

HEALTH & HYGINE

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

Spreading of diseases.

রোগ বিস্তার।

নিমোনিয়া, লা গ্রিপি, টনুসিলাইটিস এবং অন্যান্য গলক্কত, ডিপথিরিয়া হুপিং কফ্, হাম, টিউবারকিউলোসিস বা ক্ষয় রোগ, গলগণ্ড, টাইফয়েড্, ফিবার, বা সারিণাতিক জ্বর এবং কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ সমূহ এক ব্যক্তির নিকট হইতে অল্প ব্যক্তিতে নালিকা এবং মুখ নিম্নত প্রাব হইতেই সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই সকল রোগের মধ্যে অনেক রোগেরই বীজাণু মুখের মধ্যে সতেজ এবং সজীব অবস্থার বর্তমান থাকে এবং সেইজন্য এক মানব হইতে অল্প মানবের মধ্যে ঘাইবার সুবিধা হইয়া থাকে। অস্ত্রের মুখের উপর হাঁচিলে বা কাশিলে বা মুখের অতি নিকটে কথা কহিলে এই সকল রোগের বীজ সংক্রামিত হইয়া পড়ে। গৃহ বা পথের মধ্যে থুতু বা গয়ের ফেলা, চুষন কবা, কফ এবং কাশির গয়ের প্রভৃতি সংলগ্ন ক্রমাল শুক হইলে তাহা হইতে রেণুবৎ এইসকল রোগ বীজ অপরের নাশারক্ষ পথে সংক্রামিত হয়, এবং বহুজনের সর্বনাশ করিয়া বসে। সুতরাং অপরকে রক্ষার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই সতর্ক হইলে ঔষধ অপেক্ষা সংসারে বহুলোক রক্ষা হইয়া জনপদ রক্ষা হইয়া থাকে। "চিকাগো মেডিক্যাল রেকর্ড" নামক একখানি আমেরিকান পত্র কি বলিতেছেন, তাহা দেখুন।

THE SPREADING OF DISEASES.

Pneumonia, La grippe, tonsilitis or other forms of sore throat, diphtheria, whooping cough, measles, tuberculosis, mumps, typhoid fever and other infections may be spread from person to person through mouth, throat or nose secretions. The germs of many of these diseases may be carried in the mouths of people apparently in perfect health. This is probably why they continue to afflict mankind.

Sneezing, coughing or talking in the faces of others spreads these diseases. The act of kissing is risky for evident reasons. Spitting about indoors and on sidewalk is not only dirty, but dangerous. The handkerchief soiled with dried secretion is especially a menace. All should take account of the good of themselves and the community.—*Chicago Medical Recorder.*

পাশ্চাত্যদেশের নয়নারী এসম্বন্ধে বিশেষ: সাবধানে থাকেন, তাহাদের সামাজিক নিয়ম শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হস্তে স্পর্শ করে। বাহাকে তাহাকে শিশুকে স্পর্শ এবং চুষন করিতে দেয় না এবং অতি আত্মীয়ও তাহা করে না। গাত্রের উপর হাঁচা বা কাশা প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ ছিল আধুনিক চেণ্ডা ছোঁড়ার দল একের মুখ হইতে সিগারেট এবং চুকট বিড়ি লইয়া খাইয়া

ভালবাসার বহর দেখাইতে বাইরা অকালে নানারোগে জীবন হারাইতেছে। চাষের দোকান গুলি নানারোগ বিস্তারের সাহায্য করিতেছে। অল্প দেশেও কম অনিষ্ট করিতেছে। এই সকলের সভ্যতার প্রমাণ অল্প অল্প মূর্ত্তা। ঘরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া যদি চা খাইতে না জোটে, তবে তাহাদের চা খাওয়া কেন, একথা কেহ তাহাদিগকে বুঝাইতে পারে না। এদেশের সর্ব প্রকার খাদ্য দ্রব্যের দোকান ব্যাধির মন্দির, ইংরাজের অশু-করণ করিতে যায় বটে, কিন্তু তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে না। কাজেই অল্পবয়সে নানা রোগে অকালেই চিকিৎসার প্রাণতায় নান লিখাইয়া ভবলীলা সাজ করিতে হয়। দেখিয়াও ঠেকিয়াও এদেশের যুবকগণ শিক্ষা করে না। শিক্ষিত লোকগণ অশিক্ষিতদিগকে এই সকল রহস্য বুঝাইয়া দিলেও দেশের মহৎ হিতসাধন করা হয়, কিন্তু করে কে? এমন শিক্ষার মুণে ছাই। এ শিক্ষার শিব গড়িতে বান্দরে দল বনিয়া গিয়াছে।

Loss of Appetite.

ক্ষুধানান্দ।

আমেরিকান Doctor নামক পত্র বলিতেছেন যে—

"Loss of appetite is of itself rarely a calamity, although many people regard it so, usually it is a blessing."

ক্ষুধানান্দ একটা পীড়া নহে, যদিও অনেকেই এটাকে একটা উৎকট পীড়া বলিয়া ধারণা করেন, দীর্ঘের পক্ষে ইহা বরং একটা আশীর্বাদ স্বরূপ। কেন?

"It is nature's way of saying that food would do harm and man

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখন লইব পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

is the only animal which has not sense enough to heed this warning."

এই কথা হীনতা স্বভাবের সতর্কবাণী, পাশ্চ অনিষ্ট করিলে, সতর্ক হও, কিন্তু পরি-
তাপ মানব এত বড় বুদ্ধিমান জীব হইয়াও
এই সতর্ক বাণীকে উপেক্ষার চক্ষে
দেখিয়া জীবন হারায়। ঘোড়ার, কুকুরের
বিড়ালের অন্তর্গত হইলে তাহার আর খায় না,
আহার বন্ধ করিয়া নীরব থাকে। কিন্তু
মানব এই অক্ষুধার উপরেই কচি বুদ্ধির নানা
উপায় করিয়া পাকস্থলীকে ভারাক্রান্ত করিয়া
অশেষ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। ক্ষুধার অভাব
হইলেই আহারের কোন আবশ্যক নাই। কিছু
না খাইলেই ভবিষ্যত অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাই-
বার সহজ উপায় হইয়া থাকে।

ক্ষুধার অভাব হইলেই বুঝিতে হইবে যে,
পাকস্থলির অথবা যকৃতাদির ক্রিয়া নিকার
হইয়াছে, তাহার পরিপ্রাপ্ত অক্ষম। সেট ভা-
ক্রান্ত অক্ষম যন্ত্রের উপর পুনরায় ভার চাপা-
ইলে সাংঘাতিক পীড়া না হইবে কেন?

আমাদের হিন্দু প্রাচীন চিকিৎসকগণ
এইজন্ত একাদশী, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা
উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থা
আধুনিক শিক্ষিতের চক্ষে হিন্দুনারীর গোঁড়ামী
প্রভৃতি নামে উপেক্ষিত। সেইজন্ত "ফলং মড়কং"
এদেশের বিলাসিনী জননীগণ সন্তান পালন
করিতে জানেন না, আমরাই তাহাদের সর্ব-
নাশ করিয়াছি, স্বাস্থ্যনীতিতে আদৌও নর
নারীর দৃষ্টি নাই, অথচ এই দেশ বীর এবং
দীর্ঘজীবী সন্তানের আশা করে।

Deep Breathing.

প্রাণায়াম।

"সিগনোগ্রাম, নামক একখানি আমে-
রিকান পত্র পড়িয়াছিলাম যে, Deep
breathing বা গভীর শ্বাস প্রশ্বাস অভ্যাস

করিলে ক্রমোত্তর প্রচণ্ডত্ব কম হয়, গভীর
শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা কৃষ্ণকৃষ্ণের মধ্যে প্রচণ্ড
বায়ু প্রবেশ করে, কোনস্থান কুঞ্চিত থাকিতে
পারে না, হৃৎস্রাব কোন দূষিত শোণিত
কৃষ্ণকৃষ্ণ মধ্যে অসংশোধিত থাকিয়া যায় না।
এই উপায়ে কৃষ্ণকৃষ্ণ ক্ষত হইয়া বস্তার জীবাণু
থাকিবারও সুবিধা হয় না। এই জন্যই
আমাদের প্রাণায়াম। কোন স্বাস্থ্যিক
প্রাণায়াম পরায়ণ ব্যক্তিই এরূপ সাংঘাতিক
পীড়ায় আক্রান্ত, এমন বড় তখন দেখা বাইত
না। সে প্রাণায়াম আত্মিকাদি হিন্দুর অনেক
সংসার হইতে এখন অন্তর্জাত, কাজেই বন্ধ
যন্ত্রের পীড়াতেই বহু বাগক অকালেই মৃত্যু
মুখে পতিত হইতেছে। এই গভীর শ্বাস
প্রশ্বাস অভ্যাস করিলে শুভই হইয়া থাকে।

সিমলাযাত্রীর পত্র।

—:—

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)।

ভরদ্বাজাপ্রম।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)।

ইহা এলাহাবাদ সহর হইতে ৯ মাইল
পথ। পদব্রজে কিবা একাধোপে যাইতে
পায় যায়। আমরা আহারাদির পর সেই
পথপ্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া একখানি একা ভাড়া
করিলাম। বাতাসের ভাড়া ২০ টাকা ধার্য
হইল। বেলা ঠিক ১টার সময় আমরা তিনজনে
সেই একা গাড়ীতে চড়িয়া বাজা করিলাম।
আমরা পথিপার্শ্বস্থিত সেই অসংখ্য বিপণীশ্রেণী
দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ক্রমে আমাদের
একা সহর অতিক্রম করিয়া মাঠে আসিল।
প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, ভয়ানক রোজ-
তপণদেব তাহার প্রথম ক্রিয়ণে পৃথিবীকে
দগ্ধ করিতেছেন, চারি দিক নিশব্দ, কোম সাড়া
শব্দ নাই। কচিং হই একটা পক্ষি সেই

সাতার দৃষ্ট হইতেছে। আর সেই বিশাল
প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে কেবল কুয়ারা ও বাগ-
রায় চাষ লক্ষিত হইতেছে। দূর বাটে গো-
মহিনাদি চরিতেছে, আর কুবকেরা তাহাদের
ভূমি কর্ষণ করিতেছে। আমরা এই সকল
দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ৬ মাইল আসিয়াছি।
সহর হইতে এক মাইল অন্তর এক একটা
প্রস্তর খণ্ড প্রোথিত আছে এবং উহাতে
মাইল লিখিত আছে। আমরা তদূর্থে সাতার
দূরতা নিরূপণ করিতে পারিয়াছিলাম। এই
রূপে আমরা আরও দুই মাইল সাতা আসিয়া
সম্মুখে এক ভীষণ জঙ্গল দেখিতে পাইলাম।
শকট চালক বলিল, আমার গাড়ী আর বাইবে
না, এবার আপনাদিগকে পদব্রজে বাইতে
হইবে। বাস্তবিক গাড়ী বাইবার সাতাও
নাই। আমরা অগত্যা এই থানেই অবতরণ
করিলাম। পথপ্রদর্শক অগ্রে অগ্রে বাইতে
লাগিল। বেলা তখন ৩টা বাজিয়াছে,
চারিদিকেই বড় বড় বৃক্ষ সকল এমন
ঘন নিবিষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছে যে,
রবিকিরণ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি-
তেছে না। আমরা সেই বৃক্ষের শীতল ছায়া
দিয়া বরাবর সেই প্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে
লাগিলাম। আন্দাজ এক মাইল অগ্রসর
হইয়া আমরা একটা সুন্দর উপবন দেখিতে
পাইলাম। স্থানটি অতি রমণীয়। চতুর্দিক
যেন বৃক্ষদ্বারা প্রাচীরবৎ, মধ্যেস্থলে নানা
বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত, নিম্নভাগে সব ধূসর-
দলের বিছানা পাতি, দেখিলে মনে হয়, কে যেন
বহু যন্ত্রের সহিত এই স্থানটি রক্ষা করিতেছে।
কিন্তু জন মানবের সম্পর্ক নাই, কেবল ফিলে,
দোরেল ও পাপিয়া প্রভৃতি পক্ষীপদ ইত্যন্তঃ
উড়িয়া বেড়াইতেছিল এবং তাহাদেরই সেই
হুমধুর কুজন আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ
করিতেছিল।

আমরা সেই স্থানটি প্রদক্ষিণ করিয়া

পুরাতন "ক্যামের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

করিয়া তাহারই প্রান্তভাগে আসিয়া দেখিলাম, অমির প্রায় ৮১০ হাত নিয়ে ছইখানি ঘরের ন্যায় বর্তমান রহিয়াছে। প্রদর্শক বলিল, এই ভরদ্বাজাশ্রম। কিন্তু এঘরের কোন ছাদও নাই, জানালা কপাট নাই, কেবল ছইখানি ঘরের আকৃতি মাত্র দেখিলাম। আমি মনে করিতে লাগিলাম, কালের বিচিত্র গতি। এক সময় এই আশ্রমে ভরদ্বাজ মুনি বাস করিয়াছিলেন এবং এট খানে কতই আগ বজের অস্থান হইয়াছিল। এটস্থানে বসিয়া তাঁহার কত শিষ্যমণ্ডলী বেদাধ্যয়ন ও তিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া ছিলেন, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি কতই শাস্ত্রা-লোচনা হইয়াছিল, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে আজ সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাম চন্দ্র বনগমন কালে এই ভরদ্বাজাশ্রমে একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এখন সে রামচন্দ্রও নাই, ভরদ্বাজ ধ্বংস নাই। আছে কুটীরের কিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ মাত্র এবং ইহাই আজ দর্শকের মনে অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

বেলা ষাটো বাজিয়া গিয়াছে। দিনমান এইবার শাস্তমুষ্টি ধারণ করিয়া সেই আশ্রমের বৃক্ষান্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ঠিক এই সময় প্রদর্শক বলিল, মহাশয়, আর বিলম্ব না করিয়া ফিরিবাব চেষ্টা করুন। কারণ এ অঞ্চলে সন্ধ্যা হইলে ভল্লুক ও বনা-ধরাত্ত বাহির হইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমি একে বাঙ্গালী, নিরস্ত্র বীর—ঠিক সেই সময় একটা—বন্য বিড়াল পথের এক পার্শ্ব হইতে অস্ত্র প্রাপ্তে লাকাইয়া চলিয়া গেল। আমিও ছেলেকে ফেলিয়া বাপেরে বলিয়া ছুটীয়া গলাইতে বাইয়া একটা গাছের শিকড়ে পা লাগাইয়া ধরাশায়ী হইলাম। পথ প্রদর্শক ত হাসিয়াই গুন—বলিল বাবু ভয় নাই—ওটা

বাবু নয় বিল্লি! আমি বলিল, চোক বাবা বনের বিড়াল বাবু হ'তে কতক্ষণ।

কিছুক্ষণ পরে আমরা সেই অরণ্য অতিক্রম আশ্রমের সেই পূর্ব পরিচিত একা গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম, এবং সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আমরা বাসান্ধিমুখে প্রত্যা-গমন করিলাম। রাত্রি ঠিক ৮টার সময় আমরা বাসার ফিরিয়া আসিলাম। পাঠক অস্ত্র এই পর্য্যন্ত, শরীর বড়ই ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করিতে চলিলাম।

ফতেপুর শিক্রী।

পরদিন ফতেপুর শিক্রি দেখিবার জন্য রওনা হইলাম। এলাহাবাদ হইতে আমাদের গাড়ী ছাড়িল এবং যমুনার বর্ফাখত একটা বিস্তৃত সেতু অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে ধাবিত হইল। অতঃপর ১১টা স্টেশন পার হইয়া বেঙ্গা ঠিক ৩টা ৫মিনিটের সময় আমরা এই ফতেপুর স্টেশনে পৌছিলাম। ইহা বলি-কাগ হইতে ৫০৬ মাইল। সहरটী বেশ, জল বায়ুও মন্দ নয়। এখানকার অধিবাসী অধি-কাংশই মুসলমান। এখানে দেখিবার মধ্যে কেবল “ফতেপুর শিক্রী” নামক এক মুসলমান কীর্ত্তি আছে। উহা এখান হইতে ৫ মাইল পথ। আমরা স্টেশন হইতে একখানি একা ভাড়া করিলাম এবং উহাতে আরোহণ করিয়া বরাবর ঐখানে উপস্থিত হইলাম। এক প্রকাণ্ড নাঠের মধ্যে এই সুবৃহৎ প্রস্তর নিশ্চিত অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। আমরা একা হইতে অবতরণ করিয়া প্রথম দ্বারে প্রবেশ করিলাম। এখানে শুনিলাম, প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্বে মোগল সম্রাট আকবর সা নাকি এই প্রাসাদ নিশ্চয় করেন এবং তাঁহারই প্রধান অমাত্য মহারাজ বীরবল নাকি এই প্রাসাদে বসবাস করিতেন। সে

যাহা হউক, আমরা দ্বিতীয় দ্বারে প্রবেশ করিয়া এই প্রাসাদের চতুর্দিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, অতঃপর তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়া একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ইহার আগা গোড়া সমস্তই নব্বু প্রস্তরে প্রস্তুত এবং সেই প্রস্তরের উপর কারুকার্যগুলি বাস্তবিক দর্শনযোগ্য। কত রাশি রাশি অর্ণবায়ের যে এই প্রাসাদ নিশ্চিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করাও চঃসাধ্য। প্রত্যেক হর্নের দেওয়ালে ও তলদেশে বিবিধ বর্ণের প্রস্তর সমূহ এখনও এত উজ্জল এবং চাক্চিক্যময় রহিয়াছে যে, চঠাৎ দেখিলে মনে হয়, এট প্রাসাদ অতি অল্প দিনই প্রস্তুত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সমস্ত প্রাচীন উপাদানের জন্ত তখনকার শিল্পীগণ আমাদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, তাহার আর মন্দও নাই।

বেলা ষাটো বাজিয়া গিয়াছে, আমরা সেই একা চড়িয়া বরাবর স্টেশনান্ধিমুখে যাত্রা করি-লাম; কারণ অতঃই সন্ধ্যার সময় আমরা গাড়ীতে উঠিব। রাত্তার ছই পার্শ্বে কেবল অসংখ্য ঝাউ গাছ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আর তাহারই আশে পাশে গম, বুট, ও ভুট্টার চাষ। আমরা বেলা ৩ টার সময় স্টেশনে পৌছিলাম।

সন্ধ্যা ৭টার সময় এখান হইতে গাড়ী ছাড়িল। পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিছুই দেখিবার উপায় নাই। অনেকগুলি স্টেশনের পর আমরা কাপপুর স্টেশনে পৌছিলাম। সেই ১৮৭৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা আমার মনে পড়িল। এই খানেই বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়, অতঃপর সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে এই বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া কত শত নর নারী এমন কি শিশু সন্তান পর্য্যন্ত সেই অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়াছিল। আজ সে কথা স্মরণ হইলে হৃদকম্প উপস্থিত

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

হয় ও দেহ রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। ছঃধের বিষয়, আমরা সন্ধ্যাকালে কাগপুরে নামিবার সন্ধ্যা পাই নাই। কাগপুর ব্যবসায় প্রধান স্থান। এখানে কয়েকটা জুতার কারখানা আছে।

রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়াছে, ঠিক সেই সময় কাগপুর স্টেশন হইতে আমাদের গাড়ী ছাড়িল। অমাবস্তার রাত্রি, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আকাশে অসংখ্য তারকারাজি মিটি মিটি হাসিতেছে, দূর মাঠে বৃক্ষোপরি পতোৎপন্ন ক্রীড়া করিতেছে। কচিং হুই একটা শূণ্যের চীৎকাবও শুনা যাইতেছে, আর গাহার উপর আমাদের সেই গাড়ীর শব্দ কাণে তালা ধরিতেছে। এইরূপে কতকগুলি স্টেশন অতিক্রম করিয়া রাত্রি ১১টার সময় আমাদের গাড়ী এটাওয়া নামক স্টেশনে আসিল। শুনা গেল এখানকার জল বায়ু নাকি অতি উৎকৃষ্ট।

ক্রমশঃ।

ত্রিানলকণ্ড মুখোপাধ্যায়।

কৌতুক কণা।

—:—:—

ডাক্তার—তুমি বেশ ঘুমাইতে পার ?

রোগী—খুব, একেবারে কাঠ খণ্ডের নত।

রোগীর স্ত্রী—শুধু কাঠ খণ্ড বলা না, তার ভিতর কয়লা চলায় কথাও বলো বাবারে—যে বেলায় আওয়াজ।

ডাক্তার এবং ডাক্তার খানার কম্পাউণ্ডার।

ডাক্তার—এই ত প্রিসক্রিপশন, এতে ৪টা ঔষধের নাম আছে, তুমি পাঁচটা ঔষধ কোথেকে পেলো ?

কম্পাউণ্ডার—কমা করবেন, আপনাদের নাম সহিটাকেও একটা ঔষধ নবন করে মিশিয়ে কেলেছি !

রোগিনীর আত্মীয়া বলছেন, তুমি বল যে তোমার শান্তডী তোমার দেখতে পারেন না, কিন্তু সেদিন দেখলেম তোমার শান্তডী বিছানার বসে তোমার খুব যত্ন করতেন।

রোগিনী। আচ্চ, সে কেন বুদ্ধি জান না ডাক্তার ঔষধ দিয়েও আমার ঘাম হওয়াতে পারেন নি, তাই আমার শান্তডীকে কাছে বসতে বলে ছিলেন। ডাক্তার জানেন যে, শান্তডীকে দেখলেই আমার ঘাম দিয়ে জর ছেড়ে যায়।

আত্মীয়া। তবে তোমার শান্তডীটা একটা বেশ ঔষুণ !

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতত্ত্ব

তরুণ সর্দি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—:—:—

রডোডেণ্ড্রা—নাসিকার ভিতর স্লেয়া বৃদ্ধি, যেন সর্দি আরম্ভ হইবে। প্রবল শ্রাববাহী সর্দি, তৎসহ শিরঃশীতা এবং গলদেশের কর্কশতা।

রস্টেক্স—হাঁচি হয়।—জলে ভিজিয়া শ্রাববাহী সর্দি।

স্যাভাডিলা—সর্দিতে কপালে বাথা এবং চক্ষুরের আয়তনমতা ও অশ্রাব। নাসিকা হইতে প্রচুর জলীয় শ্রাব। আক্ষেপ-বৃদ্ধি হাঁচি, তৎসহ নাসিকা হইতে জল পড়ে।

স্ট্রান্ডিউকস—শিশুদের সর্দি। নাক একেবারে বন্ধ থাকে।

স্ট্রাসুইনেরিয়া—সর্দির পর উদরা-ময়।

স্ট্রাসুইনেরিয়া নাইট্রিকা—প্রচুর জলবৎ স্লেয়া নির্গত হয় ও জালা করে। নাসারন্ধ্র শুষ্ক ও জালা করে। নাসামূলের উপরে চাপবৎ বাথা। হাঁচি, নাসারন্ধ্রের পশ্চাদ্দেশে ক্ষত।

সোলেনিয়াম—হঠাৎ প্রচুর সর্দি, অস্বপ্ন স্বারা।

সেনেগা—সর্দি, তরল স্লেয়া নির্গত হয় ও হাঁচি হয়।

সিপিয়া—প্রবল শুষ্ক সর্দি, সেই সঙ্গে মাথা কাণ ভেঁ। ভেঁ। করা। সর্দির সঙ্গে তরল দান্ত হয়। সন্ধ্যা হাঁচি হয়।

সাইলিসিয়া—সর্দি ও কালি, সেই সঙ্গে সব ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির ক্ষীতি, চোঁক গিলিবার সময় গলার মধ্যে ব্যথা, অত্যন্ত শীত করে।

সোলেনাম লাইকোপাসিকম।

—প্রচুর জলীয় সর্দি, গলামধ্যে বিন্দু বিন্দু পড়িতে থাকে। নাসারন্ধ্রের সম্মুখদেশে চুলকানি; ধূলিপূর্ণ শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি হয়; গৃহাভ্যন্তরে থাকিলে উপশম বোধ হয়।

সোলেনাম নাইগ্রাম।—তরুণ সর্দি, দক্ষিণ নাসা হইতে প্রচুর জলীয় শ্রাব; বাম নাসা বন্ধ থাকে; সেইসঙ্গে একবার শীত ও একবার উত্তাপ।

স্পাইজিলিয়া।—একটু ঠাণ্ডাতেই প্রচুর সর্দি। নাকের সম্মুখভাগ সর্করা শুষ্ক থাকে; নাসারন্ধ্রের পশ্চাদ্দেশ হইতে শ্রাব নির্গত হয়।

স্পঞ্জিয়া।—ক্রমাবয়ে একবার প্রচুর সর্দি ও একবার নাকবন্ধ। শ্বাস গ্রহণকালে করাতের শব্দের স্থায় শব্দ হয়।

স্কুইলা।—প্রচুর সর্দি, নাকের ধারে ক্ষতাত্ত্বিত। অনবরত হাঁচি। প্রচুর সর্দির সঙ্গে চক্ষু জল পড়ে ও ঝাপসা দেখে।

স্ট্যাফিসাগ্রিয়া।—সর্দি ও কালি। সর্দি জনিত নাসারন্ধ্রে ঘা। শ্রাববাহী সর্দি, একবার জলীয় শ্রাব হয় ও একবার ঘন স্লেয়া

এখনও পুরাতন “কাজের লোকের” জন্ম অর্ডার করুন।

নির্গত হয়, এবং নাক শুক্ শুক্ করে।
হঠাৎ সর্দি হয়; কথা ভারি হয়।

সালফুর—আলাজনক প্রচুর আববাহী
সর্দি। একটা কিম্বা উত্তর নাসা বন্ধ হয়,
বিশেষতঃ পুরাতন রোগে উপকারী।

সল্ফিউরিক এসিড—সর্দি ও
প্রাণশক্তির হ্রাস। প্রবল সর্দি ও চক্ষে ক্ষত,
দীর্ঘকাল স্থায়ী আববাহী সর্দি।

টেলুরিয়াম—সর্দি, চক্ষু হঠাতে জল
পড়ে, অরক্ত হয়; বহির্বাযুতে উপশম বোধ
হয়; নাসার পশ্চাত্তাগ হঠাতে লবণাক্ত স্লেয়া
ভুলিয়া কেলে।

টিউক্টিয়াম—বহির্বাযুতে আববাহী
সর্দি। উত্তর নাসা বন্ধ।

থুজা—হঠাৎ আববাহী সর্দি। শুক
সর্দি ও মাথা ধরে।

টক্সো—সর্দিতে নাক বন্ধ থাকে, মুখ
দ্রিগা খায় গ্রহণ করে।

জেরোফাইলম—নাসিকার ক্ষতি;
নাসাহির উপর টান বোধ হয়, তরুণ সর্দি।

জিক্স—সমস্ত দিন প্রবল শুক সর্দি;
পৃষ্ঠে ব্যথা। ক্রমাগত একবার শুক একবার
আববাহী সর্দি। নাকের মধ্যে কীটগমনবৎ
শুক্ শুক্ করিয়া হাঁচি হয়। নাকের ভিতর
খুব উপরে ক্ষতাত্ত্বতি, নাসামূলে চাপবোধ।

—o—

হিন্দুনীতি-সার-সংগ্রহ।

—:—

মুখ ব্যক্তি আত্মজ্ঞান দোষে প্রভাটীন;
কিন্তু কৃতবিত্ত জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ হঠলেও সমাজে
শেষমান। ধন, জন, বল, বিদ্যার জন্ত লাবা
কখনও করিও না।

রাজা হিন্দুশাস্ত্রে দেবতার বরূপ; সর্বদাই
রাজা এবং রাজ্যের মঙ্গলাভিনায়ী হইবে।

শুকর বেরূপ মিষ্টার পরিভাষা করিয়া
বিটাকেই উপাধের ভাবিয়া তাহারই অল্প-
সন্ধানে বহুবান হয়, নীচ মুঢ় ব্যক্তিগণও
সেইরূপ ব্যবহার শুভ প্রসঙ্গ পরিভাষা করিয়া
পরপ্রসঙ্গে পরচ্ছিত্রাত্মসন্ধানে সুখবোধ করে।

—o—

চরুনেরাই পরিনন্দা শ্রবণে আনন্দিত
হয়; কিন্তু সাধুগণ পরিনিন্দায় বিষয় এবং
কাতর হয়েন।

—o—

সাধুগণ মানীর মান রক্ষা করিয়া
অপার আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন কিন্তু
অসাধুগণ সজ্ঞনের অপমানে তাহা অপেক্ষাও
অপার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে।
ইহাই নীচ চিনিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

—o—

তুমি দেখিবে—অক্ষয় ও অধম মনুষ্যগণ
কলচ টেঁকা করে, কিন্তু উত্তম মনুষ্যগণ সর্বদা
যাউক, মান টেঁকা করেন, যেহেতু মানই মতৎ
লোকের ধন।

—o—

কলহান্ন ব্রহ্মসদৃশ গুণবান ব্যক্তিগণ সদাট
নয়, কিন্তু শুকতরুসদৃশ মূর্খগণ নীরস—সে
ভাদ্রিয়া বাটবে তথাপি নয় হইবে না।

—o—

বিদ্যা, পরিতোষণ, কৃতকার্যতা, ধর্ম, অর্থ,
কামনাসিদ্ধি এই সকল শতৈঃ শতৈঃ সাধনার
সিদ্ধ হয়, কদাচই একেবারে হয় না। ব্যস্ততার
গর্গতা লাভ হইয়া থাকে।

—o—

এক অসংপূত্র দ্বারাই সপ্তপুরুষের কীর্তি
ভাতি কলঙ্কিত হয়, দ্বিতীয় অসং পুত্রের
আবশ্যক হয় না।

শ্রীমদলাল মুখোপাধ্যায়।

—o—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

চাষিদিগের প্রধান শিক্ষক এবং অতি-
ভাবকগণের বিশেষ অহুরোধে মার্চ মাসের
ঠিক ৩০শে পর্যন্ত মাত্র ২০০ ছাত্রকে মাত্র
ডাকমাণ্ডল ১০ টাকার কাজের লোকের
গ্রাহক করিব, আবেদনকারী ছাত্রগণ শিক্ষ-
কের ব্যাক্সর সমেত যেন অবিলম্বে মনিঅর্ডার-
যোগে টাকা পাঠাইয়া দেন। ভিঃ পিঃ
হইবে না।

কার্য্যাপাফ “কাজের লোক”।

পাঠ্যক্রম **আগ্নিদীপক**। ককণা।
ডি. বি. পোপলিনা, ডব্লিউ. বি. ডব্লিউ. পেট্রোপাও
পা. কুশী দ্বারা প্রস্তুত। যাবতীয় শিক্ষার্থীরা দ্রুত ক্রয়
করুন। প্রতি ডাব. মাত্র ১০ পাইস। মাত্র ১০ পাইস মাত্র।
দি. আগ্নিদীপক কোম্পানি।
নমঃ বড়মা এক জামা চিহ্নিত চাই। মথুরা, ইউ. পি।

“Businessman”

Poor Charitable Dispensary.

বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্ষর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

পরঃখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-
প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য
ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মফঃস্বলের
রোগীদিগকে পিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ
দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া যাহা সাধারণ
হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থেই
ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

অধীন শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

“কাজের লোক” সম্পাদক।

২০১২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অক্ষর
দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ ।

New Series.

নব পর্যায় ।

Vol. XI.

২য় সংখ্যা ।

FEBRUARY 1917.

ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ ।

No. 2.

Neglect of Little things.

ক্ষুদ্রে অনাস্থা ।

—:—

ক্ষুদ্র বিষয়ে অনাস্থা দ্বারা মানব বড়
খিমেও অমনোযোগী হইয়া পড়ে, ইহা
সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াও শিক্ষালাভ করিতে
পারেন না। আমাদের দেশের শিক্ষিত
সমাজের এই একটা রোগ প্রতি নিয়ন্তাই
সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ রোগের
প্রতিকার আবশ্যিক। পাশ্চাত্যগণ এই
ক্ষুদ্রে অনাস্থা প্রদর্শনে অভ্যস্ত নহে। ইহারা
সামান্য বিষয় বলিয়া কিছু উপেক্ষা করে না।
ইহারা পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতেও অতি
আবশ্যকীয় মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদনের জন্য
তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি নিযুক্ত করিয়া
সাধনায় বসিয়া যায় এবং শিক্ষালাভ করে।
এদেশের সে শিক্ষার অভাব সেই জন্যই এত
অভাব, এত দৈন্ত দশা।

"The success of a man in
business depends on his attention
to little things".

পণ্ডিতবর আইল লিখাছেন যে, কর্মীর
কৃতকার্যতা তাহার সাংসারিক সামান্য বিষয়ে
মনোযোগের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

"Accumulation of knowledge
and experience of most valuable
kind are the result of little bits of
knowledge and experience of care-
fully treasured up."

বহু ক্ষুদ্র বহুদর্শিতা এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ দ্বারা মানবের জ্ঞান-
ভাণ্ডার পূর্ণ হইলে তবে মানুষ মানুষ হয়,—
তবে জানী হয়। এদেশের যাহারা শিক্ষিত
বলিয়া অভিমানী, প্রতি পদে পদে আমরা
দেখিতেছি, অনেকেরই সাংসারিক বহুদর্শিতা
এবং অভিজ্ঞতার অভাব, স্থূল কলেজ হইতে

মুখস্থ বিজ্ঞান বিদ্যান হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের
ডিগ্রি লইয়া যখন সংসারে প্রবেশের জন্ত
জনসমাজে আবির্ভূত হইয়েন, তখন সাংসারিক
জ্ঞানের সংকীর্ণতা দেখিয়া বাস্তবিকই ক্ষুব্ধ
হইতে হয় এবং এরূপ শিক্ষাকে শিক্ষার দিতে
বাসনা হয়। কেন বলুন দেখি? বালক
কোন বিষয়েই বহুদর্শিতা লাভ করিতে পারে
না, তাই সংসারে প্রবেশ করিয়াই চক্ষে
অন্ধকার দেখে, লোকের সহিত শিষ্টাচার
পর্যন্ত দেখাইতে শিক্ষা না থাকায় পদে পদে
অপদস্থ হয়। এইজন্যই অস্ত্রাস্ত্র শিক্ষার
সহিত বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জনের শিক্ষা
আবশ্যিক হয়।

সাংসারিক হইতে হইলেই বৈষয়িক
জ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা, কিছু কিছু চিকিৎসা শাস্ত্র,
কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, লোকাচার প্রভৃতিতে
অভিজ্ঞতালাভ করার বিশেষ আবশ্যক আছে,
প্রতিহাত বৈষয়িক জ্ঞানের অভাবে প্রতি-

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাশুল পাঠান।

দেশীর সহিত মনোভর, প্রতিহাত বাহ্য বিষয়ে অনভিজ্ঞতার জন্ত অর্থ ব্যয়, প্রতিহাত কৃষি, শিল্প ব্যবসায় বিষয়ে শিক্ষা এবং অল্প বিস্তার সাধারণ জ্ঞানের অভাবে অপব্যয়, মনকষ্ট হইলে নানব কখন সংসারে সুখ লাভি লাভে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার জন্য আপনি ত কখনও এক কপর্দক ব্যয়ের আবশ্যকতা মনেও করেন না। কিন্তু এই গলদেই যে আপনার আদরের জ্বালান সন্তান সন্ততিক সংসার অন্ধকার দেখিতে হইবে, সে কথা আপনি স্বপ্নেও ভাবেন না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বিষয় সমূহ নিত্যন্ত উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াই শেষে যে ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা শতাব্দের জন্য কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির প্রকৃত যুক্তি নাই। এইরূপ শিক্ষার আবশ্যক আছে বলিয়াই পাশ্চাত্য জাতি সন্তানগণকে এত উচ্চ শিক্ষা না দিয়াও তাহাদের সন্তান সন্ততিক সর্ব বিষয়েই সাধারণ জ্ঞান এবং বহুদর্শিতা প্রদানেরই পক্ষপাতী। আমেরিকার এবং বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মিঃ এডিশন সাহেব বলিয়াছিলেন, "General education is a luxury for those with money to spare" অর্থাৎ আধুনিক পল্লবগ্রাহী সাধারণ শিক্ষা যাহাদের অর্থব্যয়ের সামর্থ্য আছে, তাহাদের পক্ষে বিলাস স্বরূপ—যাহারা অভাবী, তাহাদের এরূপ অপরিপক্ক জ্ঞানলাভ করিয়া না হোনে না যজ্ঞ লাগিবার উপযুক্ত হওয়ার কোন ফলই নাই। সেই জন্য তিনি সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন—"It is parrot like instruction where reasoning faculties are not developed and a boy is turned out a meer echos of traditional ideas" হায় হায়, আমরাও ত সেই কথাই বলি যে, শুধু টিপেপানীর বুলি শিল্পার ন্যায় এইরূপ শিক্ষার দেশের, নিজের বা দেশের কোন

উপকারই সাধিত হয় না। কেবল অর্থ এবং বাহ্যের আভ্য হয় মাত্র, গড়ে অধিকাংশ যুবককেই সংসারে কঠোর কষ্ট সহ্য করিয়া দুটি উদরার জন্য কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হয়।

অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যবহার জীবীর প্রতিভা ও ভাগ্যবলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী হইতে পারেন, কিন্তু সকলের প্রতিভা ও সমান নহে, ভাগ্যও সমান নহে। তাহাও উপেক্ষার চক্ষে দেখিলে চলিবে না। বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যবহার জীবীও অসংস্থানে অক্ষম, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু দুই দশজন প্রতিভাশালী ভাগ্যবান পুরুষের দৃষ্টান্ত দেখিয়াই আমরা সেই আশার সন্তানগণকে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া ব্যবহার জীবী করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হই, কিন্তু অনেক স্থলেই সেই আশা মরিচিকা স্বরূপ হইয়াই দাড়াইতেছে। বাহা হউক, বাহাদের যথেষ্ট অর্থ আছে, তাহারা উচ্চ শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে পারেন কিন্তু সাধারণ লোকের সন্তান সন্ততির শিক্ষায় সঙ্গে সর্ব বিষয়েই সাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করা যে একান্ত প্রয়োজনীয় সমস্তা, তাহার আর ভুল নাই। এ শিক্ষা আধুনিক স্কুল কলেজে পাইবার সম্ভাবনা নাই। সে বিষয়ে বালকের অভিভাবকের মনোযোগ এবং চেষ্টার আবশ্যক। বালককে এইরূপ শিক্ষার জন্ত অভিভাবককে বাধ্য করিতে হইবে, তখন শিক্ষার পুস্তক পত্রিকা দিয়া বালকের কৃতি আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সংসারের পথে তাহাকে আর অন্ধকার দেখিতে হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের কোন অভিভাবক তাহার আবশ্যকতা কি মনে করেন?

এ প্রবন্ধে নিত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা বলিতে চাহি যে, সাধারণ অধ্যাত্ত

গণের সন্তান সন্ততির জন্য আমরা "কাজের লোক"কে সেইরূপ জাতব্য বিষয়েই পরিপূর্ণ করিয়া আসিতেছি। বাঙ্গালা ভাষার এত তথ্য সংগ্রহের জন্য অতি কঠোর পরিশ্রম করা হইয়াছে, কিন্তু অতি অল্প পিতাই, অতি অল্প অভিভাবকই সন্তানগণের হস্তে "কাজের লোক" দিবার প্রয়াসী। উপেক্ষাই উহার কারণ। এই ক্ষুদ্র উপেক্ষাই আমাদের এখন রোগ। এ রোগের কি প্রতিকার হইবে না? বাঙ্গালা ভাষা বলিয়াই এত উপেক্ষা, উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পুস্তকে আবার কি পাইব—এই ত রোগ—এই রোগেই সন্ধানশের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে।

"He that despiteth little things shall perish by little and little" তাই বলিতেছিলাম, ক্ষুদ্র উপেক্ষায় নয়, যত ক্ষুদ্র হউক, সব দেখিবে, সব পড়িবে, ছাই উড়াইলেও তাহার নীচে রক্ত পাওয়া অসম্ভব নয়। পথ প্রান্তের নগণ্য পদমলিত দুর্দাদলও স্বাত্তিকের হস্তে দেবশিরেও অর্ঘরূপে বিরাজ করে। জগতে উপেক্ষায় কিছু নাই।

"Neglect of little things has ruined many fortunes and marred the best of enterprise." এই সামান্য বিষয়ে উপেক্ষায় কত লোকের সৌভাগ্য এবং উত্তম নষ্ট হইয়া যায়। একথা এদেশের যুবকগণ, এদেশের কর্মীগণ শিখিলেই মাহুয হইবে। ক্ষুদ্রব্যয়ে উপেক্ষা, ক্ষুদ্রলোক বলিয়া উপেক্ষা এই সকলেই ত সর্বনাশ হয়। এই উপেক্ষার দোষেই আমার দেশের লোক কোন কার্যেই দৃঢ় হইতে শিক্ষা করে না তাহার ফলে পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। এদেশের উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণও যে পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ সকল না পাঠ করিয়াছেন, এমন নহে, কিন্তু তাহা এডিশন সাহেবের মন্তব্যোক্ত

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

“Parrot like instruction”, তাহাতে
জনর স্পর্শ করিতে পারে নাই—শিক্ষার
এদেশের জ্ঞানের বা চরিত্রের উৎকর্ষতা হইল
কে ? শিক্ষা আমাদের কেবল অমুকেরণে,—
বাহু অমুকেরণে—পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশ্চাত্য
দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, দুরদর্শিতা শিখিলাম কৈ ?
জাতি গেল, পেট ভরিল না, ঘোড়শ বসী
ইংরাজ বালক প্রকাণ্ড কারবারের অধ্যক্ষ,
হুত তাহার বিলাতের গ্রাম্যর স্কুলের অধিক
শিক্ষাই হয় নাই, কিন্তু সেই জ্ঞানেই সে এত
বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছে যে, এখনকার
অতি বড় এম্, এ সেও তাহার কর্তৃত্বাধীনে
নতশির।

(চয়ন)

ব্রাহ্মণ।

—:—

(১)

আধার আগারে, নিদ্রিতের প্রায়,
কেন গো মুগ্ধ জড়ের মতন।
জ্ঞানের আলোক, নেভ নেভ হায়,
স্বপন তোমার শোভে কি এখন ?
না জাগিলে তুমি পুরবগগনে
জ্ঞানের বিমল জোছনারাশি,
নিম্বার্থে কেই বা বিলাইবে
জীবে অজ্ঞান-আধার-বিষাদ বিনাশি ॥

(২)

নির্দিষ্ট ধীমান, ভুলোক-দেবতা,
তুমি যে নিত্য ভেজের আধার।
লতি আশ্রয়ান কর নিত্যদান
ধরমতত্ত্ব ভারত মাঝার ॥
জাগিবে হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি,
পুলকে পুত্রিবে শত শত প্রাণ।
ধরিয়৷ হৃদয়ে তোমারই স্মৃতি
গাইবে সকলে তোমারি গান ॥

(৩)

দূরে হের ওই করম-আধারে
সম্ম পলিতা হ'তেছে ক্ষীণ।
সংঘনি-প্রধান, উঠ স্বরা করি
জ্ঞান মেহ ধারা না হ'তে লীন ॥
উপেক্ষার তব, পাণের অনলে,
মুগ্ধ হর হায়, মুগ্ধ হিন্দু।
হিত যদি চাও, শীতলিয়া দেও
বিতরি ভারতে বিবেক-বিন্দু ॥

(৪)

অরহ বারেক আপেক্ষার কথা,
তপোবনে বাস শাশিই জীবিকা।
ছিল না আসক্তি, বিলাইতে ভক্তি,
বিমুক্তির পথ বাহাতে আঁকা ॥
মহৎ দেখাতে অধর্ম রক্ষিতে
দিতে অনাবিল পুতধর্ম শিক্ষা।
ফণীক্সসমান কুটিল বদান
নরেন্দ্রও নিত আলিয়া দীক্ষা ॥

(৫)

পূর্বপুরুষ আছিল তোমার
মর্ঘি বাম্বীকি বশিষ্ট প্রবীণ।
মরিয়৷ও তারা অমর জগতে
যুগ যুগান্তর থাকিবে স্বাধীন ॥
জান কি কিছু বাদে প্রভায়
গঙ্গা জাহ্নবী, সমুদ্র হত।
সেই স্বধ্বান তোমরা ব্রাহ্মণ,
অপবিত্র রত সতত পুত ॥

(৬)

সমাজ সাগরে বিবেক-প্রবাহে
বরেন্ধিল যার প্রবল উজান।
জন্মিয়া জগতে সে রঘুনন্দন
রাখিল হিন্দুর হতপ্রায় মান ॥
সেই তেজবীর্ঘ্য গঠিত তোমরা,
সেই আশ্রবোধ সেই তত্ত্বজ্ঞান।
ভুলিয়া সে সব কেন হে ব্রাহ্মণ,
আজ হতমান অসার সমান ॥

(৭)

জলদমজে ধর্ম বারতা আবার
উচ্চ গাও হে মহান।
বাজিয়া উঠিবে, হৃদয় তন্ত্রী,
আনন্দে ভরিবে সবার প্রাণ ॥
তব প্রজ্জলিত বিমল আলোকে
আলোকিত হবে সমাজ হিন্দু।
পং পং করি ধর্ম পতাকা উড়িবে
আবার অবধি সিন্ধু ॥

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।

(ব্রাহ্মণ সমাজ)

ভাবী লাটের অভিমত।

—:—

সেদিন লণ্ডনের হুট, ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন
নামক সভায় লেডি ক্যাথেরাইন ট্যুর্ট এক
প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভায় সভাপতিরূপে
ভাবী গবর্নর লর্ড রোণাল্ড যে বক্তৃতা করেন,
তাহার মর্ম্মাহ্বান নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

“ইংরেজেরা অপর লোকের সহিত মেল
মেশা করিতে তেমন পটু নহেন, কাজেই
ভারতবাসীর সহিত আদান-প্রদান ও সহায়ত্ব
তেমন জন্মে নাই। পুরাতন আচার-ব্যবহার
রীতি নীতি এবং জাতিভেদের ব্যবস্থাও এক্ষে
অনেকটা বাধা জন্মাইয়াছে। কালক্রমে
সহায়ত্বের বলে এ সকল অন্তরায় তিরোহিত
হইবে। উভয়পক্ষে সম্ভাব উৎপাদনের নিমিত্ত
বাগ্ৰ হইলে অনেকটা কাজ হইতে পারে।
আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে,
উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসিগণ আতিথেয়তা জ্ঞে
ও বন্ধুত্ব স্বভে আমাদিগকে আবদ্ধ করিবার
জন্ত কতটা উদ্যোগী। অথবা অজ্ঞান কারণে
উত্তরোত্তর উভয় জাতির মধ্যে সম্ভাব বাড়ি-

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন ; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

তেছে। লর্ড মণের প্রবর্তিত সংস্কার ফলে এখন গবর্নমেন্টের উচ্চতরে ভারতের দেশীয় অধিবাসিগণ ইংরেজের সহিত সমান ভাবে কার্য্য করিতেছেন। ইহাতে উত্তরপক্ষেরই লাভ। উভয়েই উভয়ের দায়িত্ব বুঝিতেছেন, ফলে এখন সত্যবাদী ইংরেজদের সন্দেহ ভিরোহিত হইয়াছে এবং ভারতবাসিগণও বুঝিতেছেন যে, ইংরেজেরা কেবল নীচ উপায়ে আপনাদের হস্তে আধিপত্য স্বকার্য্য পক্ষপাতী নহেন। এখন সংস্কারের গতি কতটা দ্রুত হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে প্রায়সজ্জত মতপার্থক্য থাকিতে পারে; কিন্তু এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, অতঃপর আমরা ধীরভাবে সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের প্রস্তাবিত সঙ্গম অমুখ্যায়ী ক্রমশঃ অগ্রসর হইব এবং ভারতের শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিব। যাহারা স্পৃহাশ্রিতভাবে ক্রমোন্নতির পক্ষপাতী, তাঁহারা অতি অল্প সংখ্যক ভারতবাসীর অমুখ্যায়ীত বিপ্লববাদের জন্ত বড়ই ক্ষতি হইয়াছেন; কারণ তাঁহারা বেশ জানেন যে, উহার ফলে উন্নতির পথে কতটা বাধা পড়িয়াছে। ইউরোপগণ্ডে ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত হওয়ায় আর একটা আশার সূচনা হইয়াছে। সামাজিক প্রথা বা রীতি-নীতি যতই বাধা দিবে না কেন, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে বন্ধন একবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা মুছিবার নহে।”

লর্ড রোণাল্ডসের এই বক্তৃতা শুনিয়া মিঃ মির্জা আবাস-আলি বেগ বলেন,—“বাল্যলা দেশের সংবাদপত্রে লর্ড রোণাল্ডসের পূর্ব-তন বক্তৃতা ও লিখিত বিষয়সমূহ উদ্ধৃত করিয়া যে সকল ভাষ্টিমূলক আশঙ্কার কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অপনয়নের পক্ষে বক্তৃতা অনেকটা সহায়ক হইবে। ভাবী স্বদেশের ভারতবর্ষের অমুখ্যায়ী কতকগুলি মতবাদ দ্বন্দ্বয়ে পোষণ করিতেছেন; তিনি

যখন বাল্যলা দেশে পদার্পণ করিবেন, তখন কোন মালিঙ্গ দ্বন্দ্বয়ে থাকিবেন না।”

বঙ্গবাসী।

কেরোসিন তৈল।

বিলাতের রণসজ্জার সচিব মহাশয় জানাইয়াছেন যে, রণসজ্জার নির্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে টিনের চাদর ব্যবহৃত হইতেছে, সুতরাং এখন ইংলণ্ড হইতে টিনের চাদর রপ্তানি করা সম্ভব নহে। এ দেশে যে সকল টিনের চাদর আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই কেরোসিন তৈলের আধার বা কেনেস্তারা নির্মাণ হয়। ইংলণ্ড হইতে চাদরের রপ্তানি বন্ধ হইলে টিনের কেনেস্তারারও মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যস্বাভাবী। এ দেশের কেরোসিনের তৈল ব্যবসায়ীরা স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর এক বাস্ক (দুই টন) তৈলের মূল্য দশ আনা বৃদ্ধি পাইবে। “ভিক্টোরিয়া” মার্কী তৈল সাড়ে তিন টাকায় এক বাস্ক বা দুই টন বিক্রয় হইতেছিল, তাহা এখন হইতে চারি টাকা দুই আনা মূল্যে বিক্রীত হইবে। এই মূল্য বৃদ্ধি তৈলের হিসাবে নহে, টিনের হিসাবে। এক টনে চারি গ্যালন তৈল থাকে, এখন টিন না লইয়া কেবল তৈল দুই টাকা চৌদ্দ আনাতেই আট গেলন তৈল পাওয়া যায়। অতঃপর যাহারা টিন লইবেন, তাঁহাদের জন্য এক বাস্ক বা আট গেলন তৈলের মূল্য চারি টাকা দুই আনা হইবে, কিন্তু যাহারা টিন লইবেন না, তাঁহারা দুই টাকা চৌদ্দ আনাতেই আট গেলন তৈল পাইবেন।

লবণের মূল্য।

লবণাধু বেষ্টিত ভারতবর্ষের লোকে বিদেশী লবণ ক্রয় করে, ইহা যতই বিচিত্র

কথা ইউক না কেন, এখন লবণের মূল্য সম্বন্ধে বাল্যলার জনসাধারণ বিশেষ কিছু আলোচনা করে না। তাহারা জানিয়াছে যে, লবণ সরকারের একচেটিয়া ব্যবসার, সুতরাং গবর্নমেন্ট ইচ্ছা করিলেই উহার মূল্য বাড়াইতে বা কমাইতে পারেন। রাজপুতানার সম্বর হ্রদে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হয়, গবর্নমেন্ট এই লবণ এক টাকায় ২৭ সের হিসাবে বিক্রয় করেন, কিন্তু দোকানদারগণ জনসাধারণকে টাকায় ১৭ সের করিয়া দিয়া থাকে। গবর্নমেন্ট দুই শত সাড়ে বাহার মণের কম পরিমাণ লবণ কাহাকেও বিক্রয় করেন না। কাজে কাজেই গৃহস্থগণ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে লবণ ক্রয় করিতে পারেন না। তাছাড়া দিগকে লবণের জন্য দোকানদারদিগের লবণাপন্ন হইতে হয়। গবর্নমেন্ট যদি কুই-নিন বা ডাকটিকিটের জায় খুচরা লবণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে দরিদ্র গৃহস্থগণের সুবিধা হয়। অসাধু ব্যবসায়ীদিগের জন্য মফস্বলের অধিবাসীদিগকে অনেক বিষয়েই এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। গবর্নমেন্ট কোন প্রতিকার না করিলে লবণ সম্বন্ধে প্রতিকার করা প্রজাদের ক্ষমতার অতীত। গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা করিবেন না কি? হিতঃ

শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয়।

“কাজের লোকে” বছবার এই বিদ্যালয়ের কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ পাঠকগণ বিস্মৃত হয়েন নাই।

কাপ্তেন জে, ডবলিউ পেটাবেলের উত্তোগে এবং কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজা নাচা-দুরের বায়ে কলিকাতা বাগবাজারে ১নং নন্দলাল বহুর লেনে একটি শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সংপ্রতি

এখনও পুরাতন “কাজের লোকের” জন্ত অর্ডার করুন।

কাপ্তেন পেট্রোভেল আনানিফকে জানাইয়াছেন যে, যে সকল ভদ্রবংশীয় যুবক মধ্যাহ্নকালে কোন আফিসে কার্য করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঐ বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা করিতে চক্ষু হইলেও সমরভাষনশতঃ বিদ্যালয়ে গমন করিতে পারিতেছেন না; কারণ অল্পাংশ বিদ্যালয়ের ভায় শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয়টিও মধ্যাহ্নকালে হইয়া থাকে। কাপ্তেন পেট্রোভেল বলেন যে, যদি অধিকসংখ্যক ছাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় এবং কলিকাতার অন্যান্য পল্লীতেও শাখা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। শিল্প শিক্ষার্থী যুবকগণ বাগবাজারের ঠিকানায় কাপ্তেন মহোদয়ের নিকটে আবেদন করিলে জ্ঞাতব্য সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

জর্জীয় নূতন আবিষ্কার।—গত অক্টোবর মাসের ১লা তারিখের “চিকাগো ডেইলি নিউজ” লিখিয়াছেন;—

“নূতন এক পদার্থের দ্বারা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের নিমিত্ত গত সপ্তাহে জর্জীয়র তত্ত্বাবধায় ও সপ্তদাগরগণ অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। যদি এই শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনে তাহারা সমর্থ হয়, তাহা হইলে আর বিদেশ হইতে তুলা, পাট ও পশমের আমদানী করিতে হইবে না। এই নূতন পদার্থ “টাইফা” নামক এক উদ্ভিজ্জ হইতে পাওয়া যায়। টাইফা দেখিতে বিড়ালের লেজের মতন, তহা জলা ভূমিতে জন্মে। ইহা হইতে সূতা বাহির করা যাইতে পারে।”

“এই বৎসর ১ কোটি ৩৫ লক্ষ মণ টাইফা জন্মিয়াছে, জর্জীয় রাষ্ট্রে সুবিভক্ত জলাভূমিতে এই উদ্ভিজ্জ অপরিপাক্ত জন্মান যাইতে পারে। এক বৎসরে ইহা অনেকবার চাষ দেওয়া যাইতে পারে।”

টাইফা আমাদের দেশের তাঁটা গাছের

মত। আমাদের তাঁটার সূতা যে দৃঢ় হয়, তা আমরা দেখিয়াছি। (সম্বিঃ)।

সহচোগী ‘বরিশাল-হিটলি’ সংবাদ দিতে ছেন—“স্থানীয় আদালতে ১৫টাকা বেতনের ২জন প্রবেশনার নিযুক্তির প্রয়োজন হওয়ায় ঐজ্ঞা মোট ১৩১ খানা দরখাস্ত পড়িয়াছে; তন্মধ্যে ৬জন বি, এ ফেল, ম্যাট্রিকুলেশন, ও আই, এ, পাসের ত কথাই নাই।” এই যে শোচনীয় অবস্থা, ইহার প্রতিকার কোথায়?

—:—

এ দেশে পেন্সিলের কল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনেক দিন হইতে হইতেছে। কিন্তু প্রধানতঃ উপযুক্ত কাঠের অভাবেই সে চেষ্টা সফল হইতেছে না। ভারতে ভাল কাঠ পাওয়া যায় না—বেলুচিস্তানে কাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আনিতে যে খরচ পড়ে, তাহাতে চাকের কড়িতে মনসা বিকাইয়া যায়। সে দিনও শিল্প কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র সে কথাই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—কাঠ সংবরণেই তিনি সরকারী বনবিভাগের নিকট আশাহরুপ সাহায্য পায়েন নাই। তাহাতে কমিশনের সভাপতি সার টনাস হ্লাণ্ড সে বিষয়ে অসু-সন্ধান করিবেন, বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই বাঙ্গালাতেই পেন্সিলের উপযোগী কাঠ জন্মিতে পারে। যে কাঠে জাপানে পেন্সিল হয়, সে কাঠ দার্জিলিং অঞ্চলে ও শিলং প্রদেশে জন্মিতে পারে। ২০১৫ বৎসরে গাছ কাটিবার মত হয়। যত দিন হইতে পেন্সিলের কাঠের অভাব বিষয় আলোচিত হইতেছে, তত দিন যদি সেই জাতীয় গাছ রোপণ করা হইত, তবে এত দিনে কাঠের অভাব হইত না। সরকার সে দিকে একটু মন দিবেন কি?

‘হেটসম্যানের’ কলিকাতার এক জন বিশেষ সংবাদদাতা আছেন—তিনি ব্যবসায় বাজারের গুজবের ও খবরের খবরদারী ও বেসাতী করেন। তিনি সরকারকে দোষ দিয়াছেন—সরকার যুদ্ধের সংবাদ গোপন করিয়াই অসঙ্গত কাজ করিতেছেন; তাহা-তেই নানারূপ অজব গুজবের সৃষ্টি হইতেছে—তাহাতেই কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির দর কমিয়া যাইতেছে। বিলাতেও প্রকৃত সংবাদ গোপন করার কুফলই ফলিয়াছে—লোক যুদ্ধের গুজব অশুভব করিতে পারে নাই, স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে নাই, এই যে অকারণ অজ্ঞায় সংবাদগোপন—the utterly and indefensible conspiracy silence—ইহাতেই লোক আগল কথা বুঝিতে পারে নাই; পারিলে তাহারা আরও উৎসাহসহকারে সরকারকে সাহায্য করিতে আগ্রসর হইত। এ দেশের বাজারে গুজব—সব যুরোপীয়কে যুদ্ধে যাইতে হইবে, ব্যবসা করিবার চক্র আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না—চড়া হারে নূতন কর দাখ্য করা হইবে—সরকার সব কমলা, চামড়া, পাট ও চট লইবেন—দেশে সামরিক আইন জারী হইবে—ইত্যাদি। এ সবই অবশ্য গুজব এবং বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, এ সব গুজব কখনই সত্য হইতে পারে না। কিন্তু বাহারা এ সব গুজবে বিশ্বাস করে, তাহারা গুজবই সত্য বলিয়া ননে করে এবং মুখে মুখে সেই “সত্য” অতিরঞ্জিত করিয়া সনাজেব যে স্তরে প্রচারিত করে, সে স্তরে অতি সামান্য কারণেই চাকুল্যের সৃষ্টি হইয়া সমগ্র সমাজ বিপন্ন করিতে পারে। অজ্ঞতাই সর্বত্র গুজবের সৃষ্টির কারণ—অন্ধকারেই তাহার পুষ্টি। আবার দেখা যায়, সরকারী সংবাদ প্রকাশের পূর্বেই অনেক সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে, ক্লাবের কথা কল্লনার বিবর্তিত হইয়া

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

নিষেধিকার সঙ্কট কর্তৃক। এ সব বিবেচনা করিলে অবশ্যই বলিতে হয়, সরকার যদি গোপন না করিয়া সব সংবাদ স্পষ্ট করিয়া প্রচার করেন, তবে গুজব রটনার ভয় থাকে না। এ দেশের লোক সর্বপ্রকারে সাক্ষাৎকার সম্মান রক্ষা করিতে সরকারকে সাহায্য করিতেই প্রস্তুত ও ব্যস্ত। সুতরাং সরকারী সেলসের কাজটা কিরূপে চালিত হইবে তাহা সরকার আর একটু ভাবিয়া কর্তব্য-নির্ধারণ করিবে ভাল হয়। বহুঃ।

Calcutta trade.

A return of the Department of Statistics shows that arrival by rail into Calcutta for the week ending January 20th increased in the case of wheat (4,016 tons as against 2,528 tons in the corresponding period of last year), rice (4,263 tons as against 3,079 tons), and Jute (13,689 tons as against 12,203 tons) and decreased in the case of hides and skin (550 tons as against 811 tons last year), coal and coke (48,248 tons as against 68,875 tons) and tea (42 as against 543 tons.)

Taking the same periods into account, the exports of jute from Calcutta by sea, were 10,492 tons in 1917 as against 5,819 tons in 1916. The exports of gunny bags were 13 millions in number as against 36 millions last year. The

quantity of wheat exported was 4 tons against nil.

কলিকাতার ব্যবসায় বানিজ্য।

আমদানী।

ষ্টাটিষ্টিক্ ডিপার্টমেন্টের রিটার্নে দেখা যায়, ২০ জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে গমের ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়াছে। গত বৎসরে ঐ সময়ে ২৫২৪ টন আমদানী ছিল এবৎসরে ৪০১৬ টন।

চাউল গত বৎসরে ২০৭৯ টন এবৎসরে ৫২৩৬ টন।

পাট গত বৎসরে ১২২০৩ টন, এবৎসরে ১৩৫৩৯ টন, চামড়ার কাজ কমিয়াছে, গত বৎসর ঐ সময়ে ৮১১ টন ছিল, এবৎসর ৫৫০ টন। কয়লা এবং পোড়া কয়লা গত বৎসর ঐ সময় ৬৮৮৭৫ টন কিন্তু এবৎসরে ৪৮২৭৮ টন। চা গভবৎসর ৫৪৩ টন এবৎসরে ৪২ টন।

রপ্তানী।

উপরোক্ত ২০শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে ১৯১৭ সালে পাট সমুদ্র পথে রপ্তানী হইয়াছে ১০৪২২ টন, ১৯১৬ সালে ঠিক ঐ সময় ৮৮১৯ টন রপ্তানী হইয়াছিল। চটের থলিয়া বর্তমান বর্ষে ঐ সময়ের মধ্যে ১৩ লক্ষ, গত বৎসরে ৩৬ লক্ষ সুতরাং থলের রপ্তানী কমিয়াছে গম গত বৎসর ঐ সময় আদৌ রপ্তানী হয় নাই কিন্তু এবৎসরে ৪ টন মাত্র রপ্তানী হইয়াছে।

করাচীতে কয়েক জন খ্রীলোক একটা কেরোসিনের টিন খুলিবার জন্য উহার উপর জলজ্ঞ অস্ত্রের রাখিয়াছিল, ঐ টিন হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া সকলের গায়ে আঘাত ধরে, উহাতে তিনজন খ্রীলোক ও দুইজন বালিকা

মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এমন দুর্ঘটনা প্রায়ই হয়, গৃহস্থ সাবধান।

যতীর বাহনে বিপদ।

বিড়াল, চিরকাল যতীদেবীকেই পূর্বে বহন করিয়া থাকে। যতীদেবী শিশুসন্তানদিগের রক্ষয়িত্রী, এইজন্য এদেশের রমণীরা যত্ন সহকারে বিড়াল পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু জায়াগণ এত দিন যেরূপ ব্যাংসায়ের ছলে নানা দেশে থাকিয়া গুপ্ত চরম কার্য করিতে-ছিলাম, সংপ্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, মাক্কারগণও সেইরূপ নাস্তঃ যতী দেবীর বাহন হইলেও গোপনে নানা প্রকার উৎকট ব্যাধির বীজাণু বহন করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের পারউইক নামক স্থানের স্বাস্থ্য পরিদর্শক মহাশয় অণুবীক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মাক্কারের লোমে ডিপথিরিয়া, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের বীজাণু নিহিত থাকে। সুতরাং বিড়ালকে কেহ যেন নির্কিরোধ যতীর বাহন মনে করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না। উহারা এক বাতী হইতে অপর বাতীতে গমন পূর্বক নানা রোগের বিষ ছড়াইয়া থাকে। অল্পবয়স্ক শিশু সন্তানগণ বিড়ালকে ভালবাসে বটে, কিন্তু সাবধান, কোন বিড়ালকে শিশুদিগের নিকটে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। যক্ষ্মা-কাসের বিষ বিস্তারেরও বিড়াল বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। বিড়ালের নিশ্বাসে যক্ষ্মারোগের বিষ আছে, বিড়ালে মারিলে যক্ষ্মারোগ হয় প্রভৃতি অনেক কথা এদেশেও প্রাচীনাদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এবারে বিড়ালের প্রকৃত মূর্তি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং যতীর শাস্তিষ্ট বাহনটিকে আর কেহ বিশ্বাস করিবেন না।

হিতঃ।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ডাক টিকিটের মূল্য।

পোস্টকার্ড ও টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে নামাশ্রয়কার জনরব পরিষ্কৃত হইতেছে। কেহ বলেন যে, পোস্টকার্ড ও টিকিটের মূল্য হ্রাস হইবে, কেহ বলেন যে 'পোস্টকার্ড' বহিত হইবে এবং আধ আনার টিকিটে এক তোলার পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় আধ তোলা ওজনের পত্র যাইবে, আবার কেহ বা বলিতেছেন যে, সংবাদপত্রের মাণ্ডল বৃদ্ধি করা হইবে। অবশ্য গবর্ণমেন্ট এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন কথা বলেন নাই। এই জনরবের মূল্য কোন সত্য আছে কি না, এবং যদি থাকে তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। পোস্ট কার্ড বা টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করিলে যে গবর্ণমেন্টের আয় বৃদ্ধি হইবে না, বরং হ্রাস পাইবে একথা কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন, যদি যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাশ্য বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে ডাক টিকিটের মূল্য বাড়াইলে বা পোস্ট কার্ডের প্রচার বন্ধ করিলে গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না বরং উহার বিপরীত ফলই হইবে। সুতরাং ডাক টিকিটের মূল্য সম্বন্ধে কোনরূপ নতুন ব্যবস্থা করিবার পূর্বে এ বিষয়ে ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ অগ্রপশ্চাত্ত বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কার্য করিবেন না।

রেলগাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি।

বিগত কয়েক সপ্তাহ হইতে এইরূপ একটা জনরব রটিয়াছিল যে এদেশের রেলপথ সমূহে রাজী গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস করা হইবে এবং গাড়ীর ভাড়াও বৃদ্ধি করা হইবে। এই জনরবের প্রথম অংশ কার্যে পরিণত করা হইয়াছে, সকল রেলপথেই রাজী গাড়ীর সংখ্যা

হ্রাস করা হইয়াছে। রাজীর ভাড়া বৃদ্ধি সম্বন্ধে এখনও কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই সুতরাং এ সম্বন্ধে যে জনরব প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাসমুত্ত কি উহার মূলে কিছু সত্য আছে, তাহা বলা মুকঠিন। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ইংলণ্ডে রেলপথ সমূহের রাজীগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস করা হইবে এবং গাড়ীর ভাড়া শতকরা পঞ্চাশ—অর্থাৎ দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইবে, এ কথা, কমন্স মহা-সভাতে মিঃ রবার্টস ঘোষণা করিয়াছেন। বাহারা রেলগাড়ীতে আরোহণ পূর্বক কোন কারখানাতে শ্রমজীবীর কার্য করিতে যায়, অথবা ৪০ মাইল অপেক্ষা অল্প দূরবর্তী স্থানের জন্ত, বাহাদের ভাড়াই পূর্ববৎ থাকিবে, তাহা-দিগকে আর অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হইবে না। যখন ইংলণ্ডে গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস এবং ভাড়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে, এবং ভারতে যখন গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে, তখন গাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনাও যে এখানে নাই, তাহা বলা যায় না।

THE COST OF THE WAR.

যুদ্ধের ব্যয়।

—:—

গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধের জন্ত কতটাকা ব্যয় করিতেছেন দেখুন। প্রতি ঘণ্টায় ২৩৭০০০ পাউণ্ড বা ৩৬২৪২০ টাকা। দৈনিক ৫৭১০০০ পাউণ্ড ১৫ টাকা হিসাবে পাউণ্ড ২৫৬৫০০০ টাকা, ঘণ্টায় ২৩৭২৬৬ পাউণ্ড বা ৩৫৬২৬৬০ মিনিটে ৩১৬৫ পা: বা ৪৮২৪৭৫ টাকা সেকেন্ডে ৬৬ পাউণ্ড বা ৯০০ টাকা। ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠকগণের সর্বিশেষ জানিবার জন্ত আমরা সহযোগী "অনুভবাজার পত্রিকা" হইতে নিয়ে ইংরাজী টুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

WAR AT £237,000

AN HOUR.

WHAT GREAT BRITAIN IS
NOW SPENDING.

—:—

The figures which Mr. Bonar Law submitted to the House of Commons on December 15 were, to use the Chancellor's own words, "Colossal, but not appalling." writes the Political correspondent, of the "Pall Mall Gazette." Since the war broke out, the British expenditure has reached the huge figure of.

£3,862,000,000.

while the daily cost has been.

£5,710,000.

That the cost of the war still mounts up is shown by the fact that during the last sixty-three days the expenditure has been £5,710,000 per day, while during the previous seventy-seven days it was £5,070,000 daily.

Mr. Mc. Kenna, in his Budget estimate for the current year, put the expenditure at £1,600,000,000, but the total for the year is now likely to be £1,650,000,000, or £350,000,000, more than was anticipated.

What the figures mean is this:—

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

COST OF THE WAR.

Day	£5,710,000
Hour	£237,966
Minute	3,965
Second	£66

The manner of Mr. Bonar Law's speech and the tone of Mr. McKenny's congratulatory remarks gave general satisfaction.

Household Informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:—:—

পাকা গৃহের দেওয়ালে বা ছাদে কাক বিষ্ঠাদির সহিত বীজ আনীত হইয়া অনেক গনয় অশুভ বট বৃক্ষাদি জন্মিয়া দালান ফাটাইয়া দেয়। ইহাকে বিনষ্ট করিতে হইলে টং কার্বলিক অ্যাসিড্ বৃক্ষমূলে ঢালিয়া দিলে অথবা গ্যানলিকার, ট্রুং লাইকার আমোনিয়া অথবা হিং দিলে বৃক্ষ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, সায়েনাইড্, অফ্, পটাস বা গরম জল, অথবা বারবার বরফ দিলেও নষ্ট হয়।

লৌহের উপর লিখিবার উপায়।

লৌহে প্রথমে নোনের প্রলেপ দিয়া তাহার উপর সূক্ষ্ম লৌহের সলা ধারা এমন ভাবে লিখিতে হয়, যেন গর্ত হইয়া যায়। সেই গর্তে গুলিতে সজল আয়োডিন ঢালিয়া দিলে কিয়ৎকণ পরে লৌহ কয় প্রাপ্ত হইয়া পোদিত অক্ষর হইয়া পড়ে, তাহার পর মোম টাচিয়া কেলিয়া ধোত করিয়া লইতে হয়।

পিতলের স্বর্ণ বর্ণ।

সোরা,নাইট্রিক এসিড্ এবং সল্ফিউরিক অ্যাসিড্ একত্র মিশাইয়া পিতল ডুবাইয়া লইলে কাঁচা সোণার মত রং হইয়া যায়।

তাপিন, মোম, এনাটো, এবং কোপাল বার্নিস একত্র মিশাইলেই পীতবর্ণ জুতার জিম প্রস্তুত হইবে।

ভেগভেরদার পাতা সিদ্ধ জল দ্বারা প্রস্তুত হইলে সেহু দিলে হৃদয় বৃদ্ধি হয়।

শিশুদিগকে অধিক মিষ্ট খাইতে দিলে যে উচ্চ জ্বাশ হয়, তাহা নহে, দাঁত পচিয়া যায়।

রোপ্য বিদ্যুত এবং উত্তাপের সর্বোৎকৃষ্ট পরিচালক।

টিনের উপর লাল রং করিবার সহজ উপায়, কতকটা গরজন তৈলে কতকটা রজন দিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহাতে ইচ্ছামত গিন্দুর মিশ্রিত করিয়া ভাল করিয়া ঘুটীয়া লইতে হইবে, তাহা টিনের বাস্কে লাগাইলে লাল রং হইবে। এই বার্নিস ঘন হইলে টার্পিন দিয়া পাতলা করা যায়।

ইষ্টক ও লোণ।

অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যে ইষ্টক নির্মিত গৃহের দেওয়ালে লোণা লাগিয়া চুণ বালি ঝড়িয়া যায়, অথবা এক প্রকার দাগ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ একতলা, সীতা গৃহে প্রায়ই এইরূপ লোণার দাগ বাহির হইয়া পড়ে। কেবল যে নূতন দেওয়ালেই এরূপ হয়, তাহা নহে, পরন্তু পুরাতন দেওয়ালে অথবা পুরাতন ইষ্টকে গাঁথা দেওয়ালেও এই-

রূপ যথেষ্ট লোণা লাগিয়া থাকে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরাতন গৃহের দেওয়ালে পূর্বে লোণা লাগে নাই, তাহাতে সম্প্রতি লোণা লাগিতেছে। ইষ্টকের উপাদানে নানা প্রকার ধাতব যৌগিক বর্তমান থাকাই এইরূপ লোণা লাগিবার একমাত্র কারণ। কতকাতার গৃহ নির্মাণ করিবার অল্প সমস্ত ইষ্টকই নিকটবর্তী নানাহান ইষ্টকে আসিয়া থাকে। এই সমস্ত স্থানের নদীর জল সমুদ্র নিকটবর্তী বলিয়া প্রায়ই লবণাক্ত। যে মাটিতে ইষ্টক নির্মিত হয়, তাহাতে খুব সম্ভবতঃ কোনরূপ ধাতব লবণ না থাকিতে পারে, অথবা থাকিলেও তাহা এত সামান্য যে ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু যে জল প্রদোষে ইষ্টকের মাটি প্রস্তুত করা হয়, সেই জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে বলিয়া ইষ্টকের উপাদানে লবণ চিরকালের জন্য মিশ্রিত হইয়া যায়। নদীর জল অর্থাৎ সমুদ্র নিকটবর্তী স্থানের জল সাধারণতঃ বর্ষায় জল লবণ মিশ্রিত থাকে, এবং শীতে লবণের ভাগ অত্যন্ত অধিক হয়। শীতকালেই ইষ্টকের উপাদান প্রস্তুত হয় বলিয়া ইষ্টকেও প্রচুর লবণ মিশ্রিত হয়। যদি বর্ষাকালে ইষ্টক প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে গৃহের দেওয়ালে হয়ত লোণা লাগিতে পারিত না, অথবা লাগিলেও অতি সামান্যই লক্ষ্য করিতে পারা যাইত। ইষ্টক পুড়িবার সময়ে ইষ্টকে মিশ্রিত এই সমস্ত ধাতব লবণ মৃত্তিকার সহিত রাসায়নিক সম্মিলনে শোভা ও পটাসের ক্লোরাইড উৎপাদন করে। এই দুই ক্লোরাইডই জলে দ্রবণীয়, কাজেই সে সমস্ত গৃহ সীতা, অর্থাৎ কৈশিক আকর্ষণে ইষ্টকের ভিতর দিয়া গৃহ ভিত্তির জল দেওয়ালে পরিচালিত হয়, সেই সমস্ত গৃহের ইষ্টকে এই সামান্য জল লাগিলেও ইষ্টকস্থিত লবণ গলিয়া যায়। এই গলিত লবণাক্ত জল পুনরায় ইষ্টক বাহিয়া চুণ ও

এখনও পুরাতন “কাজের লোকের” জন্ম অর্ডার করুন।

খালির ভিতর দিয়া দেওয়ালের গায়ে আঁশিয়া পড়ে, এবং বায়ু সহযোগে জল বাষ্পীভূত হইয়া বাইরে, এই লবণ দেওয়ালের গায়ে থাকিয়া যায়; কাজেই একতলা গৃহের দেওয়ালে বত ধূর পর্যন্ত সঁাতা উঠিতে পারে, ততধূর এইরূপ লোণা লাগিতে থাকে। এই লোণা আর কিছুই নহে, পুরোঁক সোডিয়াম ও পোটাসিয়ামের ক্রোরাইড। সোডিয়াম ক্রোরাইড আমরা যে লবণ খাইয়া থাকি তাহাই, এবং পোটাসিয়াম ক্রোরাইড এই লবণেরই অল্পরূপ আর এক প্রকার লবণ, তবে খাওয়া নহে। ইটকের ভিতরে, বাহিরে, পার্শ্বদেশে সর্বত্রই সঁাতার জল লাগিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতেছে, সেই জল ক্রমাগত বাহির হইয়া আসিতেছে। কাজেই লোণাগুলি একবার ছাড়াইয়া দিলেও পুনরায় লোণা বাহির হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, বখন দেওয়ালে চূণ বালির প্লাষ্টার লাগাইয়া দেওয়া হয়, তখন হইতেই ইটকের ও এই প্লাষ্টারের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। কাজেই শুধু সঁাতা গৃহেই যে লোণা লাগিবে, তাহার কোন কারণ নাই। সঁাতা নহে, এমন গৃহেও প্রায়ই লোণা লাগিতে দেখা যায়।

পুরোঁই উক্ত হইয়াছে যে, পুরোঁ গৃহের দেওয়ালে প্রায়ই লোণা লাগিত না। কারণ বর্তমানে গৃহের তলদেশে প্রায়ই সিমেন্ট, প্রস্তর বা মার্বেল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়। পুরোঁ কেবল ইটক বা টাইল বসাইয়া দেওয়া হইত। সেই অল্প গৃহভিত্তির জল দেওয়ালে প্রবাহিত না হইয়া তল দেশ দিয়াই প্রবাহিত হইয়া বাষ্পীভূত হইত। এখন তলদেশের সঁাতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা হয় বলিয়া, সঁাতা অল্প পথ না পাইয়া দেওয়াল দিয়াই প্রবাহিত হয়। ফলে, পুরোঁ বর্ণিত কারণে দেওয়ালের গায়ে লোণা

ধরিতে থাকে। কাজেই বর্তমানে আমরা শুধু তলদেশ ও সঁাতা দেওয়াল বিনষ্ট গৃহে দেখিতে পাই। ইহার কোন প্রতিকার আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রতিকার হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সাময়িক ভিন্ন চিরস্থায়ী হইবে না। ইংরাজগণ নিম্ন লিখিত প্রথা কয়েকটি অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন :—

(১) ইটগুলি জলে ডুবাইয়া বতধূর পর্যন্ত বদবুদু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়, ততক্ষণ ক্রমাগত বুদ্ধশের দ্বারা ইটকের উপরিভাগ মার্জনা করিতে হইবে।

(২) অথবা সাইট্রিক বা টারটারিক এসিডের (Citric or Tartaric acid) দ্রাবণে ইটগুলিকে ডুবাইয়া লইতে হইবে। উক্ত এসিডের অভাবে গোঁড়া লেবু হাঁড়ীতে কুটাইয়া সেই জলে ইট ডুবাইয়া লইলেও চলে।

(৩) অথবা অক্স'পাইট স্পিরিট অফ সল্ট (Spirit of Salt) এক কলসী জলে মিশ্রিত করিয়া ইটের উপরিভাগে রীতিমত ছড়াইয়া দিয়া দুই এক দিন পরে ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে।

(৪) অথবা অতি ক্ষীণ এসেটিক এসিডের (Acetic acid) দ্রাবণে ভিজা ইট ডুবাইয়া লইয়া, পরে নাপথা (Naphtha) ঢালিয়া দিতে হইবে।

দেশীয় কারিকরগণ এইরূপ ব্যয় বহুল কোন প্রথাই অবলম্বন করেন না। তাহার সাধারণতঃ তৈলুনের জলে ইটগুলি ডুবাইয়া লইয়া থাকেন। মনে হয়, ইংলিশ প্রথা অপেক্ষা এই দেশীয় প্রথা শুণে কোন অংশে হীনতর নহে। যে-মুক্তিকা হইতে ইটক প্রস্তুত হয়, তাহাতে যদি অধিক পরিমাণে লবণ থাকে এবং সেই ইটক পাথুরে-কয়লায় পোড়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে মুক্তিকার

লবণের রাসায়নিক পরিবর্তন হইয়া ক্রোরাইডের পরিবর্তে সালফাইড প্রস্তুত হয়। তাহাও পূর্ব বর্ণিত কারণে দেওয়ালের গায়ে লোণার আকারে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্রোরাইডের আকারের সহিত সালফাইডের আকারের কিছু তারতম্য আছে। শেবোক্তগুলি প্রায়ই অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল সূচী (needle) দ্বারা যদি ইট প্রস্তুত করিবার মাটিতে অল্প উপাদান থাকে যে, ভবিষ্যতে সেই ইট হইতে লোণা বাহির হইতে পারে, তাহা হইলে এক হস্তর পরিমাণ ইটের মাটিতে ১ আউন্স বেরিয়াম কারবনেট (Barium carbonate) মিশ্রিত করিয়া দেওয়া ভাল। এই ইট কাঠ প্রয়োগে অথবা কোক কয়লা প্রয়োগে পোড়াইয়া লইলে প্রায়ই লোণা লাগিতে পারে না।

বিজ্ঞান।

ব্যবসায় সঙ্কেৎ।

—:—

কুচিলা (Nux vomica) মোম, গঁদ বা বাবলার আটা, কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হইতে পারে, দরও মন্দ নহে। উদ্যোগী লোকেরা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার আড়ৎ-দারগণকে বিক্রয় করিতে পারেন, পল্লীগ্রামে ও জঙ্গলে কুচিলা জন্মে অনেক দেখিয়াছি। ইহা ভয়ানক বিষাক্ত দ্রব্য, কিন্তু ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পুরাতন বাতিল কাগজের দর বিলক্ষণ বাড়িয়াছে। কলিকাতার পথে এক টুকরা কাগজ পড়িয়া থাকিতে পার না। পুরাতন ইংরাজী খপরের কাগজ এখন ১০/১১ টাকা দর বিক্রয় হইতেছে, আগে ২/০ ২/০ টাকার

পুরাতন “কাঁজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর জড়ন।

বিক্রয় হইত। সুতরাং বাড়িল কাগজ সংগ্রহ করিয়া কলে বেচিলে লাভ হইবে।

সোলা।

পল্লীগ্রামে সোলা আপনা হইতেই জলাতে জন্মে, কলিকাতায় খুব হালকা কুল সোলা আদরের সহিত বিক্রয় হইতেছে। ৩৯ হাত একগাছি দড়িতে অন্ততঃ ২৯ হাত বা ৩ হাত লম্বা বস্তগুলি সোলা ধরিতে পারে, ততগুলি সোলার দর ১১ ১০ আনা। সোলাতে টুপি প্রস্তুত হয়। শক্ত কাঠ সোলা কলিকাতায় বিক্রয় হয় না।

শিশি বোতল দুআপ্য হইতেছে, দর ও খুব বাড়িয়াছে। শিশি বোতল সংগ্রহ করিতে পারিলে কলিকাতায় পলকক্ষীদের শিশি বোতল ওয়ালারা ক্রয় করিয়া থাকে।

দেশের কাগজীগণ এখন আর কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে কিনা জানি না, কিন্তু এগময় তাহারা দেশী কাগজ করিতে আরম্ভ করিলেও শুদ্ধাইয়া যাইত। কাগজের দর নতুন্যই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার পর আর কাগজ পাওয়া যাইবে কিনা, কে বলিতে পারে। ইহা দেশীয় কাগজীগণের একটা অভ্যাসের সময় সন্দেহ নাই।

কস মূল পাঠাইবার জন্ত বাসকেট বা চুপড়ী পল্লীগ্রাম হইতে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলে বেশ লাভ হইবে। ১টা চুপড়ী ১০ ১০ আনা দাম হইয়াছে, ভুল্ললোক-গণ নিজের বাশ দেশের ডোমদিগকে দিয়া চুপড়ী করাইয়া কলিকাতায় সকল বাজারেই বিক্রয় করিয়া যাইতে পারেন।

বেকারের উপায়ে আমরা বহু পূর্বে এ বিষয় লিখিয়াছিলাম।

বাশের চিকের দর এখানে ১০ আনা হইতে ১০ আনা কোয়ার ফুট, কলিকাতায় বিক্রয় হইয়া থাকে। মূলধন হীন অনেক লোক একাধারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। কলিকাতায় আনবাজার প্রভৃতি স্থানে কয়েকজন মূলমান একাধারে নিযুক্ত আছেন, ইহাতেও বেশ লাভজনক কার্য করিতে পারা যাইবে। চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

FOR THE LIESURE HOURS

চক্রীর চক্র।

—:—:—

(গম)

(১)

“বর দেখতে যাবি, শান্তি”?

“বর! কই, কোথা!”

“ওই যে আসছে, বাজনা শুনে পাচ্ছি না; চ’দে আসি।”

রাধানাথপুরে নয়না নদীতীরে সুপ্রসিদ্ধ রায়েদের বাগান। এই বাগানে রায়েদের অষ্টম বর্ষীয়া বালা শান্তিময়ী ও চক্রবর্তীদের দ্বাদশ বর্ষীয়া বালক সরোজকুমার সকাল সকাল খেলা করে। শুধু তাহাই নহে, উভয়ের বাড়ী নিকটবর্তী হওয়ার উত্তরে পার্শ্ববর্তী গ্রামের পাঠশালায় একত্রে অধ্যয়ন করিতে যাইত এবং ছুটির পর একত্রে ফিরিয়া আসিত। নিরন্তর একত্র থাকার উত্তরে বেশ সম্মিলিত হইয়াছিল। উপরে লিখিত কথা-বার্তা বর্ণন হইতেছিল, তখন উত্তরে অল্প অল্প দিনের ন্যায় ওই বাগানে খেলা করিতেছিল। এমন সময় কিছুদূর হইতে বাগধনি শ্রুত

হইল। বালক বালিকার গ্রাণ, খেলা খেলা ফেলিয়া জাহারা বর দেখিতে ছুটিল। কিছুক্ষণ পরে উত্তরে বর দেখিয়া ফিরিয়া আসিল, তখন শান্তি বলিল “বেশ বর না তাই!”

সরোজ বলিল “বেশ বর! তোরও অমনি একটা টুকটুক রাগা বর আসবে, কি বলিস!”

শান্তি একটু অভিমান করে বলিল “বা”

“বা—সত্যই ত” এই বলিয়া শান্তির ঠাকুর দাদা সেখানে উপস্থিত হইলেন। “ওর আবার বর আসবে কি! ওর বর ত ঘরেই আছে, এই যে কি বলিস্ দিদি” এই বলিয়া আপনাকে নির্দেশ করিলেন।

শান্তি উত্তর করিল “দূর!” এই বলিয়া সরোজের নিকট সরিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরদাদা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে তুই কাকে বিয়ে করিস?”

সরোজ চিন্তা বালিকা উত্তর করিল, “সরোজকে”।

“তা কি হয়? তুই যে আমার বউ। আমার বউ, আমি বাড়ী নিয়ে যাই” এই বলিয়া শান্তিকে কোলে লইয়া তাহার ঠাকুরদাদা গৃহে চলিয়া গেলেন। সরোজও খেলার সাথী অভাবে ক্ষুব্ধ মনে আপনার গৃহে চলিয়া গেল।

(২)

রাধানাথপুরের রায়েরা অনেকের নিকট সুপরিচিত। যখন মানে কুলে শীলে ইহার একদিন দেশমুখ ছিলেন। এখন অবস্থা বিপরীত ঘটিলেও স্বগ্রাম মধ্যে সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শান্তিময়ী এই বংশেরই কস্তা; তাহার পিতা চিত্তরঞ্জন রায় খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পিতার একমাত্র সন্তান বংশের ছালা, সুতরাং সমস্ত ধন সম্পত্তির অধিকারিণী। ইহারা কুলীন। তদুপরি কন্যাটি রূপে শুণে অসামান্য। সুতরাং ইহার আত্মীয় স্বজনদের ইচ্ছা সর্ববিষয়ে সর্বদা

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

স্বন্দর পাত্রের সহিত বিবাহকাণ্ড সম্পন্ন করা। কিন্তু কে বলিবে ভগবানের, ইচ্ছা কি! সবই তাঁর ইচ্ছার সম্পন্ন হয়।

মনোভোগ চক্রবর্তী ইহাদের প্রতিবাসী। ইনি সরোজকুমারের পিতা। ইহাদের অবস্থা তত বচ্ছন্ন নহে; সরোজকুমারের পিতা দেশহু কতিপয় ধনমানের পৌরহিত্য এবং স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিত্তি করিয়া দিন গুজরান করিতেন—মা লক্ষ্মীর কপায় তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব হইত না। এদিকে সরোজকুমার বিদ্যাবুদ্ধিতে সকলের নিকট অগ্ৰাতিলাভ করিয়াছিল, আর কামদেব না হইলেও দেখিতে স্বন্দর ও সুশ্রী ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে, চক্রবর্তী পরিবারের দিন একরকম সুখেই যাইতেছিল।

অন্য বৈষম্য হইলেও উত্তর পরিবারের মধ্যে বেশ সন্তাব এবং সৌহার্দ্য ছিল, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের বাড়িতে বাতারাতে কোনও বাধা ছিল না, তাহার উপর সরোজ ও শান্তি বালক বালিকা মাত্র, সুতরাং ইহাদের গতিবিধি সর্বত্র অপ্রতিহত। সর্বদা পরস্পরের সাক্ষাৎ, একত্রে অবস্থান, নিত্য নিয়ত একত্রে ক্রীড়া ও গল্প গুজব প্রভৃতি নিত্য সাহচর্য্যে এই বালক বালিকা দুইটির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সময় অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। সময় যেমন অতীত হয়, জীবের বয়সও তেমনি বৃদ্ধিলাভ, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনোবৃত্তি সমূহের বিকাশ পাইয়া থাকে, তাহারই ফলে কত নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন অভিলাষ তাহাদের প্রাণে স্ফুটিত ও পরিপুষ্ট হয়। ইহাই বিধাতার বিধান, প্রকৃতির নিয়ম; শান্তি ও সরোজের পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? সুতরাং ধীরে ধীরে তাঁহারা আপনহারা হইয়া পরস্পরকে ভালবাসিল, পরস্পরের

সর সম্পর্ক অতাবে তাহারা আকুল হইতে লাগিল। শৈশবের সন্তাব যে যৌবনের প্রথম রূপে পরিণত হইতে পারে, তাহা অনেক পিতামাতা বুধেন না, সেজন্য শৈশবাবধি একত্রে লালিতপালিত বালক বালিকাদের এতাদৃশ অগ্ররাগ, একরূপ আসক্ত লিপ্সা দোষাবহ মনে করেন না। শান্তি ও সরোজের পক্ষে তাহাই ঘটিল। সুতরাং তাহাদের বয়োবৃদ্ধি সম্বন্ধে তাহাদের অবাধ মিলনে কোন প্রতিবন্ধক ঘটিল না। এতরূপে শান্তি ও সরোজের জীবনে আরও পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল।

সেদিন পূর্ণিমা রাত্রি। শারদীয় জ্যোত্স্নার ধরা হাটিতেছে; শতশ্রাবল ক্ষেত্র ধীরে ধীরে আন্দোলিত; মুহু মুহু শীতল বায়ু হেমন্তের আগমন সূচনা করিতেছে। অদূরে রাস্তার কুসুম কানন হইতে পুষ্প সৌরভে চতুর্দিক আয়োদিত। এই সুখময় মুহূর্তে নরনা তটে সরোজ ও শান্তি,—সরোজ নদীতটে ইষ্টেকাসনে উপবিষ্ট, আর তাহারই আঁত নিকট শান্তি দণ্ডায়মানা, সরোজের কব্জ সংলগ্ন। উভয়ে নীরব, নিশ্চল;—তাহাদের সে বাগ্মভার সুলভ চপলতা এখন আর নাই, এখন তাহারা স্থির, ধীর, গভীর; দেখিলেই উপলব্ধি হয়, তাহারা যেন কি একটা চিন্তা বিস্তার, যেন কিসের জগ্জ আত্মহারা। কোন ঘটনার কেমন করিয়া তাহাদের এই মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিধাতাই জানেন। সবই সেই লীলাময়ের লীলা।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর সরোজ আবেগ ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন:—“সে দিনকার কথা মনে পড়ে, শান্তি।

“কোন দিনকার কথা সরোজ।

“সেই সেদিন যেদিন কানাইদের বর দেখে কিয়ে আগা”

“পড়ে বৈ কি, কেন সরোজ?”

“ঠাকুরদা তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তুমি কি উত্তর দিয়াছিলেন, মনে আছে?”

লজ্জাবনত মুখে শান্তি কহিল “আছে, কিন্তু”—বলিয়াই আবার নীরব হইল।

“কিন্তু কি শান্তি? তা’হলে তুমি তোমার মত পরিবর্তন করেছ।”

শান্তি নীরব। কি উত্তর দিবে—বাহা বলিবে, তাহা যে স্মরণে বাহিতেছে। রমণীর “বুক কাটে তো মুখ ফুটে না।” সুতরাং শান্তির মোনাবলম্বী হওয়া বাতীত আর উপায় কি। কিন্তু সরোজ তাহা বুঝে কই। তাই পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল, “নীরব রৈলে কেন শান্তি। তা হলে তোমার মত বদলে গিয়েছে, না?”

শান্তি তথাপি নীরব। এই নীরবতার অর্থ সরোজ বুঝিল না, সে মনে করিল, শান্তি তাহাকে, তাহার ভালবাসাকে অত্যাখ্যান করিয়াছে, তাই বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে অতিমান ভরে কহিল “তা ভাল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও” তারপর কাঁদিয়া ফেলিল।

শান্তি আর নীরব থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে সরোজের পার্শ্বে আসিয়া বসিল, তাহার পর লজ্জাবিহীন মুহু মুহু কণ্ঠে কহিল, “সরোজ! প্রাণে যদি কাহাকেও স্থানী আরাধনা ও কামনা করে থাকি, সে তুমি, তবে বিধাতার ইচ্ছা কি তা তিনিই জানেন।”

শান্তির আর বলা হইল না; সরোজ আত্মহারা হইল, শান্তির সমস্ত কথা শুনিবার বৈধা রহিল না, শান্তিকে আকুলতায় আবেগভরে আপনায় বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল, শান্তিও সে মুখে বাধা দিল না। এমন সময়ে দূর হইতে রমণীকণ্ঠে কে ডাকিল “শান্তি!”

(৪)

“সাধের স্বপ্ন, স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিরা গেল ;
শান্তি ও সরোজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল। বিনি
ডাকিলেন, তিনি শান্তির জননী ; কল্লার সন্ধ্যার
অবধা বিলম্ব হেতু উদ্বিগ্ন মনে কল্লার ওল্লাসে
আসিয়াছিলেন এবং নির্মল চন্দ্রালোকে
সরোজ ও শান্তির সেই বিরল ভাব দেখিতে
পান। হিন্দুর চক্ষে, বিশেষতঃ হিন্দুরমণীর
চক্ষে এ দৃষ্ট-বিষয় বিষমর তেঁকে, কারণ ইহার
কল-অধিকাংশ সময়-বিষমর হয়। সুতরাং
শান্তির জননী সে দৃষ্টে ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত হইলেন,
ক্লেমবাক্যকর গভীর স্বরে ডাকিলেন ‘শান্তি’।
সে আছানো শান্তি ও সরোজ চমকিত হইল,
শান্তি-স্মরিতপথে গৃহান্তিমুখিনী হইল। সরোজ
শান্তির অঙ্গসরণ করিবার জন্য উঠিল, কিন্তু
যখন শুনিতে পাইল শান্তির মা-শান্তিকে
বলিতেছেন “পোড়ার মুখী মরেছে”! তখন
সরম ও শঙ্কা আসিয়া তাহার সে সাধে বাধ
সাধিল। সুতরাং আর তাহার শান্তির অঙ্গ-
সরণ করা হইল না, সেখানেই সে বসিয়া
পড়িল এবং সেদিনকার সেই মধুময় ঘটনাবলি
এবং তাহার ভাবীকল কি হইতে পারে, তাহাই
মনে আলোচনা করিতে লাগিল ; কখন
স্বপ্নের কল্পনার মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া
উঠিতে লাগিল, কখন বা নৈরাশ্রের আশঙ্কার
মুখে মলিনকায়ালি ছাইয়া পড়িতেছিল। তাহা
আজিহারা, তন্দ্রা।

দূরে নদী, বকে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে সরোজের
চরক ভাঙ্গিল। সে দেখিল একখানি আলোক
ঝালা শোভিত সুসজ্জিত তরবী সেই দিকে
আসিতেছে। তরবীর মধ্যে গান বাজনা হইতে-
ছিল। একটা পুরুষ, মধুর কোমল স্বরে তান
লয় সংযোগে গাহিতেছিল :—

“আমার বিদায় দাও

ওগো অনন্দের বুকি, এই শেষ দেখা, শেষ
যত্ন চিহ্নইক, মুখ লও।”

গানটা সরোজের মনকে পশিল গো,
আকুল করিল তার প্রাণ। সন্ধ্যাটুকি
সরোজকে সভাই আকুল করিল, তাই নৈরা-
শ্রের মনজাগা তাহার অন্তরকে উৎপীড়িত
করিল। বতকন গান শুনা যাউতে লাগিল,
ততকণ সেখানে সে নিশ্চল নিম্পন্দ হইয়া
শুনিতে লাগিল, তারপর গানের বিষয় ভাবিতে
ভাবিতে ধীরে ধীরে গৃহে চলিয়া গেল।

(৫)

রাতি ১১টা। সর্করজন বাবু আহায়াদি
সমাপনান্তে স্বীয় শয়ন কক্ষে পালকে শয়ন
করিয়া শুড়গুড়িতে তামাক সেবন করিতে
ছিলেন এবং প্রিয়তমা পত্নীর আগমন প্রতী-
কার মধ্যে মধ্যে দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ
করতঃ নিরাশ হইয়া তাঁহার বিলম্ব হেতু
অভিমান ভরে ক্রুদ্ধকৃত করিতেছিলেন।
কতকণ পরে সর্করজন গৃহিণী গৃহের কাজকর্ম
শেষ করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ছি! এত দেরী” বলিয়া সর্করজন বাবু
পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন
তাঁহার সদা হাস্যময়ী মুখখানি গভীর। তিনি
মনে করিলেন তিনিই তাঁহার পত্নীর অস-
ন্তোষের কারণ হইয়া থাকিবেন; তাই পরি-
হাস্যে কহিলেন “Danger Signal”
দেখছি যে, ঝড় উঠে নাকি!”

“শুধু ঝড় নয়, জলও হতে পারে।”

“তুফান না হলে বাঁচি, ঝড় জল এক রকম
সামূলে-নিতে পার্কি।”

“রঙ্গ রাধ, মেয়ের বিয়ের যোগাড় দেখ,
এই অগ্রহায়ণ মাসেই তোমার যে রকম করে
হোক, মেয়ে পার কর্তে হবে।”

“এত ব্যস্ত কেন, এত অল্প বয়সে মেয়ের
বিয়ে?”

৬. Danger signal = বিপদবাণী-
জাপক চিহ্ন বা সংকেত।

“মেয়ে মাসী না হলে বুকি বিয়ে দিতে
নেই নয়। তারপর?”

এই বলিয়া শান্তি ও সরোজের পূর্ব
বর্ণিত কাহিনী আত্মপূর্বিক সমস্ত কহিলেন।
তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন “সরোজের সঙ্গে
শান্তির বিয়ে দিলে হয় না; ছেলে ত মন্দ নয়,
সকলেই সুখ্যাতি করে।”

“একে গবির, তার উপর কুলীন নয়।
আমি কুল তল কর্তে পার্কি না, তার উপর বাবা
মা রাগ কর্কেন।”

“আমার বোধ হয়, এটা হলেই ভাল হত,
তা বা ভাল বুঝ কর, কিন্তু এই অগ্রহায়ণ
মাসেই শান্তির বিয়ে দিতে হবে।”

“তাই হবে ভাবনা কি! কথার বলে
‘ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি’ টাকা দিতে
পার্কি পাত্রে অভাব কি! এখন আমার হৃদয়
রাণী আমার হৃদয়ে এস” বলিয়া পত্নীকে বকে
টানিচ্চ লইলেন।

সর্করজন বাবুর কথাই ঠিক হইল।
সর্করজন বাবু ধনী, তাহার উপর শান্তিময়ী
রূপসী, সুতরাং পাত্রে অভাব হইল না।
তাঁহার মধ্যে সর্করজন বাবু আপনায় মনোমত
পাত্র বাছিয়া লইয়া শান্তির বিবাহ স্থির
করিলেন।

(৬)

আজ প্রাতে শান্তির গারে হলুদ হইয়া
গিয়াছে। মধ্যে বিবাহের দুই দিন বাকী।
শান্তি আজ কেমন হইয়া গিয়াছে, মুখ-খানি
রান, গভীর, চিন্তাকুল। তবে শান্তির পক্ষে কি
মজলের বিষয়, সে বিষয়ে কথার ও লক্ষ্য নাই।
কারণ বিবাহের পূর্বে অনেক মেয়ের নাম-
বির, তাই আপনায় চিত্ত আকুল হই, সুতরাং
শান্তির সে গাভীরা, সে নিরানন্দ কাহারও
বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই; অল্প
বাস্তবায়ন করিয়াছে, তাঁহার “ভয় কি-না”
“জাননা কি-দিনি” “বেরা স্বপ্নে থাকি-নি,

হাজিরের ব্যর্থিক অর্ধ, মূল্য এখন হইবে পূর্ণ মূল্য, দ্রুত কইকো না।

জন্ম জন্ম ওই ঘর কর" প্রভৃতি বাক্যে সাধনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু শাস্ত্রির মনের কথা, প্রাণের বাধা কেহ জানিল না, জানিতে চেষ্টাও করিল না। শাস্ত্রি আপনার বাধা আপনার জন্মে গোপন করিয়া রাখিল, এবং কি করিবে কি করা কর্তব্য, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

Special for "Businessman".
HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:—

**Self-Inking Rubber
Stamp Pad.**

সর্বদাই কালীবিলিই রবারটাম্প পাড্।

এই সেলক্ ইঙ্কিং প্যাড্ বিদেশ হইতেই আমদানী হইয়া এদেশে বিক্রয় হয়, এদেশে ইহা প্রস্তুত হইলে কি বিক্রয় হয় না? এই বুকের সময় ইহা চমুল্য হইয়াছে, এদেশে করিলে সুলভ হইতে পারে ও বিক্রয়ও হইতে পারে।

একটি এন্ডেলপের আকারের টিনের বাক্সে এই প্যাড্ রক্ষিত হয়, তাহার ডালা খুলিলেই প্যাড্ বাহির হয়। এই প্যাড্ বহুদিন কালী থাকে, এমন কি ১৮৯২রের অধিক সময়ও সমান কালী থাকে, কালী দিতে হয় না। ইহার ভিতর যে প্যাড্ থাকে, তাহা এমনই দ্রব্যো প্রস্তুত যে, বায়ু হইতে জলীয় অংশ সংগ্রহ করিয়া সরস থাকে সুতরাং যখনই এই প্যাডে রবার টাম্প স্পর্শ করা যায়, তখনই তাহাতে কালী লাগে। এই প্যাডের ভিতরে নিম্ন প্রকার Compositon দিলে তাহা সরস থাকিবে। এই কম্পোজিশনের উপর স্থায়ীভাবে এক টুকরা কাগজ দেওয়া থাকে, তাহার উপর রবারটাম্পের চাপ পড়িলেই উপরে ভিতরস্থ রস উঠিয়া টাম্পের বুধে লাগে। ভিতরের

কম্পোজিশন কোমল অথচ স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। এখন টিনের বাক্সটির কথা আগে বলিতেছি। ইহা লম্বে ১৫ ইঞ্চি, চওড়ায় ২২ বা ৩ ইঞ্চি, এবং উচ্চে ১ ইঞ্চির ৮ ভাগের এক ভাগ এইরূপ হওয়া উচিত। বাজারের একটা বিলাতি সেলফ ইঙ্কিং প্যাড্ দেখিলেই ইহার আকার প্রকার বুঝিতে কষ্ট হইবে না। ইহা মুরগীহাটার অনেক দোকানেই পাওয়া যাইবে।

ভিতরের কম্পোজিশন্।

জীলেটিন—	১ ভাগ
জল—	১ ভাগ
গ্লিসারিন—	৬ ভাগ
রং—	৬ ভাগ

এই গুলিকে উত্তাপ দ্বারা গলাইয়া লইয়া উপরোক্ত টিন বাক্সটি পূর্ণ করিয়া ইহার উপর বস্ত্র খণ্ডটি দিয়া টিনের সহিত পীন দ্বারা আঁটার ফেল, যেন কোন স্থানে কুঞ্চিত না হয়, উপরটি পরিষ্কার এবং স্পেন থাকিবে। ধকন, যদি কাল রংএর প্যাড্ করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত কম্পোজিশন করিতে হইবে।

জীলেটিন মু—	১ ভাগ
ল্যাম্প ব্ল্যাক—	৩ ভাগ
এনিলাইন ব্ল্যাক—	
অথবা	

লগ্‌উড্‌ এলকোহল— যথাযথক।

গ্লিসারিন— ১০ ভাগ

Part absolute Alcohol ৩ ভাগ

ভিনিসিয়ান সোপ— ১ ভাগ

সালেসেলিক এসিড্‌ পাঁচ ভাগের ১ ভাগ

এই কম্পোজিশন প্রস্তুতের সাধারণ প্রক্রিয়া প্রথমে জীলেটিনটাকে শীতল জলে কেলিয়া রাখিতে হইবে, যখন ইহা বেশ ফুলিয়া বা কাঁপিয়া উঠিবে, তখন ইহাকে

অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ (Boil) করিয়া লইয়া গ্লিসারিন প্রভৃতি মিশাইতে হইবে। এই কম্পোজিশনটা পূর্বেোক্ত টিনের বাক্সে ঠিক কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া স্পেচুলা দ্বারা সম-তল করিতে হইবে, তাহার উপর বস্ত্র বস্ত্রের আবরণ দিয়া ডালা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। এই হইল, সেলফ ইঙ্কিং প্যাড্। আকিস প্রভৃতির জন্য ইহার প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে, সুতরাং কেহ ডজন ডজন প্রস্তুত করিয়া টেননারি দোকানে রাখিলে সাদরে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য বাক্সাদি বিদেশীয় প্যাডের অনুকরণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। S. A. 356.

Fly Paper.

মাছি ধরা কাগজ প্রস্তুত প্রণালী।

মাছিতে অনেক সময় ত্যক্ত বিরক্ত করে, ইহা সকলেই জানেন। এই মাছির দৌরাঙ্গা নিবারণের জন্য সাহেবদের হোটেলাদির দেওয়ালে এক প্রকার আটা দেওয়া কাগজ ঝুলান থাকে, মাছিগণ তাহাতে বাইরা লাগিয়া যায়। এই কাগজ নিম্নলিখিত বিবিধ উপায়ে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া গেল। প্রত্যেক গৃহস্থ এই উপায়ে মাছির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন।

Fly Paper.

(Free from poison.)

কোরাসিয়া— অর্দ্ধ পাউণ্ড

জল— ১ কোয়ার্ট বা ৩ পোয়া

এই জলটাকে কোরাসিয়ার টুকরার উপর ঢালিয়া দাও। তাহার পর জলটাকে হাঁকিয়া অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ১ পাউন্ড আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া ফেল। তাহার পর পুনরায় কোরাসিয়ার কাঠ খণ্ড গুলিতে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

১ পাইট জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্ধ পাইট থাকিতে নামাইয়া উপরোক্ত জলের সহিত মিশাইয়া তাহাতে অর্ধ পাইট চিনি মিশাও, বধন চিনি গলিয়া যাইবে, তখন তাহাতে একটা কাগজের ৪ ভাগের ১ ভাগ খণ্ড ডুবাইয়া লইয়া জল ঝড়িলে শুক করিয়া লও। এই কাগজ টাঙ্গাইয়া রাখিলে ইহাতে মাছি বসিলেই মরিবে।

দ্বিতীয় প্রকার।

ঐ পরিমিত কাগজে টারগিন্ বার্লিন ১ পোচ লাগাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দাও, মাছি বসিলেই আর উড়িতে পারিবে না।

তৃতীয় প্রকার।

Cobalt Fly paper.

কোবলট ফ্লাই পেপার।

কোয়ালিয়া কাঠের টুকরা— ১৫০ ভাগ
কোবাইড্ অফ কোবলট্— ১০ ভাগ
টারটার এমিটিক্— ২ ভাগ
টাইং অফ্ লং পিয়ার ১ হইতে ৪
প্রফল্স্পিরিট— ৮০ ভাগ
জল— ৪০০ ভাগ

ইহাতে কাগজ ডুবাইয়া শুকাইয়া টাঙ্গাইয়া দিলে মাছি মরিবে। কিন্তু সাবধান চহা বিধাত্ত।

চট্ চটে মাছি ধরা কাগজ।

রজন— ৮ ভাগ
তার্পিন তৈল— অর্ধ ভাগ
রাপসিড্ অয়েল— ৪ ভাগ
চিনি— অর্ধ ভাগ
গলাইয়া কাগজে মাখাইয়া দিলে মাছি লাপিলে আটকাইয়া যাইবে।

গোলাপ সার।

Essence of Rose.

অটো অফ্ রোজ— ১ ড্রাম
রেক্টিফায়েড্ স্পিরিট— ১ পাইট
বোতলে পুরিয়া ১২ ঘণ্টা ঠাণ্ডা স্থানে রাখিয়া দাও এবং মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দাও, তাহার পর ব্যবহার যোগ্য হইবে।

শান্তির ধুমকেতু।

—:—:—

১৯১৭ অব্দের গ্রীষ্ম ঋতুতে জগতের বৃহত্তম ধুমকেতু সমূহের মধ্যে অজ্ঞতম একটা ধুমকেতু দৃষ্ট হইবে। ১৯১৬ অব্দের ২৭শে এপ্রেল জার্মান অধ্যাপক উল্ফ্ এই ধুমকেতু সর্বপ্রথম দেখিতে পান। হেলির ধুমকেতু ৭৪৯০ বৎসর অন্তর একবার করিয়া দেখা যায়; কিন্তু এই ধুমকেতুটা ৬০০০০ বৎসর পরে আবার পৃথিবী হইতে দৃষ্ট হইবে। ১৯১৭ অব্দের মধ্যে সন্ধি হইবে, মনে করিয়া অনেকে ইহাকে শান্তির ধুমকেতু নামে অভিহিত করিতেছেন।

গোয়ালিয়ার পাতা ও আপাঙ্গ মূল।

—:—:—

শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায়।

গোয়ালিয়ার পাতার সংস্কৃত নাম গোখা-পদী, ল্যাটিন Vitis Pcadata. আপাঙ্গের সংস্কৃত নাম অপামর্গ আপাঙ্গ, ল্যাটিন Achyranthes pera, বাঙলা চিড়্ চিড়ে। এই দুটা দেশীয় গাছটার বিস্তারিত গুণাগুণ বা ইতিহাস লেখা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, একটা প্রতক্ষীভূত আশ্চর্য ঘটনা গ্রাহকদিগকে উপহার দিবার জন্যই উপ-

রোক্ত গাছড়া দুটার নাম উল্লেখ করিতে হইল। কিছু দিন গত হইল, আমাদের অনেক আত্মীয় পচা কতে ভুগিয়া হাঁসপাতাল হইতে হতাশ হইয়া বাটা ফিরিয়া আসেন, তাঁহার এই দুঃখিত দ্রুত আরোগ্য করিবার জন্য তিনি চাঁদনী প্রভৃতি নানা স্থানে ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহার পায়ের সেই পুঁজুহীন জীবৎ লোহিতাভ কষানি গলা বা কিছুতেই সারিতে ছিল না।

পেটেটের বাজারে আজ কাল দি নিউ ফরমুলা কোম্পানীর আলছারিনের ভারি নাম জাঁকিয়াছে, তাই তিনি এক শিশি আলছারিন ডাকে আনাইয়া ঘায়ে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এই তাঁহার শেষ চেষ্টা।

যে দিন ডাকে ঔষধ আসে ও শোলা হয়, সেই দিন ঘটনা চক্রে সন্ন্যাসী গোপাল দাস বাবা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সঙ্গে গোপাল দাস বাবা সম্বন্ধে ২১ টী কথা সংক্ষেপে না বলিলে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার হইবে না। গোপাল দাস বাবা ৬৫ ব্রহ্মনাথ তীর্থ বাইবার সময় সশিষ্যে প্রতি-বৎসর একবার করিয়া আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া থাকেন। ৪৯ দিন দিবারাত্র লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ ও পূজা অর্চনার ভারি ধুম পড়িয়া যায়। স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের আমল হইতে তাঁহার এ বাড়িতে গতিবিধি আছে, তিনি একজন সাধারণ গজিকা সেবী সন্ন্যাসী নহেন, অনেক সম্ভ্রান্ত এড়লোক তাঁহার শিষ্য। বনগ্রাম মহকুমার বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গোপাল দাস বাবার শিষ্য, বনগ্রামের হেড-মাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও অজ্ঞাত স্থানীয় উকিল, মোক্তার সাত-ফীরা মহকুমার অনেক ভদ্রলোক সাতফীরার জমিদার শ্রীযুক্ত গিরিজা নাথ বাবু প্রভৃতি

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখন লইব পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

সম্রাট মহোদয়ের নিকট গোপাল দাস বাবা বিশেষরূপে আদৃত ও সম্মানিত।

দি নিউ করমলা কোম্পানীর ঔষধের প্যাক খোলা হইতেছে, এমন সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া দেখা দিলেন, তিনি কিসের ঔষধ জিজ্ঞাসা করার ক্ষতের সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন এবং বলিলেন, বাবা বনজঙ্গলে পাহাড় পর্বতে ঘুরিয়া বেড়াই, আমি তোমাদের নিকট একজন অশিক্ষিত নাগা। তা বাবা আমি যখন তোমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তখন আর আলছারিন প্রয়োগের আবশ্যক নাই, আমি বাহা বলি, তোমরা তাহা এক সপ্তাহ করিয়া দেখ, ফল না হয়, তখন অস্ত্র ঔষধ ব্যবহার করিও। এই কথা বলিয়া বাবাজী ছোট গোয়ালিয়ার পাতা বার আনা ও সিকি পরিমাণে আপাঙ্গের মূল তুলিয়া আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, নিম্ন-পাতা ও গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া ছইবেলা বা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া এই ছুটি গাছড়া বাটরি ঘায়ের উপর প্রলেপ দিয়া বাধিয়া রাখিবে।

আমরা এই সন্ন্যাসী কথিত পদ্ধতি অবলম্বন করায়, অত যে যন্ত্রণা—অমন যে দুঃখিত বা—যাহা আজ ২ বৎসর ধরিয়া বিবিধ চিকিৎসা ও অস্ত্র চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, তাহা ১০/১২ দিনের মধ্যে নির্দোষরূপে সারিয়া গিয়াছে।

*দেশীয় গাছড়ার একরূপ আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি, গোয়ালের পাতা ছই জাতীয় আছে। সন্ন্যাসী মহাশয় আমাদের নিকট গোয়ালিয়ার পাতা অর্থাৎ যে লতার বেলপাতার ন্যায় এক বৌটার তিনটা করিয়া পাতা হয় এবং পাতার কিনারা খাঁজ কাটা খাঁজ কাটা হইয়া থাকে তাহাই ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, দুঃখিত ক্ষতগ্রস্ত রোগী এই প্রক্রিয়া একবার অবলম্বন

করিয়া দেখিলে আমরা সুখী হইব। তাঁহাদের দ্বারা গোয়ালিয়ার পাতা ও আপাঙ্গ মূলের গুণ জনসাধারণের নিকট ক্রমশঃ প্রচারিত হইয়া পড়িবে।

কৃষক।

AGRICULTURAL NOTES.

উন্নত-প্রণালীতে কৃষি।

বরবটীর সার।

[বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কৃষি-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর দাস গুপ্ত এম, আর, এ, এস মহাশয়ের লিখিত।]

বরবটীর চাষপ্রণালী অতি সহজ। ২১৩ বার চাষ ও মৈ দেওয়ার পর, চৈত্র মাসের প্রথমভাগে, বিঘা প্রতি ১/৫ সের বরবটী-বীজ বপন করিতে হয়। চৈত্র মাসের যত অধিক দিবস পূর্বে বীজ বপন করা যায়, ততই ভাল। কারণ, জলুদি বীজ বপন করিতে পারিলে গাছগুলি কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগে (গাছে ফুল ধরিলে) বরবটীক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া, গাছগুলি মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। ঐ সকল গাছ পচিয়া গিয়া সারে পরিণত হইয়া থাকে। বরবটী চাষে কোনরূপ পাইট বা যত্নই আবশ্যক হয় না। কিন্তু বরবটীগাছের উপর দিয়া লাঙ্গল চালাইবার পূর্বে, প্রথমতঃ ক্ষেত্রে মই দিয়া, গাছগুলি ভাঙ্গিয়া লওয়া আবশ্যক। নতুনা, লতানগাছগুলি লাঙ্গলে জড়াইয়া গিয়া, চাষে বিশেষ অসুবিধা ঘটাইয়া থাকে। তদন্ত, গাছগুলিকে ভূমি-স্ত্রাৎ করিয়া দিতে না পারিলেও, উহাদিগকে চাষের সঙ্গে মৃত্তিকার নিম্নভাগে আনয়ন করা কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং, উহার আংশিক

মৃত্তিকার উপর রহিয়া, যোজে শুষ্ক হইয়া যায়। ফলে, ঐ সকল শুষ্কগাছ পচিয়া গিয়া সাররূপে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটে। পক্ষান্তরে, প্রথমতঃ ক্ষেত্রে মই দিয়া, বরবটীগাছ-গুলি ভূমি-স্ত্রাৎ করিয়া দিতে পারিলে এবং তৎপর, দেশী লাঙ্গল অথবা মেস্টন লাঙ্গল (Meston plough ইহার মূল্য ৪০ টাকা। এই লাঙ্গলখানাও বেশ কার্যোপযোগী হইয়াছে।) দ্বারা আড়া-আড়িভাবে ২১৩ বার চাষ দিলেই, অধিকাংশ বরবটী গাছ মৃত্তিকার নিম্নে নীত হইয়া, মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইতে পারে। যদি মাঝে মাঝে ছ'একটা গাছ মৃত্তিকার উপর রহিয়া যায়, তাহা হইলে কোদালী দ্বারা মাটি কাটিয়া, ঐ সকল গাছ ঢাকিয়া দিতে হয়। গাছগুলি লতান বলিয়া প্রথম প্রথম বরবটী-ক্ষেত্রে চাষ দিতে কিছু অসুবিধা বোধ হয় সত্য; কিন্তু অভ্যাসের সঙ্গেই, এই অসুবিধা দূরীভূত হইয়া থাকে।

চূণ-সার।

এ দেশের জল-বায়ুর গুণে, অধিকাংশ জমিতে চূণের ভাগ খুব কম এবং এসিডের ভাগই অধিক রহে। জমিতে অত্যধিকরূপে এসিড রহিলে, উহাতে কোনরূপ শস্যই ভাল জন্মে না। এই জন্যই এসিড-প্রধান মৃত্তিকার চূণ প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। কারণ, চূণ ব্যবহার করিতে না পারিলে, এসিডের তেজ কমান যায় না।

ঢাকা ও জোড়হাটের সরকারী কৃষি-পদীক্ষা-ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের—ঢাকার মৃত্তিকা অতিশয় আঁটাল; কিন্তু জোড়হাটের মৃত্তিকা বালুকাময়। এই উভয় স্থানের মৃত্তিকার প্রকৃতিতে পার্থক্য রহিলেও উহাদের রাসায়নিক সামঞ্জস্য রহিয়াছে অর্থাৎ উভয় স্থানের মৃত্তিকাতেই এসিডের ভাগ বেশী ও চূণের ভাগ কম। এই জন্য উক্ত

৩০শে মার্চ পর্যন্ত ছাত্রগণের মূল্য বার্ষিক ১১০ টাকা মাত্র।

উত্তর স্থানেই, চুণ-প্রয়োগ করিয়া বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং, মৃত্তিকার প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও, তাহাতে যদি এসিডের ভাগ অধিক रहे, তবে তদ্রূপ মৃত্তিকায় চুণ ব্যবহার করিলে ফললাভ যে সুনিশ্চিত, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

রবিশস্ত্রের পক্ষেই চুণ বিশেষ হিতকারী। শুধু খনিজ-শস্ত্রের জন্য ইহা ব্যবহার করিলেও যে, একেবারে নিষ্ফল হয়, তাহা নহে। এসিড-বহুল মৃত্তিকায়, চুণের পরিবর্তে, যথেষ্ট পরিমাণে গোমর ব্যবহার করিয়াও ফল লাভ করিতে পারা যায় নাই। ছোড়হাট কৃষিক্ষেত্রের এসিড-প্রধান মৃত্তিকায় চুণ প্রয়োগ না করিয়া, তাহাতে পাঁচ প্রকার রবিশস্ত্রের চাষ করা হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র কলাই ব্যতীত, অন্য চারি প্রকারের শস্ত একেবারেই জন্মে নাই। পক্ষান্তরে, কলাইএর ফলশক্তি অত্যন্ত পরিমাণে হইয়াছিল।

ঢাকা ও ছোড়হাটের কৃষিপত্রীক্ষাক্ষেত্রের এসিড-বহুল জমিতে চুণসারের গুণ ও উপকারিতা, নানাবিধ পরীক্ষার ফলেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং উক্তরূপ জমিতে চুণসারব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। ইহার উপকারিতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; বিশেষতঃ, ইহা অতীব ফলপ্রসূ। বিঘাপ্রতি ১০/ মণ চুণ লাগে। ইহা জমির উপর ভালরূপে ছিটাইয়া বা ছড়াইয়া দিতে হয়। প্রত্যেক বিঘা জমিতে দশ মণের অধিক চুণ ব্যবহার করা অস্বাভাবিক। একবার জমিতে চুণ ব্যবহার করিলে, তাহার ক্রিয়া দশ বৎসর বা ততোধিক কাল স্থায়ী হয়। উন্নতপ্রণালীতে চাষ-বাস করিতে হইলে, সাররূপে চুণ ব্যবহার করিবার হয়। (কৃষি সম্পদ)

HOMEOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

—:—:—

এচাইনেসিয়া।

ডাক্তর এ. ডি হার্ড বলেন, যেখানে প্রসুতির পেরিনিয়াম রপ্তার ঘটে, তখন ফোটকের উদ্ভব হইয়া থাকে, হৃৎ নামার জন্ত তৃতীয় দিবসে জ্বর, জরায়ুতে চিড়িক মারার জ্বর বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায় অথবা জরায়ুতে ফুলের কুচি থাকিয়া যাওয়ার জন্ত “সেপ্টিসেমিয়া” নামক ঘিপজ্বনক পীড়ার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে বা পীড়া হইয়াই পড়ে, সেস্থলে তদ্রিবারণ জন্য আমি এচাইনেসিয়া প্রয়োগ করিয়া অনেক প্রসুতির জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহা দ্বারা প্রসুতির ভবিষ্যৎ বিপদ নিবারিত হইয়া থাকে।

কড়া বা WART.

ওয়াট বা পায়ের আঙ্গুলে কড়া হইলে তাহার অন্যান্য ঔষধ অনেক আছে, কিন্তু Calcaria ক্যালকেরিয়া ও ব্যবহারে সুলভ আরোগ্য হইয়া থাকে।

APIS এপিস।

গর্ভবতী স্ত্রীলোককে কদাচ এপিস দেওয়া উচিত নহে, ইহা দ্বারা গর্ভপাত হইয়া যাঠতে পারে। অবশ্য রক্তস্রোথে এপিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতই রক্তরোধ কি না তাহা সুনিশ্চয় না করিয়া ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ গর্ভাবস্থার প্রথমার্ধে হাতেও রক্তস্রাব পাইয়া থাকে।

ROBINI A.

রোগিনীর বয়স ২৫২৬। আহারের কিছুক্ষণ পরে তাহার অল্লোগার, বুক জালা, প্রভৃতি কষ্টকর উপসর্গগুলি উপস্থিত হইত, এমন অল্লোগার বা নমি হইত যে, তাহাতে তাহার দাঁত পর্যন্ত টকিয়া যাইত। তাকে রোবিনীয়া ও হুই মাত্রা দেওয়া হয়, পরদিন হটেতে। আর তাহার সে সকল উপসর্গ হয় নাই। রোগিনীর বিশ্বাসের জন্য তাকে আরও তিন চারি দিবস শুদ্ধ সুগার অকমিক্সের মোড়া দেওয়া হইয়াছিল। অল্প ঔষধের আবশ্যক হয় নাই। S. P.

পত্রী বা **আগ্নীদীপক।** ককণা
ডিম্ব, পপাসিয়া, তাম্র, বদন্তিম, পেট যন্ত্রপাতি
পাকপ, বা মস্তকীয় সার অবিবিশ্বাস্য দূর করে।
মুখ্যতঃ গতি উত্তম। মস্তকীয় সার এক চারি মাত্র।
দি **আগ্নীদীপক কোম্পানি।**
বসন্তের সার এক আন দিল্লি চাই। মথুরা, ইউ. সি।

সাইকেল বিক্রি।

একখানি নূতন ট্যাণ্ডে হাথার সাইকেল সমস্ত সরঞ্জাম সমেৎ বিক্রয়ার্থ আছে। ক্রেতা স্বচক্ষে দেখিয়া ক্রয় করিতে পারেন বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিয়া মূল্যাদি জানিতে পারেন।

“বৈদ্যনাথ”

C/o Manager

“কাজের লোক”

১৭নং, অজুর দস্তুর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫২ এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা
ললিত প্রেসে, শ্রীসারাদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অজুর
দস্তুর লেন হইতে প্রকাশিত।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

—:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XI.
৩য় সংখ্যা।	MARCH 1917.	মার্চ ১৯১৭।	No. 3.

ব্যবসায় বাণিজ্য কথা।

—:—

কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্য।—বর্তমান বর্ষে চাউল যেমন সস্তা হইয়াছে, বহুদিন এমন সস্তা হয় নাই। নাছের দাম এমন কমিয়াছে যে কখনও কেহ তাহা কলনাও করিতে পারে নাই। ক্ষুদ্র রুই মাছ তিন আনা সেয়েও বিক্রয় হইয়াছে। বড় রুই মাছ ছয় হইতে আট আনা সেয়ে পাওয়া গিয়াছিল।

গবর্ণমেন্ট কাগজের দাম।—গবর্ণমেন্ট কাগজের দাম ৭১ টাকাতো নামিয়াছে। অল্প মূল্যের কাগজ ৭২০ টাকার বিক্রয় হইয়াছে।

খলিয়া রপ্তানি।—কলিকাতা হইতে প্রতি মাসে খলিয়ার রপ্তানি ৬০ লক্ষ টাকা।

মূল্যের খলিয়া ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হইতেছে। গবর্ণমেন্টের আদেশে সর্বপ্রায়ে খলিয়ার চালান হয়, ইহার পর যদি জাহাজে স্থান থাকে, তবে অল্প জিনিস বাইতে পারে। এ সকল থলে বুকের জন্ত।

ব্যবসায়ের অবস্থা।—কলিকাতার ব্যবসায় বাণিজ্যের অতি সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমদানি ও রপ্তানির বিনিময়ে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিয়া থাকে, কলিকাতা হইতে রপ্তানি দ্রব্যের অভাব হইয়াছে। ইংলণ্ডের শতশত কারখানা বন্ধ হইয়াছে—সে সকল কারখানার এখন গোলাগুলি নির্মিত হইতেছে—বাণিজ্যদ্রব্য আর নির্মিত হয় না। ভারতবর্ষ হইতে কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইবে, কিন্তু ইংলণ্ড হইতে তাহার অর্ধেক দ্রব্যও আমদানী হইবে না, এরূপ অবস্থায় ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে

না। সুতরাং কলিকাতার হৌসওয়ার্থলাদের অবস্থা অতি শোচনীয়—কাহার দশা কি হইবে, কেহই বলিতে পারে না।

কয়লার দর।

কয়লার দর যেরূপ চড়িয়াছে, তাহাও দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে দুই বেলা উনান ধরান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সরকারের সামগ্রিক প্রয়োজনে এ দেশের কয়লার টান ধরায় কিছু দিন পূর্বেই কয়লার দাম কিছু চড়িয়াছিল। তাহার পর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোল রেগুলেশন কমিটি যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতেই দর দৃষ্ট হইয়াছে। কমিটি নিয়ম করিয়াছেন, এই কেন্দ্রকারী হইতে কয়লা আর বাহাকে তাহাকে গাড়ী পাড়ী সরবরাহ করা হইবে না। বাহার কয়লা খরচ করে, —অর্থাৎ বিক্রয় করে না, গোড়ার—তাহার দরখাস্ত করিলে ও সে দরখাস্ত ভারপ্রাপ্ত

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ভাকমান্ডল পাঠান।

কর্মচারীর দ্বারা মজুর হইলে তবে রেল খালগাড়ীতে করলা দেওয়া হইবে। তাহা অবশ্য কলকারখানা ও গালাদিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—তাহারা গাড়ী গাড়ী করলা কিনেন এবং কিনিতে পারেন। পাছে কোন ব্যবসাদার অধিক করলার আশঙ্কায় করিয়া বাতীর “হাত করে” এবং কলকারখানা-ও গালাদিগের অসুবিধা করে, সেই জন্যই, বোধ হয়, কমিটি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবস্থার উদ্দেশ্য যাহাই কেন উঠুক না—কল বড় বিষম দাঁড়াইয়াছে; কষ্ট হইয়াছে—গরিব গৃহস্থের। তাহারা কলকারখানা-ও গালাদিগের মত রেল গাড়ীভরা করলা আনাইতে পারে না—মাসে কেহ ২ মণ, কেহ ৩ মণ, কেহ ৪ মণ করলা উনানে ব্যবহার করে। তাহারা পাড়ার করলার দোকান হইতেই খুচরা দরে করলা কিনে। কিন্তু সেই সব দোকানদার করলা বেচে—ব্যবহার করে না; সুতরাং তাহারা আইনের consumer কোঠার পড়ে না। অতএব ভবিষ্যতে তাহারা আলো করলা পাইবে কি না সন্দেহ। তাহারা কি বলিয়া করলা আনিবার জন্য প্রার্থনা করিবে? তাহারা করলা না পাইয়া গৃহস্থের হাড়ি চড়া বন্ধ করিবে, এমন ব্যবস্থা করা যে সরকারের অভিপ্রেত নহে, তাহা অবশ্য আর বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু হউলো কি হয়—ইত্তাহারের কথার ফেরে ব্যাপারটা প্রায় সেইরূপই দাঁড়াইতেছে। এই ইত্তাহারে বাতীর আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে; দোকানদার মজুত করলা বিপণ দর নহিলে ছাড়িতেছে না।—মরিতে মরিতেছে গরিব গৃহস্থ। সাধারণতঃ নিয়মের ক্রটি ধরা পড়িলেও তাহার সংশোধন হইতে অনেক বিলম্ব হয়। এ ক্ষেত্রে যদি তাহা হয়, তবে লোকের হৃদয় আর সীমা থাকিবে না। তবে এ

ব্যবস্থার অসুবিধা হইবে, সন্দেহই; তাই মনে হয়—শীঘ্রই একটা হেতুনেত্ব হইতে পারে—ইত্তাহারে প্রস্তুত ব্যাখ্যা শীঘ্রই বাহির হইতে পারে।

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে শাহাবাদ জেলার কৈলোয়ারবাসী কাজী পরিবারের চেষ্টার কানপুরে দুই লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটি চামড়া পরিষ্কার করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার কাজী পরিবারের চামড়ার ব্যবসা আছে। জাপান, জাভাঙ্গী ও বিলাতে শিক্ষিত একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রী কারখানার কাজ চালাইতেছেন। চামড়া পরিষ্কার করা চলিতেছেই, তাহার উপর ব্যাগ, তোরঙ্গ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। বাঙ্গালা হইতে অনেক কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানী হয়,—সেই ব্যবসারেই টাকার নবাব পরিবারের সৌভাগ্যোদয়।

WHAT IS GOOD ADVERTISING.

—:—

Advertising is a study of the Law of Averages.

Personal opinion is of little worth, except as it reflects composite opinion.

It matters little whether you think an advertisement good or bad.

You may think it good and yet seventyfive people out of the first hundred may not agree with you.

The seventy-five are right. You are wrong.

And what is true of the first hundred is true of the first million. The Law of Averages holds good.

Will it produce results? That is the only real test of an advertisement.

Are you absolutely sure, that your advertising is producing the largest possible results?

Not until you are sure, will you be invest your advertising dollars wisely.

Buck's Shot.

HOW TO LIVE LONG.

—:—

A CONTEMPORARY has consulted ten aged men in order to get the causes which in their opinion have co operated to give them their length of days in the land. Here are their answers.

Lord Gwydr, 95—Not smoking, outdoor exercise; moderation.

Lord Grimthorpe, 88—Not smoking; abstemiousness.

Earl Nelson, 82—Not smoking, early rising, moderation; on physic.

Sir W. Huggins, 81—Not smoking; little meat; milk diet.

Sir W. L. Drinkwater, 92—Not smoking; outdoor exercise; seven hours sleep.

Professor Mayor, 81 Not smoking; strict vegetarianism, no

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

exercise ; live on four cents a day, get up at four.

Dr. G. S. Keith, 86—Occasional use of tobacco and wine ; a little flesh or fish ; much milk.

Mir. W. P. Frith 86—Two meals a day ; three cigars ; table-spoonful of whisky ; regular exercise.

Mr. H. G. Davis, 82—Not smoking ; three square meals ; regular exercise.

Sir. F. S. Hadden, 86—Seven hours sleep ; little meat little wine. The above are the habits of the gentlemen in question, not exactly their advice to others. Professor Mayor, for example, presumably does not think exercise harmful. Two only use a little tobacco, and of these two one says ; 'I often wish, I had never learned to smoke as I am sure, it does no one any good.' Most of them are abstainers from alcohol, and those who are not, nearly so.

If one took a composite photograph, as it were, of all the answers that have ever been given to the question eliminating in this way the answers of mere cranks, the result would probably be, moderation, moderation, moderation ; no tobacco, tea, coffee, or alcohol

much exercise ; rising ; minimum of eating—especially of meat.

HOME INDUSTRY.

গার্হস্থ্য শিল্প ।

—:—

আমাদের গার্হস্থ্য প্রয়োজনের জন্য দেশেই প্রস্তুত হইলে এদেশের শিল্পেরও উন্নতি হয় এবং তৎসঙ্গে অনেক অতিরিক্ত ব্যয়ের পথও রুদ্ধ হয়। সেইরূপ শিল্পকেই অধুনা গৃহশিল্প বা হোম ইন্ডাস্ট্রি নামে আখ্যাত করা হইয়া থাকে। এক সময় এই গৃহশিল্প ধারাই এদেশের সমস্ত অভাব মোচন হইয়া লোকে অতি সুখ স্বচ্ছন্দে বহু সংকর্গ্য করিয়া জীবন কাটাওয়াছিল। সেই গার্হস্থ্য শিল্পের লোপ হওয়াতেই দেশের দীনতা বাড়িয়াছে, অন্নের গগন ভেদী হাহাকার উঠিয়াছে, দারিদ্র্য পীড়িত অনশন রুগ্ন দেশবাসীর মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া দেশ অশ্বানে পরিণত হইয়াছে, অভাবে সমস্ত সংকর্গ্যই লোপ পাইয়াছে। এই সকল দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইলে এদেশের কাঁচা মালের কাট্টি অনেকটা এদেশেই হইতে পারে।

সম্প্রতি মাননীয় লেডি কারমাইকেলের যত্নে বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন নামক একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সেদিন ডালহাউস ইন্সটিটিউশনে মাননীয় সেই কারমাইকেল বাহাদুরের সভাপতিত্বে এই সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল।

লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে, বাহাদুরের উদ্যোগে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধভূতি আছে। এদেশে আসিয়া অবধি তিনি এই গৃহ শিল্পের

তথ্য জানিবার জন্য বিশেষ ভাবেই আগ্রহ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, যে এদেশে এই গৃহশিল্পের উন্নতি সাধন হইলে দেশের মঙ্গল হইবে।

গৃহশিল্পের উন্নতি হইলে যে এদেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু এতকাল অসুৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালার বহু গৃহশিল্প এবং গৃহশিল্পী লোপ পাওয়া বলিয়াছে। এখন কেমন করিয়া সেই সকল লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার হইবে, সেইটাই সমস্তার কথা।

লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের উদ্দেশ্য মহৎ, এখন এদেশবাসীগণ এই মহৎ উদ্দেশ্যে অভি-
হিত হইলেই প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। কিন্তু এদেশ বিলাসপ্রোতে গা ভাসাইয়া অতি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, এজাতি যে সহজে আগরিত হইবে, সে বিষয়ে অনেকটা সংশয় হয়। আরও এক সমস্তার কথা, এত বয়স সাহায্যে প্রস্তুত বিশেষাগত মূল্যবান জব্যের সম্মুখে হস্তে প্রস্তুত জব্য কেমন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারিবে, আমরা বুঝিতে পারি না। স্বদেশীয় সময় বহু গৃহশিল্পজাত জব্য উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু বিদেশী পণ্যের মূল্য তুলনার নিকট দাঁড়াইতে পারে নাই। এদেশের মতিগতিও স্বতন্ত্র হইয়াছে, লোকে নাচ গান থিয়েটার ব্যয়ব্যয়ে অনর্থক অর্থব্যয়ে কুস্তিত বা ক্ষুব্ধ হয় না, কিন্তু দেশীয় তাঁতের প্রস্তুত একজোড়া কাপড়ের বিলাতি বস্ত্রের তুলনায় জোড়া প্রতি চারি আনা মাত্র মূল্য অধিক হইলে এদেশের লোকে চারি আনা কম মূল্যের জব্যই ক্রয় করিবে, সে বিষয়ে আদৌ সংশয় নাই। সমিতির উদ্যোগে হয়ত লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধারও হইবে, হয়ত বহু গৃহ শিল্পজাত জব্যও জন্মিবে, কিন্তু দেশীয় জব্যের জন্ত যত দিন দেশের লোক কিঞ্চিৎ স্বার্থ ত্যাগ করিতে না শিখিবে, ততদিন দেশীয়

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখন লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

শিল্প জাত জবোয় কটতির প্রার্থনা হইতে পারে না। দেশের লোককে দেশীয় গৃহ শিল্পের উন্নতি করে স্বার্থ ভাগ করিয়া সমিতিতে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা হইলেই সমিতির উদ্দেশ্য সফল হইতে বিলম্ব হইবে না। আমরা একাধি চিন্তে সমিতির হিতকামনা করিতেছি।

প্রতিবন্ধিতা দেশীয় শিল্পের অবনতির প্রধান কারণ সভ্য বটে, কিন্তু দেশীয় জবো যদি দেশের লোকের অজ্ঞতা এবং প্রকা প্রগাঢ় হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র স্বার্থ বা প্রতিবন্ধিতা প্রতিবন্ধকরূপে সমুখে দাঁড়াইতে বা ভিত্তিতে পারে না। এই যে অজ্ঞতাপের অভাব, ইহাও দেশীয় শিল্পের অবনতির অন্যতম দারী নহে।

বিলাসিতা এবং অজ্ঞতায়ই আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে। অজ্ঞতায় অন্য আমাদের দারিত্র্যতা বাড়িয়াছে। চাল খাট করিতে পারিলেই দেশের জবো অজ্ঞতা জন্মিলে। তখন বিদেশী আমদানী স্রীংএর খাট ছাড়িয়া দিয়া তরুণপোষেই স্থানিয়া হইবে। রোগ যে ঐ থাকেই। ঐ রোগেই সর্বনাশ করিয়াছে। এমন কত দেখাইব? দেশের লোকের দেশীয় জবো অজ্ঞতায় থাকিলে দেশীয় জবো লোপ পাইবে কেন? দুই দশ জম এখনও মামুলি চাল রাধিয়াছে বলিয়াই আজও ২।১০টা দেশীয় শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা লেডি কারমাইকেল মহোদয়ার প্রতিষ্ঠিত এই গৃহ শিল্প সমিতির নিকট অনেক আশা করিয়া রহিলাম। তাহার মহত্বদেয় সফল হউক।

আমাদের একটা অভাব।

আমাদের দেশে অনেক কাঁচা মাল, গাছ গাছড়া আছে, তাহা বিদেশে রপ্তানি

হইয়া যায়, আমরা তাহা জানি, কিন্তু কে বা কাহারো যে এ সকল জবো ক্রয় করেন, তাহা যদি দেশের লোক জানিতে পারিত, তাহা হইলে বহু শ্রমজীবির, বহু ভদ্র পরিবারের উপকার হইত। এদেশের বহুলোক তাহা সংগ্রহ করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে পারিত। ধরণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতেছি, বাবলা অর্জুন প্রভৃতির ছাল টানিং বা চামড়া রং করিবার জন্য বিদেশে যায়, কিন্তু কেহ ক্রেতা কে তাহা জানে না, জানিবার সহজ উপায় আমরাও জানি না। গবর্ণমেন্ট যদি এদেশ হইতে ঐরূপ জবো সমূহের ক্রেতাগণের সন্ধান সাধারণ প্রজাকে জানাইতে পারিতেন, তাহা হইলে বহু শ্রমজীবী সেই সকল জবো সংগ্রহ করিয়া জীবিকা অর্জন এবং অন্নভাবের প্রতিবিধান করিতে পারিত। গদ, হরিতকি, নানা প্রকার গুল্ম, লতা প্রভৃতি স্বভাব জাত, জবো সংগ্রহ করাতে দুঃখ নহে, কিন্তু কাহার নিকট বিক্রয় করিতে পারা যাইবে, একথা জানা থাকিলে সংগ্রহে উৎসাহ জন্মিত। কিন্তু তেমন কোন উদ্যোগ গবর্ণমেন্ট বা দেশের কেহ করিয়াছেন, এসংবাদ শু আমরা অবগত নহি। এইটা ভারি অভাব। এই অভাবের জন্য সহস্র সহস্র প্রকারের স্বভাবজাত মূল্যবান জবো আপনা হইতে জন্মিয়াই আপনা হইতেই লোপ পায়, যাহারা কিছু সন্ধান জানে, তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ এবং উপার্জন করে। কিন্তু সাধারণ কৃষক কুল বা পল্লীবাসী ভদ্রলোকের যদি তাহা জানিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে ধনাগমের একটা সহজ পথ আমরাসেই উন্মুক্ত হইতে পারিত। গবর্ণমেন্ট হইতে বা রপ্তানীকারক ব্যবসায়ীগণ যদি সরল দেশীয় ভাষায় এদেশ হইতে রপ্তানী জবোয় ব্যবহার এবং স্থানীয় ক্রেতার নামধাম প্রকাশ করিয়া পল্লীবাসীগণের মধ্যে বিতরণের প্রয়াস পান, তাহা হইলে অচিরেই

বহুলোক বহু স্বভাবজাত জবো সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া অভিনব উপার্জনের পন্থা সৃষ্টি করিয়া হু মুঠা উদ্যোগের সংস্থান করিতে পারে।

আমরা সদাশয় গবর্ণমেন্টের এবিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারি না কি?

এদেশের ব্যবসায়ী আড়তদারগণই অনেক জবো তাহাদের আড়তে সংগ্রহ করিয়া বড় হাউসওয়ালগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাহাও আমরা জানি, কিন্তু এমন আড়তদারগণও এপর্যন্ত এবিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নাই। তাহার যদি শ্রমজীবীগণকে ইহা জানিতে দিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেও প্রচুর আমদানী জবো পাইয়া নিজেদের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিতেন কিন্তু এদেশের আড়তদারগণের এমন ব্যবসায় বুদ্ধিও অভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে হয়।

এখনও অনেক পল্লীগামে জোলা তাঁতিরা আছে, তাহার গামছা বয়ন করে, করিতে জানে, কিন্তু ক্রেতার সন্ধান জানে না, সেইজন্যই গরীবরা কাজই ছাড়িয়া দিয়াছে, এমন কাতর কাহিনীও আমরা শুনিয়াছি।

যদি আমার দশহাজার মণ রেড়ীর বীজ আবশ্যক হয়, সে কথা যদি আমি একটু সামান্য ব্যয় করিয়া বা চেষ্টা করিয়া পল্লীবাসীগণকে জানাইতে পারি, তাহা হইলে নানাস্থান হইতে অধিনে তাহা পাইবার সুবিধা হইতে পারে না কি? কিন্তু এদেশের আড়তদার বা ব্যবসায়ী এতটুকুও করিতে জানেন না। কতগুলি অশিক্ষিত লোক লইয়া কোন রকমে কাজ চালাইয়া থাকেন মাত্র। দেশের কোন আড়তদার এইরূপ চেষ্টা করিলেও—দেশের মহৎ উপকার হইত। কিন্তু পরি-তাপ, এদেশের সে বুদ্ধিও অনেক স্থলেই অভাব।

SCRAPS.

—:~—

We clarify our thoughts by explaining them to others.

—:~—

No body is altogether bad, nor can be altogether good.

—:~—

There can be no triumph where there is no willingness to bear the trial.

—:~—

Nothing can be accomplished if we content ourselves with ever "going to do" things.

—:~—

Our capacity to enjoy heaven there will depend on our development of heaven here.

—:~—

A ton of post mortem kindness is not worth so much as an ounce of practical love *now*.

—:~—

The mistakes of our friends may cause us greater distress than the malignity of our foes.

—:~—

Truth may not hang well to some people, but most of us can profit by hanging on to truth,

—:~—

Praise is a better incentive than criticism. No man can help another that does not help himself.

—:~—

"More like Jesus I would be," is often sung by one whose heart is filled with bigotry, guile and deceit.

—:~—

Perhaps I can not think of holy things as thou dost, but who gave thee to say to me, "thou art wrong" ?

—:~—

Better to be a barnyard wolf and go hungry to bed, than to live in luxury and not experience the joys of service.

—:~—

"Men can be very angry before or after a meal, but they seldom throw things at one another while at the table."

—:~—

"By advertising a druggist can build up such a reputation for his store, that even if he is taken sick or leaves the store, the business will keep going to that store for years, because the people know about it. They see its name. They see the announcement of the goods that it handles. They see its prices. They know it as an old friend, whereas the store which tries to get along with little or no advertising is unknown."—*M. P. Gould*.

—:~—

POOR ADVERTISING.

—:~—

"It is poor adveatising that takes money from people and gives no material satisfaction in return. Abe Lincoln, had he not gone in for politics and law, would have made a great ad-writer. He was absolutely right about fooling folks. You might easily get up an advertisement that would draw dollars without giving an adequate return, but it wouldn't wear long. The people are fools only temporarily."—*Richard W. Sears*.

DREAMERS.

—:~—

A dreamer is an idealist. A business idealist is a fellow that "sees things." He sees an automobile of his own and money galore. He has a rosy future, but it's all in the air. It's a good thing to hope, to have faith, to aspire, but let the hustle go with it, Don't be a dreamer; not one of you, unless you put brain and brawn into your dreams.—*The Grocery World*.

—:~—

সিমলাযাত্রীর পত্র

—:~—

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)।

এটাওয়া কলিকাতা হইতে ৭২০ মাইল।
এখানকার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমরা অদগত
নহি, কারণ এ ট্রেনে আমরা অন্তরণ করি

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখন লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

নাই। আর এখানে যেমন কিছু বর্শন কোণা স্থানও নাই। এখান হইতে গাড়ী ছাড়িয়া রাজি ৩টার সময় টুঙা জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। টুঙা বেশ একটী বড় ট্রেন। আগর নখুরা বা কুলাবন বাইতে হইলে এই স্থানে গাড়ী বদল করিতে হয়। এখানে আমাদের গাড়ী ১৩ মিনিট বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিল এবং কয়েকটা ট্রেন অতিক্রম করিয়া একেবারে হেতবাস জংশনে পৌছিল। এ ট্রেনটীও নিত্যস্থ ছোট নহে, এখান হইতে যশে বরোদা সেকাল ইন্ডিয়া শাখা রেল গিয়াছে। এখানে আমাদের গাড়ী ৮ মিনিট অপেক্ষা করিয়া আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল এবং উৎকালে আলিগড় জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আকাশ একটু একটু পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে, মাঠের কৃষ্ণ সকল আবছা আবছা দেখা যাইতেছে। পক্ষীগণ বুকোপরি কলরব করিতেছে। আলিগড় একটা বেশ বড় রকমের ট্রেন। এখানে ছুট, স্তুত ও মাখন প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে এবং অত্যন্ত শুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। অনেক মারওয়াড়ী ব্যবসাদার এখানে এই সকল কার্য করিয়া ধন কুনের হইয়াছেন। এখনও পর্যন্ত কয়েক জন বণিক এই কার্য করিতেছেন। তাঁহারা সচরাচর প্রচুর পরিমাণে স্তুত ও মাখন বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া কি আমাদের বাঙ্গালী নিষ্কর্মা যুবকগণের চক্ষু খুলিবে না!

বেশ কণা হইয়াছে, পক্ষীগণ যে বাহার কুলায় হইতে বাহির হইয়া আহাৰ্য্যসমূহে বাইতেছে, ধীরে ধীরে প্রভাত সমীরণ বহিতেছে, এদিকে তপনদেবও সেই গম, বুট, ও ভুট্টার ক্ষেত্রের এক পার্শ্ব দিয়া উকি বুকি মারিতেছেন, ঠিক এরূপ সময়ে আমাদের গাড়ী খুন্সী জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই খুন্সীও স্তুতের

ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা। এখানে অনেক উৎসাহী ব্যবসাদার স্তুতের আড়ত খুলিয়াছেন এবং নানা দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে এই স্তুত রপ্তানি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন। এখানে দুই চারিজন আমাদের বাঙ্গালীও এই কার্য আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল।

এখান হইতে আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া কয়েকটা ট্রেনের পর গাজিয়াবাদ জংশনে পৌছিল। এখানে কিছুকণ বিশ্রাম করিয়া বেলা ঠিক ৮ টার সময় একেবারে দিল্লী জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা কলিকাতা হইতে ২০০ নাইল, এই দিল্লী একটা প্রকাণ্ড ট্রেনে। এখান হইতে সাত আটটা শাখা লাইন বাহির হইয়াছে। এক সময়ে হিন্দু নরপতিগণ এই দিল্লীতে ধার্ম্য-বাহিকরূপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর মুসলমান বাদসাহগণও কয়েক শত বর্ষ কাল এই দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং কত প্রকার অত্যাচার অনাচার এবং অশান্তির আবাস হইয়াছিল; কিন্তু ভগবানের অপার করুণাবলে আমাদের ইংরাজ বাহাদুরের সুবিচারে ও সুবন্দোবস্তে এখন এই দিল্লীর সর্বত্রই চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। আমাদের এইখানে গাড়ী বদল করিতে হইবে, অতএব উপস্থিত দিল্লীর সহর ভ্রমণ ঘটিল না, পাঠক, একটু অপেক্ষা করণ, এই দিল্লীর আত্মপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত পরে লিখিব।

আমরা অবিলম্বে পিতা পুত্রে এই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী নামাইয়া লইলাম এবং তৎপার্বস্থিত দিল্লী আশালাকাকা রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আমার পুত্রটীর বড়ই ক্ষুধার উদ্বেগ হইয়াছিল, উত্তরেই গাড়ীতে বসিয়া কিছু জলযোগ করিয়া লইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, এতদঞ্চলে আমাদের আহারাতির কোন কষ্ট নাই।

আমি চারি আনার দ্বিষ্টাঙ্গি ক্রয় করিয়া উত্তরেই বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম।

এখান হইতে বেলা ৯টা ৫ মিনিটের সময় গাড়ী ছাড়িল। দিল্লীর পর বাদুলী নামক ট্রেনটী পার হইয়াই আমাদের গাড়ী কুরুক্ষেত্র মাঠে আসিয়া পড়িল। দিল্লীর পর কইতেই এই কুরুক্ষেত্র মাঠ আরম্ভ হইয়াছে গাড়ীর উত্তর পার্শ্বেই বিস্তীর্ণ মাঠ ঘুঘু করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে দুই একটা সেই ক্ষুদ্র ও বাজরায় ক্ষেত্র লক্ষিত হইতেছে। এতদঞ্চলে ধাতু ক্ষেত্র কচিং দৃষ্ট হয়। এই সকল দেশের লোক অল্পের পরিবর্তে কেবল এই জুয়ারা এবং বাজরায় মরণ তক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। গাড়ী দুই ঘণ্টা কাল অনবরত ছুটিয়া এটা ট্রেন অতিক্রম করিয়া পানিপত নামক ট্রেনে আসিল। এক সময় এইখানে হিন্দু মুসলমান কত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে—কত শত শত রাজপুত বীর দেশের জয়, নিজের জ্যৈষ্ঠ পুত্রের জয় এইখানে আশ্রয় লিয়াছেন। এক সময় এই পানিপতের মৃত্তিকা নরশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল, আমরা অল্প সেই পবিত্র স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর আমাদের গাড়ী কর্ণাল নামক ট্রেনে আসিল। এখানেও এক সময়ে রাজপুত মুসলমানে তয়ানক বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল যুদ্ধের আত্মপূর্বিক বৃত্তান্ত ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই রাজপুত জাতির অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের কথা আজও রাজস্থানের প্রতি পৃষ্ঠা ঘোষণা করিতেছে।

বেলা প্রায় ১২টা বাজে। মার্চতদের মধ্যগণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সেই প্রথম ক্রমে ধরাধর একেবারে দখল করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে প্রভ-জন মাঠের সেই উত্তম বায়ু আমা-

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লন্টন।

দের অঙ্কে সফলিত হওয়ার সমস্ত বেন
অগ্নি২ বোধ হইতেছে। যুক্তোপরি পক্ষীগণ
একতানে চিঠিতে না পারিয়া অপর কক্ষে
উড়িয়া বাইতেছে। কাকে কাকে ময়ূর ময়ূরী
উড়িয়া আসিয়া বৃক্ষ ছায়ার আশ্রয় লইতেছে
এবং পিপাসার কাতর হইয়া মুখব্যানন পূর্বক
বারি অন্বেষণ করিতেছে। সেই বিশাল
মাঠের মধ্যে জন মানবের সম্পর্ক নাই, সমস্ত
নিস্তর, মধ্যে মধ্যে কেবল সেই পিপাসার ময়ূর
ময়ূরীর কেকা রব শ্রুত হইতেছে। বেলা
১২টা ৪০ মিনিটের সময় আমাদের গাড়ী
কুরুক্ষেত্র অংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

THE SECRET OF CARNAGIE'S SUCCESS.

মিঃ এনড্রু কারনেজীর
সিদ্ধিলাভ রহস্য।

—:—:—

ধন কুনের দাতা, কানেজী বলিয়া
হিলেন :—

“The first thing that a man
should learn to do is to save
money. By saving his money he
promotes thrift, the most valued
of all habit. Thrift is the great
fortune maker.”

সর্ব প্রথমেই অর্থ সংরক্ষণ ও সঞ্চয় শিক্ষা
করা প্রত্যেক মানবেরই অবশ্য কর্তব্য। অর্থ রক্ষা
করিতে শিক্ষা করিয়াই মানব সঞ্চয় করিতে
শিক্ষা করে, এই সঞ্চয় শিক্ষা করাই সমস্ত
অভ্যাগ অপেক্ষা মূল্যবান অভ্যাগ। এই সঞ্চয়ই
সৌভাগ্য নিৰ্মাণ করিয়া থাকে। এই
মহাপুরুষ আজও জীবিত। পৃথিবীর মধ্যে দাতা

সর্বশ্রেষ্ঠ ধনবান এবং সৌভাগ্যশালী। তিনিই
এই সারবান উপদেশ দিয়াছেন, তিনি বলিয়া
ছেন “The thrift not only develops
the fortune but develops also the
man's character”

“এই সঞ্চয় দ্বারা মানব শুদ্ধ যে সৌভাগ্যশালী
হইয়া থাকে, তাহাই নহে, ইহা দ্বারা মানবের
চরিত্র গঠিত হইয়া মাহুয প্রকৃতিই মাহুয
হইয়া থাকে। মহাত্মা কানেজী আত্ম-
বন ঐ একই মূল মন্ত্রের সাধনা করিয়া
ছিলেন, ঐ মূল মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া অগতির
সর্বজাতীয় সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট সম্মান
লাভ করিতেছেন। অভাবের কষাঘাতে
মানবের মনুষ্যত্ব থাকিতে পার না, মাহুয পশু-
বৎ হইয়া দাড়ায়, অর্থ, ধন, মোক্ষ এসমস্তেরই
মূল। অর্থাৎ মূল্যবান সাহায্য, একথা বাস্তবিক
ভাৱ মহাপুরুষ স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি
বাস্তবিক ও তাহার রামায়ণে বলিয়াছেন :—

“হর্ষঃ কামশ্চ দর্পশ্চ ধর্মঃ

ক্রোধঃ শমোদমঃ।

অর্থীদে তানি সর্বানি

প্রবর্তান্তে নরাধিপ।”

হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধঃ শান্তি,
ইঞ্জিয় নিগ্রহ এসমস্তই অর্থের আয়ত্বাধীন।

ধর্ম ও সদাচরণ অর্থের অভাবে হইতে
পার না, এই জন্ত অর্থ সঞ্চয়ের আবশ্যক।
ইহা বহুবার “কাজের লোকে” দেখাইয়া
ছিলাম, পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

মিঃ কার্ণেজী আরও বলিয়াছেন “Thrift
draws a line between savage and
civilized man” “সঞ্চয়ই বর্বর এবং
মুসভ্য জাতির মানবের মধ্যস্থলে পার্থক্যের
রেখা পাত করিয়া থাকে।

বর্বর কল্যকার কথা ভাবে না, কিন্তু
বহুদর্শিতার দ্বারা সংগঠিত সভ্য মানব ভবিষ্যৎ
চিন্তা করে, আজ ব্যক্তি কল্যকার অভাবের
ভীষণ চিত্র সে দেখিতে পার, সেই জন্তই সে
বর্বর অপেক্ষা পৃথক জীব।

এইদেখে এই ব্যয়ের, লাগসার, বিলাসের
সংযম নাই। নিজেও সঞ্চয়ের মূল্য বুঝি না,
সন্তান সন্ততিক শিক্ষা দিতে প্রয়াসী নহি।
বিলাসিতা শিক্ষা দিবার জন্তই আমরা
ব্যস্ত, অন্তঃসার শূন্য এদেশের যুবকগণ
প্রতিদিন গিগেটার, বায়কোপ, ক্লাব প্রভৃ-
তিতে যে রাশি রাশি অর্থ অপব্যয়ে উড়া-
ইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, এদেশের, অর্থাট্টীন
পিতামাতাই সে জন্ত অধিক দায়ী। যেমন বাপ
তেননি ছেলে হইবে ত। এই অপব্যয়ী প্রজন্ম
নানা প্রকার বিলাসে নানা অভ্যাচারে পৈতৃক
ধন সম্পত্তি কেন রক্ষা করিতে পারিবে?
সে কয়েক দিন মাত্র প্রাক্কলিত অনল শিখার
পার্শ্বে পতঙ্গের ভাৱ উড়িয়া অকালে ভবলীলা
সাজাই বা করিবে না কেন? আবার এতোক-
সংসারেই যদি এই উদ্ধানতার অভিনয়
হইতে থাকে, তবে দেশের দারিদ্রতা প্রতিনিয়-
তই বাড়িয়া না বাইবে কেন? সঞ্চিত সম্পত্তি
সঞ্চিত অর্থ, ব্যবহারের বা সঞ্চয়ের কোন শিক্ষাই
কি আমরা আমাদের ছুলাল দিগকে দিয়া
পাকি, সেই জন্ত বাহ্য বাতাবিক, তাহা বটি-
বেই। ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে
সন্তান সন্ততি পরিবারস্থ সমস্ত লোককেই
অর্থ সংরক্ষণ নীতি শিক্ষা দিতে হইবে।
নচেৎ বর্বরতা ঘুচিবে না, তাহাতে আপনার
সন্তান যদি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিও
লাভ করিয়া থাকে কিন্তু যে নিজের
ভবিষ্যৎ চিন্তা, দেশের এবং দেশের ভবিষ্যৎ
চিন্তা না করিতে বা বহুদর্শী হইতে শিক্ষা লাভ
না করিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে বর্বর,
ব্যক্তি আর কিছুই নহে। (ক্রমশঃ)

। ৩০ শে মার্চ পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা মাত্র।

বাক-সংযমতার আবশ্যিকতা।

—:—

নিরবতার গুরুত্ব, শক্তি এবং মূল্য অধিক। কুসংসার কল কল নামে তীর ভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া আপন গন্তব্য পথে চলিয়া যায়, কিন্তু বৃহৎ গভীর নদী—সেও যায় তবে সর্বদাই নীরবে।

অগতের সমস্ত মহান ব্যক্তিই সংসারে কেবল নীরবে কার্য্য করিয়াই মহান হইয়াছেন, তাহার। যখন বলা আবশ্যক তখনই বলিয়াছেন, নচেৎ নহে। কিন্তু সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্য অগতে চিরদিনই নূতন ও মূল্যবান এবং শক্তিশালী। যে মানুষ সর্বদাই বক্তা, সে মানুষ শব্দ বিশিষ্ট কলকারণপানার ভায় বিরক্তিকর। যে সকল বস্তুর গুরুত্ব বেশী, বাতাবিকই তাহার। অল্প শব্দকারী হয়। মানুষ এবং বস্তুর বস্তু গুরুত্ব হইবে, বর্ষপের শব্দও তত কম হইবে। মানুষের সাধনার বা কার্য্যে সিদ্ধি মানুষের মনের ঘনীভূত বলের উপর নির্ভর করে—মনের কেন্দ্র স্থান হইতে এনি শক্তিতে সেই বল প্রসূত হয় যে, সাধনা অবশ্যস্তানী। যে মানুষ বেশী বক্তা হয়, তাহার মানসিক শক্তিও তত অপচয় হয়। সাধনার সিদ্ধি হয় না।

মহান ব্যক্তি মাঝেই নীরব—বৃথা বাক-শক্তির অপচয় করে না। সে তাহার সমস্ত শক্তি মনের ঠিক কেন্দ্রস্থানে ঘনীভূত করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর সর্বদাই উত্তিতে চায়। ইহাই সকল কার্য্যেই সফলতা লাভের গুহুত্ব। ঐকান্তিকতা ব্যতীত সাধনার সিদ্ধি হয় না। মনের ঘনীভূত শক্তিই ঐ ঐকান্তিকতা।

যারের মনের বহিঃশব্দ না থাকে, বহিঃ সে গলাবাগীস এবং বাচাল হয়, তাহা

হইলে সে কেবল বক্তাই হয় মাত্র, কোন কাজ করিতে তাহার শক্তি থাকে না। যাহারা অধিক বলে, তাহাদের করজবকে দেখিয়াছ যে কোন কার্য্যে বেশ স্ফটিকরূপে সফলতা লাভ করিয়াছে? সকল বিষয়েই মস্তিষ্ক নিয়োজিত করিতে বাইলে মানসিক শক্তি সকল বিষয়েই হীনবল হইয়া পড়ে। অতরাং সাফল্য লাভ অসম্ভব। যথাক্রমে নীরবে অন্ধকার রাজ্যে নির্জম স্থানে মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে মানবের মস্তিষ্ক নিষ্কর্মেতা ব্যতীত কাজ করে না। চিন্তাও নিষ্কর্মেতা ব্যতীত পরিশুদ্ধ হয় না।

প্রকৃত কার্য্যকারী ব্যক্তি নীরবে কার্য্য করে, যাহারা কাজ না করে, তাহারাই বাক-শক্তির অথবা ব্যবহার করিয়া সংসার কোণ-হলে পরিপূর্ণ করে মাত্র।

ঘনীভূত শক্তিই কার্য্যকারী। এক চিমটি মাত্র বাক্য সংকীর্ণ বস্তুকের নলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া একটা হস্তি সম প্রকাণ্ড জীবকে ভূতলশায়ী করা যায়, কিন্তু একরাশী বাক্যে অধি প্রদান করিলে একটা আলোক হয় মাত্র, আর কিছু হয় না। ঘনীভূত মানসিক শক্তিই সকল কার্য্যের সাধনার সিদ্ধি অর্থাৎ Success প্রদান করিতে পারে। নীরবে নিষ্কর্মে কেবল কাজ কর, বৃথা বাক্য ব্যয়ে মানসিক শক্তি উর্ধ্বল করিও না। ইহাতে তোমার নিজের বা দেশের কোনই উপকার করিতে পারিবে না।

কু-পুত্রের দোষ।

—:—

সংসারে বাহার অসং পুত্র, তাহার তুল্য হুঃখী, তাহার তুল্য শত্রুবেষ্টিত ব্যক্তি অগতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

“প্রারোণাভ্যর্জিতো দেবো

বেৎ প্রজা গৃহমেধিনঃ।

কথপত্যা ত্বং হুঃখং যেম বিদতি চর্ডরম্ ॥”
ভাগবৎ পুরাণে কথিত আছে যে অসং পুত্রের জন্য পিতা মাতার কি নিদারুণ মনকষ্ট, যাহাদের সম্ভান হয় নাই, তাহার। যদি এট মনের কষ্ট বৃদ্ধিত, তাহা হইলে কখনও তাহার। পুত্র কামনা করিত না। সে যে কি মধ্যান্তিক ব্যক্তনা, তাহা বাহার কুপুত্র আছে, সেই মাত্র বৃদ্ধিতে পারে।

“যতঃ পাপীরসী কীর্ত্তিরধর্ম্মম্ মহান্ নৃণাম্।

যতো বিরোধঃ সর্ব্বেষাং বত আধিরনন্তকঃ ॥

কন্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ।

পণ্ডিতো বহমান্তেত বদর্থাঃ ক্রেশদা গৃহাঃ ॥

অসং পুত্র হইতে পিতা মাতার অধ্যাত্মি ঘোর অধর্ম্ম, সকলের সহিত বিরোধ এবং অনন্ত মনেকষ্ট উপস্থিত হয়। কুসম্ভান নামে মাত্র পুত্র, কেবল আত্মার মোহবন্ধন বন্ধন। গৃহের বাহ্যতীর ক্রেশই তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সংসার মরুপ্রাঙ্গণ হইয়া যায়। সেই জন্য কুসম্ভানের আদর হয় না।
হিতোপদেশ বিষ্ণু শ্রীমণি বলিয়াছেন,

অজাতমৃতমূর্ণাণাং বরনাদৌ ন চাভিঃ।

লব্ধকুণ্ডলকারাবাদ্য বস্তিমন্ত পদে পদে ॥

অর্থাৎ অজাত, মৃত আর মূর্ণ তিন প্রকারের মধ্যে কোনটী ভাল? বরং প্রথম দুইটীই ভাল অর্থাৎ বরং অজাত বা মৃত পুত্র ভাল। কেন না তাহার। একবার মাত্র মর্ম্ম বাতনা দেয়, কিন্তু শেষ অর্থাৎ মূর্ণ পুত্র প্রতি পদে হুঃখ এবং বাতনা প্রদান করে—যে বাপের এমন সম্ভান, তাহার কি হুঃখ রাখিবার অগতে স্থান আছে?

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের ৯০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প ।

—:—

VIRGIN MILK.

ভারতীয় মিল্ক ।

পালে মেহেতা, রূপ, গাঙ্গকটা, প্রভৃতি সুখী নষ্টকারী উপসর্গে ইহা ব্যবহার্য। এই জিনিসটা বিলাতি—দেশের অনেক পরগা ইহাতেও যায়। ইহার বাজার বাজারে বেশ কাটতিও আছে।

বালমসলা ।

বাগানচূর্ণ—	২ আউন্স
গোলাপজল—	১২ আউন্স
উইনসর সাবান—	২ ড্রাম
মধুসোম—	২ ড্রাম
রেকটিফায়েড স্পিরিট—	৩ আউন্স
অয়েল বারগামট—	১ ড্রাম
অয়েল লাভেণ্ডার—	১৫ ফোঁটা
আতর—	৫ ফোঁটা

পদ্ধতি—প্রথমতঃ বাগান গুলিকে খুব হুন্স করিয়া চূর্ণ করিবে, তাহাতে অল্পে অল্পে গোলাপজল মিশাইবে, বেক্রপে Emulsion প্রস্তুত করে, ঠিক লেই প্রকার। তাহার পর সাবান এবং বোমটাকে একটা পাত্রে মূখ বদ্ধ করিয়া অগ্নির নিকট বা মৃদু উত্তাপে বা ছেপার বাণে গরম করিবে। যখন তরল হইবে, তখন একটা খলে উপরোক্ত সমস্ত মসলাগুলি দিয়া উত্তমরূপে পুনরায় মর্দন করিবে, যখন দেখিবে, উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়াছে, তখন এই কীরের মত জিনিসটাকে খুব হুন্স বস্ত্র দ্বারা হাঁকিয়া ব্যবহার্য হুগন্ধি ত্র্যামগুলি বধা আতর, বারগামট, লাভেণ্ডার তৈল এই-গুলিকে রেকটিফায়েড স্পিরিটে মিশাইলেই

গলিয়া যাইবে এবং উপরোক্ত কীরের ন্যায় পদার্থের সহিত মিশাইবে এবং শিশিতে বন্ধ করিয়া রাখিবে। ব্যবহারের জন্য ইহার লেবেলাদি ক্রমের রূপে ছাপান আবশ্যক। ইহাতে প্রায় ১২ শিশি ১ আউন্স এবং ১ শিশি ২ আউন্স ভারতীয় মিল্ক হইবে। আট আনা এক এক শিশি বিক্রয় হইতে পারে। বাজারে দেখিবে, বিদেশীয় মিল্ক অফ রোজ কত মরে বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা একটু কমদর করিলেই কাটিবে। এ সমস্ত জিনিসই যে কোনও ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

Varnish for Leather.

চামড়ার জন্য বার্নিস ।

—:—

চারিটা ডিগের খেতাংশ। ২ আউন্স লোক সুগার (চিনি) এই দুইটাকে উত্তমরূপে ফেটাইয়া ফেটাইয়া মিশ্রিত করতঃ ইহার সহিত যথেষ্ট পরিমিত তুঁয়া এবং টার্পিন তৈল মিশ্রিত কর, তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট চামড়ার জন্য কাল বার্নিস প্রস্তুত হইবে। তুঁয়া এবং টার্পিনের বিশেষ পরিমাণ নাই, যাহাতে বেশ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ এবং তুলির মুখে সরিতে পারে, সেইরূপ পরিমাণেই মিশাইতে হইবে।

To Guild without Gold.

সোণা ব্যতীত গিল্টি করিবার

সহজ উপায় ।

—:—

প্রক্রিয়া ।

বেশ শুক ভাল আকরান এবং অরপিন্ (Orpin) সম পরিমাণে লইয়া উত্তম রূপে একত্রে চূর্ণ করিয়া কেলিতে হইবে। তাহার

পর এই উত্তমকে একটা পরিষ্কার কাঁচের মধ্যে বা পোলিশেন পাত্রে মধ্য দিয়া উত্তমরূপে মূখ বদ্ধ করিতে হইবে এবং আতাবলের বোড়া বা গুরু নদীর মধ্যে ৩ সপ্তাহ কাল পুঁতিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। তখন ইহার রং ঠিকই কাঁচা সোণার মত হইবে। যেখানে সোণার পাত বা পাউডার ব্যবহার হয়, তাহাতে তুলি দ্বারা লাগাইলে ঠিক গিল্টি করার মত বোধ হইবে।

Hair Oils.

কেশ তৈলের করমূলা ।

(প্রকারান্তর)

—:—

ক্যাষ্টার অয়েল বা	
পরিষ্কৃত রেড্ডার তৈল—	৩ পোয়া
রেকটিফায়েড স্পিরিট—	১ পোয়া
অয়েল সার্ট্রিন—	১ ড্রাম
অয়েল বারগামট—	১ ড্রাম
অয়েল জীরেনিয়াম—	১ ড্রাম

একটা বোতলে প্রথমে তৈল এবং স্পিরিট দিয়া উত্তমরূপে কাঁকরাইয়া মিশাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর প্রত্যেক প্রকার সৌরভময় তৈল প্রত্যেকবার দিয়া বহুকণ কাঁকরাইয়া কাঁকরাইয়া মিশাইতে হইবে এবং একটা ঠাণ্ডা স্থানে ৭৮ দিবস রাখিয়া দিয়া মাঝে মাঝে আলোড়িত করিতে হইবে। ৭৮ দিবস বাদে ব্যবহারোপযোগী হইবে। ক্যাষ্টার অয়েল কেশতৈলে চুল ঘন করে এবং চুল বৃদ্ধি করে। প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট কেশ তৈলেই যৎকিঞ্চিৎ ক্যাষ্টার অয়েল বা রেড্ডার তৈল দেওয়া হইয়া থাকে।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্জ-মূল্য এখন লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না ।

কাচের হরিজা বর্ণ করিবার উপায়।

—:—:—

জলে হরিজা, কিংকি ও তেঁতুল এবং কিংকি কটকিরি চূর্ণ মিলাইয়া তাহাতে কাগজ ডুবাইয়া লইলে পাকা হরিজা বর্ণ হইবে। যদি অর্ধাণীর প্রস্তুত বাসন্তী রং না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই উপারে পাকা রং করা-বাইতে পারে।

শিরিস কাগজ।

—:—:—

কাচের জরায়ু পালিশ করিবার পূর্বে এই কাগজ ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমে চেয়ার, টেবল, খাট, পালিশ করিবার সময় এই শিরিস কাগজ দিয়া ঘসিয়া তবে পালিশ করিতে হয়। বিলাতী শিরিস কাগজ এক এক খানা এখন ৮০ ৮১০ পরমা বিক্রয় হইতেছে।

প্রস্তুত-প্রণালী।—

৪৫ টুকরা উৎকৃষ্ট শিরিস ২৩ ঘণ্টাকাল প্রথমে ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখ, একটু যখন নরম হইবে, তখন তাহাকে উত্তাপ দ্বারা জ্বব করিয়া ফেল। যখন মধু বা গুড়ের জায় চটচটে হইবে, তখন একটা মোটা তুলি দ্বারা—বাহাকে ব্রাউন কাগজ বা প্যাকিং পেপার বলে, সেই কাগজে মাখাও এবং তাহার উপর বোতল ভাঙ্গা চূর্ণ ছড়াইয়া দাও, এই অবস্থায় কাগজখানি শুকাইয়া লইলেই—ভাল শিরিস কাগজ হইয়া গেল। এইখানে বলা আবশ্যক যে, কাচের শুভা বত মোটা কাগজি হইবে, শিরিস কাগজও সেইরূপ কাঁচ কাটিবে। সন্ধ্যা এবং মোটা দানার দুই প্রকারের কাগজই আবশ্যক হইয়া ইহাও বিক্রয় হইয়া থাকে।

Washing Powders.

বা কাগড় কাচিবার পাউডার।

—:—:—

ইহা বস্ত্রাদি পরিষ্কারের উৎকৃষ্ট জিনিস। প্যাকেট করিয়া বিক্রয় করিলে বিলকণ লাভ হইতে পারে। বেশ ভাল জিনিস।

৬ ভাগ ইয়েসো বার সোপ।

৩ ভাগ ক্রিষ্টাল সোডা।

১১ ভাগ পারল্ অ্যাশ (Pearl-ash)।

১১ ভাগ লব্ধকেট অব সোডা।

১ ভাগ পাম তৈল (Palm Oil)।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রোজে শুকাইতে দাও। শুক হইলে, বেশ চূর্ণ করিয়া কাগজের প্যাকেটে পুরিয়া বিক্রয় করা যায়।

হাতকাটা, যাহাকে আঙুণে বাত বলে, তাহার ঔষধ।

—:—:—

গ্লিসারিন

৪ পাউন্ড

জল

১ কোয়ার্ট

গোলাপ জল

১ কোয়ার্ট

ইহা দ্বারা হস্ত মুখ মুইলে হাত ও গালের কাটা মেহেতা পড়া ভাল হয়। ২ আউন্স শিশিতে পুরিয়া ১০ আনা শিশি বিক্রয় করিলে লাভ হইতে পারে।

দস্তশূল নিবারক ঔষধ।

—:—:—

ইহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যাইতে পারে।

প্রস্তুত-প্রণালী।

ক্যাম্বর (কপূর) ১ আউন্স

সলফিউরিক ইথার ১ আউন্স

টিংচার লডেনস ১ আউন্স

ট্রিং কেইনি ১ আউন্স

স্বল্প জলি ও সস্তা বিক্রিত করিয়া প্রচুর

যত জলি শিশি হয়, প্রণ কর। ইহাতে একটু তুলা ভিজাইয়া রক্তাশ্রয় দ্বয়ের গর্তে এই তুলা লাগাইয়া দিতে রক্তাশ্রয় তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইবে। ঠোঁক গিলা নিবেদ। প্রত্যেক শিশি ১০ আনার স্বল্পে বিক্রয় করা চলে। এক আউন্সে ৮ শিশি ঔষধ হইবে, ৪ আউন্সে ৩২ শিশি ঔষধ হইবে। লাভ বখেট হইবে।

লোমনাশক চূর্ণ।

—:—:—

কুইকলাইম বা পাথুরে চূর্ণ ৪ পাউন্ড

অবশিনেন্ট (হরি তাল চূর্ণ) ১৪ আউন্স

উত্তমরূপে মিলাইয়া ইহার দ্বারা জ্ব ও জল মিলাইয়া আটার মত করিয়া চুল বা লোমে লাগাইয়া এক মিনিট পরে ধুইয়া ফেলিলেই লোম উঠিয়া যায়।

(২)

ক্যালমিয়াম সলফাইড ৪ আউন্স

সুগার (চিনি) ২ আউন্স

টার্স পাউডার ২ আউন্স

অয়েল লেমন ৩ গ্রেণ (ওজন)

অয়েল শিপারমেন্ট ১০ গ্রেণ

উত্তমরূপে মিলাইয়া শিশি বন্ধ করিয়া বিক্রয় করা যায়, ইহা জলে শুলিয়া লোমে লাগাইলে লোম উঠিয়া যাইবে।

লেবুর গুণ।

—:—:—

করকরান বৈষম্যজনক পণ্ডিত বলেন যে, লেবুর কলেরার বিষ মর্দ করিবার ক্ষমতা আছে। লেবুর রসে কলেরার বিষ ১০ মিনিটের মধ্যে মর্দ হইয়া যোগী

পুরাতন “কাচের মোক” শেষ হইয়া চলিল, দুঃখের সন্ধান।

লক্ষ্য পায়। পক্ষী প্রাণে জল পুষ্টিকৃত করিবার বিশেষ প্রকৃতি কেহ নাথেনা, কিন্তু জলে ফেঁটা কতক জেলের রস দিলে জল বিভক্ত এবং পুষ্টিকৃত হইয়া যায়।

সর্প বিষে।

আমরুল শাকের রস।

—:—

ডাক্তার ডে, কিংস খসেন, স্নীপে কাটিলে আমরুল শাকের রস খাওয়াইয়া দিলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, পরীক্ষা করা উচিত।

HOMEOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

—:—

সিপিয়া।

কটল ফিশ্ (Cuttle Fish) নামক মৎস্যের গুহ্য ঘর হইতে এক প্রকার কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইতে সিপিয়া ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। কোন শত্রু আক্রমণ করিতে আসিলে এই কটল মৎস্য এই প্রকার কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত পরি-
ত্যাগ করে, তাহাতে জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, মৎস্য পলাইয়া যায়, শত্রু ধরিতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক মতে এই সিপিয়া একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেমন রোগীর পক্ষে সিপিয়া

উপযোগী।

সিপিয়ার রোগিণী লম্বা, ছিপ্‌ছিপে চোখা, এবং আটাগাঁটা, ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশবাস এবং Narrow Pelvises বিশিষ্টা মহিলার পক্ষে সিপিয়া উপযোগী।

Tall লম্বা প্রকৃতির পক্ষে সিপিয়া।
লম্বা পুরুষের পক্ষে ফস্‌ফরাস।

প্রয়োগের লক্ষণ।

হৃৎকলতা, হরিদ্রাবর্ণ রং (yellow complexion) শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সমস্ত লক্ষণ ধোঁহে চলিলে লাভব পড়ে। দিবসের মধ্যাহ্নে রোগী ভাল থাকে।

সিপিয়ার মানসিক অবস্থা।

হৃৎকল ব্যতিশক্তি। যেন তাহার সাহায্য করিবার কেহ নাই, এই ভাবিয়া উৎ-
কণ্ঠিতা, ভয়, হতাশ। একাকী থাকিতে ভয়, সেইজন্য সঙ্গী চায়। কেহ কাছে থাকে এমন মনে করে। কিন্তু তাহার নিজের বন্ধুকে কাছে থাকিতে দিতে চায় না এবং তাহার নিজের সাম্প্রতিক ঘটনা বা কার্যে উদাসীনতা দেখায়।

সিপিয়ার মস্তকের অবস্থা।

মাথা ধরা প্রভাতে আরম্ভ হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিজার পর বা জোরে চলিলে উপশম হয়। মাথাধরার জন্য বিষাদ, বিষম্ব এমন কি কাঁদিয়া ফেলে। খোলা বাতাসে উপশম। রক্তপ্রাবের অল্পতা এবং তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া।

সিপিয়ার একটা বিশেষ লক্ষণ—মাসি-
কার উপরে যেন হরিদ্রাবর্ণের ঘোড়ার জীনের মত চিহ্ন দেখা যায় "A yellow saddle across the nose."

সিপিয়ার পাকস্থলী লক্ষণ।

জিহ্বাতে খেত প্রলেপ, মুখে অন্ন আবাদ, হৃৎকল, পেটের মধ্যে যেন সর্বদাই কটকর কি একরূপ বাতনা, সে বাতনা কিছু খাইলেও উপ-
শম হয় না। খাদ্যের গন্ধে বমি আসে, অন্ন দ্রব্যোন্মূহা, মনে হয় যেন পাকস্থলীর মধ্যে ঢোল মত কি উঠিতেছে। সিপিয়ার রোগীর যেমন খাদ্য দ্রব্য দেখিলেই বমি আসে, কল-

কিমন উদ্বোধন। ঠিক সেই লক্ষণ দেখা যায়।
কলুচিকল এর রোগীরও ব্যবহার যেনিলে লা-
ভ্যাকার আসে।

সিপিয়ার কোষ্ঠবদ্ধতা।

২৪ দিনই নাহে বাবার কোষ্ঠই নাই,
যল শক্ত বৃহৎ। গুহ্যঘরের অক্ষিতা, যেন
যল বাহির করিয়া দিবার শক্তি নাই, যেন
মনে হয়, মলবারে গোলাকার অল্পত আচ্ছ কি
আটকাইয়া আছে। রোগী বেগ দিয়াও
বাহির করিতে পারে না।

সিপিয়ার প্রস্রাব।

ব্রাউনি ক মূত্রস্থলী কেবল একইরূপ, প্রথম
নিজার পরই অনিচ্ছায় প্রস্রাব হইয়া পড়ে।
প্রস্রাবে তলপান পড়ে, তাহাতে অন্ন এবং
হৃৎকল থাকে।

কটিকম্ব এবং সিপিয়ার তুলনা।

উভয় ঔষধেই প্রথম নিজার পর প্রস্রাব
হয় এ লক্ষণ আছে। কটিকম্ব সচরাচর
বালকগণের উপযোগী কটিকের অনিচ্ছায়
মূত্র ত্যাগ দিবা এবং সাতিকালেও হয়।
কটিকমে ঠাণ্ডা পড়িলে উপশম বৃদ্ধি হয়
কিন্তু সিপিয়ার সে সকল লক্ষণ থাকে না।

(ক্রমশঃ)

চক্ষের আশ্রুনি।

এই পীড়ার পলসেটিলাই উৎকৃষ্ট ঔষধ
রোগের সূত্রপাতেই ইহা ব্যবহার করিতে
প্রায়ই আরোগ্য হইয়া যায়।

যদি পলসেটিলার সময় উত্তীর্ণ হইয়া
চক্ষের পাতা অধিক কুলিয়া উঠিয়া দপদপাতি
বেদনা প্রভৃতি পুরোৎপত্তির লক্ষণ ম
উপস্থিত হয়, তাহা হইলে হিপার সলক
ট্রিচুরেশন ৩, ১গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ২৩ বার
সেবনে আপনা হইতে কাঁদিয়া গিয়া পু
বাহির হইয়া সারিয়া যায়।

৩০ শে মার্চ পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৪০ টাকা মাত্র।

কি সুখ বাধিত হইয়া হাইবার পর
কর হইতে বিলম্ব হয়, ১৭২ মালি
মালিকের ব্যবহারেই সম্পূর্ণ আরোগ্য
হইবে।

উল্লঙ্ঘনের হিপার সাংসার ব্যবহারে
কোড়া বলিয়া, বায় কিম্ব নিরঙ্কনের ব্যবহারে
পূর্ণোৎপত্তির সহায়তা করিয়া থাকে, ইহা
স্বয়ং দাবী উচিত।

Household Information.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:—:—

পেপের আঠা।

অনেক সাহেব ডাক্তার বলিয়াছেন :—
পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগীর বৃহৎ গ্রীহা ও
বৃহৎ রোগে পেপের আঠা অতি উৎকৃষ্ট
ঔষধ। প্রতিদিন এক ছটাক আলাব
চিনির, সরবতের সহিত ২ ফোঁটা পেপের
আঠা সেবন করিলে গ্রীহা ও বৃহৎ ভাল হইয়া
যায়।

কড়া এবং আঁচিল প্রভৃতি রোগে পেপের
আঠা ১২ গ্রেণ, সোহাগা ৫ গ্রেণ, জল ১ ড্রাম
একত্র মিশ্রিত করিয়া তুলি দিয়া দুইবার
লাগাইয়া দিলে আঁচিলের মাংশ গলিয়া গিয়া
ভাল হয়। দক্ষ রোগে পেপের আঠা দিলেও
দাঁদ ভাল হয়।

অনেক ডাক্তার বলেন, ৬০ ফোঁটা
পেপের আঠা দিয়া একটু চিনিকে কদমের
খত করিয়া ২১টা বটিকা প্রস্তুত করতঃ
প্রত্যহ ২ বা ৩ টা করিয়া সেবন করিলে
জ্বররোগ্য গ্রীহা ও বৃহৎ আরোগ্য হয়।

গেজালুল ও মশক।

গেজালুলের গন্ধে মশক আগিতে পারে
না। কুবক।

আঁচিলের ঔষধ।

—:—:—

আঁচিলের উপর প্রত্যহ একবার রেড়ীর
ডেল মালিস করিলে ২১৩ সপ্তাহ পরে
আঁচিল পড়িয়া যায়।

আঁচিলের গোড়ার চুল বাধিয়া কাপড়ের
ধোয়া দিলেও পড়িয়া যায়।

চাষের ঢাকা-টিপ্পনী।

গাছের পাতার সার।

—:—:—

গাছের পাতা মাটিতে পড়িয়া থাকে।
এদেশের লোকে ইহার ব্যবহার জানে না,
এই সকল পতিত পত্র সমূহ চইতে পাতা
সার প্রস্তুত হয়। ইহার উর্দ্ধরা শক্তি
অস্বত। কিষণগঞ্জের রেলট সাহেব নিম্ন
লিখিত উপায়ে পাতাসার প্রস্তুত করিবার
পরামর্শ দিয়াছেন।

পাতা সার প্রস্তুতের উপায়।

—:—:—

বাগানে বিবিধ প্রকার পত্র পড়িয়া থাকে,
সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুক করিয়া
লইয়া মুগুর দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তাহার
পর সেই চূর্ণ গুলি স্থল চালনী দ্বারা ছাঁকিয়া
একটা কাঠের বাস্কের মধ্যে পুরিয়া জল
দিয়া চাপিয়া চাপিয়া ডালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া
দিবে। এইরূপে চই দিন রাখিয়া দিতে হয়।

তাহার পর যে দিন এই বাস্কের ডালা খোলা
হয়, তখন ইহা হইতে অগ্নির ভার উতাপ
উঠিতে থাকে। এই উত্তপ্ত গরমুলি শীতল
করিবার জন্য সাত দিন বায়ু খুলিয়া রাখিয়া
দিতে হয়। যখন বেশ শীতল হয়, তখন ইহা
ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা চারা
গাছ পালার পক্ষে বড় উপকারী।

আকন্দের গুণ।

—:—:—

আকন্দ গাছ বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়া
থাকিবেন, ইহা ভারতবর্ষের সকল স্থানেই
জন্মিয়া থাকে। ইহার আবাদ করিলে ইহা
হইতে সিংহল তুলার মত এক প্রকার তুলা
পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেদের জন্য
অনেকে এই তুলার বালিস করিয়া দেন।
একটা গাছে অনেক তুলা জন্মে। অধিক
পরিমাণে ইহার আবাদ করিলে প্রচুর তুলা
পাওয়া বাহিতে পারে। আকন্দের তুলা ও
আকন্দ গাছ আনুর্কেন্দোক্ত বিবিধ প্রকার
ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আজ আমরা
ইহার কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা বলিব।
ইহার মূল কুষ্ঠরোগের একটা বিশেষ মহৌ-
ষধ। আকন্দের মূলের ছাল হইতে এই
ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে প্রণালীতে এই
মূল উত্তোলন করিলে ইহা দ্বারা প্রকৃতই
কাজ হয়, সেই ব্যবস্থাটি অস্বতই স্মরণ রাখা
উচিত, নচেৎ অনেক স্থলে এই প্রকৃত ব্যবস্থা
এবং প্রণালীর অভাবেই ঔষধ নিষ্ফল হইয়া
যায়। ফলান এবং চৈত্র মাসেই ইহার মূল
সংগ্রহ করিবার প্রকৃত সময়। নদীর ধারে
বালুকাময় স্থান হইতে এই শীকড় সংগ্রহ
করিয়া অতি যত্নে তাহা হইতে বালুকা ও
কদম পরিষ্কার করিয়া বাতাসে শুক করিতে
দিতে হয়। রৌদ্রে শুক করা উচিত নয়।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

মূল শুক হইয়াছে কিনা, ইহার একটা পরীক্ষা আছে, আকালের মূল হইতে এক প্রকার ছুঁড়ের ভায় রস বহির্গত হয়, যখন এমন শুক হইয়া বাইবে যে, তাহা হইতে আর সেই রস বহির্গত হইতেছে না, তখন ঐ মূলের ছালটা সাবধানে ছুরিকা দ্বারা খুলিয়া লইয়া পুনরায় কিছুদিন শুক করিবে, শুক হইলে চূর্ণ করিয়া একটা পিণ্ডিতে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাই হইল প্রস্তুত ঔষধ। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীকে প্রাতঃদিন ৩ হইতে ৫ গ্রেণ দিবে, এবং কিছুদিন ব্যবহার করাইবে। ইহা পরিবর্তক ও বলকারক ঔষধ। ৩০ হইতে ৬০ গ্রেণ একজন পূর্ণবয়স্ক রোগীকে ব্যবহার করাটলে বিরচক হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্ত অনেক বলেন যে, ইহা প্রায় ইলিক্যাকের সমতুল্য গুণ বিশিষ্ট। আকালের কুষ্ঠরোগ আরোগ্যের ক্ষমতা আছে। পরিমাণ ৩ গ্রেণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিবসে ৩ বার সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। পাঠক মাত্রেই পরীক্ষা করিতে পারেন।

আকালের এই চূর্ণ আমাশয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পূর্ণ বয়স্ক রোগীকে একেবারে ২০ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত দেওয়া বাইতে পারে। কিন্তু সামান্য আমাশয় রোগে কম পরিমাণে দেওয়াই উচিত। বালকগণকে বয়স অনুসারে ১ হইতে ২ গ্রেণ দিবসে ২-৩ বার সেবন করাইলে রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাদের মাত্রা বয়স যত বর্ধ হইবে, তত গ্রেণ দিতে পারা যায়।

উদ্যানের শাক সবজি উৎপাদনে নাইটেট অফ সোডা ব্যবহার করিবার প্রণালী।

—•••—

বাধাকপি, ফুলকপি, লেটুস, কসেককা, টোমাটো এবং ঐ প্রকার লতা সবজীর বিষয় এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে। এই সকল উর্বরা জমিতে ভাল করিয়া উৎপন্ন হয় এবং অম্লকর জমিতে ইহাদিগকে ভাল করিয়া উৎপন্ন করিতে হইলে গোমর দ্বারা জমিকে উত্তম-রূপে সারযুক্ত করা কর্তব্য।

জমির উর্বরা শক্তির উপর গোমর ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে। প্রতি ফোয়ার রড্ অর্থাৎ ৫৫০ গজ দীর্ঘ ও ৫৫০ গজ প্রস্থে সাধারণ উর্বরা জমিতে অর্ধমণ, অম্লকরা জমিতে ১ মণ এবং সম্পূর্ণরূপ অম্লকরা জমিতে ২ মণ পরিমিত গোমর প্রয়োজনীয়। শীত-কালের প্রারম্ভে বাধাকপি যখন উত্তোলন করিয়া আনিয়া রোপণ করা হয়, তখন উপরোক্ত পরিমিত গোমর যে বেরূপ জমি, তাহাতে ব্যবহার করিতে হয়। গাছ তুলিয়া আনিয়া রোপণ করিবার দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রতি ফোয়ার রড্ জমির উপর অর্ধমণের সুপার ফস্কেট ছড়াইয়া দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং রোপিত চারাগাছগুলি হইতে শিকড় বাহির হইলেই সেই জমিতে এক পোরা নাইটেট অফ সোডা ব্যবহার করিতে হইবে। পুনরায় ৪ সপ্তাহ পরে আর এক পোরা ঐ সোডা ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য।

লেটুস, এসপিক (কসেককা), টোমাটোস প্রভৃতিতে টিক পূর্বোক্ত পরিমিত সার এবং

গোমর ব্যবহার করা কর্তব্য। বীজ রপন করিবার দুই সপ্তাহ পরে নাইটেট অফ সোডা দ্বিতীয়বার যে পরিমাণে উপরোক্ত কসলে দেওয়া হইয়াছিল অর্থাৎ ১ পোরা এই সকল সবজির গাছের মাটিতে দিতে হইবে।

ফুলকপি সব্ধে সামান্য বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। কারণ ফুলকপির ফুলই আমাদের প্রয়োজনে আইসে। উপরোক্ত পরিমিত গোমর এবং নাইটেট অফ সোডার সহিত ১ সের সুপার ফস্কেট প্রতি ফোয়ার রড্ অর্থাৎ ৫৫০ গজ দীর্ঘ ও ৫৫০ গজ প্রস্থে জমির উপর ছড়াইতে হইবে। অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা বুঝা গিয়াছে যে, এই শাক সবজি বসন্তের পাইতে হইলে সার জলেতে গুলিয়া নিরমিত সময় ব্যবধানে নিয়মিত মিশ্রিত জব্যগণের সহিত প্রদান করা হয়, তাহা হইলে জমিতে ক্রমাগত অধিকতর ফুল প্রাপ্ত হওয়া বাইতে পারে।

বালুবিশিষ্ট ভূমি

নাইটেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফস্কেট	...	১ ভাগ।
কাঠভস	...	৬ ভাগ।

গুরুতার বিশিষ্ট ভূমি

নাইটেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফস্কেট	...	১ ভাগ।
কাঠভস	...	৬ ভাগ।

খড়িমাটি ভূমি

নাইটেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফস্কেট	...	২ ভাগ।
কাঠভস	...	৪ ভাগ।

বাসের চাপড়া বিশিষ্ট ভূমি

নাইটেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
কাঠভস	...	৪ ভাগ।

ইহাদের পরিমাণ মাপিয়া ব্যবহারের পূর্বে মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপরে ৪ গ্যালন জলের সহিত এই মিশ্রিত জব্যের

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখন লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

একটি পত্র লিখিত করিয়া তাহা একবার
সমস্ত লোকের নিকট প্রচার করিয়া দিয়া
হইবে।

প্রত্যেক—তৎক্ষণাৎ সার লেখন করা
হইলে, গাছের আশি নিকটে বাহাতে সার
ছিটান না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

অপর পত্রটির বিষয় বিবরণ ও তৎ-
সম্বন্ধীয় কাগজ প্রয়োজন হইলে “কাজের
লোকের” নাম উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত
প্রকাশনার পত্র লিখিবেন :—

দি চিলিয়ান নাইটেট প্রোপাগাণ্ডা,
১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস,
কলিকাতা।

সাময়িক।

—:—

গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাঙ্গালী কর্মচারীর সম্মান।

ভাল কাজ করিতে পারিলে গবর্ণমেন্টও
কর্মচারীগণের যথেষ্ট সম্মান করেন, তাহার
একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-
মোহন চট্টোপাধ্যায়, টি, বি এস রেলওয়ে
১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ১০ টাকা বেতনে একটা
সামান্য কেরানী হইয়া প্রবেশ করিয়া ছিলেন,
তাহার পর ঐ রেলওয়ের Examiner
আফিসে খীর যোগ্যতার বলে Special Clerk
হইয়া ১৫০ টাকা বেতন পাইতে ছিলেন, গত
১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ৮৮ বৎসর বয়সে
কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এই
উপলক্ষে একদিন আফিস বন্ধ হইয়াছিল।
তাহার সমসঙ্গী এবং নিম্ন কর্মচারী এবং
উচ্চতম ইংরাজ কর্মচারীগণও এত সন্তুষ্ট
হইয়াছিলেন যে, আফিসের বাবু তাহাকে
একখানি বিদ্যারী অভিনন্দন পত্র দিয়া,

পুষ্প, বাগ্যে বিভূষিত করিয়া মটর কারে
করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌছিয়া দিয়া
গিয়া ছিলেন, এরূপ সম্মান অনেকের অদৃষ্টে
দেখা যায় না। শুধু তাহার স্বভাব মনুষ্য
বিশ্বস্ততা এবং প্রথম কর্তব্য জ্ঞানের পুরস্কার
স্বরূপ যে এই সম্মান, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।
আমরাও ব্যক্তিগত ভাবে তাহাকে জানি,
ভিক্ষা সদাপ্রসন্ন, পরোপকারী, নিরীহ ভদ্র
লোক, বাস্তবিকই তাহার এই সম্মান লাভে
আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তিনি যখন
১৮ বৎসরের, তখন কার্য্যে হুকিরা ছিলেন।
এখন তাহার বয়স ৮৮ বৎসর। তিনি এই
শেষ জীবনে অবসর লাভে সুখী হউন, আমরা
তাহাই প্রার্থনা করি। তিনি একটা অধ্য-
বসায়ের আদর্শ স্বরূপ সন্দেহ নাই।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন।

—:—

লেডি কারমাইকেলের পুরস্কার বিতরণ।

সেদিন ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনের
বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে।

কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রেন্দ্র নন্দী
বাহাদুর সভাপতির কার্য্য এবং লেডি কারমাই-
কেল পুরস্কার বিতরণ করেন। বিদ্যালয়ের
ছাত্রীরা উপস্থিত মহিলা ও ভদ্রমণ্ডলীর চিত্ত-
বিনোদনের নিমিত্ত কয়েকটা সুশ্লীলিত গান
গাহিয়াছিল।

সভাপতির বক্তৃতা।

সভাপতি মহাশয় তাহার বক্তৃতায়
শ্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন ;—

আমি নরনারীর বিভাগিকাকে কেবল
যোগ্যতা অর্জন অথবা কেবল অর্থ উপার্জনের
উপায় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু বাহারা

কেবল পাণ্ডিত্য অথবা কেবল অল্পসংখ্যের
নিমিত্ত জ্ঞানচর্চার ব্যস্ত, আমি তাহাদিগের
নিষ্ঠা করিতে পারি না। আমি ইহাই বলিতে
চাই যে, ঐ হইউগার কোনটাই বিভাগিকার
একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

নরনারীর মধ্যে বাহা কিছু ভাল আছে, যে
শিক্ষা সেই সমুদায়েরই সুটাইবার সহায়তা
করে না, আমি তাহাকে প্রশংসা বলিতে পারি
না। কেহ কেহ আমার এই উক্তি অস্বাভাব
বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু বাহারা
মধ্যে চরম সত্য লিখিত আছে, তাহা কাণে
ধারণ্যের ধর্ম্মবিশ্বাস করিবার প্রয়োজন আছে।

এই বাস্তবিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিদ্যালয়ের অষ্টম
পত্র লিখিয়াছিলেন ;—

“বাস্তবিক স্বাভাবিক প্রশিক্ষণ দ্বারা
বর্ধিত হিন্দু-নারীচরিত্রের বিকাশই এই বিদ্যা-
লয়-প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য।”

ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয় এই উচ্চ আদর্শ কি
পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, আমি
তাহা অবগত নহি। কিন্তু বর্তমান শ্রীশিক্ষার
গতি যেদিকে চলিতেছে, আমি কিন্তু তাহা
লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়াছি। এই
শিক্ষার দ্বারা মহিলাগণ কৃত্রিমতা ও
বৈদেশিকতাই লাভ করিতেছেন। উহা
ভারতীয় জীবন ও পরিবেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই
শোভন হইতেছে না।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, সামাজিক
যোগ্যতা বা প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া
যে বিদ্যার্জন হইয়া থাকে, সেই শিক্ষা ইহার
স্বাভাবিক শোভা ও মধুরতা হারাইয়া ফেলে।

সামাজিক হিসাবে নানা সমুদয়ে ভূষিত
হইতে হইয়া মহিলারা স্বগৃহে ও স্বসমাজে
কৃত্রিমতাকে আহ্বান করিয়া লইতেছেন।
তাহারা বাহা শিখিতেছেন, তাহা ভারতীয়
সভ্যতার সহিত মিশ খাইতেছে না। অনেকে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

রাখিতে, সমস্ত পালিতে, সেলাই করিতে ও গান গাহিতে পারেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ বাহ্যিক গৃহ-লক্ষী বলিয়াছেন, তাহারা তাহা হইতেছেন না।

আমি কিছু ইলা বলি না যে, ভারতীয় কোন পুরুষ বা নারী পাশ্চাত্য গুণ অর্জন করিবেন না। যে জীবনে পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত রাজি স্ফুটিতরূপে সম্মিলিত হয়, সেই জীবনই সামঞ্জস্যের জীবন। বাহারা বলেন, পূর্ব চিরদিন পূর্ব ও পশ্চিম চিরদিন পশ্চিম থাকিবে, এই হই রাজ্য কখন মিলিবে না, আমি কিন্তু তাহাদের সেই গোঁড়ামি মানি না।

অতুৎকষ্ট শিক্ষার দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিমের বাহা বাহা সম্বলজনক, তাহা দূর করিতে পারিলে উভয়ের আশ্রয় সম্বয় হইতে পারে।

একদেশের পুরুষ ও নারী সেই প্রাচীন-কালের আড়ম্বরহীন নির্দোষ জীবন বাপন করিয়া উচ্চ চিন্তায় বিনাপিতের কথা মনে করুন। নারীরা ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন, কেন না, তাহারা জননী, ভগিনী ও সহধর্মিণী হইবেন। তাহারা বর্তমান যুগের কৃত্রিমতা ও বিলাসে মগ্ন হইলে চলিবে না।

আমি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাণ্যেই আমার বলি, আমাদের শিক্ষাকে স্বাভাবিক ও স্বজাতীয় করিতে হইবে। “স্বাভাবিকতা” সেই প্রাচীন আদিম যুগের বন্ধনতা নহে এবং “স্বজাতীয়” অর্থ ইহা নহে যে, বাহা কিছু বিদেশী, তাহাই বর্জন করিতে হইবে।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা স্বীকার করেন যে, শারীরিক বিকাশ হইতে মানসিক বিকাশ শ্রেষ্ঠ। আধুনিক সভ্যতার গতি সেই শারীর বা বাহবিকাশের দিকে। একটি আমাদেরকে অন্তরের শান্তির মধ্যে উত্তীর্ণ করে, অল্পটি আমাদেরকে অশেষ কামনার কূপে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। গীতা বাসনা অয়েরই প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীন ভার-

তের সেই সন্দের শিকার বিবৃত হইয়াই আমরা দুইখন্ডে নিব্বন হইয়াছি।

লবণের মূল্য।—সত্য করেক মাস যাবৎ পঞ্জাবে লবণের মূল্য খুব বাড়িয়া গিয়াছে। লবণ না হইলে কাঁচালেরও চলে না, সুতরাং ইহাতে লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। পূর্বে বিদেশ হইতে লবণের যেমন আমদানী হইত, এখন আর তেমন হয় না। এই সুযোগে অনেক ব্যবসায়ী লবণের দ্বার অনাবশ্যক চড়া-ইয়া দরিদ্র লোকের ক্রেশ বৃদ্ধি করিতেছে। সংপ্রতি শুনা যাউতেছে যে, লোকে বাহাতে ন্যায্য দামে লবণ পাইতে পারে, ভারত-গবর্ণ-মেন্ট তাহার ব্যবস্থা করিতে অতিলম্বী হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সরকার হইতে লবণের গোলা খুলিবার কথা হইতেছে।

যে সকল জিনিষ না হইলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না, লবণ তাহাদের একটি। দরিদ্র প্রজাসাধারণ বাহাতে সুলভে লবণ পাইতে পারে, সরকার বাহাদুর তেমন ব্যবস্থা করিয়া কোটি কোটি লোকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জন করুন।

ভারতরক্ষক সৈন্ত।—সেদিন বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতরক্ষক সৈন্ত আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছিল। যে সকল ভারতবাসীর বয়স ১৮ হইতে ৪১ এর মধ্যে তাহারা ই সৈন্ত শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। ভারতবাসীরা সৈন্ত হইবার জন্য আগ্রহ করিতেছে, সুতরাং গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে আইনের বলে সৈন্ত শ্রেণীভুক্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন।

দান।—কালীবাটের রাজস্বের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত রায় হাজারীমল দুহাওয়ারা

বাহাদুরের দ্বারা বাবু বশরত দাসকে ২৫ সহস্র টাকা কলিকাতা কর্পোরেশনের দান করিতে প্রতিকৃত হইয়াছেন।

আজুলের ছাপ লইয়া পুলিশ কলিকাতা নিশ্চিত ছিলেন—ইহাতে সনাক্তের দ্বারা কোন গোল চইবে না। বাঙ্গালার পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারল সার এডওয়ার্ড হেনসন এ দেশে আজুলের ছাপ লইবার ব্যবস্থা করেন। তদবধি দলিল পত্রের এই ছাপ লগ্না চলিতেছে। কিন্তু এখন দেখা গাইতেছে, ছাপও জাল করা যায়। কাবুলীরা এই বিভার সিদ্ধ হইয়াছে, সে দিন হাওড়া জেলা-লতে শ্রীযুত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কাবুলী বিভার প্রমাণ দিয়াছেন। সরকারী ছাপ লইবার কাজে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সম্মুখেই পাঁচকড়ি বাবু সে দিন দেখাইয়াছেন, অতি সহজে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছাপ জাল করা যায়। পাঁচকড়ি বাবু ছাপ জাল করিলে বিশেষজ্ঞ স্বয়ং আসল নকলে প্রভেদ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কাবুলীরা অনেক দিন হইতে এ বিদ্যার ব্যুৎপন্ন; তাহারা ছাপ জাল করিয়া দলিল প্রভৃতি করিয়া থাকে এবং তিনি তাহাদের শিকার হইতেই এ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাউতেছে, শুধু ছাপের উপর নির্ভর করিয়া কোন দলিল আর আসল নকল সাব্যস্ত করা চলিবে না। আমরা জানি, পূর্বে বরিশালে অঞ্চলে পাকা “হস্তকলম” জালিয়াৎ ছিল—তাহারা দলিল জাল করিত—হাতের লিখার আসল নকল প্রভেদ বুঝা বাইত না—তাহারি আদালতের বা রেজেষ্টারী আফিসের মোহরও নকল করিয়া দলিল সম্পূর্ণ করিয়া দিত। তেমন লোক কমিলেও একেবারে হস্তাঙ্গা হয় নাই। তাহারা যদি এবার কাবুলী বিদ্যা শিখিয়া লয়—তবে সোণার মোহালা হইবে।

এই নিবন্ধটি বাবুর এই নিবন্ধপ্রকাশের
প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কি ব্যবস্থা করিবেন ?

How to make Emery Cloth.

এমিরি ক্লথ ।

—:—:—

এমিরি ক্লথ বা এমিরি পেপার কি কার্যে
ব্যবহৃত হয় জান ? পালিস করা লোহে বা
কোন খাত্তে যখন স্ফিচা ধরে, এই এমিরি
পেপার বা এমিরি ক্লথ দ্বারা ঘসিয়া সেই
স্ফিচা তুলিয়া ফেলিতে হয় । স্বল্প বালুকা
কণা Sharp Sand, বা উখা দ্বারা কোন
ইম্পাতকে ঘসিয়া যে শুঁড়া পড়ে, তাহাই
একটা লোহের তাওরা অথবা স্টেটে গরম
করিয়া কারখানা তাপমান যন্ত্রের ২০০°
ডিগ্রি পরিমিত তাপ পর্যন্ত উত্তপ্ত করিবে
তাহার পর একখণ্ড দৃঢ় কাগজ বা মোটা লম্বা
কাপড়ে খুব পাতলা (Thinly) করিয়া
এক পৌচ ঘন অথচ (Strong) শিরিস
দ্বাখাইয়া তাহার উপর উপরোক্ত উত্তপ্ত
এমিরি, বা বালি শুলিকে বেশ সমতল ভাবে
ঢালিয়া দিবে, যেন একস্থানে ঘন হইয়া না
পড়ে, এই এমিরি বা বালুকা কণা শিরিসের
লম্বিত ঝাটিয়া শুক হইবে তখন এমিরি ক্লথ
প্রস্তুত হইবে । একখানা বিলাতি এমিরি
ক্লথ লোহা লজ্জের দ্রব্য বিক্রেতাদের নিকট
ক্রয় করিয়া দেখিলেই ব্যাপার বুঝিতে পারা
যাইবে । ইহা এদেশে প্রস্তুত করিবার আপত্ত্য
কি ? গার্হস্থ্য অনেক কার্যেই ইহা ব্যবহারে
লাগিবে ।

শিরিস কাগজ ।

স্বল্প বোতল ভাঙ্গা চূর্ণ উপরোক্ত উপায়েই
শিরিস সংযোগে কাপড়ে লাগাইয়া শুক করিয়া
সহজেই শিরিস কাগজ প্রস্তুত হয় । বলা

বাহুল্য যে, বোতল বা কাচ চূর্ণকে উত্তপ্ত
করিবার আবশ্যক হয় না, স্বল্প এবং মোটা
দানা বিশিষ্ট বেরুপ শিরিস কাগজ আবশ্যক,
সেইরূপেই কাচকেও চূর্ণ করিতে হয় । ইহা
দ্বারা কাচকে ঘসিয়া স্মেন করা হয়, ইহা এখন
অনেকেই জানেন । ইহা জরাজীর্ণ হইতে
আসিত, এখন ইহার অভাব ও চর্মল্যতা
সকলেই অনুভব করিতেছেন ।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা ।

—:—:—

এ, টি মুখার্জী—

প্রশ্ন । কাপড়ে চাপা ফুলের মত রং
করিবার উপায় কি ?

উত্তর । অধুনা জার্মানীর আমদানী
নানা প্রকার রং আমদানী হওয়ার বড়
কেহ পাকা রং করিবার দিকে লক্ষ্য
রাখিত না । কিন্তু কাপড়ে চাপা ফুলের মত
পাকা রংও করা যায় । ৫০ তোলা ফুটন্ত
জলে ১৫ তোলা হিরাকশ এবং ১ তোলা
ফটাকরি গলাইয়া ফেল, উহাতে ক্রমে ক্রমে
অর্দ্ধ তোলা সোডা (Soda) এবং তৎপরে
৫ তোলা Sugar of Lead মিশাইয়া কিয়ৎ-
ক্ষণ রাখিয়া দিলেই জলটা উপরে থিনাইয়া
উঠিবে, সেই পরিষ্কার জলটুকু ঢালিয়া লইয়া
তাছাতে এমন পরিমাণ পরিষ্কার গদ মিশান
আবশ্যক, যেন তাছাতে কোন ছাপ ডুবাইয়া
কাপড়ে ছাপ দিলে সেই রং চারিদিকে
ছড়াইয়া না পড়ে । এই রংএ ছাপ দিয়া
কাপড়খানিকে পরিষ্কার জলে কাটিয়া লইতে
হইবে । ইহা শুক হইলে রং কমলা লেবুর
মত হইবে এবং পাকা হইবে ।

২। ডিঃ সি, দত্ত এও কোং ।

প্রশ্ন । জিপসম (Gypsum) কি
জিনিস ?

উঃ । জিপসম—খনিজ চূর্ণ এবং জলীয়
অংশ থাকে, অধিতে পোড়াইলে এই জলীয়
অংশ উড়িয়া গিয়া চূর্ণের মত একটা পদার্থ
পাঁড়ার, তাহাকে শুকাইলে Plaster of
Paris নামক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

পত্রিকা	গারি দীপক ।	ককণা
ডিনেপেপার	স. অস. বন. জম. পো. মৈ. পা. ও	
পত্রিকা	কীম যাব. দ্বারা গ. খ. খ. দ. ব. ক. দ.	
সংবাদ	সংবাদ পত্রিকা	
দি	গারি দীপক কোম্পানি ।	
বিশেষ	সংবাদ পত্রিকা	

“Businessman”

Poor Charitable Dispensary.

বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয় ।

১৭নং অক্টুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা ।
পরদুঃখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-
প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য
ঔষধালয় চলিতেছে । সমাগত ও মকঃবলের
রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ
দেওয়া হয় । আরোগ্য হইয়া বাহা সাধারণ
হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থেই
ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্ত্য নাই ।

তত্ত্বাবধায়ক

অধীন শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

“কাজের লোক” সম্পাদক ।

২০১২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ললিত প্রেসে, শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অক্টুর
দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত ।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্য্যায়।

Vol. XI

৪র্থ সংখ্যা।

APRIL 1917.

এপ্রেল ১৯১৭।

No. 4.

অধ্যবসায়ের জয়।

(বায়স্কোপে পোপ।)

—:—

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ক্রেতারি মাসের প্রথম ভাগে জেমস্ প্লেভিন নামক একটা আমেরিকান যুবক ইউরোপে উপস্থিত হইলেন। রুমের মহামান্য পোপ এবং তাঁহার সাংসারিক চিত্র গ্রহণ এবং বায়স্কোপে সত্যতা তাহা লগৎকে প্রদর্শন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে অনেকেই এ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক সময় আমেরিকার সর্ব্ব প্রধান বায়স্কোপ কোম্পানীর সভাপতি, পোপের সম্মতির জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বিলম্বিত হইয়াছিলেন। তখন

এই অসম্ভব আশা বুকে লইয়া জেমস্ প্লেভিন ইটালীতে পদার্পণ করিলেন।

নিঃ প্লেভিন প্রতিভাসম্পন্ন নবযুবক, সুদীর্ঘ ও সুন্দর; তিনি বিশেষ কোন কাজ করিতেন না। যখন বে-থেরাল হইত, তখন বেরুগেই হোক; তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। তিনি বেরুগ কার্য্যদক্ষ ছিলেন, সেটরুপ অর্থোপার্কনের নূতন নূতন পস্থা জানিতেন। তিনি বায়স্কোপের জন্য অনেকগুলি নাটক-নাটিকা লিখিয়া একটা বড় বায়স্কোপ কোম্পানীর ম্যানেজার হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বেশী দিন তাহার ভাল লাগিল না, অল্প কিছু বৃহত্তর কাজ করিবার খেয়াল চাপিল। বায়স্কোপের জন্য পোপের চিত্র গ্রহণই অতি গুরুতর বলিয়া মনে করিলেন। তিনি বেশ লাটিন জানেন এবং তাহা ব্যবহার করিবার

একটা সুযোগ করিয়া লইলেন। তিনি একটা বন্ধকে বলিয়াছিলেন যে, মকার পবিত্র মসজিদের কথাই প্রথমে তাঁহার মনে উদয় হয়, কিন্তু তাহাতে অনেক দেরি হইত। আবরী-ভাষা শিখা এবং সম্পূর্ণ ছদ্মবেশ তাহার প্রধান দরকার। কাজেই পোপকে দিয়াই প্রথমে আরম্ভ করিলেন।

বে কাজে তাহার পূর্ববর্তীরা পরাজয়ের কলক মুখে মাথিয়া প্রত্যাবর্তন করিল, তাহাতে তিনি কেন আগ্রসর হইলেন? তাঁহার বহুশূল ধারণা ছিল, যদি কেহ অধ্যবসায় এক সুবুদ্ধির সহিত কোন কাজ আরম্ভ করেন, তবে সে কাজ বড় বড়ই হোক না কেন, তাঁর অর্থ এবং সহায় থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এবং ইহাকে

পুরাতন “কাজের লোক” সূচীপত্রের দ্বারা ১০ আনা ডাকমাস্তুল পাঠান।

কীকৃত সজো পরিণত করিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একালের কলিকাতা নব্বড়ে সকলেই সবেহ করিতে লাগিলেন কিন্তু তথাপি একটা পয়সার কোম্পানী তাহার সহায় হইল। আরও দুই ব্যক্তি ছিল যে, যদি তিনি একবার পোপের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে সক্ষম হন, তবে তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইয়াছে যে, খৃষ্টান ধর্মের মহামান্য গুরুত্ব উচিত এবং প্রয়োজন যে এই জীবন্ত ছবির অধি-পরীকার তিত্তর প্রবেশ করেন।

এখন তাহার প্রধান অন্তরায় হইল, তিনি ইটালীর পোপের মাতৃভাষা জানিতেন না। বিজ্ঞানীয় সাহায্যে এখানে কোন কাজ হইবে না। নিজের বক্তৃতাশক্তির সাহায্যে জটিল পাক-জাল বিস্তার করিয়া পোপকে মুগ্ধ করাই এখানে আবশ্যক। অবিলম্বে তিনি এই ভাষা শিখিতে লাগিলেন। তিন মাস অক্লান্ত পরি-শ্রম করিয়া ইহাতে কৃতকার্য হইলেন। এখন পবিত্র পিতার সাক্ষাৎ লাভ করা চাই। কিন্তু কোন উপায়ে?

এখানেও ব্যারক্সোপের অলৌকিক শক্তির আশ্রয় লইলেন। এই নূতন আবিষ্কার যে পৃথিবীর কত উপকার করিয়াছে, পোপ এখনও তাহা জানিতে পারেন নাই। কারণ তিনি এ পর্যন্ত কোনও ভাল ব্যারক্সোপ দেখেন নাই, এমন কি, এপব্যাক্ত তিনি থিয়েটারগৃহে পদার্পণ করেন নাই। মিঃ স্নেল্ডিন মনে করিলেন যে, যদি পোপকে একবার খুব সুন্দর সুন্দর ছবি দেখান যায়, তাহা হইলে তাহার আশা হয় ত পূর্ণ হইতে পারে।

যখন এই ছবি প্রদর্শনের উপর তাহার লক্ষ্য সাক্ষ্য নির্ভর করিতেছে, তখন তিনি প্রাণপ্রণে সেই সকল আয়োজন করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি তিনিই বাইরা গেন্টার্ক

গির্জার সমস্ত ভাল ভাল ছবি গ্রহণ করিলেন। পোপ দশম পারান অতি সুখে বহদিন এই নগরে বাস করিয়াছিলেন। মালটা বীণ গমন করিয়া, "মিঃ স্নেল্ডিন" বাকীরা, "মিঃ স্নেল্ডিন" একটা বিখ্যাত বর্ণনাত্মক চলচ্চিত্র গ্রহণ করিলেন। অবশেষে লন্ডনে গমন করিয়া অনেক চেষ্টার পর, রাজা পদম জর্জের ছবি গ্রহণ করিলেন। ইহা হয় ত তারার সাক্ষ্যের পথ কিংবা প্রশস্ত করিয়া দিতে পারে।

ইতি মধ্যে তাহার আশ্রয়ী কৃতিত্ব মোহিনী শক্তি প্রভাবে তিনি পোপের সেক্রেটারী কার্ডিনাল বেরি ডেল ভেলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। মিঃ স্নেল্ডিন বলিয়াছেন, "আমি বড় ভোক্তা দেখিয়াছি, ইহার মত আশ্রয় লোক কোথাও দেখি নাই; তিনি তিনি বহু ভাষাবিদ, রাজনীতিক, পুস্তোহিত এবং শাসনকর্তা। সঙ্গীতবিদ্যার এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক বস্তু বিজ্ঞানে তাহার অসাধারণ পটুতা। তাহাকে মাত্র একদিন দেখাইয়া-ছিলাম, কেমন করিয়া ব্যারক্সোপ দেখাইতে হয় এবং কেমন করিয়াই বা এই ছবি গ্রহণ করিতে হয়। তিনি একদিনই সমস্তই শিখিয়া ছিলেন।"

পোপের অস্ত্র যে সকল ছবি সংগৃহীত হইয়াছিল, কার্ডিনাল একবার তাহার অস্তিনয় দেখিয়া লইলেন; এই প্রদর্শনিতে তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, পোপ প্রাসাদে, পোপের সম্মুখে ইহা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ জানিয়াও বাহ্যতে ইহার অস্তিনয় হয়, সেজন্য তিনি পোপকে অনুরোধ করিবার জন্য বীকৃত হইলেন। বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না, যখন ইউরোপ ভ্রমিল যে, পবিত্র পিতা ১৯১০ খৃঃ ১১ ই জুন বেলা ৪। টায় তাহার নিজ প্রাসাদের সিংহাসন বকে চলচ্চিত্র দেখিতে বীকৃত হইয়াছেন, তখন স্নেল্ডিনের আশঙ্কায় সীমা রহিল না। বাহ্য-সকলো অসম্ভব মনে করিয়া-

ছিল, মিঃ স্নেল্ডিন আজ তাহাই সম্ভবপর করিলেন। চিরাগত নীতির পরিবর্তন হইল, পোপ প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী স্বয়ং পবিত্র পিতা তাহার দর্শক। এই বিখ্যাত সমা-রোদের দিন বড়ই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই নিমন্ত্রণের একটা গোলামাল বাধিয়া গেল। প্রত্যেক কার্ডিনাল, প্রত্যেক রাজ-কুমার, প্রত্যেক ডিউক, প্রত্যেক তত্ত্বলোক এই উৎসবে উপস্থিত থাকিবার জন্য পোপের নিকট আবেদন করিলেন। পোপ ভীত হই-লেন। অনেক চিন্তা ও বিবেচনার পর স্থির হইল, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হইবে না। তিনি নিজে তাহার সেক্রেটারী ও পোপ প্রাসাদের অস্ত্রাঙ্গ লোকই উপস্থিত থাকিবেন।

স্নেল্ডিনের এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। পোপের নিকট তিনি যে বক্তৃতা করিবেন তাহা তাহার অন্তত হইয়াছে। কঠিন পরি-শ্রম করিয়া তাহাই আবার সুখ করিয়াছেন, যেন একটা কথাও একটা যুক্তিও বাদ না যায়। চারি ঘটিকার পূর্বেই দর্শকগণ পোপের সুবর্ণ গৃহে আসিয়া সমবেত হইয়া-ছেন। কার্ডিনাল বেরি ডেল ভেল লোহিত পরিচ্ছদ মণ্ডিত হইয়া বসিয়া আছেন। সৌন্দর্যালোকে কক্ষ উজ্জ্বলিত করিয়া পোপের হাতসুখী ভগ্নীধর রহিয়াছেন। আর আছেন পূর্ণ লাক্ষ্য পরিচ্ছদ পরিহিত জেমস্ স্নেল্ডিন।

ডিক ৪।০ ঘটিকার দরজা খুলিয়া গেল। খেত বস্ত্র ভূষিত হইয়া, কোন রকম আকর্ষণক-ব্যতীত স্বয়ং পোপ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য সমস্ত তিনি আনিয়াই বেগুন সুবর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করেন, এবার তাহা না করিয়া ধীরে ধীরে সহজ ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দর্শকগণ একে একে আসিয়া তাহার পরিকৃত আত্মীয় চতুর্ভুজ বক্ষত বসি সমস্তই চুপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কার্ডিনাল বেরি ডেল ভেল মিঃ স্নেল্ডিন; ইনি

আজ আমাদিগকে চমকিত চিত্র দেখাইবেন। পবিত্র পিতার স্বরণ থাকিতে পারে, আপনাদের পবিত্র সান্নিধ্য ইনি আর একবার লাভ করিয়া বস্তু হইয়াছিলেন।”

পোপ বলিলেন, “হাঁ, আমার বেশ স্বরণ আছে।”

স্নেতিন নতজাহু হইয়া পোপের নকরত মনি চুপন করিলেন। পবিত্র পিতা সম্মুখে তাহার হাত বরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, “আপনাকে ধন্তবাদ যে আপনি আজ দয়া করিয়া আমাদিগকে এই নূতন রকম ছবি দেখাইবেন।”

এইবার মিঃ স্নেতিন সাধা গলায় তাহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, “পিতঃ, আপনি আজ আমাকে যে সম্মান দেখাইলেন, তাহা আজ্ঞা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। অত্কার মত শুভ দিন আমার জন্মে কখনও হয় নাই; আমি একজন গোড়া রোমান ক্যাথলিক; খৃষ্টানদের সর্কাপেক্ষ পবিত্র তীর্থ রোম দর্শন এবং পবিত্র পিতার চরণ চুসন আমার আজন্ম বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইল; আপনার আশীর্বাদ লাভ করিয়া আজ ধন্ত হইলাম। কিন্তু ছাখের বিষয়, পিতঃ, আপনার লক্ষ লক্ষ গরীব সম্মান এতাদিক অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার চরণ দর্শন করিতে অসমর্থ।

সেই সম গরীব খৃষ্টান সমাজের পক্ষ হইতে আজ আমি প্রার্থনা করি যে, বিজ্ঞানের যে অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আপনার পবিত্র প্রতিভা এই সব দরিদ্র জন সাধারণের অক্ষিপাগের হইতে পারে, যদি আপনি অঙ্ক-এক করিয়া আপনার ছবি এই অদ্ভুত বস্ত্রে তুলিতে অসমর্থ হইবেন।”

পোপ একটু হাসিলেন, স্নেতিন সান্নিধ্য

বসিতে সাহসী হইলেন না, তাহার কেমন একটা ভয় হইল।

“তা’হলে আমরা প্রস্তুত,” এই বলিয়া পোপ তাহার নিচিই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মিঃ স্নেতিন পোপের বামে আসন গ্রহণ করিলেন।

এতৎ সময়ে মিঃ স্নেতিন তাহার এক বন্ধকে বলিয়াছিলেন, “সেদিনের কথা ভোমার আর কি বলিব, যখন আমি সেই প্রকাণ্ড সুসজ্জিত কক্ষের চারিদিকে চাহিলাম এবং যখন মনে করিলাম, যে কক্ষে কত রাজস্বাক্ষরের মুকুটোৎসব হইয়া গিয়াছে, সেই গৃহে স্বয়ং পোপের পার্শ্বে আমি উপবিষ্ট, তখন যে আমার প্রাণের তিতর দিয়া কিরূপ বিভ্রাত প্রবাহ খেলিয়া গেল, তাহা বর্ণনাতীত।”

উৎসাহের সহিত পোপ দৃষ্টির পর দৃষ্ট দেখিতে লাগিলেন। মিশরে চলিশটা স্থবীর একত্রে অন্তঃগমন দৃশ্য দেখিয়া পোপ আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, “কি আশ্চর্য্য, আমি যেন আমার গবাক্ষে বাসিয়া স্থগীভ দেখিতেছি।”

যখন পোপ তাহার সাথের তিনিদের চিত্রাবলী দেখিতে লাগিলেন, তখন তাহার বদনমণ্ডল লোহিতরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি করতালি দিয়া সাধারণ দর্শকের ভায় বাহায়া দিতে লাগিলেন। তারপর দীর্ঘির দরবার, বিশেষতঃ সুসজ্জিত করিমুখ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন।

মিঃ স্নেতিন পোপকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি যদি পরিভ্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে কিছুক্ষণের জন্য অতিনয় বন্ধ করা যাক। তাহাতে তিনি সাওঁহে বলিলেন, “না না, আমি পরিভ্রান্ত হই নাই, আমি সব দেখিতে চাই, আমি বেশ আরামে আছি।”

এইরূপে দুই ঘণ্টার অধিক সময় তাহার বসিয়া রহিলেন, আর নারায়ণ অগপ্রাপ্ত, রোমান ক্যাথলিকদের কক্ষ সভা, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে পুশ্কারকের মুহূর্ত্ত মধ্যে পুশ্কারি কারণ, পাণামা বাপ যখন, জাপানিষ্ট ও ইংলণ্ডের সম্রাট সাম্রাজ্য ও রাজকুমারদের মনোহর ছবি সকল প্রদর্শিত হইতেছিল।

প্রদর্শনী শেষ হইলে পোপ স্নেতিনকে সহান্তে বলিলেন, “আমরা সকলেই আপনাকে এই অসামান্য বৈজ্ঞানিক চমকিত চিত্র দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি। অবশ্য আমরা আপনাকে নূতন দর্শক, ইতিপূর্বে এরূপ আশ্চর্য্য জিনিষ আমরা কখনও দেখি নাই।”

এবারও মিঃ স্নেতিন তাহার স্বর্ণ হুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি পোপকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, পৃথিবীর জিশ কোটা খৃষ্টানের পক্ষ হইতে তিনি বলিতেছেন যে, যদি পবিত্র পিতার চমকিত ছবি গ্রহণ করিয়া এই খৃষ্টানসমাজকে দেখান যায়, তবে তাহার হর্ষ বিষয়োৎসুকিতে জীবনকে ধন্য মনে করিবে। তাহাদের চোখের উপর পরমেশ্বরের পবিত্র প্রতিনিধির প্রতিভা দর্শন করিলে তাহাদের ধর্মবিবাস, কর্তব্যসাহ যে কতগুণ বদ্ধিত হইবে, তাহা তিনি বলিতে অক্ষম।

এবারও পোপ পূর্বের মত হাসিয়া উঠিলেন, এবং পূর্বের মতই আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। হৃদয়ের গভীর-অগ্নিতে যে আশার আলো জ্বলিতেছে, সহসা হঠকারিতা দ্বারা পোপের বিরাগভাজন হইয়া তাহা জ্বয়ের মত নির্কাণ করিতে পারিলেন না। আবার সকলে নতজাহু হইয়া পোপের অঙ্গুরীর চুসন করিলেন এবং পোপ অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ স্নেতিন চিত্র, প্রদর্শনীতে সম্পূর্ণ রূতকার্য হইলেও পোপ কে

বায়বোপের কার্যে মিথের ছবি ফুলিতে
মিথের কোন কোন ভরসা পাইলেন না।

মিথের অবস্থা শকটোপর হইয়া উঠিল।
অভিমাণে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি
কোম্পানী ন্যায় বাস করিতেছেন। যে ব্যয়
কোম্পানীর পক্ষ হইতে তিনি রোমে
বাস করিতেছিলেন, তাহার ক্রমে অধিক
হইয়া উঠিল। তাহার 'ভার' করিয়া জানা-
ইল যে, তাহার "হা কি না" একটা উত্তর
করিতে চায়। ততক্ষণে মিঃ প্রেভিন 'ভার'
করিলেন, আপনারা যদি "হা" উত্তর চান
তবে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে এবং
আমার মতামতের চলিতে হইবে।"

তিনি কোন বিষয়েই বিশেষ ব্যস্ততা
প্রকাশ করিলেন না। এই ধীর অথচ
অব্যাহত গতি ব্যতী তাহা তিনি পরিশেষে কৃত
কার্য হইয়াছিলেন। যে অবস্থাটা পোপের
অসম্মতির অন্তরাল, তিনি সেদিকেই ঘাইতেন
না। পোপের অসম্মতির অর্থই হইবে তার
অকৃতকার্যতা, কিন্তু কৃতকার্য হওয়া তার
লক্ষ্য। যত্ন বা সাধয়ে শরীরঃ বা পাত-
য়েঃ" মনে তিনি দীক্ষিত। পরিশেষে তিনি
সম্মত হইবেন, এই আশার ক্ষীণ আলোকটুকু
সর্বদা তাহার হৃদয়ে জ্বলিত।

ঘটনাজাল ক্রমশই প্রতিফুলে দাঁড়াইতে
লাগিল। উপযুক্ত সম্মান সহকারে প্রেভিনকে
জানান হইল, তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া
অসম্ভব। পোপের কর্মচারীর সকলেই
প্রেভিনের ব্যক্তিগত গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।
বায়বোপের ছবি দেখিয়া তাহার এত সন্তোষ
হইয়াছিলেন যে, প্রেমণীর পর দিবসট
পোপের কর্মকর্তার উচ্চপদস্থ কর্মচারী
প্রেভিনের প্রাসাদস্থল্য অট্টালিকায় উপস্থিত
হইয়া তাহাকে "নাইট" এই সম্মানিত আখ্যায়
কৃত করিয়া নীল এবং বর্ণ বর্ণের সাতিকিট
প্রদান করিলেন এবং পোপের পবিত্র স্মৃতি

দুই একটা সম্মান টিক প্রদান করিলেন
কিন্তু ছবি গ্রহণের কোন কথাই উল্লেখ
করিলেন না এবং মিঃ প্রেভিন সে সম্বন্ধে
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

তিনি কয়েক মাস অপেক্ষা করিলেন
এবং বড় চেষ্টাই করিলেন, সমস্তই ব্যর্থ হইল।
যে কোম্পানী প্রেভিনকে অর্থ সাহায্য করি-
তেছিল তাহারই খৈয়্যাচ্যুতি হইল। কাজেই
তিনি পুনরায় নিউইয়র্কে ঘাইয়া নূতন একটা
কোম্পানী গঠন করিলেন। তাহার উৎসাহ
দেখিয়া অন্যান্য কোম্পানী সাগ্রহে তাহাকে
সাহায্য করিতে প্রতিক্রিয়া হইল এবং যথেষ্ট
অর্থ দিয়া তাহাকে পুনরায় রোমে পাঠাইয়া
দিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে তিনি পুন-
রায় রোমে উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য বায়বোপ কোম্পানী
জানিতে পারিল, অসম্মত পোপ বায়বোপ
দেখিয়া খুব উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।
পোপ প্রাসাদের প্রদর্শনীতে সারা জগতে
চাকল্য দেখা দিয়াছে। সকলেই মনে করিল
যে, যে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে
তাচার ভাগ্যেই এই পুরস্কার—পোপ প্রাসা-
দের দৃষ্টাবলী—পবিত্র পিতা পোপের জীবন্ত
ছবি লাভ হইবে। ইউরোপ এবং আমে-
রিকার বড় বড় কোম্পানী এই পুরস্কার লাভ
করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মিঃ
প্রেভিন যখন মার্চ মাসে উপস্থিত হইলেন,
তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাহার
পূর্বেই এটা বড় বড় কোম্পানীর লোক
আসিয়া পোপের ছবিগ্রহণের জন্য পরস্পর
চেষ্টা করিতেছে। অর্থ এবং ব্যক্তিগত প্রভাবে
বাহ্য কিছু করা যায়, ঐ সকল লোক তাহার
কিছুই বাকী রাখিল না। পোপের সম্মত
লাভের জন্য সকলেই উগ্র চেষ্টা করিল। মিঃ
প্রেভিন পূর্বাশঙ্কায় আরও শকটোপর হইয়া
পড়িলেন।

অসম্মত সকলের চেয়ে প্রেভিনের একটা
ছবি ছিল—তিনি জানিতেন যে, এখানে
তাড়াহাড় করিলে কিছুই হইবে না; কাজেই
তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। যখন অন্যান্য
সকলে হুড়াহুড়ি করিতেছিল, তিনি তখন
কেবল তাহার চালচলন লক্ষ্য করিতে
ছিলেন। সকলেই পোপের নিকট আবেদন
করিল এবং প্রতিফুল উত্তর পাইয়া কেহ বা
হুঃখিত কেহ বা রাগ করিয়া রোম ত্যাগ
করিল। মিঃ প্রেভিন তখনও নীরবে রোমে
অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তিনি রোমের উচ্চ নীচ সকলকেই তাহার
অত্যাশ্চর্য ছবি দেখাইতেন। সকলেই
তাহাকে বহু মনোযোগ দেখিতে লাগিল। সমস্তই
তাহার বহু হইয়া উঠিল। কার্ডিভাল মের
ডেনডেনের সহিত তাহার প্রতিদিনই সাক্ষাৎ
হইত। তিনি তাহার সহিত অতি সতর্কতার
সহিত আলাপ করিতেন। প্রমত্তমণ্ডে কখন
ছবির কথা জুলিতেন না। যদি কোন বহু
তাবাপর আর্কবিসপ সে সম্বন্ধে ক্রোধ হইল,
জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে তিনি মাথা নাড়িয়া
বলিতেন, "না, না, আর কিছু হইবে না, ছবি
তোলায় আর কোন আশা নাই।" তিনি
সরলভাবে বলিতেন যে, দশম পারস্যের মত,
মহৎ এবং পবিত্র ব্যক্তির জীবন্ত ছবি প্রত্যক্ষ
করা যে পৃথিবীস্থ লোকের ভাগ্যে ঘটিল না
সেজন্য তিনি অত্যন্ত হুঃখিত। বিজ্ঞানে যে
জীবন্ত ছবি রক্ষা করিবার উপায় অবিষ্কৃত
হইয়াছে, এই ছবি ছাড়া অর্পণত মহাত্মাদের
আর কি কোন মূর্তি এখন মূল্যবান হইতে
পারে? যখন সেন্টপল ও সেন্টপিটার জীবিত
ছিলেন, তখন যদি লোকে এই বিজ্ঞা জানিত,
আর ঐ দুই মহাত্মার ছবি ফুলিয়া না রাখিত,
তবে কি রোমান ক্যাথলিক সমাজ পোপভাগী
হইত না? তিনি বিনীত বচনে এইরূপে
সকলেরই মনে একটা সব চিন্তার বীজ বপন

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখন লইয়া পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

করিতেন। এরূপ কোনও ভিনি এমন কথা বলিতেন যে, তিনি যেন কোনরূপেই ইহার সত্যিত নব্বইট মন—কেন তখন মনুষ্য সমাজের হিতের জন্যই তাঁহার এত পরিশ্রম। এইরূপ বস্তুতঃ তিনি সত্যের পর সত্যই অভিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তখনও নিরাশ্রয় নিম্নমাত্রী হায়াত তাঁহার কণ্ঠে পতিত হয় নাই।

অবশেষে তিনি একদিন কার্ডিনালের সত্যিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রত্যাগমনের অভিযুক্তাচরণ করিলেন এবং পবিত্র পিতাকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দিবার প্রস্তাব করিলেন। কার্ডিনাল বলিলেন, “আপনাকে কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া বাইতে হইবে না, রোমের সকলেই আনন্দের সহিত আপনাকে স্মরণ করিবে।” তথাপি মিঃ রেল্ডিন পীড়াপীড়ি করিলেন এবং বলিলেন, “আমি ভবিষ্যতে পোপকে আর বারসকোপ দেখাইবার জন্য বিরক্ত করিতে চাইনা; আমি বহু পহিল্পে আমেরিকার বড় বড় কোম্পানীর নিকট হইতে খুব ভাল ভাল ফিল্ম সংগ্রহ করিয়াছি এবং এইসব ছবি সংগ্রহ করিতে আমার বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমি যে সম্মান পাইরাছি, তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, একটা মূল্যবান যন্ত্রের সহিত এই সব ছবি দান করিতে ইচ্ছা করি। এখন পোপ নিজেই এই সব ছবি দেখিতে বা অপরকে দেখাইতে পারিবেন।”

কার্ডিনাল এই উপকার পাইয়া আশান্তিরিক্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং রেল্ডিনকে বলিলেন যে, পোপের ছবি তোলা যদি কখনও সম্ভবপর হয় তবে সে অজুহতি রেল্ডিনকেই দেওয়া হইবে। এ কথাই মিঃ রেল্ডিন অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া সে দিনের বড় বিকার প্রকাশ করিলেন।

মিঃ রেল্ডিন এক বন্ধুকে লিখিলেন, “বাবা

মাইকেল পকে সম্ভবপর, তাহার কিছু বাকী রাখি নাই। যদি আমার এই চেষ্টা পণ্ড হয়—হাতে রেল্ডিনের বনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, “আমি অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিব, বাচাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব।”

কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। উন্নতির ব্যয় আর কিছু থাকিতে পারিল না। কয়েক দিন পরে তিনি এক পত্র পাঠলেন যে, যদি তিনি পোপ প্রাসাদের কোন নির্দিষ্ট ঘরে নির্দিষ্ট সময়ে তাহার যন্ত্র লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তবে পোপের ছবি তোলা সম্ভবপর হইতে পারে। একটা মহা সমারোহের ব্যাপারে পোপের নির্দিষ্ট কার্য কলাপের ছবি গ্রহণ করা হইল। তৎপরে তিনি একে একে বর্গন ঘেমন ছবি তুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পোপ তাহাকে সেইরূপই তুলিবার অজুহতি দিলেন।

“আমি তোমার ঠিক বলতে পারিলাম”, তিনি এক বন্ধুকে লিখিলেন, “কেমন করিয়া এই সব ঘটনা গেল। আমি আমার যন্ত্র লইয়া পোপ প্রাসাদে বাইতাম, কেহই তাহাতে আপত্তি করিত না। আমি বিশেষ কিছু চাইতাম, ইচ্ছাকৃত ছিলাম না। কিন্তু কি এক অমাহুতিক দৈববলে সমস্ত-কাজ হইয়া বাইতে লাগিল। বার তুলিয়া বাইত, প্রেসেন চলিত, এবং যে মুহুর্তে আমার পোপের দরকার, তিনি ঠিক সেই সময় উপস্থিত হইতেন। আমার নিশ্বাস, তাহার আমার বিশ্বস্ততার যন্ত্র হইয়াছিল এবং আমার যুক্তির উচিত্য দৃঢ়তম করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা প্রকাশে বলিতে পারিতেন না।” আমার অধ্যবসার শেষে জয়লাভ করিল।

শ্রীগঙ্গাধর দত্ত

আমালপুর, বরমন্দির।

চক্রীর চক্র

পত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাজি হারটা বাজিয়া গিয়াছে। সকলেই নিশ্চিত, কিন্তু শান্তির চক্রে নিভ্রা নাই। শান্তি ঠাকুরমা ঠাকুরদাদার কাছে পূজন করিত। বয়ে নীপ অনিচ্ছাছিল, শান্তি দেখিল, সকলে গাঢ় নিশ্চিত। সে ঘোরে ঘোরে উঠিল এবং সরোজকে এক খানি ক্ষুদ্র পত্র দিখিল। পত্রে লিখিল :—

“সরোজ,

অত্যাণী একবার শেখ সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসা করে। পরশু রাজি দশটার সময় নদীর ঘাটে আসিবে। না আসিলে এ জন্মের আর দেখা হইবে না। ইতি

“শান্তি”

তারপর সে পত্রখানি সেট রাজিই তাহাদেয় খিড়কী দরজার নিকটবর্তী বটবৃক্ষের ডাকবায়ে ফেলিয়া দিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, যথা সময়ে সে পত্র সরোজের নিকট পৌছিল।

আগামী কলা শান্তির বিবাহ। সুতরাং তাহাদের বাড়ীতে আজ মহা সোরগোল, বিশেষ ধুম ধাম। আপন ও পর সকলেই আনন্দে আত্মহারা, উৎসাহে মাভোরা; বড় লোকের বাড়ীতে এইরূপ হইয়া থাকে। শান্তিও আজ নিরানন্দ নহে, সে আজ প্রকৃত, হান্তমুখী; সে আপনার কর্তব্য হির করিয়া লইয়াছে সুতরাং সে আজ নিশ্চিত। মাঝে মাঝে তাহাকে গভীর, রান দেখা বাইতাইল সত্য, কিন্তু ইহা লজ্জা বশতঃ হইতেছে মনে করিয়া সে বিষয়ে কেহ মনোযোগী হয় নাই। মাতা কস্তুর এ তাব দেখিয়া প্রবী হইয়াছেন। সমবয়সীরা সে অন্য তাহার সহিত কৌতুক ঠাকুর দাদা ঠাকুর না সম্পর্কীয়েরা মগ্ন করিতে ক্রটি করিতেছেন না।

৩০শে মার্চ পর্যন্ত হাজ গণের বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

দিন থেকে, বিবাহ কুড়ার কাজ ফুরায়
না, কিন্তু বাজারের সকলেই বাত। রাতি
কাল : শান্তি আপনায় কতিপয় সন্ধ্যাসহ
জান খেলিতেছিল ; আজ তাহার সরোজের
সহিত সাক্ষাতের নির্দিষ্ট দিন, ইতিমধ্যে তাহার
মন ঢেঁল ছিল, সে কারণ তাহার খেলার
কুলাটু হইতেছিল কিন্তু সে অন্য ভাণ্ডারের
খেলার আমোদের কিছু হানি হইতেছিল না।

বৈঠকখানার বাড়িতে চং চং করিয়া দল
নাড়িল। সময় বার, সময় বার না, আশা বা
নিরাশার, হর্ষ বা শিখার, স্থখে বা ক্রোধে
সকলেরই সময় বার, বার না, দ্বন্দ্বরাং শান্তিও
আশঙ্ক ও উদ্বেগের সময় চলিয়া গেল। “আমি
অনুচ্ছ, তোমরা ততক্ষণ থেলো” এই ব’লিয়া
সেখানে হঠাৎ উঠিয়া দ্রুত পদে, আপনানার
ঘরে গেল এবং একটা নাতি ক্ষুদ্র রূপার
কোটা আপনানার আঁচল মধ্যে লইয়া নদীর
দিকে গেল। বহলোকের সমাগম, সর্বদা
লোক বাতায়িত করিতেছে, দ্বন্দ্বরাং শান্তির
গতিবিধি কেহ লক্ষ্য করিল না।

অম্পই চোখাশোকে শান্তি দেখিল, সরোজ
তাহার জন্য পূর্ক নিষ্কিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করি-
তেছে। শান্তি ক্রত পদবিক্ষেপে তাহার জন্য
নিকট আসিল, একটা প্রাচীন বট বৃক্ষের
আড়ালে উত্তরে বসিল। আজ দুইমাগ পরে
উত্তরের নির্ঝরনে লাক্ষ্য—ভাড়াদের পর-
স্পরের ছন্দর দ্বার পরস্পরের নিকট উদ্ভুক্ত
করিবে উৎসুক ছিল কিন্তু সে অবসর নাই,
সময় সংক্ষেপ, তাই শান্তি সমস্ত কুষ্ঠা ও লক্ষ্য
স্বাগণ করিয়া বলিল “সরোজ, আজ তোমার
কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছি, শুধু তোমারে
কাছে রথ, সংসারের কাছেও আজ শেষ বিদায়
লইব সত্যকথ্য করোছ, একজনকে ছন্দর দিবা
আর একজনকে দেহে রান ক’রে কলঙ্কিত
হতে পারি না। তোমার পণ্ডা আমার
এ প্রাণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও আরাধনা

হিল, এখন দ্বিঃ-বিক্রয়ার তোয়ার পাইল না, তখন কী-বন, বিসর্জন দিত দ্বিঃ-কবিতা। সপ্ন মংগনে, জীবন শেখ হুয়াই, দুটি মন্ত মনে করিলাম, উৎসাহ লোকে আনন্দকে করেছি বুঝে না গিয়ে। অহি করে, একটা সাপুড়কে অর্থে বশীকৃত করিলাম, এলটা বিবরণ যাপ বিনিময়। আর দুটোর মধ্যে আমার সব কুয়াইবে। এ ক্ষেত্রে তোয়ার পাইল না, আশীর্বাদ করে বেন পুনরায় তোয়ার পাই।” এই বলিয়া শান্তি তি জানিতে লাগিল। সরোজ কি বলিতে যাচ্ছে-ছিল, কিন্তু শান্তি বাধা দিয়া কহিল—“আমার তনিবার সময় নাই, এখনই দ্রুত আমার খোজ পড়িবে। তুমি বাধা বলিবে, আমি তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু মরণ দ্বিঃ-আমার উপায় কই” বলিয়া পুনরায় নীরব হইল। ক্ষণেক পরে বলিতে লাগিল—“সরোজ, স্বামী, তবদেবতা মনে পড়ে, কি সেই পূর্ণমা রাত্রি, মিলনের সেই প্রথম বিচ্ছেদের সুত্রপাত। আমার এ আত্মনের সব আশা, সব সুখ, ভালবাসা কিছুকণ পরে সব কুয়াইবে। আর একবার—আর একবার সেদিনকার মত সেই প্রাণভর—” বলিয়া আর বলিতে পারিল না, অধোবদন হইল, সরোজ প্রাণত্যাগ চূড়ন করিল। সরোজের বকে সুখ লুকাইয়া কানিতে লাগিল। সরোজও আর দ্বিঃ-থাকিতে পারিল না, হুঁসিয়া ফেলিল।

পুকুরের দূরত্ব বজাবন্ধই করিল; সুতরাং
অল্পকণ পরে মরোজ আশ্রয় সংগ্রহ করিলেন,
এবং শান্তির হস্ত হইতে সহায় কোহিনী নইয়া
বাণী মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর
মাগনার অকল ব্যাধ শান্তির অঙ্গুলি মুখ-
ইয়া সরেহে মুহুর্ষের কহিল “শান্তি ! কীদিগ
না, সকল দিক চেয়ে, সব দিক বজায় রেখে
কাজ কর্তে হই। আশ্রয়ভায়া মহাপাণ, আর
আশ্রয়ভায়া আমাদের অতীষ্ট সিদ্ধ হবে না

[illegible]

শান্তি এইজন্য তীব্রবে সর্বোদ্যোগ করিয়া
 গুলিভেদিল। আবার বাংলার বাধা ভাঙিল,
 সর্বোজ ও শান্তি পুনরায় ঈর্ষিতে লাগিল
 কতজন এইরূপে গেল, তারপর শান্তি সর্বো-
 জের চরণে প্রাণাম করিয়া গৃহে চলিয়া গেল;
 সর্বোজ বহুজন ভ্রাহাকে দেখা গেল, একদৃষ্টে
 তারার পায়ে চাহিয়া রহিল, তারপর আপনার
 গৃহান্তিমুখে প্রস্থান করিল।

আজ শান্তির বিবাহ। শান্তি সমস্ত দিন
কাদিয়াছে, আপনুর প্রাণের কথা, মথুর
কথা ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়াছে,
কিন্তু কে জানে, ভগবানের কাছে তাহা
পৌঁছিয়াছে কিনা।

আর মরোজ ! আপ ডাহার চিক চকল,
আকুল, যে, অনেক বন্দ, লাইগা পতকায় সে
শান্তিকে আপনার বিহিত কতখ, একক
সহস্রবেশে বিমোহিত, আপ ডাহার সে বানসিক
শক্তি সে হারাইল ফেরিয়াছে। তাই তাহার
কনক শান্তির জীবী বিরহ আবেশ, অশান্ত,
উৎকিষ্ট।

সকল উত্তীর্ণ হইয়া নির্গমে । সরোজ
অস্থির আবেগে নরুন। নদীর বাটে আশ্রয়
বসিল। কিন্তু সেখানেও সে অস্থির হইল।
অস্থিরতায় চলিল। অস্থিরতায় গভীরতা ; নির্গল

পুণ্ডিত "কাহ্নের লোক" শ্রব হইতে চলিল, কংগ্রেস লউন।

সমুদ্রে যে সকল বড় পাহাড় পড়িয়াছে, সেই সকল পাহাড় কাটায়া রাখা করা হয় এবং বহু ব্যয়সাধ্যক বিবেচনা করিয়া কোম্পানী এই সকল স্থানে হুড়ক পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। গাড়ী বখন এই হুড়ক মধ্যে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের গাড়ীতেই বৈজাতিক আলো জলিয়া উঠে, কারণ, ইহার ভিতর ভরানক অন্ধকার। এমন কি গাড়ীর এক পার্শ্বস্থিত লোক অপর লোককে দেখিতে পার না। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীর এই সুবন্দোবস্তে বাস্তবিক আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। আবার গাড়ী বখন হুড়ক অতিক্রম করিল, তৎক্ষণাৎ অননি সহস্র আলো নির্ক্ষিপিত হইয়া গেল। বখন গাড়ী হুড়ক পথে প্রবেশ করে, তখন এঞ্জিন হইতে উচ্চঃস্বরে বংশীধ্বনি হইতে থাকে এবং বতকণ সেই হুড়ক অতিক্রম না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্তাৎই শব্দ হইতে থাকে। কারণ যদি কোন জীব জন্তু এই হুড়কে অবস্থান করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই শব্দেই পলায়ন করিয়া থাকে। এতক্ষণে আমরা সেই পাহাড়ের প্রবেশ দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। কত দূর পথ ছোট বড় পাহাড় আমাদের নরম পথে গতিত হইতেছে এবং সেই সকল পাহাড়ের গারে অসংখ্য বিটলী শ্রেণী শোভা পাইতেছে; কিন্তু হৃৎকের বিষয়, ইহার কোনটী কোন জাতীয় বৃক্ষ, তাহা আমরা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না। এ সকল বৃক্ষ আপনাদের দেশে আনৌ লক্ষিত হয় না। আমাদের গাড়ী সবেগে ছুটিতে লাগিল। বড় গাড়ী অপেক্ষা এই ছোট গাড়ীর বেগ কোন অংশেই ন্যূন বলিয়া বোধ হইল না—বরং ইহার তেজ বেন আরও অধিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি গাড়ীর পূর্বাঞ্চলধারে বসিয়া এই সকল পাহাড়ের বিচিত্র শোভা সম্বলন করিতে করিতে চলিয়াছি, হঠাৎ নিম্নদিকে দৃষ্টি পড়ায়

একটি খট্ট দেখিতে পাইলাম। খট্ট অর্থাৎ পাহাড়ের পার্শ্বস্থিত গর্ত। ইহা দেখিতে অতি ভয়ানক; গাড়ীর উপর হইতে দেখিলে বাস্তবিক ভয় হয়। উহার মধ্যে মাছুষ পড়িয়া গেলে আর উদ্ধারের উপায় থাকে না। উহার ভিতর ঘোর অন্ধকার, আলোক রশ্মি মোটেই প্রবেশ করে না, উহার তলভূমি যে কত নিম্নে অবস্থিত, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তনিত্তে পাওয়া যায় যে, এই সকল পাহাড়ের খট্ট ভয়ানক বাশদলখুল ও ব্যাঘ্র ভরূকের আবাস স্থল। বাহা হউক, এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা চলিয়াছি; কিছুক্ষণ পরে আমরা আর একটি বৃহৎ হুড়ক পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ হুড়কটি আর ১১০ বাইল দূর। ইহা অতিক্রম করিতে আমাদের গাড়ীর তিন মিনিট সময় লাগিয়াছিল। অতঃপর আর একটি নিম্ন পাহাড়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উহা যে কত নিম্নে অবস্থিত এবং ঐ পাহাড় হইতে কত মাইল উপর দিয়া যে আমাদের গাড়ী বাইতেছে, তাহা কিছুতেই অনুমান করিতে পারিলাম না। সাতটা দিয়া পথিকগণ ছুটিতেছে, উহাদিগকে কুহ পুতলিকার দ্বার বোধ হইতে লাগিল। পর্বতস্থিত বড় বড় বৃক্ষসমূহ যেন হর্যার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণাসভা।

শ্রীতারকনাথ চৌধুরী, গ্রাহক।

প্রশ্ন। প্রস্তরের উপর সহজে কোন ফল ফুলের চিত্রাদি খোদাই করিবার কোন সহজ উপায়, আপনাদের জানা থাকিলে “কাজের লোক” প্রকাশ করিলে বাঞ্ছিত হইবে।

উত্তর। “ডেকরেটারস’ অ্যাসোসিয়েশন” নামক

কোন আমেরিকান যন্ত্রক্ষেত্রিক নির্মিত প্রক্রিয়া দেখিয়াছিল, আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এই প্রক্রিয়াকে “Etching on stone” বলে। প্রস্তরের উপর বিদ্যা প্রস্তর খোদাই করিতে হইলে তাহাকে খুব ভাল করিয়া ধুইয়া শুক করিয়া আরবী গঁদ (তরল) এবং নাইটিক এসিড, গলুইশন একত্রে মিশাইয়া অল্প পরিমাণে ঐ প্রস্তরের উপর মাখাইয়া তাহার উপর ডিআইন বা নক্সাটী ওবুৎ করিয়া ঐ প্রস্তরের উপর দিয়া একটু চাপ দিলেই কাগজ হইতে চিত্র বা নক্সাটী ঐ প্রস্তরে ট্রান্সফার হইয়া যাইবে, তাহার পর কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলেই নক্সার দাগে দাগে নাইটিক এসিড পাকার জন্য খাইয়া যাইবে এবং পড়ীর ছটবে। তাহার পর প্রস্তরটিকে পুনরায় ধৌত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রস্তর পড়ীর হইয়া অক্ষর, ফল, ফুলের নক্সা খোদিত হইয়াছে। আরও ডিপ বা পড়ীর করিতে হইলে ঐ নাইটিক এসিড গলুইশন প্রক্ষেপ করিলে পড়ীর হইবে।

বাবু নীনবন্ধু সামন্ত—গ্রাহক নং ২২০৩।

প্রশ্ন। এদেশে ছেলেদের খেলনার মার্কেল প্রস্তরের কোন প্রক্রিয়া বলিতে পারেন কিনা ইত্যাদি।

উত্তর। প্যারিস প্রাষ্টারকে যদি কটকিরি জলে মাখিয়া শুনি পাকান যায় তাহা হইলে তাহা শুক হইলে প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া থাকে। ইহা আমরা জানি। এই উপায়ে মার্কেল প্রস্তর হইতে পারে। কিন্তু প্যারিস প্রাষ্টারের মূল্যও একপে অধিক হইয়াছে। পোবাইবে কিনা তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু অরুণ চন্দ্র দত্ত, ১১২০

প্রশ্ন। দত্তা পরিষ্কার করিবার উপায় কি?

উত্তর। ১ ভাগ সলফিউরিক অ্যাসিডে

পুস্তক “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

(sulphuric acid) ১২ ভাগে জল মিশাইয়া তাহাতে দস্তার জিনিস ডুবাইয়া ২৪ সেকেণ্ড যাক রাখিয়া তুলিয়া লইয়া তাহার পর কাপড় দিয়া কপড়টিতেই বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। অল্প উপায় জানি না।

জিকের উপর এটি বা এনেত্র করাকে প্রেসে ব্রক বলে, তাহা আমরা ১৯০৭ সালের "কাজের লোক" সবিস্তারে প্রকাশ করিয়া ছিলাম। তথ্যটি সংক্ষেপে বলিতেছি। এই প্রেসে ব্রক প্রেসে ছাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথমে জিকের সীট বা চানরের ১ টুকরাকে তরল সলফিউরিক এসিডের সলুইশনে পূর্কোক্ত প্রক্রিয়ার ডুবাইয়া পরিষ্কার করিয়া ভাল লিথোগ্রাফিক কালি দ্বারা তাহার উপর চিত্র বা হাতের লেখা লিখিয়া সল ফিউরিক এসিডের পূর্কোক্ত প্রকার সলুইশনে বা নাইট্রিক এসিডের সলুইশনে কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলেই পার্শ্বের দস্তা ক্ষয় হইয়া যাইবে এবং কালীর লেখাগুলি উচ্চ হইয়া জাগিয়া উঠিবে। কারণ লিথোর কালীর উপর সলফিউরিক বা নাইট্রিক এসিড কার্য করিবে না, তখন উচ্চ লাইনগুলি গোদিত হইবে। তাহার পর কাঠে টাইপের সমান উচ্চতার আঁটিয়া লইয়া প্রেসে কালী দিয়া ছাপিলেই ছাপা যাইবে। আজকাল সংবাদ পত্রে এই প্রণীতির চিত্র অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা কঠিন এবং ইহার ছাপা পরিষ্কার হইয়া থাকে।

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

ঐ অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়—

আপনার প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য হইল না, ক্ষমা করিবেন।

ঐ যুক্ত বিবেচক সুধোপাধ্যায়—

"কাজের লোক" সাময়িক বা প্রায়

বিবাদের আন্দোলনের স্থান নাই। সাময়িক পত্রের আশ্রয় প্রার্থনা করিতে পারেন।

Homoeopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব

বা
মেট্রিয়া মেডিকা।

—:—

একোনাইটম্ নেপেলস্।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চক্ষু—চক্ষুর লাল ও প্রদাহযুক্ত, কৈলিকা-

সমূহ গাঢ় লালবর্ণ, অসহ্য ব্যথা। চক্ষুর তরুণ প্রদাহ। প্রচুর অশ্রু নির্গত হয় ও অত্যন্ত

যন্ত্রণা হয়।—অস্পষ্ট দৃষ্টি ও তৎসহ শিরো

মূর্ণন।—চক্ষুর ভীতিজনক প্রদাহ ও তৎসহ

অশ্রু নির্গমন।—অস্থায়ী দৃষ্টিহীনতা।—চক্ষুতে

উত্তাপ এবং জ্বালা, সেই সঙ্গে চাপযুক্ত ও ত্রুত-

গামী ব্যথা, বিশেষতঃ চক্ষু নাড়িতে ব্যথা

হয়।—চক্ষুর ক্ষীতি।—পুতলি প্রথমে সংকো-

চিত হয়, পরে প্রসারিত হয়। শুষ্ক শীতল

বায়ু সেবনে, ভূবার কণা লাগিলে, চক্ষু মধ্যে

পতিত অঙ্গার কণা বা অল্প কোন বায়ু পদার্থ

চক্ষু হইতে বাহির করিবার পর যদি প্রচুর

অশ্রু নির্গত হইতে থাকে। চক্ষুর উর্দ্ধ পক্ষের

শুক ভারি ও চাপ বোধ হয়, এবং শব্দ সমূহের

প্রবাহজনক ক্ষীতি, বিশেষতঃ প্রত্যুষে আর-

ক্তিমা। কাঠিভুক্ত ক্ষীতি। চক্ষুগত

টান বোধ।—চক্ষু সুল্লিঙ্গ অস্বস্ত হয়, চক্ষুর

আবেগ হয় ও বিবৃদ্ধি।—এক দৃষ্টে চাহিয়া

থাকে।—আলোক অত্যন্ত অসহ্য বোধ হয়,

বিশেষতঃ সূর্যালোকে। দিবাকৃত। চক্ষুর

সমূহে কাল দাগ এবং সূর্যকটীকারৎ দেখিতে

পাওয়া যায়।—অকস্মাৎ দৃষ্টিহীন হয়।—চক্ষুর

সমূহে একটা বিন্দু বা দাগ দৃষ্ট হইতেছে বোধ হয়,

চক্ষে একোনাইটের বিবৃদ্ধি—পুতলি

কিয়ৎপরিমাণে সংকোচ হয়, বাস রাখিবার

অব্যবহিত পরেই প্রসারিত হইয়া স্বাভাবিক

আকার ধারণ করে। এক সময়ে বা

কপালের এক পার্শ্বে প্রয়োগ করিলে, সেই

দিকে চক্ষে নানাবিধ দৃষ্টিহীনতা হয়। চক্ষুর

বেতাংশে একোনাটিন (aconitin) পাতলা

করিয়া মাখাইয়া দিলে, সমস্ত পুতলি সংকো-

চিত হয়, এবং কয়েক ঘণ্টা ঐরূপ থাকে।

ইহার সার কথা মূল আরব দ্বারা প্রস্তুত

মলম সময়ে বা কপালে প্রয়োগ করিলে

কখন কখন পুতলি প্রসারিতও হয়। এইরূপ

বিপরীত ক্রিয়া কেন হয়, তাহা নিরূপণ করা

দুঃসহ।

কর্ণ—কাণে ছিন্নকর ব্যথা, দক্ষিণ কর্ণ

হৃৎ হৃৎ করে যেন ক্ষুদ্র কীট রহিয়াছে বোধ

হয়।—কাণ ভেঁ ভেঁ করে ও ঘণ্টা বাজবৎ

শব্দ হয়।—কাণে আবদ্ধ ভাব, যেন বাস কাণ

কোন জব্য দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে।—প্রতিশক্তির

অস্বাভাবিক প্রাবল্য, সর্বপ্রকার শব্দ অসহ্য

হয়, সঙ্গীতও অসহ্য হয়। একবার এক বধির

বৃদ্ধা একোনাইট অতিমাত্রায় সেবন করার

অকস্মাৎ তাহার বধিরতা আরোগ্য হইয়া

যায়। কর্ণের বহির্দেশে উত্তপ্ত, লাল, ব্যথা-

যুক্ত ও ক্ষীত হয়। কর্ণমূল (ক্যানো)।—

কাণের ভিতর বাতবানবৎ অস্বস্তি হয়।

নাসিকা—নাসিকার মূলদেশে ব্যথা।

সর্দি, ব্যথা ধরে, কাণ ভেঁ ভেঁ করে, অত্যন্ত

ইচ্চি হয়, নাসারন্ধ্রের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করে,

ইচ্চিবার সময় পেটে ও বাস পজরে ব্যথা।

প্রাণশক্তির অত্যন্ত প্রাবল্য। নাসা হইতে

লোহিতোজ্বল রক্তপ্রাব, বিশেষতঃ মেটা লোক-

দের। ঐরূপ ক্রিয়া শুষ্ক, নাক রক্ত, চক্ষু

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের ভাগ ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

পলবেশ—পলাতানদের অন্য ভাড়া চাঁটা বড়
 বাধা, চৌক মিলাতে কষ্ট হয়।—পলা বড়
 কল, কখনো বাব দিকে, গরে বাকিল দিকে
 বড়, বিশেষতঃ চৌক মিলিবার সময় বা কথা
 মিলিবার সময়।—জালা করে, বিড় বাধা, এবং
 লক্ষ্যকোচ ভাব পলায় তরঙ্গ প্রবাহ, প্রবল আর,
 পলায় চিহ্নের, বাকিল, চৌকিল প্রভৃতি কলিল

শব্দবহু ও বায়ুনালী—ঠাণ্ডা লাগে ও সন্ধি,
কখন কখন সেই সঙ্গে মাথা ধরে, মূল বাথা
হয়, কাণ ভৌ ভৌ করে, এবং অজ্ঞাতসারে
প্রস্রাব করিয়া ফেলে। কল্মিত বরী—
এগ্নিগটনের শিখিলতা, তজ্জ্বল খাদ্য ও গানীর
লেহিংস্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া খসিবদ্ধ ও
কাশি হয়। ট্রেকিরা বা বায়ুনালী অসাড় হই-
রাছে, অস্থত্বত হয়।—সন্ধিতে—অরতায়,
গাজিরাই ও উত্তাপ, মাড়ী পূর্ণ ও প্রদাহ-
হৃৎক; বরভাণ্ডা ও কর্কশ; লেহিংস্রে
অত্যন্ত বাথা, খাসি অচণকালে, কাশিবির
সময় কিবা কথা কহিবার সময় বাথা বৃদ্ধি
হয়; শুক মুখথুকে কাশি, লেহিংস্র, স্বচ্ছ
মুত্, করিয়া কাশি হয়, অনবরত কাশি আসে,
বিশেষতঃ ধূমপান ও জলপান কালে, রাজে
কিবা অর্করাহের পর অর্ধ বস্টী অস্তর কাশি
হয়। অরের উত্তাপাবহার কাশি।—শিখানা
থাকে, নিদ্রা হয় না, এ পান ওপান করে,
মাথা আঁপা করে, মুখচোখ লাল হয়।
আলেকসান্দ্র, কর্কশ, কল্মিত কাশি, পরের অন্ন
উঠে, পেরের সাধা বা রক্তবিশ্রিত মেহ
থাকে। অস্ত্রবিষাচার কুলকুল হইতে রক্তো-
দ্রব, বাসা থাকে না কিন্তু রক্তের ঘাতনা হয়।
মুত্কাশির প্রবাহাবহার কখন কাশি শুক এবং
বিশ

એકત્રી નાનકડાન વિનાયક નાનકડાન નાનકડાન
 નાનકડાન એકત્રી નાનકડાન નાનકડાન નાનકડાન

काठमाडौं, १५ चैत्र २०७३

নাৎ প্রণালী, পরিষ্কারক, পলীশিংয়ের লোকের
ইহা কাজের জিনিস হইতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী।

ইয়েলো বারসোপ—	৬ ভাগ
কুইন সোডা—	৩ ভাগ
পারল অ্যাস—	১১ ভাগ
সলফেট অফ সোডা—	১১ ভাগ
পাম অয়েল—	১ ভাগ

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া বোত্রে গুঁড় করিয়া
কাগজের প্যাকেটে করিয়া বিক্রয়গোষ্ঠী
করিতে হয়।

ব্যবহার বিধি।

গরম জলে উক্ত পাউডারের কাগজের
পরিমাণ বুঝিয়া আঙ্গাঙ্গমত যতটুকু আনয়ন
দিয়া কাপড়গুলি ডুবাইয়া রাখিয়া অর্ধ ঘণ্টা
পরে কাচিয়া লইলে পরিষ্কার হইয়া যাইবে।
পরিষ্কার করিতে হইবে না। কাপড় ইহার
দ্বারা খুবই সাদা হইবে সন্দেহ নাই।

চক্ষু উঠার সহজ ঔষধ।

চক্ষু লাল, করকর করা, প্রচুর জলপড়া
যাহাকে চোখ উঠা বলে, তাহাতে নিম্নলিখিত
ঔষধটী দিলে অতিশয় উপকার হইয়া থাকে।

কানীর চিনি	১ ড্রাম
পরিষ্কৃত গোলাপ জল	১ আঃ

একটা শিশিতে মিশাইয়া রাখুন। ২১৩ বার
একে দিলে অতি সহজ চক্ষু লাল প্রভৃতি লক্ষণ
দূরীভূত হয়, ইহা পরীক্ষিত নহোমধ।

Pricle Lotion.

ত্রণমেছেতার মহৌষধ।

টিং বেন্‌জইন—	১ টেবেল স্পুন
গোলাপ জল	উৎকৃষ্ট ৩ আঃ

একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশিতে পুরিয়া লেবেল
প্রভৃতি দিয়া প্রত্যেক শিশি ১০, ১৫ মূল্যে বিক্রয়

করিলে বেশ বিক্রয় হইবে। ব্যবহারবিধি—
প্রথমে মুখকে সাবান বা বেশন দ্বারা
খুটয়া কোমল তোমালে দ্বারা মুছিয়া স্পর্শ
দ্বারা প্রত্যাহ ২১৩ বার লাগাইলে লোল মাংস
এবং ত্রণ মেছেতা তুষ্ট মুখমণ্ডল অচিরেই সুন্দর
হইবে।

নারীর সৌন্দর্য্য।

—:—:—

বর্তমান যুগে নারী সমাজে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য
বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা বাইতেছে, এই চেষ্টা
পাশ্চাত্য দেশেই অধিক। আমরা তাঁহাদেরই
অনুকরণে নারী সমাজে কৃত্রিম রূপবৃদ্ধির বহু
পন্থার প্রচলন করিয়া নারীর স্বাভাবিক
সৌন্দর্য্যের অনাবরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি,
ইহার ফলে প্রায় অধিকাংশ নারীই যৌবনেই
বৃদ্ধার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞ স্ত্রীচিকিৎসকগণও বলি-
তেছেন “Paint for face we can not
conscientiously recommend.”

পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন—“A
Woman's face is nature's own
hand painted. এই নারীর মুখমণ্ডল
স্বভাবের নিজহস্তেই চিত্রিত, ইহাতে অল্প
কৃত্রিম কিছু মাপাইবার আবশ্যক হয় না,
সেরূপ করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা অস্বাভা-
বিক, এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রতিকূল।

শুদ্ধ হিন্দুর গৃহেই স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক
কোমলতা, লজ্জাসরম, বাক্যের মাধুর্য্য সজ্জি-
তা প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান
বলিয়া কথিত হয় নাই, যে পাশ্চাত্য অল্পকর
ণের আমরা পক্ষপাতী, সেই পাশ্চাত্য দেশের
অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও বলিতেছেন যে “No
better comatic than severe tem-
perance and purity modesty and
humanity a gracious temper and

calmness of spirit; no true beauty
without the signature of these
graces in the very countenance.”

আমাদের বধেচ্ছাচারিতার কণেই নারীর
স্বাভাবিক কোমলতা, নম্রতা, লজ্জাশীলতা,
মাধুর্য্যাদি সর্বাঙ্গা নষ্ট হইয়াছে, সেই লগ্নে
সঙ্গেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতেছে,
তাহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে
আমরা নানাপ্রকার কৃত্রিম কণিক সৌন্দর্য্য
বৃদ্ধির নানা উপকরণ নারী সমাজে প্রচলিত
করিয়া শুধু যে তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য
যৌবনেই বাদ্য্যকে আশ্রয় করিয়া আনি-
তেছি তাহা নহে, ইহা দ্বারা ব্যয় বাহুল্য ঘট-
িয়া নিঃস্ব হইতেছি। পাশ্চাত্য আমদানী নানা
প্রকার যুগের এলপে বাতন জ্বা বর্তমান
ধাকার যুগের কোমল চর্মেয় ধোর অনিষ্ট
হইয়া থাকে, তাহার ফলে ত্রণ মেছেতা মাংস-
লোল প্রভৃতি উপসর্গ ঘটয়া থাকে। তাই
বলি, নারীকে সঙ্গুণে বিভূষিত করিলেই
তাঁহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিকাশ পাইয়া
উঠে কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির আবশ্যক
হয় না। সরলতা সংযম, নিষ্ঠাচার দ্বারা সাধারণ
স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য
প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

কুসুম চন্দন দ্বারা সেবায়ের সাধীনতা কি
অপূর্ণ সৌন্দর্য্যেট শোভা পাইতেন, কখন সর্বত্র
সমস্ত অর্থ ব্যয়ও অলঙ্কার বস্তাদি কি একছফা
সমস্ত প্রস্ফুটিত ফুলহার এবং চন্দনাদি শোভিত
সৌন্দর্য্যের কাছে এখনও দাঁড়াইতে পারে ?
সে সৌন্দর্য্য জ্ঞান আমরা হারাইয়া অল্পকরণের
কৃত্যমাস হইয়াছি। এদেশে কবে একথা
বুঝিবে ?

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

NOTES OF INTEREST

আবশ্যকীয় জাতব্য বিষয়।

মিঃ মাসের বক্তৃতা।—মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস প্রাথমিক সমিতির সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, টেটস্‌ম্যান ও ইতিহাস মিরার তাহার ভূমি প্রশংসা করিয়াছেন।

সময় ঋণ।—গত মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ১৫,০৮, ৩৫,৩০০ টাকা সময় ঋণ বাবতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই হইতে ৬,১৮,৫০, ০০০ ও বাঙ্গলা দেশ হইতে ১,৯৭,৭৭,২০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গলাদেশ যে বোম্বাইয়ের তুলনায় অর্থহীন, তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।

গবর্ণমেন্ট ও মংগ্যা।—গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলার নদী ও পুকুরিগীতে মংগ্যা বংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেন্টের মংগ্যা বিভাগের উপদেশ এই, যে পুকুরিগীতে অন্ন পরিমাণ জলজ উদ্ভিদ আছে, তাহাতেই মাছ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পানি প্রভৃতিতে পুকুরিগী আচ্ছন্ন হইলে মাছ ধরা যায় না। প্রতি বৎসর যে মাসে পুকুরিগীতে পোনা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; গবর্ণমেন্ট ১ টাকা হইতে ৩ টাকার ১০০ পোনা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

বাহাদের প্রয়োজন হয়, তাহারা কলিকাতা রাইটস্‌বিংলিং এ ডেপুটী ডিরেক্টর অব ফিসারিয়ার নিকট পত্র লিখিবেন। যে সকল নদী ও পুকুরিগী খাস মহালের অন্তর্গত গবর্ণমেন্ট তাহা জেলাদিগকে ইজারা দিবেন, বাহারা মাছ ধরে না, তাহাদিগকে দিবেন না। এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। কাহাকেও বৎসরের কম সময়ের জন্য ইজারা দেওয়া হইবে না। কম সময়ের জন্য ইজারা দিলে ইজারাদার মাদ্দ শেষ হইবার সময় ছোট বড় সমস্ত মাছ ধরিয়া লইয়া যার ইহাতে মংগ্যা বংশ বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয়। আশা জমীদারদিগকেও এই

অনুরোধ করি, বৎসরের কম মাছের বেন্দলকল্প ইজারা না দেন।

মাছের পোনা।—বাঙ্গালী গবর্ণমেন্টের মংগ্যা বিভাগ বোম্বাই করিয়াছেন, আগামী বর্ষাকালে বাহারা পুকুরে মাছের পোনা ছাড়িতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বাহার অপেক্ষা কম দামে সাধারণতঃ আশ্রয়কর পোনা বিক্রয় করা হইবে। বাহাদের পুকুর আছে, তাহাদের এতোকেরই সব্বদে মংগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত।

যুদ্ধ ও জনসংখ্যার হ্রাস।—১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া, সে বৎসর ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা ৪,৬২, ৩২৪ বেশী হইয়াছিল। ১৯১৫ সালে ২০৫২, ২০১ বেশী হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ববৎসর অপেক্ষা জন্মসংখ্যা ৬৭৫৬৯ কম ও মৃত্যু সংখ্যা ৪৫, ৮১ বেশী হইয়াছে। শিশুমৃত্যু অত্যধিক হওয়াতে ইংলণ্ডের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার নিউমোলাগ বলিয়াছেন, মৃত্যুসংখ্যা অনানুর্ভবিক হ্রাস করা বাটতে পারে। শিশু মৃত্যু হ্রাস করিবার জন্য বাহারা চেষ্টা করিতেন, তাহারা যুদ্ধসংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত হওয়াতে শিশু পালনের ব্যয়তা বড় শিথিল হইয়াছে।

মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার তারিখ।—সিনেট সভা স্থির করিয়াছেন, আগামী ২৩৫ জুলাই হইতে বর্তমান বর্ষের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

বর্তমানবর্ষের পরীক্ষার্থীদিগকে ইতঃপূর্বে হইবার পরীক্ষা মন্দির দর্শন করিতে হইয়াছে। আশাকরি তৃতীয়বারের পরীক্ষা নির্দিষ্টে সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

সংবাদপত্রের দশা।—ইংলণ্ডের বোর্ড অব ট্রেড রাজ্যরক্ষা আইন অনুসারে প্রচার করিয়াছেন যে, এক্ষণে আর কোন নূতন সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে পারিবে না।

বঙ্গদেশের কাপড়ের দুর্ভাগ্যজনিত কারণ ইংলণ্ডের আর সকল সংবাদ পত্রের মূল্য বাড়িয়াছে, এবং আকার খর্ব হইয়াছে। এক্ষণে বাণিজ্য সমিতি নূতন সংবাদপত্র প্রকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অবস্থা যেমন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে হস্ত প্রস্তুত অনেক পত্রিকার অস্তিত্ব রক্ষা করাই চরম হইবে।

যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যা।

একজন ফরাসী লেখক দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধে এত বন্দুক, এত তরবারি, এত কামান মানুষ মারিবার জন্য আবিষ্কার হয়। কিন্তু আরোজনের তুলনায় মৃত্যু সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কম হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি এবং অষ্ট্রেলিয়ার যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে শতকরা ১ জন মাত্র সৈন্য হত হয়।

নেপোলিয়নের সময় যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ১৬ জন। এবং ফ্রিনিয়ান যুদ্ধে খুব উচ্চ শ্রেণীর অস্ত্রশাস্ত্র থাকিলেও শতকরা ১৪ জনের অধিক হত হয় নাই।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে খুব ভাল কামান ও বন্দুক থাকা স্বত্ত্বেও শতকরা ৭ জন মাত্র মরিয়াছিল। ফ্রান্স এবং প্রুসিয়ান যুদ্ধে শতকরা ৪ জন মাত্র মরিয়াছিল। মানুষের মানুষ মারিবার যত নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইতেছে, ততদূর মৃত্যুর সংখ্যাও তেমনি কম করিয়া আনিতেছেন। হিন্দুর বারণা, “হরি রাধে ত মারে কে?”

জাপানে তাঁতের ব্যবসায়।

এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতবর্ষ হইতে সূত্র ও বস্ত্র ক্রয় করিয়া জাপানীদিগকে লজ্জা নিবারণ করিতে হইত। সে সময়ে জাপানই বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল সমূহের

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ভাকমাগুল পাঠান।

সার-সংগ্রহ।

—:—

গৃহস্থালী।

আজ কাল যেকোন দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে সকল দিক রক্ষা করিয়া চলা, মধ্য-বিত্ত লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়াইয়াছে। পূর্বে বোধ হয় সমাজে মধ্য-বিত্ত লোকের অবস্থাই সকলরূপে বজল ছিল, আর তখন সকলে মনের শান্তিতে কাটাতেও পারিয়াছেন। আজ কাল কিন্তু সেই সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়। দেশের সঙ্গে মিলিতে মিলিতে হইবে; সমাজের চাল চলন পক্ষার রাখিতে হইবে। সমাজের চালচলন অল্প রকম হইয়াছে,—সমাজে কেমন প্রবেশ করিয়াছে। সমাজ অর্থে এখন কেবল ফাঁকা আদম কারদা ও কতকগুলি ফেগনের সমষ্টি। হাতে পরস্যা নাই, ঘরে খাবার নাই; কিন্তু ফেগন মাফিক চলা চাই, এটা যে কেবল পুরুষের পক্ষে সত্য এমত নহে স্ত্রী সমাজে এটা বরং আরও বেশী সংক্রামক আবার ধারণ করিয়াছে। পূর্বে গৃহলক্ষ্মীগণ হাড়-গাঙ্গা পরিশ্রম করিতেন। সাংসারিক কাজক্মে সারাদিন অতিবাহিত করিতেন। এই সকল কাজের মধ্যে, বোধ হয় প্রধানই ছিল, গৃহ-পালিত পুত্রের সেবা, সন্তান পালন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথীর সেবা, বাস্তাদি খাওয়া শক্তের আহরণ ও সংরক্ষণ, বান ভাঙ্গিয়া চাউল তৈয়ারী করা, কলাই ভাঙ্গিয়া দাউল প্রস্তুত করা, রন্ধন পরি-বেশন করা। সমাজে সকলে স্ত্রীলোকগণের এক মুহূর্ত্ত কক্ষের বিরাম থাকিত না। মধ্যাহ্নে বা বৈকালে বা অল্প অবসর সময় সাংসারিক, গৃহস্থালীর কত খুটিনাটি কাজ করিতে হইত তাহার গণনা হয় না,—জিনিষপত্রের খোজ লওয়া, যেখানে যেটি থাকিবে রাখিয়া দেওয়া, রানারীখানা ছিঁড়ে গেছে তাহাতে একটা

ছানি-দেওয়া, বাগিচায় একটু কাজ করাই সেলাই করা, ছেলে মেয়ে কত কাপড় সেলাই করা ইত্যাদি কত কাজই গৃহলক্ষ্মীগণ করিতেন, কত হিসাব দিব। আজকাল, নানা কেসনের স্বজনী উঠিয়াছে, আমরা বাবু হই-রাছি, গৃহলক্ষ্মীগণ বিলাসিনী হইয়াছেন, এখন আর তাই গৃহলক্ষ্মীগণ কাপড় সেলাই করেন না আর করিতেও চাহেন না। পাচকে রন্ধন করিতেছে, তবু তাঁহারা অবসর পান না, মূল্যবান সময়, ঘুমে ও বাজে গল্প শুজবেই কাটাষ্টয়া দেন, যেই সময়ে নাকি সামাজ্য, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে সংসারের অনেক উপকার হয়; এই দুদিনে ত্রাণ, শিষ্টা, স্বামী প্রভৃতি অনেক পরস্যা ইচ্ছা করিলেই বাচাইতে পারেন কিন্তু আমাদের শিক্ষার এতই বিপর্যয় ঘটয়াছে যে, এত কষ্টে সংসার চালাইতেছি, তবু চিন্তা করি না বা চেষ্টা করি না বাহাতে সংসারের দু পয়সা বাচিতে পারে তাহার কেমন করে ব্যবস্থা করিব।

আজ আমি বাহা বলিব তাহা অতি সহজ সাধ্য কাজ, বাহা নাকি আমাদের গৃহের কুল-লক্ষ্মীগণ অনায়াসেই শিখিতে পারেন; আর উহা শিক্ষা করিলে তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্টা ত্রাণা স্বামী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণের সুখী অর্থস্বরূপ বাচাইতেও পারেন। এই বিষয়টা অল্প বিছুট নহে, সহজ কাজ—আমাদের নিত্যা ব্যবস্যা ভাষা কাপড় সেলাই করা।

আমরা অধিক মাত্রায় জানা কাপড় ব্যব-হার করিতে শিখিয়াছি এবং তাহাতে আমাদের অতি মাত্রায় ব্যয় হয়। অনেক দিন হইতে আমরা মনে হইতেছিল, কিরূপে আমরা সংসারের একটা বড় খরচ কমাইতে পারি, তাহার কোন ব্যবস্থা করা হইতে পারে কিনা? এতদিনের পর আমি এই উপসংহারে পৌঁছিয়াছি যে যদি আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ আমাদের কার্যের সাহায্য করেন (বাহাতে

আমাদের খরচবার ছিল) কিন্তু সে দিক এখন আর নাই। এখন আপান আমাদের বস্ত্র বোকাটয়া আমাদের লজা নিবারণ করিতেছে।

কিছু দিন পূর্বেও আপানীরা ইংলণ্ড ও জার্মানী হইতে তাঁত এবং বরন শিল্প সংক্রান্ত অস্ত্রান্ত সরঞ্জাম ক্রয় করিত। এখন আর আপানীরা তাহা করে না। এখন তাহারা তাঁত ও তাঁতের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেছে এবং নিজেদের দেশের সমস্ত অস্ত্রান্ত মিটাষ্টরা লইয়া কিছু কিছু বিদেশে চালান দিতেছে। যুদ্ধের দরুন ইউরোপ হইতে তাঁত আমদানি বন্ধ হওয়ার ভারতবর্ষ ও চীনের কাপড়ের কলওয়ালাদিগকে আপান হইতে তাঁত কিনিতে হইতেছে।

আপানে এখন অনেকগুলি কটন মিল বা তুলার (অর্থাৎ সূতা ও কাপড়ের) কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কলে প্রথমে ইউরোপ হইতে তাঁত ও সরঞ্জাম আনাষ্টয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। ক্রমে আপানীরা অল্প অল্প করিয়া এই সকল জিনিস নিজেরাই তৈ-য়ার করিয়া লইতে থাকে এবং কিছু কিছু আমদানীও করিতে থাকে। যুদ্ধ উপলক্ষে ইউরোপের আর অধিকাংশ দেশেই সাধারণ শিল্প জব্য আর বেশী কৈয়ার হইতেছে না; শিল্পের কারখানা সমূহ এখন প্রধানতঃ অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধের অস্ত্রান্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে। ব্রিটিশ-রাজ্যের সহিত মিত্রতার খাতিরে আপান যদিও জার্মানীর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু চীনদেশে জার্মানীর পরা-জয়ের পর হইতে আপান নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, এবং সুবর্ণ বোনের ব্যবহার করিয়া শিল্পো-দ্ভতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আপান কিরূপ বিরাট ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, একমাত্র তাঁত ও কাপ-ড়ের কলের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার কারখানা হইতেই তাহা কতকটা বুঝা যাইবে।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখন লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

কতকগুলো কথা। কাজের লোক হইতে নিজ
পরিশ্রম দ্বারা আত্মদিককে বাড়াইতে পারেন
এইরূপ হয়। তবে আমাদের অনেক দায়
বাহ্যতা করিয়া বাইতে পারে। আজ কাল-
কার খরচের মধ্যে পোষাক একটা সর্ব
প্রধান। খাওয়া অপেক্ষা অধিক খরচ হয়
বলিলে ভুল হয় না। আমরা এমন সামান্য
কামার সজ্জা, দরজির নিকট যাই, যাচা নাকি
সামান্য চেষ্টায় একটা ১০-১২ বৎসরের বালিকার
তৈয়ার করিতে পারে, যেমন, বালিশের ওয়াড়
পর্দা, মশারি, ছেলের সর্বস্বকম আটপোরে
আঁসা, মেয়েদের সেমিজ। এই সকল জিনিষ
বোপ হয় প্রতি পরিবারেই মেয়েদিককে সামান্য
শিক্ষা দিলেই নিজেরা উহা তৈয়ার করিতে
পারেন। তবে দেখুন, এই সমুদয় সামান্য
সামান্য জিনিষের জন্য, প্রতি ভদ্র পরিবারের
বাস্তবিক কত টাকা দরজির দেনা মিটা-
ইতে হয়।

যাহাতে এই সমুদয় নিত্য ব্যবহায়া জিনিষ-
গুলো, অতি সামান্য লেখাপড়া জানিলেও বই
দেখিয়া একটু চেষ্টা ও অভ্যাস করিলে শিখিতে
পারেন তাহার জন্য, যতদূর আমার সাধ্য
সম্মত সেলাই শিক্ষা প্রথমভাগ নামে একখানা
বই লিখিয়াছি। উহা সাধামত সরল ভাষা-
তেই লিখিতে চেষ্টা করেছি, ইহার বিষয়গুলি
পারাবাস্তবিকরূপে শিক্ষা করিলে গৃহ-ব্যবহারী
সমুদয় আবশ্যকীয় ভাসা কাপড় সেলাই শিক্ষা
একরূপ সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা শিক্ষা কবি-
বার আশা করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে
প্রবন্ধাদি, সম্বন্ধে কৃষকেই বাহির করিবার
ইচ্ছা করিলে, স্থানান্তরবশতঃ এতবার উহা
হইতে অধিক অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

আপনাদের মধ্যে যে কেহ সেলাই সম্বন্ধে
যে কোন প্রশ্ন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে
পারেন, উহা আমি আমার সাধ্যমত উত্তর
দিতে ক্রটি করিব না। বধ্যবিত্ত সমাজে ইহার

পুন বিস্তার হউক, ইহাই আমার আন্তরিক
অভিপ্রায়।

আমার ঠিকানা—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বন্দ্যো-
পাধ্যায়, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষক কল্লন ১৯১২।

আমরা আশা করি যোগেন্দ্র বাবু “কৃষক”
সেলাই সম্বন্ধে উপদেশ দানে জনসাধারণের
কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

কাঃ সঃ

EXPERT'S ADVICES.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

“Blessed is the peace maker,
not the conqueror” বিবাদীদিগের মধ্যে
যিনি শান্তি স্থাপন করিয়া দিতে পারেন,
তিনিই প্রকৃত সুখী এবং জয়ী।

If you can not heal the wound,
do not tear it’ যে ক্ষত আরোগ্য করিতে
জানে না, তাহার ক্ষত ছিঁড়িবারও আবশ্যক
নাহি। সকল সমাজেই এক শ্রেণীর লোক
আছে তাহারা সামাজিক কত আরোগ্য
করিতে জানে না অথচ সেই ক্ষত ছিঁড়িয়া
নাড়াচাড়া করিয়া সামাজিক ক্ষতের সৃষ্টি
করিয়া আবও অনিষ্ট করিয়া থাকে।

দিশুদ্ধ বায়ু উৎকৃষ্ট ভোজন, ভোজন সেবন
করিয়া শরীর সুস্থ রাখিতে পারিবে না।

The best Physic is fresh and
pure air, বিজ্ঞানে উহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পতনের পূর্বেই মানবের অহঙ্কার মান-
বের অধঃপতনের পূর্ণ লক্ষণ স্বরূপ, জগত
বহুবার ঐ দৃষ্টান্ত অচক্ষে দেখিয়াও শিক্ষা
করে না। অতি বর্ণে চতাহকা, “Pride
goes before a fall” জগতে কিছুকই

অহঙ্কার চলে না এইটী মূলক অঙ্গের উপরে
লিপিয়া রাখিলে আর পতনের সম্ভাবনা
থাকে না।

অহঙ্কারই কেবল নিজের দীনতার কথা
ভাবিও না, শেবে দীনতাই তোমাকে গ্রাস
করিয়া ফেলিবে, মাতুষ বাহা ভাবে তাহার
তাড়াই ঘটে, “বাদশাহী ভাবনা যত সিদ্ধিভাব
তাদৃশী।” ক্রমাগত ভ্রমের কথা ভাবিলে
ভ্রমের রাজ্য সংস্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য
পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, “Do not be al-
ways thinking powerly, accept
your condition with cheer” যখন
যেমন আনন্দ তাহাই সম্বোধনের সহিত গ্রহণ
করিয়া চলতে হয়। যে নানিক সমুদ্রের
সামুদ্র প্রতিকূল উত্তর বায়ুতেই জাহাজ
চালাইয়া যাইতে পারে, সেই প্রকৃত নাবিক।

শ্রীর মতী’ এবং পুরুষের কথা এই
তুইটী সভ্য সমাজের স্তম্ভস্বরূপ; যে সমাজের
এই দুইটী স্তম্ভ ক্ষীণ হইয়া যায়, সে সমাজের
অধঃপতন অবশ্যজ্ঞানী। কথাবিত্তিক এবং
শ্রীলোকের পবিত্রতা অবশ্যই রক্ষা করিতে
হয়, ইহা শিক্ষার বিষয় নহে। সুতরাং
যথোচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করিয়া সংযমী হই-
তেই হইবে।

২৭২ এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা
ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত এবং সংস্কৃত ১৭ নং অক্ষর
পত্রে লেদ হইতে প্রকাশিত।

৩০শে মে পর্যন্ত ছাত্রপণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা আত্ম।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture,

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্রমাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. 11

৫ম সংখ্যা।

MAY 1917.

মে ১৯১৭।

No. 5

NOTES OF INTEREST.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য তথ্য।

—:—

ইম্পাতের পাত।—কাহারও ঘরে আধ বা সিকি টাকি পুক ইম্পাতের পাত মজুত থাকিলে ১০ই জুনের মধ্যে গবর্ণমেন্টকে জানাইতে হইবে।

ভারতীয় সৈন্যের প্রশংসা—সংপ্রতি অনৈক অষ্ট্রেলিয়ান গোলন্দাজ ভারতীয় সৈন্যদের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন; —ভারতীয় সৈন্যগণ অত্যন্ত কঠোর, তাহারা কিছুতেই ভীত হয় না, ভীষণ যুদ্ধের সময়ও তাহারা বীরত্ব গর্বে যুদ্ধ করিতে থাকে। আমরা অস্বাভাবিকভাবে বিশেষ পটু নহি, তাহারা অল্পপুটে এমন অনার্যাসে বিচরণ করে যে, মনে হয়, যেন তাহারা অল্পপুটে কুচ করিতেছে।

লিল হইতে আরাস পর্বত সর্বত্রই অচিরে তাহাদের বীরত্ব কাহিনী শুনিতে পাওয়া যাইবে।

সম্রাট ও সাম্রাজ্যের পরিণাম।—কবিয়ার পদচ্যুত সম্রাট ও সাম্রাজ্যকে পেট্রোগ্রাডের সন্নিকটবর্তী জারস্কো সেনো প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। স্বামী স্ত্রী একই প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু প্রাসাদ এখন কারাগারে পরিণত হইয়াছে। বহু সংখ্যক প্রহরী অস্ত্র সজ্জিত হইয়া দিন রাত্রি পাহারা দিতেছে। কারাধ্যক্ষের সম্মুখে বাতীত অল্প কোন সময়ে কবিয়ার অধিতীয় কনতাশালী সম্রাট স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতেও পারেন না। উভয়কে পৃথক মহলে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইয়াছে। সম্রাটের বাসের জন্য ওট কক্ষ দেওয়া হইয়াছে, প্রত্যেক কক্ষ পাহারা দিবার জন্য সৈন্য নিযুক্ত আছে।

উভয়দিকে এতদিন নানাপ্রকার আহার সামগ্রী দেওয়া হইত, সম্প্রতি খাদ্যবস্তু সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে। সম্রাটের বেড়া ভূতা অতি সংগোপনে তাহাদের পত্র বিনিময় পাঠাইয়া দিয়াছিল, এই অপরাধের শাস্তিরূপে তাহাদের আহারের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনা যায়, কোটসেব্‌ নামক এক নাক্তি সম্রাট ও সাম্রাজ্যের পত্র বিনিময় লইয়া বাইত। একখানি পত্র প্রহরীরা হস্তে করিয়া পেট্রোগ্রাডের প্রধান সেনাপতি জেনারেল কর্ণিলফের হস্তে প্রদান করেন। সেবু মৃত হইয়াছে। কবিয়ার প্রাসাদে কেয়েনস্কি গোপনে পত্র প্রেরণের অপরাধে সম্রাট ও সাম্রাজ্যের খাদ্য বস্তু সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছেন।

সম্রাট ও তাহার পত্নীর প্রাণ হইতে লাভের আশা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। রাজকর্মচারী তাহাদের খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

কম্প্রাইসের প্রকৃত্তি, সন্মত করিয়া প্রদুরচিত্রে কথা
কহিয়াছেন। কিন্তু সম্রাজ্ঞী দণ্ডের কথা
কিছু উগ্রমুখি ধারণ করিয়াছিলেন।

ঢাকার লোহার খনি।—ঢাকা জেলার
লোহার কাপাসিয়াও রায়পুরা খানার যে সকল
খনি পাণ্ডা মাটি দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে
লোহার খনির চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

কাপাসিয়া রৈলওয়ে হইতে নোকার চড়িয়া
সানারদী দিয়া ১০ খণ্ডা গেলে উলুসার গ্রাম
পাওয়া যায়। উলুসার ৬ মাইল দক্ষিণে
লোহাতি গ্রাম। এই স্থানে বন্যাকের মত
টিপি দেখা যায়, লোকে ইহাকে দরগা বলিয়া
সম্মান করে। বাস্তবিক উহা উইএর টিপি
নহে। পৃথিবীর বন্ধ লোহা বহির্গত হইয়া বন্যা-
কর আকার ধারণ করিয়াছে। লোহাডিনাম
কর ৩০ বুকা যায় এই স্থানে যে লোহার খনি
আছে, লোকে তাহা জানিত। আবুল ফজল
আইন আকবরীতে ঢাকার লোহার খনির
উল্লেখ করিয়াছিলেন। মোগল শাসনকালে
ঢাকার লোহা প্রসিদ্ধ ছিল। অনেকে অমু-
জ্ঞান করেন, লোহাডি হইতে প্রায় ২০ মাইল
দূর স্থানে ভূগর্ভে লোহার খনি আছে। শাব
ইহার অনুসন্ধান করুন।

সবমেরিগ ধ্বংসের উপায়।—সবমেরিগ ৬০
ঘণ্টার বেশী জলগতে ডুবিয়া থাকিতে পারে
না। সবমেরিগে যে বায়ু থাকে, তাহা ৬০
ঘণ্টার মধ্যে কুরাইয়া যায়, সুতরাং নতুন বায়ু
সংগ্রহের জন্য জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে
পারে। নতুবা সবমেরিগের সমস্ত লোক নিঃশ্বাস
বন্ধ হইয়া মারা যায়। সব মেরিগ ১৫০
মাইলের বেশী একডুবে যাইতে পারে না।
অতএব যে ভাঙিত বলে সবমেরিগ চলে, ১৫০
মাইল যাইতেই তাহা নিঃশেষ হয়। নতুন

ভাঙিত সংগ্রহের জন্য সবমেরিগ ভাসিয়া উঠে
এবং তখন জলের উপর যে বস্তু ফালিত
হয়, সেই বস্তুর বর্ষণে ভাঙিত উৎপন্ন হইতে
পাকে। তাহা এক আধারে সঞ্চয় করিয়া
সবমেরিগ আকারে ডুব দেয়। সবমেরিগ জলের
তলায় ঘণ্টার ৮১০ মাইলের বেশী যাইতে
পারে না। যখন কোন জাহাজ ডুবাতে যায়,
তখন তাহার বীক্ষণ যন্ত্র জলের উপর দৃষ্ট
হয়। বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা জাহাজের অবস্থিতি
স্থান নির্ণয় করিয়া টরপিডো নিক্ষেপ করিয়া
থাকে। সুতরাং জাহাজ ডুবাওয়ার সময় সব
মেরিগ কোথায় আছে, তাহা বীক্ষণ যন্ত্র
দেখিয়া নির্ণয় করা যায়। সবমেরিগ বায়ু বা
ভাঙিত সংগ্রহের জন্যও মাঝে মাঝে ভাসিয়া
উঠিতে বাধ্য হয়। তাই আমেরিকা সমুদ্রের
সকল কামান সজ্জিত শত শত জাহাজ রাখিয়া
সবমেরিগ ধ্বংস করিতে সক্ষম করিয়াছে।
লোহাৎ জাহাজ শীঘ্র তৈয়ার করা যায় না,
তাই কাঠের জাহাজ তড়াতাড়ি নির্মাণ করা
হইতেছে। প্রশ্ন এট, জাহাজ তৈয়ার হইবার
পক্ষেই বুদ্ধি কি শেষ হইবে না?

ব্রিটিশের বাণিজ্য হ্রাস।—লণ্ডনে লর্ড
মন্ডায় সংপ্রতি লর্ড কার্জন এক বক্তৃতায়
বলিয়াছেন :—১৯১৬ সালের জুন মাসে অর্থাৎ
যুদ্ধারম্ভের সময় গ্রেট ব্রিটন ও উপনিবেশ সমু-
দ্রের ১০০ টনের উর্দ্ধ ১০১২ খান জাহাজ
ছিল। অপর সকল রাজ্যের সহিত তুলনা
করিলে আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।
১৯১৬ সালের শেষ ভাগে পৃথিবীর অপর সকল
রাজ্য সমুহের ১৩৭৪৯ খানা জাহাজ ছিল।
আমাদের জাহাজের সংখ্যা ইহার শত-
করা ৫৫।

১৯১৪ সালে আমাদিগের ১৬ শত টনের
উর্দ্ধ জাহাজ ছিল ৩৯০০ খান। এই সংখ্যা
সমস্ত পৃথিবীর জাহাজের অর্ধেকের বেশী।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসের শেষে আমাদের
জাহাজ সংখ্যা ৩৫০০ হইয়াছে। এই ক্ষতি-
পূরণের জন্য ব্যাবস্থা হইতেছে।

একটি আশ্চর্য্য বৃক্ষ।—কম্বিনপুর্ জিলায়
একটি অত্যশ্চর্য্য গাছ আছে।
প্রত্যয়ে বৃক্ষটি পত্রপাতার পূর্বক সরলভাবে
দণ্ডায়মান থাকে, সন্ধ্যাসমাগমে ইহার মস্তক
অবনত হইয়া ভূমিস্পর্শ করে। এই নৈসর্গিক
ব্যাপার প্রত্যাহ ঘটে।

ইহাকে দৈবব্যাপার মনে করিয়া জনসাধা-
রণ বৃক্ষমূলে পূজা দিতেছে এবং বৃক্ষের মালীক
এতদ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জন করিতেছে।

এই অসামান্য ব্যাপারের কারণ নির্ণয়ার্থ
অধ্যাপক সাং জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় যন্ত্র-
পাতি সহ, দুইবার লোক পাঠাইয়াছেন।
পূর্বীক্ষার দ্বারা অতি চমৎকার ফললাভ করা
গিয়াছে, উদ্ভিদ তত্ত্ব সম্বন্ধে বসু মহাশয় যথেষ্ট
আন্ধান করিয়াছেন, ইহার দ্বারা তাহাট
প্রতিপন্ন হইবে। বসু ইনষ্টিটিউট হইতে
প্রকাশিত পত্রে ইহার বিস্তারিত বিবরণ
বাহির হইবে।

জাল স্বামী।

(১)

সামান্য একখানি কাপড়ের দোকান,
তাহাও আবার রসময় চক্রবর্তীর নিজস্ব নহে,
হরিচরণ রায়ের সহিত ভাগে। উহার অর্থ
এত অধিক নহে যে, রসময় তাহার ক্ষুদ্র
সংসারটা চালাইয়া মহামায়ার নিত্য নূতন
আবদার যোগাইয়া উঠিতে পারেন। আজ
গহনা, কাল পার্শী, বেনারসী সাটী, পরম
সাটীন মণমলের বড়ি, এই প্রকার প্রত্যহ
একটা না একটা ফরমাস আছেই আছে।
রসময় যদি আজ্ঞা মাত্র বাগে, সুপুত্র হইয়া

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখনও লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

উহার কোনও বোঝাইতে না পারেন, তাহা হইলে আর বাজীতে ইড়ি চড়ে না, মহামায়ার কোম্পলেক নাড়ীটা এত কর কর করিয়া উঠে যে, মুখ আর থামে না, হরও নামে না, একাট খাটখানি এমন গরম করিয়া জ্বলেন যে, কাঁচ ঢিল বসিতে পারে না। সামসারিক অশান্তি রসময়কে এতই তাক্ত বিরক্ত করিয়া তুলি-
য়াছে যে, তিনি ঐখ্যের সীমা হারাইয়াছেন, কোথাও পলাইতে পারিলেই তাঁহার হাড়ে বাতাস লাগে।

মহামায়ার মায়ায় পড়িয়া রসময় দোকানে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ সময়ে সময়ে এত টাকা লইয়াছেন যে, আর কিছুদিন এত ভাবে চলিলে তাঁহার অংশের মুগধন সমস্তই উঠিয়া আসিবে, দোকানখানি হরিচরণের নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইবে। অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয় হইলেও হরিচরণ তাহাই চাহেন, কারণ এই সময়ে দোকানে বিলম্ব লাভ হইতাইছিল, রসময়কে অংশ দিতে বুক ফাটিয়া বাইতেছিল। এইজন্য রসময় যখন যে টাকা চাহিতেন, হরিচরণ বিনা বাধ্য ব্যয়ে তাঁহাকে তাহাচ গইতে দিতেন। রসময় যে নিজের অবস্থা বুঝতেন না, এমন নহে, কিন্তু কলহ ও অশান্তির ভয়ে তাঁহাকে মহামায়ার প্রয়োজনে যত টাকা দোকান হইতে লইতেই হইত।

এক দিন এক প্রান্তবোশনী মহামায়ার নিকট এক ছড়া চিক বিক্রয় করিতে আসিল। উহার গঠন-সৌন্দর্য্য দেখিয়া মহামায়া প্রমুগ্ধ হইলেন, উহা বিক্রয় করিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। নিকটস্থ একজন স্বর্ণকার উহার মূল্য ১৫০ টাকা ধায়া করিয়া দিল। রসময় দোকান হইতে বাটী আসিলে মূল্য দিবেন বলিয়া মহামায়া চিক রাখিলেন। বেলা একটার সময় রসময় আহার করিতে আসিয়া মহামায়ার গলায় চিক দেখিলেন এবং উহা কাহার, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহামায়া বলিলেন, কেনন স্বন্দর চিক দেখ, আর কত মূল্য! কেবল সোনার দরে পাইয়াছি, তাহা হইতেও তরি প্রতি ২৫ টাকা মূল্য দিয়া মোট ১৫০ টাকা মূল্য ধায়া হইয়াছে। ঘেরেঘেরে মোক্ষদার কড় টাকার প্রয়োজন, তাই এত সস্তায় দিয়াছে—আজই কিন্তু টাকাটা দিতে হইবে। কুক্ষণে রসময় গৃহীণীর প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। তত বেলায় দোকান হইতে খাটিয়া খুটিয়া আসিয়াছেন, তখনও নানাহার হয় নাই, সুতরাং তাঁহার মেজাজ ঠিক ছিল না। তিনি শপথ করিয়া বলিলেন যে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভিন্ন দোকান হইতে আর একটা পরসাদ লইবেন না, মহামায়ার বিলাসিতার জন্য তিনি কি ছেলেমেয়ের হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবেন?

আর বায় কোথা! বোলতার চাকে ঢিল পড়িল, চরকা বাজীতে আগুন দেওয়া হইল! মহামায়া নিজ মুক্তি ধারণ করিলে রসময়ের মাথাটাও গরম হইয়া উঠিল—স্বামী স্ত্রীতে সেই নিদাঘের তৃতীয় প্রহরে শূণ্য উদরে বেশ এক পালা কোম্পল হইয়া গেল। মহামায়ার আদেশে কি একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া। ঘুমন্ত পুত্রকে তুলিয়া খুঁকীকে জোড়ে লইয়া মহামায়া গাড়ীতে বাইয়া দাঁসিলেন, গাড়ী তাঁহার পিতৃালয়ের দিকে চলিয়া গেল। এ প্রকার ঘটনা বিরল ছিল না, কিন্তু রসময়ের অহুরোধে ও বির নাধ্য সাধনায় অল্প দিন কর্ণপাত করিতেন, আজ কেহ কিছু বলিল না, মহামায়াও গমনে ক্ষান্ত হইলেন না—বিরও আর অশান্তি ভাল লাগিতেছিল না। সে দিন আর রসময়ের আহার হইল না, উনানের ভাত উনানেই জলিয়া পুড়িয়া গেল। তিনি চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া ছাতাটা খুলিতে খুলিতে বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কি কলাহার করিয়া

সবর দরজার খিল দিয়া অকণ পাখি, তাহা দ্বারা নিজস্বের শরণ লইল।

(২)

মলিন বেশে, বুক বেঁধে, এক বড় বড় চারিটার সময় রসময় দোকানে আসিয়া বসিলেন, “হরি দাদা! আমাকে গোটা মণ পাণ্ডা টাকা দাও—এই আমার শেষ টাকা চাওয়া আর কোন দিন চাহিতে আসিব না; বাহা কিছু পাওনা হইবে, গোপালকে দিও, আমি আজই কাশী যাইব, এখানে আর একদিনও থাকিব না।” হরিচরণ তাঁহাকে অতিশয় কাতর ও রোদনোন্মুখ দেখিয়া একথা বলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া মহামায়ার সহিত বিবাদের বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইলেন। তিনি তখনই লোহার সিন্দুক খুলিয়া ১৫০ টাকার নোট বাহির করিয়া রসময়কে দিতে পেলেন, কিন্তু রসময় উহা লইলেন না। হরিচরণ অনেক বুঝাইলেন এবং রাগ করিয়া কাশী যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু রসময় কিছুতেই বাগ মানিলেন না, তাঁহার সঙ্গ অটল রহিল। হরিচরণ মুখে যতই দুঃখ প্রকাশ করুন না, এই আকস্মিক ঘটনার কিন্তু মনে মনে বড় আনন্দিত হইলেন—তিনি বাহা চাহিতেছিলেন, ভগবান তাহা দিয়াইয়া দিলেন। রসময়ের আহার নাই শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের হাত বাস্ত হইতে পরসাদ বাহির করিয়া জল-খাবার আনাইয়া তাঁহাকে অতি বড়ের সহিত খাওয়াইলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকণ পূর্বে রসময় বাজীতে আসিলেন এবং কয়েকখানা বস্ত্র ও অস্ত্র প্রয়োজনীয় সামগ্রী একটা ছোট ট্রাকে পুত্র লেন এবং একটা ছোট খাট বিছনার গাটীয়া বাঁধলেন। কি জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা কোথায় যাবেন?” রসময় বলিলেন, তিন চারি দিনের জন্য আমাকে একবার ঢাকায় বাইতে হইবে, দোকানে একখানিও ঢাকাই কাপড় নাই,

৩০শে মে পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা মাত্র।

সব কিছুর হইয়া গিয়াছে, হাজার হই টাকার চাকরি কাগজ এই সময়ে আনিবে দিওণ পাতের সম্ভাবনা। বরে চাল দান সবই আছে কিন্তু বাঁধিয়া বাড়িয়া বাইও, আর এই টাকাটা পত্র বাজার খরচ করিও; খুব সাবধানে থাকিও। যদি ইহার মধ্যে গোপালের মা আসেন ভালই; না আসেন ডাকিতে বাইও না—গোয়াল পুত্র থাকে সেও ভাল।” ক্রিকে যেমন বুকাইলেন, বড়া মাঝে তেমনই বুলিল। সন্ধ্যার পরে ঘুটের মাথায় ট্রাক ও বিছানার গাটের চাপাইয়া রসময় “হুগী আইরি” বলিয়া বাঁটা ভাগ করিলেন।

ছই দিন, চারি দিন, আট দিন গেল, রসময় ঢাকা হইতে ফিরিলেন না দেখিয়া কি মহামায়ার পিত্রালয়ে বাইরা তাঁহাকে সংবাদ দিল। মহামায়ার তখন রাগ পড়িয়া গিয়াছিল, তিনি অসুস্থতাপে জর্জরিত হইতেছিলেন, রসময়ের বন্ধ করিবার জন্ত চাকর বাওয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল না—তাঁহার মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল, তিনি চক্ষু অন্ধকার দেখিলেন। নবম দিবসে পুত্র কন্যা লইয়া মহামায়া নিজ বাটীতে আসিলেন এবং রসময়ের সংবাদ জানিয়া আসিবার জন্ত ক্রির সহিত গোপালকে হরিচরণের নিকট পাঠাইলেন। কি ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, রসময় কাশী গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ঠিকানা দেন নাই। মহামায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আপনাকে শত ধিকার দিয়া একেবারে যেন মাটির সহিত মিশিয়া গেলেন।

এক মাস, দুই মাস, তিন, মাস এমনট করিয়া দিন বাইতে লাগিল। প্রত্যহ মহামায়া রসময়ের প্রত্যাগমনের আশা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না—অসুস্থতাপে মহামায়া পুড়িতে লাগিলেন। প্রথম কয়েক মাস সংসার খরচের জন্ত হরিচরণ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তৎপরে তাহাও বন্ধ করিলেন।

মহামায়া শুনিলেন, কাপড়ের দোকানে অনেক লোকসান হওয়াতে উহা উঠিয়া গিয়াছে এবং হরিচরণ রূপগ্রহ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিকটে আর কোন সুখে অর্থ সাহায্য চাহিবেন? এখন মনের জ্বালায় উপর পেটের জ্বালা মহামায়াকে আক্রমণ করিল। তাঁহার হস্তে নগদ বাহা ছিল, তাহা খাটয়া ফেলিলেন, তৎপরে অলঙ্কারগুলি পোদ্দাবের দোকানে গেল, তৎপরে তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রয় বোধ্য বাহা ছিল, সমস্তই পেটের দায়ে বিক্রীত হইয়া গেল। অবশেষে মহামায়া বাঁটাখানি ভাড়া দিয়া একখানি খোলার ঘরে উঠিয়া গেলেন, বাঁটার সামান্য ভাড়া হইতে অতি কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন—চক্ষের জলের সহিত শয্যাভ্যাগ করিতেন, চক্ষের জলের সহিত শয্যার আশ্রয় পাইতেন।

রসময়ের কাশী গমনের পর হইতে হরিচরণ দোকানের দুই প্রস্থ খাতা খুলিলেন, এক প্রস্থে লাভ, ইহাই প্রকৃত, অল্প প্রস্থে লোকসান, ইহা অপকৃত। যখন জমা অপেক্ষা খরচ অধিক হইল; তখন দোকান তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার জ্বালকের সহিত পাটের কারবার আরম্ভ করিলেন। পাটের কারবারে বিলক্ষণ লাভ, নতুবা বাঙ্গালার বুদ্ধিমান কৃষকগণ ধানের চাষ তুলিয়া দিয়া জমিতে পাট বুনিলে কেন?

(৩)

কাশীধামে রসময় ব্রহ্ম কাশীবাসী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বাটীতে খোরাকী দিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিদ্যাহিতা পত্নী নহেন, একজন নিকট আত্মীয় বিধবা। ব্রাহ্মণ বিপত্নীক হইলে তাঁহাকে লইয়া নিন্দার ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছেন। এখানে তাঁহার স্বামী স্ত্রীর মতই বাস করেন। কাশী ধামে এ প্রকার কত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আছেন,

তাহার সংখ্যা করে কে? বাতা হউক, ইহা এক প্রকার মন্দের ভাদ। ব্রাহ্মণীর হাতে বাইতে রসময়ের আপত্তি ছিল না—তিনি নিতান্ত গোড়া হিন্দু নহেন বৃদ্ধি? কিন্তু তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিতেন, দীর্ঘ কেশ ও শ্রদ্ধা রাখিতেন, দেব দেবী মর্শনে ও পূজা; ফিকেও তাঁহার অনেক সময় অভিব্যক্তি হইত। এমন অবস্থাতেও, যখন পুঁজি ফুটিয়া গেল, তখন তাঁহাকে এক মাড়য়ারীর কাঠের গোলায় চাকরী লইতে হইল। দেশের সহিত তাঁহার আর কোন সংশ্লিষ্ট নাই, পুত্র কন্যার জন্ত মন কাঁদিলেও মহামায়ার অত্যাচারের ভয়ে হৃদয়ে পাথর চাপা দিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন; কাহাকেও একখানি পত্র লিখিলেন না, তাঁহাকেও কেহই লিখিল না। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর বাইতে লাগিল, তাঁহাতে কোন ব্যতিক্রম হইল না।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষের শিল্প।

—:—

নৈসর্গিক সম্পদে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের হিতার্থে এই দেশের শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টা হইলে ভারতবর্ষ হইতে দুর্ভিক্ষকে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে কেবল ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য বাড়িবে তাহা নহে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও অর্থ বলে বলী হইয়া উঠিবে।

মিঃ ম্যাকলিয়ড লণ্ডন বাণিজ্য সমিতির পূর্ব ভারতীয় বিভাগের সভাপতি। সংগ্রহিত তিনি সাম্রাজ্য সত্তার ভারতীয় প্রতিনিধি-দিগকে এক ভোজ দিয়াছিলেন। সেই ভোজে সার এস, সি, সিংহ বলিয়াছেন,—“অপর সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষের যে সকল সমস্ত রহিয়াছে, ধীরভাবে সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিগণ তাহাদের আলোচনা করিয়া-

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ছেন; সংপ্রতি যে ভাব অভিযুক্ত হইয়াছে তাহা যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সমস্ত সঙ্কট দূর হইবে। ভারতে ব্রিটিশের প্রাধান্য থাকিবে, উচ্চাতে সন্দেহ নাই, রাজতন্ত্র ভারতবাসী সাম্রাজ্যের অংশ হইয়াই থাকিতে চাহে। অর্থ দিশয়ে ভারতবাসী স্বায়ত্ত শাসন পাঠিতে চাহেন, ভারতবর্ষের উপর যে ভার অর্পণ করা হয়, তাহা জ্ঞানানুসারে হউক, ইচ্ছা তাহা দেশের অভিপ্রেত। যে দেশের নিসর্গ-সম্পদ এবং শক্তি যেমন, সাম্রাজ্য রক্ষণে সেই দেশের তেমন সহায়তা করা উচিত। সাম্রাজ্যের অস্ত্র সকল প্রদেয় যেন আপনাদের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের স্বাভাবিক উপকরণরাজি লুণ্ঠন করেন না। ভারতবর্ষের উপকরণ দ্বারা যাহাতে উক্ত দেশের হিতসাধিত হয়, তাহাই সর্বপ্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা হইলে উচ্চাতে সাম্রাজ্যের উপকার হইবে।”

ভারত সচিব বলেন, “ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন দ্বারা ভারতবর্ষ ও ব্রিটন উভয়েরই উপকার হইবে। ব্রিটন যদি ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতিতে কাতরতা প্রকাশ করেন উচ্চা তাহার পক্ষে নির্মুক্তি হইবে। কেবল শিল্পের জন্য নহে, রাজনৈতিক কারণেও ভারতবর্ষীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ভারতের সমৃদ্ধি বাড়াইবার জন্য ব্রিটন ও ভারতবর্ষের বণাশক্তি চেষ্টা করা কর্তব্য। ভারতবর্ষে যে সকল জিনিষ উৎপন্ন হইবে না, সেই সকল ব্রিটন দেশজাত জিনিষ বাহাতে সেখানে অধিক পরিমাণ বিক্রয় হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সঞ্জিবনী।

সর্বদংশনের মহৌষধ।

—:—

কাঁথর অনতি দূরবর্তী বালুকাময় স্থানে ২৩ বিঘা করিয়া প্রায় প্রত্যেকের বাদাম

বৃক্ষের বাগান আছে। কলগুলি সুপক হইয়াছে ও হইতেছে। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্ধেক সময় হইতে না হইতে কলগুলি শেব হইয়া যাইবে। এই সুপক বাদাম কলের রস এক আধ পোয়া প্রত্যেক ব্যক্তির বাড়ীতে থাকা বিশেষ আবশ্যক। তীক্ষ্ণ বিষধর সর্প দংশন করিলে উহার রস এক ছটাকের অধিক আন্দাজ রোগীকে পান করাটতে পারিলে সেই মুহূর্ত্তে ভগবানের কৃপায় রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। বাতাদের বাগান আছে তাহারা সুপক বাদাম ফলকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া রস বাহির করতঃ ২১ কলসী রাখিয়া থাকে। কিছুদিন ঐ রস থাকিলে শুড় হইয়া যায়। সেই শুড় দেশের অধিকাংশ লোকে আহার করিয়া থাকে। যদি কাহারও ঐ রস সংগ্রহ ইচ্ছা থাকে, আর তাঁহাদের আয়ীয় স্বজন যদি কাঁথি মহকুমায় চাকরী উপলক্ষে আসিয়া থাকেন : তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা (অথবা আমার নিকট হইতে) সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন। এত সময় অতীত হইলে আর পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িবে। আনি কোন স্বার্থ সাধনের জন্য বলি নাই। লোকের মঙ্গলার্থে এবং সাধারণ লোকের জ্ঞাতার্থে অথবা সর্বত্র প্রচারার্থে জানাইতেছি। বিনা মূল্যে সুপক বাদাম ফল এদেশে পাওয়া যায়; তবে ২৩ নাইল হইতে মজুর দ্বারা সুপক বাদাম ফল সংগ্রহ করিয়া তাহার রস বাহির করিয়া লইতে হয়। এখন হাটে বাজারেও সুপক বাদাম ফল বিক্রয় হইয়া থাকে। পরসার ৫৭ গণ্ডা করিয়া বিক্রয় হয়। মে: হি:।

সংসারযাত্রার শঙ্কট।

—:—

চাউল, ডাউল, লবণ, ঘৃত, তৈল এসকলের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে; প্রত্যেক গৃহস্থ তাহা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছেন।

পরিধেয় বিলাতি আমদানী বস্ত্রের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ১ জোড়া পাঁচ হাতি ছেলেদের কাপড় বাহা দ্বারে দ্বারে কেব্রিওয়াল-গণ টাকার-খানা বিক্রয় করিয়া বেড়াইত, সেই কাপড়ের ১ জোড়ার মূল্য ১০, ১২ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ণ বয়স্কের কাপড় ১ জোড়া এখন আর ৩০/০ হইতে ৪০ টাকার কম পাওয়া যাইতেছে না। দোকানদারগণ বলিতেছে, মূল্য স্ফারও বৃদ্ধি হইবে।

ভেঁতুল ১৫ হইতে কখন এক আনার উপর হইতে দেখি নাই; কিন্তু গত বর্ষে তদান-নক ঝড়বৃষ্টি হওয়ার জন্য ভেঁতুল এ বৎসর ১০ চারি আনা সেরে দাঁড়াইয়াছে। চিনি তদূর্ণ লা, শুড় টাকার পাই বাপা ১/৩ সের মাত্র। কাপড় কালী সমস্তই অগ্নিমূল্যে বাজারে বিক্রয় হইতেছে; এ সকল পরিভাগ্য করিলেও বস্ত্রের মংগাভাতেই বাঙ্গালীকে এবার শঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে এবং হইবে।

এদেশ এই দারুণ হুদ্দিনে প্রকৃতই অন্তঃসার শূন্য হইতে চলিয়াছে, দেশের কাপড়ের কল-গুলি স্থতার অভাবেই হ্রস্ত সংকীর্ণ হইয়া কিছু কাগ্য করিতেছিল, এখন তাহা বন্ধ হইতে চলিল। এদেশের লোক জগতের বাজারে ক্রেতা, কণনও দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া বিক্রেতার স্থান অধিকার করিতে পারে না। নানান দিকে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি হেতু সংসার যাত্রা নিষ্কাহ করা হু:সাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার প্রতিকারের উপায় কি? বস্ত্রের জন্য এদেশে পুনরায় তুলার চাষ এবং চরকার প্রচলন না হইলে এদেশের লোককে আচ্ছাদনের জন্য অতি কঠোর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। মুসলমান মহিলাগণ এবং সাঁওতালগণ এখনও এদেশের জোলাদের প্রস্তুত কাপড় পরিধান করিয়া থাকে। হিন্দু বাঙ্গালীগণ মোটা কাপড় পরিতে অনভ্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু গৃহকাণ্ডে ব্যাপ্তাবস্থায় এইরূপ কাপড়ের

৩০শে মে পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১০০ টাকা মাত্র।

যিনে পুথিবীতে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়া
সাধারণ পরিভ্রমণের এই বিষয় একটি নিশ্চয়িত
হইবে। সুতরাং উপাধানে বাঙ্গালীর অনেক
সংসারেই ধন বুদ্ধি পাইতেছে, মানসিক শান্তি
মিষ্টান্বিত হইতেছে। স্মরণিতে কি বহু বহু
সংসারে হাহাকারের ঘোল উঠিয়াছে।

गार्हपत्य शिल्प ।

কাচকে চূর্ণ করিবার সহজ উপায়।

হামান দিস্তার দ্বারা গ্লাস বা কাচ চূর্ণ করা অনেক সময় নিপদ-জনক, চূর্ণ কাচ চক্ষের মধ্যে বা হাতে ছুটিয়া বাইলে সাংঘাতিক অবস্থা দাঁড়াইতে পারে। গত বারে আমরা শিরিসু কাগজে কাচ চূর্ণ দিবার কথা বলিয়া-ছিলাম। এই কাচকে কেমন করিয়া অতি সহজেই চূর্ণ করা যায়, তাহার উপায় বলি-
(তাই। প্রথমতঃ কাচখণ্ডকে একটা চুলার মধ্যে দিয়া যখন আগুনের মত লাল হইয়া উঠবে, সেই সময় চুলা হইতে উঠাইয়া শীতল জলে ফেলিয়া দিবা মাত্রই কাচ হুস্ম চূর্ণে পরিণত হইয়া যাইবে। তাহার পর জল হইতে ছাঁকিয়া শুক করিয়া বোতল পূর্ণ করিয়া রাখিবা তাহার দ্বারা শিরিস কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এটা সহজ উপায়, জানিয়া রাখা ভাল।

কাচ এবং পোষিলেনের উপর
স্বাভাৱে লিখিবার কালী
প্রস্তুত প্রণালী।

স্বয়ং, আমোনিয়া, হাইড্রো এবং হাইড্রো
ক্লোরিক অ্যাসিড, এসক্স মনগরিসাথে

শিলাখণ্ড। তাহার গহ্বিত গম্বুজ্যাকারিত।
 কিকিং ভিন্ন একটু পুরু (thick) করিয়া।
 কলস ধারা কাঠের উপর নিধিসে সেই দেখা।
 হারী হইয়া বার : সকলে উঠে না। পত্নীক।
 কল উচিত।

✱ Faber নামক একটা কোম্পানী মাসের উপর লিখিবার এক প্রকার পেন্সিল প্রস্তুত করিতেন, তাহার দ্বারা কাচ এবং পোর্সিলেনের উপর লিখিতে পারা হাইত, নিজে তাহার প্রস্তুত-প্রণালী দেখরা গেল।

Lamp black বা ভূষা	১০ ভাগ।
সাধা মোম	৯০ ভাগ।
Tallow বা চর্বি	১০ ভাগ।

একত্র অগ্নিতে উত্তাপে গালাইয়া জমিলে পর
পেন্সিলের আকারে পাকাইয়া লইতে হইবে।

White lead	40 parts,
শ্বেত মোম (White wax)	20 parts.
Tallow	10 "

Berlin blue	10 parts.
Wax	20 "
Tallow	10 parts.

Chrome yellow.	10 parts.
Wax	20
Tallow	10 parts.

প্রস্তুত প্রক্রিয়া কাল-রসের মত । উপরোক্ত ।
গেন্সিল দ্বারা কাচের উপর লিখিতে হইলে
স্মার একটী কাজ করিতে হয় । কাচের
উপর একটা কোটীং করিয়া লইলে ভাল হয় ।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখনও লাইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না ।

তাহার উপায় সম্বন্ধিগণ White and brown sugar খেত এবং পীতবর্ণের চিনিকে জলে গুলিয়া পাতলা সরবতের মতন করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাতে একটু রেবটিকাসেড্‌ স্পিরিট মিশাইয়া মাসখানেক একটু উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে উপরোক্ত সল্টশনটিকে স্পষ্ট দ্বারা এক কোট লগাইয়া দিলেই তৎক্ষণাত্ত শুদ্ধ হইয়া বাউবে। এত যে জমী হইল, ইহার উপর অতি অনায়াসে পেন্সিল বা কলম দ্বারা যাহা ইচ্ছা লেখা বাইতে পারে।

LIQUID GLUE.

তরল শিরিস।

হেস্‌চ নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক সারেন্টিফিক আমেরিকান পত্রে উপরোক্ত উৎকৃষ্ট প্রকার শিরিস প্রস্তুতের এক প্রক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন; এই শিরিস দ্বারা কাঠ এবং লৌহ জুড়িলে সহজে খুলিবার সম্ভাবনা থাকে না।

Clear gelatine ১০০ ভাগ।
Cabinet maker's glue বা কাঠের মিশ্রিত বা শিরিস ব্যবহার করেন তাহারই ১০০ ভাগ আলকোহল ২৫ ভাগ
Alum বা কটকির চূর্ণ ২ ভাগ
উপরোক্ত সমস্ত গুলিকে ২০০ ভাগ Acetic acid (২০ পারসেন্ট) এর সহিত মিশাইয়া গরমজলের তাপরায় (Water bath) এ উত্তপ্ত করিতে হইবে। এই শিরিস লিকুইড বা তরল হইবে এবং ইহা দ্বারা লৌচপাত ও কাঠের সহিত জুড়িলে সহজে খুলিবে না।

English Mechanic.

এই শিরিস সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কাজের লোক, কলিকাতা, মে, সন ১৯১৭।
চনার আর সুবিধা নাই, সেই জন্য পাঠকগণ আমাদিগকে বেন করা করেন। সংবাদ এবং মাসিক পত্র পরিচালকগণের যে ঘোর সঙ্কট কাণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সত্যলই বুঝে দেখিতেছেন।

BEST HAIR WASH.

কেশ ধাবন।

ইহা দ্বারা কেশ বৃদ্ধি হয়, এই আরক দ্বারা কেশ খোঁচ করিলে কেশমূল নষ্ট হয়।
“The following hair-wash is recommended to strengthen and improve the growth of hairs.”

(Erasmus Wilson's)

Eau de cologne (strongest) 8 oz.
Tincture Cantharides 1 Fluid ounce

Oil Lavender (Eng.) half fl. ounce
Oil Rosemerry Do

এই গুলি একত্রে মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট চেয়ার ওয়াশ প্রস্তুত হইবে। ইহার সহিত অর্ধ ড্রাম অয়েল অরিগেনাম্ (Oil Origanum) মিশ্রিত করিলে আরও সুন্দর হইবে। কেহ কেহ বলেন, অয়েল লাভেণ্ডারের পরিবর্তে উপরোক্ত দ্রব্য দেওয়া যায়; কিন্তু তাহা করিলে সৌরভ কম হইয়া পড়ে সুতরাং ওয়েল লাভেণ্ডার পরিচয়্য করা উচিত নহে।

A safe hair dressing.

উৎকৃষ্ট মিরাপদ কেশ তৈল।

উৎকৃষ্ট কোচিন নারিকেল তৈল ১২ আঃ
রেড্ডির তৈল (রিকাইন করা) ৩ পাউণ্ড
প্রথমে নারিকেল তৈলকে মশাইয়া তাহাতে রেড্ডির তৈল দিয়া খুঁঁ ঘোরে আলোড়ন

করিয়া মিশাইতে হইবে। যখন সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া বাইবে, তখন ইহার সহিত Strong Alcohol খুব কড়া মশায়ার ৪ পাউন্ট মিশাইলে উৎকৃষ্ট কেশ বিজ্ঞানের আরও প্রস্তুত হইবে, ইহাতে রোজমেরি করেক কোচি দিয়া সামান্য সৌরভযুক্ত করিলেও ক্ষতি নাই।

এলা বাহন্য যে, নারিকেল এবং রেড্ডির তৈল উভয়েই কেশের পক্ষে উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর দ্রব্য বলিয়া ভারত মহিলাগণ আত্মীন ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ রক্ষা করিতে পারিতেন। আজ কাল লৌহী নামের নানা প্রকার তৈল ব্যবহারে যুবতীর মস্তকেও পক্ষ কেশ তুলিতে লোক মাথিতে হইতেছে। আজ এই পণ্যই রহিল।

ব্যবসায় এবং বন্ধু সাহিত্য।

—:—:—

ব্যবসায়ী হইলেই যে ধর্মজ্ঞান শূন্য হইতেই হইবে, এমন কথা বহু উপন্যাস এবং গল্প লেখকের গ্রাহে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বহু ব্যবসায়ী পরহিতার্থে এমন সংকর্ষ্য করিয়া গিয়াছেন যে, অব্যবসায়ী তথা কথিত বহু ধার্মিক অপেক্ষা তাহার শীর্ষস্থানীয়, এমন দৃষ্টান্তের সম্ভাব্য নাই। অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায় হইতে আমাদের বহু বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বড় বড় সং কাজ করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত চক্ষু করাইলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী লেখক কদাচিত তাহার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কুরুপাহী, মতিলাল শীল, সাগর দত্ত, তারক প্রামাণিক প্রভৃতি মহাত্মাগণ ব্যবসায় বাণিজ্যেই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া পরহিতার্থে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অমর্য লাভ করিয়াছেন তাহা কাহার নিকট অবদিত?

ব্যবসায়ীর প্রচুর অর্থ দ্বারা অগভীর এত

পুস্তক “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মহৎ কার্য ব্যয়িত হইবার সুযোগ, তাঁরা তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম ধার্মিকের আগ্রহও অপোচন। অগতের সর্ব দেশেই মহাজনের অর্থেই বড় বড় লোকহিতকর কার্য সমূহ সমাধান হইয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়ীকে ঘৃণা করা কোনক্রমেই ধর্ম সম্বন্ধ হইতেই পারে না। বাঙালী বহুকাল দাসত্ববৃত্তি করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্মান করিতে বিম্বৃত হইয়াছে, সেইজন্য দাসত্বের গল্প, দাসত্বের অধিক দৃষ্টান্ত বাঙালীর লেখার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এষ্ট সুরটা বদলাইয়া একটু অঙ্গুলস্বাদন করিয়া এদেশে যে সকল ব্যবসায়ী স্বনামধন্য হইয়া পরকিত্তার্থে তাঁহাদের অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদের জীবনীর বাঙালা সাহিত্যে প্রচুর স্থান আমরা দেখিতে চাহি। আমরা সেই আদর্শ আমাদের সম্মানসম্বন্ধে দেখাইয়া রাখিব। “Examples are better than precept”.

প্রত্যক্ষ সং দৃষ্টান্ত দেখাইলে দেশের অসং পঞ্চাবলম্বী বহু ব্যবসায়ীর চরিত্র গঠিত হইবে, দেশ তাহা দ্বারা মহা উপকৃত হইবে। সদাশয় গবর্ণমেন্ট এখন বাঙালীকেও যুদ্ধ-কাণ্ডে নিয়োজিত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, এখন যেমন বাঙালা সাহিত্যে শুদ্ধনায়ক নায়িকার প্রেমের প্রবাহ না তুলিয়া বীর কাহিনী শুনাটলে এখন বাঙালীর ছেলের সেইরূপ সাহিত্য দ্বারা লুপ্ত বীরত্ব জাগরিত হওয়ার সুযোগ হইবে, সেইরূপ সং ব্যবসায়ীর পর হিতকর কাহিনী দ্বারা অসং ব্যবসায়ীর লুপ্ত প্রায় নীতিজ্ঞান পূর্ণ জাগরিত হইবে। এদেশ ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষির উন্নতি ব্যতীত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। অর্থের অভাবেই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে সেই অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য না হইলে আমরা প্রকৃত বহুদায় লাভ করিতে পারিব না।

অতাবী দরিদ্রগণই অভাবত কাপুরুষ হইয়া

থাকে। সেই দরিদ্রতা মোচন শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষতা ব্যতীত সম্ভবে না। অর্থের অভাবের মায়াবহ সহানুভূতিশূন্য হইয়া পড়ে, পরোপকার প্রবৃত্তি স্তব্ধ হইয়া যায়, কেহ কাহারও সুখের দিকে তাকাইতেই পারে না। এই অর্থ শিল্প এবং ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোনরূপেই প্রচুর পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

আমরা ব্যবসায়ী জাতি, সেই জন্য আমাদের সাহিত্যে ব্যবসায়ীর আলোচনার জন্য স্থান দিতেও শিক্ষা করি নাই। ব্যবসায়ী হইলেই যে ধর্মজ্ঞান শূন্য হয়, এ ধারণা জন্ম হইতে মুক্তিলা ফেলা উচিত, কারণ এই ধারণা ভ্রান্ত।

দেশের সংব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহারা সংস্কার দ্বারা দেশের মহৎ উপকার করিতে পারেন ইহা অসম্ভব নহে। আমাদের বাঙালা সাহিত্যে এমন ব্যবসায়ীগণের চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থান পাইলে বাস্তবিক বাঙালা সাহিত্যের একটা অতি আবশ্যকীয় শূন্য স্থান পূর্ণ হইবে।

সমাজ ব্যবসায়ী দ্বারা বিবিধ প্রকারে উপকৃত হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্যবসায়ীর সম্মান যে এদেশে বৃদ্ধি হওয়ার আবশ্যক আছে এবং সাধারণের ব্যবসায়ীকে সম্মান করিতে শিক্ষা করিবারও উদ্দেশ্য আছে, ইহা বিম্বৃত হওয়া উচিত নহে। এদেশের সাহিত্যে সংব্যবসায়ীর সং দৃষ্টান্ত দেখাইবার আবশ্যক হইয়াছে, কেন না এখন সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে, এদেশের বহু যুবক স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতেছে। এমন সময়ে প্রেমের উপভাস অপেক্ষা কন্টার আদর্শ বঙ্গ সাহিত্যে স্থান পাইবার আবশ্যক আছে।

ব্যবসায়ী অলস হইতে পারে না। ব্যবসায়ী ধর্মপক্ষেই চলিতে চাহে, কিন্তু ধর্মদারপণ জিনিষের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য নির্ধারণ করিলে, ব্যবসায়ীকে ধর্মপথ

হইতে টানিয়া অসং পথেই দাঁড় করান হয়। অনেক অশিক্ষিত ব্যবসায়ীও চতুরতার কাশ্মির লইয়া থাকে, যদি ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষেই সংপক্ষাবলম্বন করিতে শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ব্যবসায়ীর অসং পণ অবলম্বনের বোধ হয় কোন আশঙ্কাই হইত না। এষ্ট দর কমান্বসি বাণ্যপারটা যে উভয় পক্ষের অগ্রিয়, ইহা অনেকেই বুঝিয়াছেন, সেই জন্য শিক্ষিত ব্যবসায়ী একদরে বেচিনার চেষ্টা করিতেছেন এবং অধিকাংশ ক্রেতাও এখন দর কমান্বসি করা তুলিয়া ধাইতেছেন। সুতরাং ক্রমে অসং ব্যবসায়ীও সংপথে দাঁড়াইতেছেন।

টক্কর ক্রবের লটারী।—কলিকাতা টক্কর ক্রবের লটারী বা হুর্ডি খেলা এক দক্ষা শেন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রথম তিনটি বাজী বেশ মোটা রকমের। প্রথম বাজীর মূল্য ২,৯৩,১০০ টক্কর তিরানব্বই হাজার এক শত টাকার; দ্বিতীয় বাজীর মূল্য ১,৪৬,৫৫০ এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকার এবং তৃতীয় বাজীর মূল্য ৭৩,২৭৫ তিরাত্তর হাজার চতুশত পঁচাত্তর টাকার। প্রথম বাজী যিনি জিতিয়াছেন, তাঁহার টিকিটের নম্বর ১১৫৯; সাক্ষাতিক নাম,—এইচ এস আর। আমরা অঙ্গুলস্বাদনে জানিয়াছি, ইহার পুরা নাম, শ্রীযুক্ত চরশঙ্কর রায়। তিনি ঢাকাতেও তা গ্রামের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত পার্শ্বতীশঙ্কর রায় মহাশয়ের ভ্রাতা। দ্বিতীয় বাজী জিতিয়াছেন, মোকামার কোন রেল-কর্মচারীর পত্নী মিসেস মোলী। তৃতীয় বাজী জিতিয়াছেন, কলিকাতার মিসেস পি ও ব্রাউন। বাহা হউক, হুর্ডি খেলিয়া যে একজন বাঙালী জমিদার প্রায় তিন লক্ষ টাকা পাইলেন ইহাই মজার ভাল।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম /০ আনা ডাকমাস্তুল পাঠান।

RECORDS OF THRIFT.

সঞ্চয়ের দৃষ্টান্ত।

—

সঞ্চয়ী না হইলে মানুষ অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না। মিতব্যয়িতা অভ্যাসের বিবরণ, সাধনার জার ইণ্ড সঞ্চয়ে অভ্যাস করিতে হয়। অতি অল্প আয় হইতেও মানুষ কেমন করিয়া বার্ষিক্য বয়সের জন্য কিছু রাখিয়া শেষ জীবনটা সুখে কাটাতে পারে, নিম্নে তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। এদেশে আমরা নিজেরাই বালকবালিকাকে অধুনা নানা প্রকার বিলাসিতার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া যৌবন অপব্যয় করিয়া তুলি, সেইজন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার। যথেষ্টাচারী এবং অপব্যয়ী হইয়া দাঁড়ায় এবং সমস্ত সংসারই অন্তঃসার শূন্য হইয়া অগণ্য হইয়া পড়ে।

ইংলণ্ডে ন্যাসনাল থ্রিপ্টি সোসাইটি অর্থাৎ জাতীয় মিতব্যয়িতা সমাজ নামক একটা সোসাইটি বা সভা আছে। একবার সেই সভা হইতে বৎসরক্ৰমে ১৫ পাউণ্ড ১০ পাউণ্ড এবং ৫ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয় যে যে প্রথম ৩ ব্যক্তি অতি সামান্য আয় হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধক সঞ্চয় এবং আয় দেখাইতে পারিবে, তাহাদিগকে উপরোক্ত পুরস্কারগুলি বৎসরক্ৰমে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইবে। জিশ বর্ষ পরে উপরোক্ত সভা দেখিলেন যে, অনেকেই ঐ পুরস্কার পাইবার আশায় সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল বটে, তাহার মধ্যে তিন জন উপরোক্ত পুরস্কার লাভে সমর্থ হইয়াছিল। (১) একজন রেলওয়ে কুলি, বয়স ৫৯ বৎসর। সে কখনও সপ্তাহে ৩০ শিলিংএর বেশী উপার্জন করিতে পারে নাই, এই ক্ষুদ্র আয় দ্বারা তাহার জী এবং ৪টা সন্তান প্রতিপালন করিয়া যে টাকা সঞ্চয়

করিয়াছিল, তাহা হইতে ১০০ পাউণ্ড (১৫০০ টাকা) একবার চুরি হইয়া যাইলেও ৩০ বৎসরে সমস্ত ব্যয় বাড়ে ১৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২২৫০ টাকার সম্পত্তি এবং ১৫০ পাউণ্ড ১৪ শিলিং নগদ জমাইতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত জনৈক দোকানদার, তাহার বয়স ৫০ বৎসর, যখন তাহার বয়স ১৮, তখন তাহার বিবাহ হয়, তখন সে সপ্তাহে ১৫ শিলিংএর উপর উপার্জন করিতে পারিত না। যাহা হউক সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাহারই মধ্য হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া একটা দোকান করিয়াছিল এবং প্রত্যহ ২০ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিতেও সে কুণ্ঠিত হইত না। তাহার ১৪টা সন্তান এবং জীৱ ব্যয়ভার বহন করিয়াও ঐ ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে সে ১৭৩২ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫ টাকা হিসাবে পাউণ্ড ধরিয়া ৩৫৯৮০ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল, ইহা ভিন্ন তাহার দোকানে উক্ত সময়ে ১৮০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৭০০০ টাকার মাল মজুত ছিল। এদেশে এমন সঞ্চয়ী, এমন মিতব্যয়ী ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল নহে কি? কঠোর পরিশ্রমশীলতা মিতব্যয়িতার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত বলুন দেখি? তাহার পর কত দাস দাসী তাহাদের অতি ক্ষুদ্র আয় হইতে কেহ ২০০০ কেহ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জমাইতে পারিয়া উপরোক্ত পুরস্কার লাভে সমর্থ হইয়াছিল। এদেশের লোককে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিবার তেমন কোন সভা সমিতিও নাই। সৌভাগ্যক্রমে সদায় গবর্ণমেন্ট পোষ্টাফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া, তবু অনেকের সঞ্চয় প্রেরণা উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে মানুষ বড় হইয়া থাকে কিন্তু আমাদের দেশে আমরা সন্তানসন্ততিকে সেই অতি মূল্যবান শিক্ষা দিই না। তৎপরিবর্তে নানা প্রকার বিলাসিতার তাহা

দিককে উৎসাহিত করিয়া যৌবন সর্বনাশ করিতেছি। ৫ বৎসর বয়স হইতে ছেলেকে নানা প্রকারে সুসজ্জিত করি, সে কোন কঠোরতার অভ্যাস হইতে পারে না, তাহার পর উপার্জনের বয়সে সে আর তাহার লম্বা হাত, তাহার বিলাসিতা সংবর্ত করিতে পারিবে কেন? সেকালে বিদ্যার্থীকে অতি সংবী চটয়া গুরুগৃহে কঠোর পরিশ্রম করিয়া সর্ব বিষয়েই শিক্ষিত হইতে হইত। বিলাসিতা স্বপ্নেও ভাবিতে পাইত না, কাজেই মিতব্যয়ী হইয়া সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা কৃষিবৃত্তি দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া কত সংকর্ষ দ্বারা অমর্যদ লাভে সমর্থ হইত। আজ কাল অনেক বিলাসী বাঙ্গালী সারাজীবনেও ১০০০ টাকা একত্রে দেখিতে পার না। ইহা কম পরিতাপের কথা নহে; কিন্তু প্রতিকারের উপায় নাই।

HOMOEOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সিপিয়ার পুরুষের লক্ষণ।

পুংজননেস্রিয়ার চর্কলতা, Gleet গনো-
রিয়ার পর রিট হইলে প্রাতঃকালে সামান্য
প্রাণ।

স্রীজননেস্রিয়ে সিপিয়ার লক্ষণ।

সিপিয়ার স্রীজননেস্রিয়ার লক্ষণ যেন
তাহার জননদ্বার দ্বারা ভিতরের সমস্ত বাহির
হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে সে পারের উপর পা
দিয়া চাপিয়া বসে। জরায়ুতে তীক্ষ্ণ ধামটান
বেদনা, জরায়ুর কাঠি এবং মনে করে যেন
তাহা বড় হইয়াছে।

৩০শে মে পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।।০ টাকা মাত্র।

সিপিয়ার রজঃ।

এর সব প্রকারের মিশ্রণ, তাহাতে
শোণিত এবং লিউকোরিয়ার অবস্থা দেখা যায়,
Almost any combination. যদিও বিল-
ম্বিত এবং পরিমাণে অল্প, তথাপি সচরাচর
দেখা যায়। কখন নীচ, কখন পরিমাণে অল্প
বা কখনও বিলম্ব এবং পরিমাণে প্রচুর
এমনও দেখা যায়। এমন স্থলে সিপিয়া
প্রয়োগে মহৎ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

সিপিয়ার কালী।

সিপিয়ার কালী যেন পাকহলী বা উদর
মধ্য হইতে উঠিতেছে বোধ হয়। গয়ের
লবণাক্ত, এপিগাস্ট্রয়মে খোঁচা দেওয়ার মত
বেদনা বোধ। হৃপাখ্য কালী, বমন ও তৎসহ
পিত্ত বমন এবং বন্ধে কাশিবার সময় বেদনা।
সে বেদনা চাপ দিলে উপশম হয়।

স্নায়ুশূলে (Scitica) সিপিয়া।

বসিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, আসন হইতে উঠিলে,
বেদনা বৃদ্ধি, গুরুপরিশ্রমে বৃদ্ধি, আবার সময়ে
সময়ে পরিশ্রমে লাঘব। যেন ছুরিকা দ্বারা
কর্তনব্যয় যন্ত্রণা, রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া
শান্তি পাইবার আশায় বেড়াইতে যায়।

সিপিয়ার চর্মোদ্ভেদ।

ERUPTIONS.

অলপূর্ণ বামাচীর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ
গাল এবং চিবুকের চতুর্দিকে উঠিয়া থাকে,
দাড়, হরিৎবর্ণের নানা প্রকার বিন্দু বিন্দু চিহ্ন,
Liver spots on abdomen and chest.
উদর এবং বক্ষোপরে নানা প্রকার চিহ্ন। দক্ষ
রোগে সিপিয়ার দ্বারা বেশ উপকার হইতে
দেখা যায়। দক্ষ রোগে টেলুরিয়মও মন্দ নহে
তবে টেলুরিয়মের দক্ষ হইতে যে প্রাব নির্গত
হয়, তাহাতে দ্রব থাকে।

সিপিয়া এবং মিউরেক্স পরপুরা।

মিউরেক্স পরপুরাও সিপিয়া বংশীয়,
মিউরেক্স পরপুরার পেলুতিসে অতিশয় চাপ
বোধ, যেন কিছু ঠেলিয়া বাহির হইতেছে।
প্রস্রাব, রক্ত সমস্ত প্রবাহ প্রচুর, মিউরেক্স
পরপুরার প্রবণ সম্মেচ্ছা, কিন্তু সিপিয়ার
সেইটির অভাব। তন্তির সমস্ত লক্ষণে সিপিয়ার
সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়।

S. P. C.

মহিম বাবুর মুষ্টিযোগ সংগ্রহ

দস্ত ক্ষত।

দাঁতের গোঁড়ার ক্ষত হইলে যষ্টি মধু
গোলমরিচ এবং কণ্টকারী সমভাগে লইয়া
জলে গরম করিয়া সিদ্ধ করিয়া কুলকুচা করিলে
মাড়ী ক্ষত আরোগ্য হয়।

(রামগতি সরকার)

সাধারণ ক্ষতের মলম।

গাওয়া ঘৃত	১০ ছটাক
রজন গুড়া	৫ পয়সার
সাদা ধুনা	ঐ
মোম	১০ পয়সার

ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া ক্রমান্বয়ে সাদা ধুনা-
চূর্ণ, মোম এবং রজন দিলে যখন গলিয়া
যাইবে, তখন ইহাকে জ্বাল হইতে নামা-
ইয়া একটা কাঠের ঘোটন দ্বারা ঘুটিতে
থাকিবে। তাহার পর শীতল হইলে লিট্ বা
ত্ৰাকড়ার করিয়া ক্ষতের মুখে লাগাইয়া দিবে,
অতি অল্প সময়েই ক্ষত সারিয়া যাইবে।

কালোগেল ব্যবহারবশতঃ দস্ত ক্ষতের

জন্ম কর্পুর ভস্ম প্রণালী।

১পানা পিতলের সমান উপর ১খণ্ড কর্পুর
স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটা বাটা চাপা

দিয়া তাহার নিম্নে প্রদীপ জালিয়া দিবে
তাহাতে কর্পুর ভস্ম হইয়া বাটার উপরে
উঠিবে। ঐ কর্পুর ক্ষতে ব্যবহার্য এবং প্র-
থাকে যে কালোগেলে বা মারকুনার ক্ষত ভ্রমণ
অপর সর্ব প্রকার বৃণ গলিয়া ক্ষতঃ ৫৩ হইয়া
উপকারী।

পদ্ম—চাঁদল

স্রীলোকের রক্তস্রাবের মুষ্টিযোগ

কচি কাঁইবীচি সমেত তৈল চারার শিকড়
৩৪টা পোল মরিচ সহিত বাঁটিয়া গঙ্গাজল
দিয়া স্নানান্তে একবার মাত্র সেবা।

ডাঃ আশুনাথ।

শুক্র বৃদ্ধির মহৌষধ।

পুরাতন শিমুল মলের রস ২। সওয়া দুই
তোলা স্বাত্তার চিনির সহিত সেবন করিলে
উদ্বেগ সিদ্ধ হইবে।

হাঁপানীর ঔষধ।

পুরাতন কিস্তার বীজের ৩৪টা বীজের
শাঁস দুধে ভিজাইয়া সেই দুধ খাইলে হাঁপানী
ভাল হয়।

রক্ত আমাশয়।

আলকুচী পাতার রস দুইকাপে এবং
নাভীতে দিয়া ঐ পাতার ছিবড়া চিবাইয়া
খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

বিপিন বৈরাগ্য।

কীকই মূল ১টা এবং শেত চন্দন একত্র
বহিয়া সেবন করাইলে রক্ত আমাশয় আরোগ্য
হয়।

কুসুমার পাতার রস ১ তোলা আকাজ
খাইলেও রক্ত আমাশয় আরোগ্য হয়। আম-
কলের রস অর্ধ তোলা পরিমাণ ২৩ দিবস
খাওয়াইলেও রক্ত আমাশয় ভাল হইয়া থাকে।

ডাঃ আশুতোষ নাথ।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

গৃহিনী ও রক্ত আমাশয়।

কুড়চী	২৪
কেচলার মূল	২০ রতি
জারকল	১০ রতি
মোরী	১০ রতি
দারুচিনি	১০ রতি

১/৪ সের জলে কুড়চী সিদ্ধ করিয়া শেষ এক সের পাকিতে সেই জলে বাকী জবা-গুলি বাটিয়া বড়ী করিতে হইবে, সেই বটীকা প্রাতে ও বৈকালে এক একটা জল দিয়া স্বাভাৱে গৃহিনী এবং রক্ত আমাশয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

গোড়া লেবু বাহাকে জামির বলে, তাহার ১ তোলা আন্দাজ রসে চিনি দিলে যখন কুড় কুড়ি থামিয়া যায়, তখন সেবন করিলে রক্ত ও সাদা আমাশয় ভাল হইবে।

পুরাতন বাতের তৈল।

কটু তৈল বা কাট তৈল	৪ ভাগ
স্পিরিট	১ ভাগ
ভট গুড়া	১ ভাগ
পুরাতন ঘৃত	১ ভাগ
তারপিন	১ ভাগ
কর্পূর	১ ভাগ

একত্র মিশাইয়া মালিস করিলে বাত বেদনা সারিয়া যায়।

আন্দাজ ডাক্তার।

সর্পাঘাতের ঔষধ।

তেলাকুচার পাতার রস মাথার তালু এবং কতস্থানে দেওয়া এবং সেবন করা।

মুন্ডাবুড়ির শিকড় ২৪টা গোল সরিষের সহিত বাটিয়া খাওয়াইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়। ঐ শিকড় তাজ মাসের অনাবৃত্তা নিশি কি সংক্রান্তি নিশি কিবা শনি মঙ্গলবারে নিশিতে ছুটিয়া রাখিবে। এ শিকড় একখণ্ড মাহুলীর মধ্যে পুরিয়া ধারণ করিলে সর্পাঘাত হয় না।

(ক্রমশঃ)

Household infomations.

গৃহস্থ-জ্ঞাতব্য বিষয়।

ছানা প্রস্তুত:প্রণালী।

আয়ুর্বেদ মতে ছানার শুণের কথা আগে বলি। ছানা রিক্তকারক। শীতল, অন্ন মধুর রস, ছানা নিত্রাকারক, বায়ুনাশক কিন্তু শুষ্ক-পাক।

অতিশয় মোটা স্ত্রী পুরুষের মেদ বৃদ্ধি নিবারণের জন্য কয়েক দিন অর্ধ পোয়া আন্দাজ ছানার জল খাওয়াইলে শরীর হালকা হইয়া যায়, এই তথ্য কোন পাশ্চাত্য চিকিৎসা পুস্তকে পাঠ করিয়া আমি স্বয়ং আমাদের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয়ে আগতঃ একটা দীর্ঘর রমণীকে দিয়া আশাতীত ফল লাভে সন্মত হইয়াছিলাম, এই অননুভব মেদ বৃদ্ধির জন্য রমণী ইপাইতে পাকিত, সে উপসর্গ এবং খাস কষ্ট নিবারিত হইয়াছিল।

ছানার গৃহস্থে অল্প অল্প কোনরূপ কথা তুলিবার জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা করি নাই। কেমন করিয়া গৃহে উৎকৃষ্ট ছানা প্রস্তুত করিয়া আমাদের গৃহলক্ষাগণ নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সামান্য পরিভ্রমে সংসাব স্থানের করিতে পারেন, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ছানার জল না হইলে ছানা হয় না। দধি প্রস্তুতে যেমন দধীর দশল আবশ্যক, ছানা প্রস্তুত করিতে তেমনি ছানার জল আবশ্যক, ইহাকেও দশল বলে। ইহা ২১ দিনের বাসি হইলে আরও ভাল হইবে। দুগ্ধ বিত্ক ও নির্জলা আবশ্যক।

দুগ্ধকে জালে চড়াইয়া অপেক্ষাকৃত ঘন করিতে হইবে, ছানা ভাল হইবে। একটা ইাড়ি বা মালসা আবশ্যক, তাহার মুখে ঢিলে করিয়া একখানা কাপড় বাধ, তাহাতে ছানার জলে ছিটাইয়া দাও। এই বজ্র ঘেন হাড়ী

বা মালসার তলস্পর্শ করিয়া থাকে এবং হাড়ীর ভিতর একটা থলিয়ার মত হইয়া পীড়ার। পূর্বেই বলিয়াছি যে, কাপড় হাড়ীর ভিতর তুলিয়া আছে তাহাতে ছানার জল বা দশল ছিটাইয়া দাও, তাহার পর পুনরায় দুগ্ধ দাও, তাহার পর পুনরায় ছানার জল পরে দুগ্ধ এইরূপ করিলেই দেখিবে, দুগ্ধ জমিয়া গিয়াছে, তাহার পর কাপড়খানিকে ছানা সমেৎ পুট-লার মত বাধিয়া শীতল জলে ডুবাইয়া রাখ। ইহার পর জল হইতে উঠাইলেই জল বড়িয়া বাইলেই দেখিবে, সমস্ত ছানাটা ভাল পাকাইয়া আছে। এই ছানা দ্বারা সমস্ত প্রস্তুত করিলেই হইল। ইহাই উৎকৃষ্ট ছানা। সময় সময় দুগ্ধে গোমূত্র পড়িয়া ছানা করার মত হয়, ইহা দুগ্ধের বিকৃত অবস্থা। ইহা না খাওয়াই ভাল, তাহা দ্বারা পীড়া হইতে পারে। বাজারের ছানাতে নানা অপরিষ্কৃত পুরুষের জল থাকে, নানা প্রকার সংক্রামক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। খাইতে হইলে এইরূপ করাই ভাল।

MANGO.

আম্র।

—:o:—

শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, যে মেদিনীপুরে রামানুজের হুম্মান হত্যার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, বহু ধর্মপ্রাণ হিন্দুর প্রতিবাদ সম্বোধ কতক গুলি শিক্ষিত ব্যক্তি 'বান্দার মারা' আনাইয়া এই ভীষণ হুম্মান হত্যার প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় সেখানকার হুম্মান বংশ নির্বংশ করিয়া তুলিয়াছেন। এই হুম্মানেই নাকি লক্ষা হইতে ভারতে আশ্রয় লাভ স্বর্গ ফলের বীজ ছুঁড়িয়া দিয়াছিল, তাই এদেশবাসী আম্র খাইয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

মানবের কৃতজ্ঞতা অদ্ভুত রকমের, ঋণীত্ব প্রদানে গৃহস্থের এবং তাহার নবজাত শিশুকে স্বীয় বৎসকে বঞ্চিত করিয়া মাতৃব করিয়া দেয় কিন্তু সেই ঋণীত্ব শতকোটির

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখনও লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

লিকট দিয়া বাইলেও তাহাকে খোঁজাড়ে পুরিয়া দেওয়া হয়। হুজুরান বেচারী সেই জেতাযুগে জারতে রসাল আনিয়াছিল, সে কথা শুনে কা থাকিবারই কথা। তাহাদের রসাল তাহারাই বাইতে যায়, সেটা তাহাদের বাকুরে বুদ্ধিতে মোব বলিয়া বুদ্ধিতে পারে না। সেইজন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, সভ্য মানব সমাজের একরূপ হুঁতরা অসহনীয়। দেশ পান্চাত্য শিক্ষার আলোকে এমন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে যে, এদেশে যে পিতামাতার কঠোর ত্যাগ স্বীকারের গুণে সন্তান জগতে মানুষ বলিয়া গণ্য হয়, সেই পিতামাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার অপমানজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু এত করিয়াও বাঙ্গালীর দৈন্য হ্রাস ঘুচে না। হিন্দুস্থানী মারোয়াড়ীগণ গরুকে ক্রেশ দেন না, বরং দেবতার জায় সেবা করেন, রক্ষার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয়ও করেন কিন্তু তাহাদের লক্ষ্মীদেবী দেখিয়া আজ অগৎ তন্তিত। শিক্ষার আমাদিগকে টোঙ্গর করিয়া ফুলিয়াছে, সেই জন্য অতি দ্রুগিত স্বার্থ লইয়া আমরা মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিই।

বর্তমান মহাবিরাজের উত্তানাদিতে পরি-শোধিত, সেখানে বানর মারিবার হুম নাই, তাহার রাজপ্রাসাদের উদ্যান সমূহে অহরহ বিরাজ করিতেছে। যাক, কথায় কথায় অনেক ঘুরে আসিয়া পড়িয়াছি এই আশ্রয় হইতে গৃহস্থ যে অনেকগুলি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। সুপক আশ্রয়ের সদ্যবহার একটা শিশুকেও শিখাটতে হইবে না; কিন্তু কাঁচা এবং অর্ধ পক এবং পক আশ্রয় হইতে সেকালের গৃহিণীগণ যে নানা প্রকার চাটনী, কান্দুন্দী, মোরকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন, সে সকল আধুনিক বিলাসিনী গৃহিণীগণের অনেকেই জ্ঞাত নহেন, সেইজন্য এই বিষয়গুলির পুনরাবতরণ করা মন্দ নহে।

আমরা হুঁতরা মধ্যস্থত শ্রেণীর লোক একটু পরিশ্রম করিয়া ঘরে সেইগুলি প্রস্তুত করিতে যদি গৃহিণীগণকে শিক্ষা দিই, তাহাতে বহু অর্থও বাঁচিয়া যায়, অথচ স্বাস্থ্যকর জন্মগুলি প্রস্তুত হইয়া ঘরে সর্বদাই মজুত থাকে। বাঙ্গালীর সংসারকে বিগুহ স্বপ্ন স্বচ্ছন্দতার পরিপূর্ণ করিতে হইলে সহধর্মিণীকে সেট সেকালের আচার পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিতে চাইবে, তবে সংসার সুখের হইবে।

যাক্ পাকা আম হইতে আমসব প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করা কঠিন কার্য নহে, নদীয়া জেলায় প্রচুর আশ্রয় আছে। সেখানকার মহিলাগণ নিজেরা এত সুন্দর আমসব প্রস্তুত করেন যে, তেমন আমসব মূল্য দিলেও বাজারে পাওয়া যায় না।

বাজারে যে সকল নানা স্থানের আমসব আইসে, তাহা যেখানে প্রস্তুত হয় সেখানে মুসলমান স্ত্রী পুরুষ পায়ে করিয়া চটকাইয়া তাহার কাই বাহির করিয়া চাটাই ও মাছুরে দিয়া শুক করিয়া থাকে, সেই আমসব প্রস্তুত দেখিলে জনমে আর আমসব খাইবার প্রবৃত্তি থাকে না। ইহাতে স্বাস্থ্যের কোন কথাই চলে না। বাজারে কান্দুন্দী কুণের আচারে কাকবিষ্ঠাও স্থান পাইয়া থাকে। গৃহলক্ষ্মীগণ, অপটু, তাই সেই সকল কুৎসিত জব্যও বেশ চলিয়া যাইতেছে।

আমসব প্রস্তুত।

ঘরে আমসব প্রস্তুত করিতে হইলে সুপক আশ্রয়গুলিকে চটকাইয়া তাহার সব বাহির করিয়া লইয়া পাথরের থালাতে প্রথমতঃ একটু তৈল বুলাইয়া সেই সব সমান ভাবে তাহাতে বিতরণ করিয়া দিতে চর এবং রোজে স্থাপন করিতে হয়। যখন একটু আঁচিয়া আইসে তখন পুনরায় উপরুপরি আমের কাই উহার

উপর দিয়া যখন যথেষ্ট পুরু হইয়া উঠে তখন নিরুসৃতাবে শুক হইলেই পাথর হটতে উঠাইয়া লইতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত আমসব বহু দিন স্থায়ী হয়, কারণ ইহার মধ্যে জলীয় অংশ আদৌ না থাকায় পচিয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে রোজে দিলেও কথাই নাই, পোকাও লাগিতে পার না।

আমসব কদাচ খাড়া পাত্রে হওয়া উচিত নহে, তাহাতে কলঙ্ক উঠিয়া বিশ্বাদ হইবে। প্রজ্বরের জ্বরের উপরেই পাতা উচিত। এই আমের রসকে ন্যাকড়ার ছাকিয়া প্রস্তরের বাটীতে করিয়া ছাঁচে ছাঁচে ঢালা উচিত, শুষ্ক হইয়া দেশী নাড়াচাড়া করিলেও বিষাদ চটয়া যায় এবং আমসব ভাল হয় না। গাঁহারাই-রূপ আমসব প্রস্তুত করেন, তাহাদের ঘরে পংখরের এবং মাটির প্রস্তুত পোড়ান নানা প্রকার লেখা কল ফুল অঙ্কিত ছাঁচ থাকে, সেই ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করায় আমসবগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। আমসবের আম একগাছেরই হওয়া চাই। সুমিষ্ট আমই প্রস্তুত।

Mango Jelly.

আমের জেলি।

ইহা প্রস্তুতের পদ্ধতি ঠিক গোয়াভা জেলি বা পেয়ারার আচার প্রস্তুতের মত। আম-গুলিকে খোলাশু করিয়া আঁটা বাদ দিয়া মোরকা প্রস্তুতের ন্যায় জীবৎ চূর্ণ মিশ্রিত জলে যথেষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতে চাইবে। এমন সিদ্ধ করিতে হইবে, যেন অঙ্গুলী দ্বারা সামান্য চাপে গুলিয়া যায়।

তাহার পর একটা দেশী গামছাকে একটা শর্শিলেনের পাত্রে যথেষ্ট শুষ্ক করিয়া বাকিয়া ইহার উপর মর্দন করিলে ঠিক ভাল মাড়ীর জায় আমের কাইটা পাত্রে মধ্যে পড়িবে। এইরূপে আমের মাড়ী প্রস্তুত হইলে তাহার

পুরাতন “কাজের লোকের” সুচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

উপর ঢাকা দিয়া অন্যত্র রাখিয়া দাও।
তাহার পর একটা পাত্রে উনানে চড়াইয়া
তাহাতে ঐ আমের মাড়ী এবং চিনি দিয়া
পাক করিয়া লইতে হইবে। যদি আমের
মাড়ী গাঢ় হয়, তাহা হইলে সামান্য জল দিয়া
চিনিটাকে গুলিয়া ইহাতে ঢালিয়া দিয়া পাক
করিতে হইবে। যখন দেখিবে, সমস্ত কেনা
মরিয়া গিয়া কেবল জৈব ধূম উৎপন্ন হইতেছে,
তখনই ইহার পাক ঠিক হইয়াছে, তখন ইহাকে
নামাটয়া একটু শীতল হইলে একটা লেবুর রস,
একটু গোলাপ জলের ছিটা দিয়া নাড়িতে
থাকিবে, ইচ্ছা বেশ আটা আটার মত হইবে।
শীতল হইলেই মুখ চওড়া বোতলে যতদূর সম্ভব
বায়ুরোধ (Airtight) করিয়া রাখিয়া
দিবে, যখন আবশ্যক, কাচের চামচে দ্বারা বা
কাঠ নির্মিত হাতা দ্বারা তুলিয়া লইবে। শিশি
উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।
আবার কেহ কেহ একটু কড়া পাকে পাক
করিয়া প্রথম প্রস্তরের পাত্রে সমানভাবে
আমস্বের জায় ঢালিয়া দেন, যখন জমিয়া
যায়, তখন পাটালী কাটার মত ছোট ছোট
পাতলা বরফীর আকারে কাটিয়াও শিলির
মধ্যে রাখিয়া থাকেন, অথবা একতার চিনির
রসের উপর ফেলিয়া রাখেন।

এক সের ওজনের স্মিষ্ট আমের মাড়ীতে
১ পোয়া চিনি বা তদপেক্ষা কম দেওয়া চলে।
টকো আম হইলে তাহাতে অধিক চিনির
আবশ্যক হয়। যখন চিনিতে পাক হয়, তখন
টক বা মিষ্ট আমে বড় পার্থক্য থাকে না। তবে
বেশ সদৃশ্যবৃত্ত উৎকৃষ্ট আমই ব্যবহার করা
উচিত। আগামী বারে আমের অস্ত্রান্ত নানা
প্রকার চাটুনির কথা বলিব।

আলোক নির্বাণের আদেশ।

ভারতরক্ষা আইনের সংশোধনরূপে
সম্প্রতি এই আইনের আট ধারার পর

এক নতুন বিধান সংযোজিত হইয়াছে।
ইহার মর্ম এইরূপ,—উপর্যুক্ত সৈনিক
কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর
কোন ব্যক্তি জনসাধারণের নির্দিষ্ট স্থানের
অথবা ভারতরক্ষার জন্ত কোন নির্দিষ্ট স্থানের
তাবৎ আলোক অথবা কোন বিশেষ আলোক
নির্বাণ করিয়া বা মন্দীভূত করিয়া দিবার
আদেশ দিতে পারিবেন। এইরূপ আদেশ
প্রাপ্তির পর এইরূপ আলোক নির্বাণ বা
মন্দীভূত করিয়া না দিলে, এই বিধানভঙ্গের
অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে হইবে।

মিঃ তায়েবজির অপূর্ব আত্মত্যাগ।

সেদিন সুরাটের জঙ্গ মিঃ মহম্মদ
তায়্যেবজি সমুদ্রে স্নানকালে এক বিপন্ন
বালককে উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া স্বয়ং জলমগ্ন
হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

যে ঘাটে তিনি স্নান করিতেছিলেন, তথায়
আরও ৪টি বালক তখন স্নান করিতেছিল।
তরঙ্গাঘাতে উহাদের একটি বালক বহুদূরে
ভাসিয়া যায়। বালক সাহায্যার্থ চীৎকার
করিতে থাকে, অপর এক বালক তাহার
সাহায্যার্থ গমন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে উভ-
য়েই বিপন্ন হয়। উক্ত বিপন্ন বালকদ্বয়ের
মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ উন্মত্তভাবে মিঃ তায়ে-
বজিকে ধরিয়া ফেলে। ইহার ফলে বালক
রক্ষা পাইল, কিন্তু মিঃ তায়েবজি স্থলিত-পদ
হইয়া তরঙ্গাঘাতে দূরে নীত হইলেন। তিনি
সস্তরণে দক্ষ ছিলেন, কিন্তু অনতিকাল মধ্যে
ক্লান্ত হইলেন। এই অবস্থায় বালকগণ সমস্তরূপে
আর্জিনাদ করিতে লাগিল। অনেক লোকের
সমাগম হইল। মিঃ মহম্মদ তায়্যেবজীর ভ্রাতা
কৈতি, শ্যালক আব্বাস, ডাক্তার লোকমণি
এবং বহু সস্তরণপটু ব্যক্তি সমুদ্রগর্ভে সোঁপাইয়া
পড়িয়া তাঁহার সন্ধান করিল, কিন্তু তরঙ্গ

তাহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, কেহই
তাহার কিনারা করিতে পারেন নাই।

মিঃ তায়েবজি ৫১ বৎসর বয়সে এইরূপে
গৌরবময় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছেন।
তিনি সুবিখ্যাত বিচারপতি বদরুদ্দীন তায়ে-
বজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। অপূর্ব আত্মত্যাগ!
ইহার সর্গীয় আত্মার জলন্ত স্মৃতি রক্ষা
হওয়া উচিত।

MEDICAL VALUE OF APPLES.

আপেলের গুণ।

ইংরাজী আপেলকে আমাদের দেশের
আতাকল বলিয়া যেন কাহারও ভ্রম না জন্মে,
আমাদের দেশের আতাকলকে ইংরাজীতে
Custard apple কষ্টার্ড আপেল বলে। যে
আপেল রোগীদিগকে দেওয়া হয়, তাহা অনেক-
কেই দেখিয়াছেন এবং চিনেন। বিলাতের
Dietetic and Hygienic Gazette নামক
পত্রে প্রকাশিত হয় যে, অস্ত্রান্ত ফল অপেক্ষা
আপেল অধিক পরিমাণে ফসফরাস (Phos-
phorous) বিস্তারিত আছে। এই ফসফরাস
মস্তিষ্কের এবং মেরুদণ্ডের স্নায়ু সমূহের
অতি আবশ্যকীয় পোষন যোগ্য সামগ্রী সমূহের
পুষ্টিসাধনোপযোগী পদার্থ উৎপন্ন করিয়া
দেয়।

বাহারী কোন পরিশ্রম না করিয়া অহরহ
গৃহে থাকিয়া কার্য করেন, আপেলের অম্লরস
তাহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকারী, বাহাদের
যকৃত বিকৃত, আপেলের এই অম্লরস (Acid)
তাহাদের লিভার হইতে দূষিত পদার্থ সমূহ
নিঃসৃত হইবার সহায়তা করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি
সাধন করিয়া থাকে।

যদি যকৃত হইতে সেই সকল পদার্থ নিঃসৃত

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।।০ টাকা মাত্র।

না হইতে পার, তাহাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়া যেন উত্তোপ্ত হইয়া ক্ষুধিত করিয়া তুলে। ক্রমে অগ্নি (কাঁচ) প্রভৃতি উৎকট পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। বাহাদের বক্তৃত্তর দোষ, তাহাদের পক্ষে আপেল ওষধ অপেক্ষাও হিতকর। আপেল, কুল, পিয়ারা প্রভৃতি ফল যদি তিনি সংযোগে ব্যবহার না করা হয়, তাহা হইলে পাকস্থলীতে অল্প উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সকল ফলে যে উদ্ভিজ্জ-লবণ এবং রস বিস্তারিত থাকে, তাহারা উত্তরে মিলিত হইয়া কার্বনেটের সৃষ্টি করে, সুতরাং তাহা দ্বারা অল্প গুণ নষ্ট করিয়া দেয়। এইজন্য আপেল রোগীকে দেওয়া যায়। উৎকট স্থপক আপেল পাকস্থলীতে অতি সহজে পরিপাকের একটি উৎকট সামগ্রী, ইহা হজম হইতে মাত্র ৩৫ মিনিট সময় লাগে।

Medical Brief, May 1911.

AGRICULTURAL NOTES.

কৃষি-তথ্য।

—:0:—

কলার ময়দা।

অতিশয় পুষ্টিকর এবং উদরাময় রোগীর পক্ষে অতিশয় হিতকর, একথা “কাজের লোক” বিস্তারিত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কলার ময়দা অল্প কাঁচা বা কচি কলার ভাল হয় না। পাকা কাঁটালে, চাপা বিশেষতঃ ডহরে কলাকে রোড়ে শুক করিয়া জাঁতার পিষিয়া লইলে উৎকট কলার ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আফ্রিকার প্রচুর কলা উৎপন্ন হয়, এবং সেখানকার ময়দা ইয়োরোপের লোক সাধারণের আশ্রয় করিয়া লইয়া যায়। কারণ ইয়োরোপীয়গণ কদলীর গুণ মহাশয় বুঝিয়াছেন। এদেশের ইয়োরোপীয়গণও প্রচুর কদলী ভক্ষণ

করিয়া থাকেন, কদলী মাংস অপেক্ষাও পুষ্টি-কর, ১৯১১ সালের “কাজের লোক” ইহার গুণের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠকগণ পাঠ করিতে পারেন।

হাড়ের গুড়া।

শাক সবজীর বাগানে হাড়ের গুড়া ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ ব্যবহার করা উচিত, কারণ সহজে পচিয়া মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্যকারী হইয়া উঠে, হাড়ের গুড়া জমিতে দিলে পচিয়া যখন মাটির সহিত মিশ্রিত হয়, তখনই ইহা কার্যকারী হইয়া থাকে।

তরমুজ বড় করিবার উপায়।

তরমুজের চাষ দোয়াস মাটিতে করিতে হয়। জমিকে প্রথমে কোদাল দিয়া কোপা-ইয়া তাহার পর লাঙ্গল দিতে হয়, তাহার পর গোমর সার বা খোপেল সার দিয়া পুনরায় চাষ দিয়া বীজ বপন করিতে হয়।

পাঁচ হাত করিয়া দূরে দুইটি বীজ বপন করিয়া সাইতে হয় এবং অল্প মাটি চাপা দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে সামান্য জল সেচন করিতে হয়, অল্প কোন পাট করিতে হয় না। তরমুজের বীজ মাঘ মাসের শেষেই রোপন করা উচিত। তরমুজ জন্মিলে যখন একটু বড় হয়, তখন এই তরমুজের বোঁটাকে ভীক ছুরিকা দ্বারা একটু চিরিয়া একখণ্ড পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্তুর একমুখ ঐ চেরা বোঁটার মধ্যে এবং অপর একমুখ একটা জলপূর্ণ বোতলের মধ্যে সংযোগ করিয়া দিতে হয়, আশ্চর্যের বিষয় এই বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জল বোঁটার দ্বারা শোষিত হইয়া তরমুজের আকার বৃদ্ধি হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে যখন বোতল খালি হইতে থাকে, পুনরায় জল দিয়া দিতে হয়। এইরূপে সে তরমুজ সাধারণ আকারের

তরমুজ অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। এই বস্ত্র-খণ্ড লম্বায় ৩৭ ইঞ্চি হইলেই যথেষ্ট। একটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যে, যদি ঐরূপে ১০।১৫ দিনের অধিক জল শোষণ করান হয় তাহা হইলে তরমুজের আত্মদ পান্সে হয়, সুতরাং ১০।১৫ দিনের অধিক জল শোষণ করান উচিত নহে। এই পদ্ধতি পরীক্ষিত, করিয়া দেখিতে পারেন।

BUSINESS HINTS.

কাজের সঙ্কেৎ।

“Free Sample”

বা বিনামূল্যের নমুনা।

—:—

কোন অভিজ্ঞ আমেরিকান ব্যবসায়ী বলিয়াছেন “People do not value what they receive without payment” কোন লোকই বাহা কিছু বিনা মূল্যে পায়, তাহার মূল্য বোধ করে না, তাহা অতি তাক্ষিল্যতার দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক। সেইজন্য নমুনার অন্ততঃ একটা যত ক্ষুদ্রই হউক, মূল্য দাখ্য হওয়া উচিত। তবে নমুনা বাহাকে দেওয়া হয়, তাহাতে তাহার মনোযোগ আকর্ষিত হয়, সে তাহা রাখে, ক্রমে তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং যেমনই হউক, সেই নমুনা একটা মূল্য নির্ধারণ হইলে সেই নমুনা দ্বারা কার্য হইবে, ইহা নিশ্চিত হইবে না।

নমুনা দেওয়া একটা উৎকট বিজ্ঞাপন পদ্ধতি, নমুনার জিনিষ হইলেও সেইজন্য তাহার লেবেল, ছাপা, নাম, চিত্তাকর্ষক হওয়া আবশ্যক, কারণ তাহা দ্বারা বহুলোকের গ্রাহক হইবার সম্ভাবনা এবং হইয়াও থাকে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

Advertising Points.

The matter of circulation is receiving less and less attention. The advertiser does not care what a paper's circulation amounts to, so as he gets the genuine inquiries. The figures he wants are the ones which indicate the cost per inquiry, and these figures have far less to do with the aggregate circulation than most men imagine.—*Agricultural Advertising.*

The first thing for an ad to do is to tell the facts about an article or a business. The manner in which the ad is displayed, or the design that is to illustrate it, is a secondary consideration. A pretty or odd design is not always good advertising and it may be very bad advertising if its use obscures or detracts in any form the real business of the ad.—*Printer's Ink.*

Perseverance is the price of success.

No effort is wasted which builds business for the future.

If advertising is well done, it pays—if it pays, it's well done.

Look to the past experiences for pointers on making the future yield profits.

Going after business is like going after anything else. The more judgment displayed in the going the more satisfactory will be the results.

An ostrich, when in danger, buries its head in the sand. The ostrich brings to mind some merchants. When business is dull they drop out of the advertising columns. After the danger is over, they don't realize it as soon as the man who keeps himself before the public all the time.

Many a business man has spent a lot of good money in good advertising and lost all the benefit of it, because he had n't the gumption to follow up the results obtained.—*American Investments.*

An advertisement must have vitality in the same manner as a living being. No one knows what it is that makes the difference between a corpse and an animate body, but everybody recognizes that something is lacking in the one case that is present in the other. Many advertisements seem perfect in idea, language, and mechanical construction, and yet lack the vital spark that attracts; others, imperfect in all the details mentioned, possess a magnetism that appeals to readers. To inject

this quality into one's announcements is the great desideratum in advertising.—*Business.*

THE LAW IS A QUIRE THING.

Says the Missouri World : Two fellows were arrested, for peddling pins without a license. By selling the pins they could earn enough to keep body and soul together, but they couldn't procure a license because they didn't have the price. If they begged, they would have been arrested. If they resorted to stealing, they would have met the same fate, and if they did not work, they would be arrested for vagrancy. The judge gave them an order to leave town. The highways are too muddy to walk on, if they walk on the railway track, they will be arrested for trespass; if they steal a ride, the railroad company will have them arrested; if they stay here, they will be sent to jail, and if they go somewhere else, they will be unable to keep out of jail. There is something wrong.—*Indeed!*

Wise Sayings.

The higher vision poisons all meaner choice—George Elliot.

By nature we nearly resemble

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

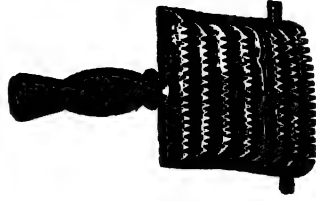
one another, conditions separate us very far.—Confucious.

The upper classes are well off and therefore don't want reform of any kind.—Wilfred Lawson.

The greatest of all calamities is the contentment, that sits down at peace with a remediable evil.—Wm. Smith.

Capital is kept in existence from age to age, not big preservation, but by perpetual reproduction.—John Stuart Mill.

The progress of the world is not made by converting the older generation, but by educating the younger.—B. Kidd.



ঘোড়ার খরু

বিদেশী আমদানী নাট, বিলাত হইতে যন্ত্রাদি আনা ইয়া অতি হুলস্থলপে, স্থায়ীভাবে আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমান বিলাতি খরু অপেক্ষা মূল্যে প্রায় অর্ধেক। এখন বিলাতি ১ খানা ১।০ হইতে ১।০ টাকা কিন্তু তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আনাদের এক খানা ১।০। স্বদেশ শিল্পের উৎসাহদান করে প্রত্যেক অবস্থাপন, রাজা, মহারাজা জমিদারগণের ঘোড়াশালার জন্য আমাদের খরু ব্যবহার করিতে হইবে তাইই সাহসে প্রার্থনা। একেবারে অধিক সংখ্যক লইলে পাইকারী দরে দেওয়া যায়। ম্যানেজার—

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন।

১১নং বৃন্দাবন বোম্বের লেন, সঁকারীটোলা কলিকাতা।

পত্রিকা **আগ্নীদীপক**।
উন্নয়নপন্থায় জন-বন্দন-কর্ম-পট-বর্ণনা-
পাক-বী-সংস্কৃত-মাতৃ-ভাষা-বিদ্যা-বিদ্যা-বিদ্যা-
মহা-৩০০টি-চলন-মাতৃ-ভাষা-বিদ্যা-বিদ্যা-
দি **আগ্নীদীপক**।
বঙ্গ-বন্দন-কর্ম-পট-বর্ণনা-
মহা-৩০০টি-চলন-মাতৃ-ভাষা-বিদ্যা-বিদ্যা-

"Businessman"

Poor Charitable Dispensary

বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্ষুব দস্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।
পরঃখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-
প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য
ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মফঃস্বলের
রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ
দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া বাহ্য সাধারণ
হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থেই
ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

অধীন শ্রীমাদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

"কাজের লোক" সম্পাদক।

ফরমুলা !

ফরমুলা !!

"কাজের লোকে" প্রতি সংখ্যায় নানা প্রকার কেশ তৈল, নানাবর্ণ ও ঔষধাদি প্রস্তুতের ফরমুলা বাহির হইয়া থাকে। আমাদের নিকট এই সকল জিনিস প্রস্তুতের জন্য নানা প্রকার উপকরণ ও গন্ধ তৈল (যথা ল্যাভেন্ডার, বার্গনট, হারামিসি, নিরানি, নার্সিস, প্যাটুলি ইত্যাদি), সকল গন্ধ দ্রব্যাদি (যথা ভ্যানিলিন, কুমেরিন, মাস্ক, টারপিনিয়ল, প্রভৃতি) এসেন্স প্যাক করিবার সাজসরঞ্জাম (যথা শিশি, সিঙ্ক, রিবন, ক্যাপিং, স্কিন, ইত্যাদি), নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (যথা ল্যানোলিন, সাইট্রিক এসিড, পাইরো গ্যালিক এসিড, কষ্টিক সোডা, কষ্টিক গটশ, ইত্যাদি) সর্বদা পাওয়া যায়। আমরা বিলাত, আমেরিকা, জাপান, জাভা, চীন, হাওয়াই ও বিভিন্ন দেশ হইতে যে জিনিস যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই জিনিস সেইখান হইতে আনা ইয়া থাকি, সেইজন্য আমাদের মূল্য সর্বাপেক্ষা স্থলভ। এমন কি অধিকাংশ জিনিসই আর কোথাও আমাদের অপেক্ষা স্থলভ মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া আমরা জানি না। নানা প্রকার স্বগন্ধ দ্রব্যাদির জন্য একমাত্র আমরাই গত মহীশূর প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক (সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার) পাইয়াছি।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :—

"স্বগন্ধা", কলিকাতা।

পি, মুখার্জী এণ্ড কোং,

৫৬নং নেউগী পুকুর লেন, কলিকাতা।

২৫১২ এ বেলুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীমাদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অক্ষুব দস্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখন ৩ পাইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫০ টাকা ।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ ।

New Series.

নব পর্যায় ।

Vol. XI

৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

JUNE 1917.

জুন ১৯১৭ ।

No. 6.

EXPERT'S ADVICES.

অভিজ্ঞের উপদেশ ।

"It is not always the wiseman who is prosperous. Success makes a fool look smart—some times."

জ্ঞানী লোকই সকল সময়ে সৌভাগ্যশালী হয় এমন নহে, সৌভাগ্যও নিকোথকে জ্ঞানীর মত দেখায়, এমনও অনেক সময় হয় ।

বড় লোক এবং ধনী লোকে পার্থক্য আছে, অনেক সময় লোকে পার্থক্য করিতে পারে না । বাংলার জন্ম বড়, স্বার্থপরতা-মুগ্ধ, উদার, নীতিবান, ভোবামদে বাহারা সম্ভাব্যলাভ করে না, এইরূপ মনুষ্য-ব্যঙ্গক গুণে বিভূষিত লোকের ধন না থাকিলেও প্রকৃত বড়লোক । আর ধনীর ধন আছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই; বোর

স্বার্থপর, ভোবামোদ ব্যতীত সন্তুষ্ট হয় না, পরশ্রীকাতর, নিষ্ঠুর, নররূপী পিশাচ । পার্থক্য এইমাত্র । কিন্তু ধনী এবং বড়লোক বাহারা একত্রে, তাহারাই ধনী, জগতে তাহাদের নাম অমর ।

অভাব, অসময় না হইলে বন্ধ বৃদ্ধিতে পারিবে না, The proof of friendship is in the days of adversity"

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয় ।"

মো-সাহেবী করিতে পারিলে অনেকের বন্ধু হইতে পারা যায় । আধুনিক বন্ধুর প্রতি-শব্দই মো-সাহেব বা চাটুকার । তুমি বড় লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া বল আমি অমুক মহাশয়ের বন্ধু—কিন্তু একদিন একটু স্পষ্ট-বাদীতার পরিচয় দিও দেখি, বন্ধুত্বের খেই

ছিঁড়িয়া যাইবে । যদি পরীক্ষা হও, বরং গরী-বের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া শাস্তি পাইবে ।

কোন ইংরাজ বহুদর্শী বলিয়াছেন যে, বড় লোক হইবার সুপ্রশস্ত রাজপথ—সুদ, সুদের সুদ, দ্বিগুণ সুদের সুদ । বড় সুদখোর বড় ধনী । যে যত বেশী শোষণ করিতে পারিবে, সেই বড়লোক হইবে । "The true and royal road to fortune is interest upon interest, compound double interest."

শত্রুর হিংসা করাই তাহার নিজস্ব দণ্ড । —সে দণ্ড বিচারকের বিচারের পূর্ন হইতেই সে ভোগ করে ।

প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করিতে না জানিলে নীচতাই প্রকাশ পায়,—হইলেই বা প্রতিদ্বন্দ্বী

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য এখনও লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না ।

—শক্তি। তাহার জ্ঞানের প্রশংসা করিলে
নিজের মহত্ব দ্বারা ভগবৎকে অনেক শিক্ষাও
দেওয়া হয় এবং নিজেরও গৌরব বাড়ে।

জৈনিক পাক্ষাভ্যাস লেখক বলিয়াছেন,
“Friend! ask the gods neither for
riches, beauty nor for strength, but
let one prayer be for contentment”
বন্ধু! ভগবানের নিকট কখন ধন, রূপ, শক্তির
অন্ত প্রার্থনা করিও না, কেবল একমাত্র
“সন্তোষ বা তৃপ্তির অন্ত প্রার্থনা করিতে পার।
ধন, রূপ, বল এ সকলের আকাঙ্ক্ষা চির
অতৃপ্ত—চির অসীম, কিন্তু যদি ভগবানের
আলীকর্মে অল্পেই পরিতৃপ্তি হইয়া যায়, তাহা
হইলে সকলেতেই সন্তোষলাভ হইয়া যায়।

হিন্দুর নিকাম উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট।

এই সন্তোষের অভাবেই জগতে কত
অশান্তি—রক্তপাত, ভাতৃবিরোধ,—যাহুব যমু-
বাব হারাইয়া শিশাচ! এই অনিত্য অসার
জীবের অন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে
নাই। যাহার হৃদয়ে সন্তোষের অধিষ্ঠান, সে
কুহু দরিদ্র হইলেও রাজাদিরাজ।

Never do evil whatever good
may come there by? for that
would be serving the devil, that
God might serve thee” তোমার
তাহাতে যতট উপকার হউক, কদাচ কাহারও
অনিষ্ট সাধন করিয়া নিজের হিতসাধন
করিও না। তাহা সত্যতানের উপাসনা মাত্র,
কিন্তু সংপথে থাকিলে পরমেশ্বর সেই মঙ্গল
সাধন করিতেন। কথাটা হৃদয়, কিন্তু মানব
সত্যতানের দাস, ঐশী শক্তিতে সহজে তাহার
বিশ্বাস হয় না। এই রোগেই ত বোড়া মরে।

“It is equally criminal in the
governor and governed to violate
laws. Chinees maxim. আইনের অপ-
ব্যবহার করা শাসক এবং শাসিত উভয়ের
পক্ষেই সমান অপরাধজনক, ইহা অবশ্যই স্মরণ
রাখা উচিত।

ধন-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর বর্তমান অভিজ্ঞতা।

টাকার বা ধনে যাহাকে পরিবর্তন করা
যায়, তাহাই ধন বিজ্ঞানের ভিত্তি। দেশের
স্বাস্থ্য, সম্পদ আদি দ্বারা এই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে। দেশবাসীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে
ধন বৃদ্ধি হয়, অতএব স্বাস্থ্য ধন বিজ্ঞানের
অন্তর্গত। কাঁচা মাল টাকার পরিণত হয়,
অতএব কাঁচা মাল ধন-বিজ্ঞানের প্রধান
আলোচ্য। এমন কি শিক্ষা দ্বারাও ধন
অর্জিত হয়, কাঁচা মাল কিরূপে ধনে পরি-
বর্তিত করিতে হয় তাহাও বোধগম্য হয়,
অতএব শিক্ষাও ধন বিজ্ঞানের অন্তর্গত। এই
জন্ত যে দেশে যত শিক্ষিতের বাস, সেই দেশ
তত পরিমাণে ধনবান।

মোটামুটি আমরা দেশের স্বাভাবিক
ঐশ্বর্য্যকেই ধন-বিজ্ঞানের অন্তর্গত মনে করি।
ভূমি, ধনি, জলপ্রপাতাদি প্রাকৃতিক শক্তি,
সুপ্রশস্ত পথ ও নদাদি লইয়া দেশের সম্পত্তির
পরিমাণ করা হয়। যে দেশের ভূমি উর্বরা,
যে দেশে ধনিজ সম্পত্তি অধিক, যে দেশে দেশ-
জাত বা বিদেশজাত কাঁচা মালকে ব্যবহার্য্য
দ্রব্যসম্ভারে পরিণত করিবার উপযোগী জল-
প্রপাতাদি প্রাকৃতিক শক্তি বর্তমান রহিয়াছে,
যে দেশে এক স্থানের মাল অন্য স্থানে লইয়া
যাইবার জন্ত নদাদি স্বাভাবিক সুগম পথ

রহিয়াছে, সেই দেশ ধনবান।

বঙ্গের ধনিজ সম্পত্তি অল্প নহে। লৌহ
পারদ, অস্ত্র, পাথুরিয়া কয়লাদির ধনি, বঙ্গে
অপ্রচুর নহে। বঙ্গের ভূমির জায় উর্বরা
ভূমি পৃথিবীর অন্তর্য্য রিবল, বঙ্গের অরণ্য-জাত
দ্রব্য সম্ভার এখনও প্রায় অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ
রহিয়াছে। বঙ্গের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদ নদীর
সংখ্যাধিক্য অন্ত কোন দেশের সহিত তুল-
নীয় নহে। বঙ্গ সমতল বটে, তথাপি ইহার
ছোট ছোট পাহাড়ের বিভিন্ন জাতীয় প্রস্তর
হইতে মাষ্ট্রবের নিত্যব্যবহার্য্য শত শত জিনিষ
উৎপাদিত হইতে পারে। বঙ্গ রত্নগর্ভা,
জগদ্ধাত্রী; এ কথা অতিরঞ্জিত নহে, দেশের
অবস্থার অভিজ্ঞগণ মাত্রেই ইহা অবগত
আছেন।

তবে বাঙ্গালী দরিদ্র কেন? কেন বাঙ্গালী
ছুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পার না। ভূমি
উর্বরা, তথাপি কেন শত শত কৃষক বৎসরের
পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, তথাপি
একদিন পেট ভরিয়া খাওয়া কাহারকে বলে,
তাহা জানিতে পারে না? কেন বাঙ্গালীর
অঙ্গে বস্ত্র নাই, উদরে অন্ন নাই?

বাঙ্গালীর এই যে দুঃস্থতা ভাল করিয়া
বুঝিতে চাইলে, অল্প বিস্তর বাঙ্গালী বাণিজ্যের
ইতিহাস আলোচনা আবশ্যিক। কিন্তু এ ক্ষুদ্র
প্রবন্ধে তাহা সম্ভব নহে। তবে মোটামুটি
বাঙ্গালীর ব্যবসা, বাঙ্গালীর কারখানা, বাঙ্গা-
লীর ধন-বিজ্ঞানে জ্ঞান কতদূর প্রসারিত
ছিল, তাহার বিচার করিতে বাইলে বুঝিতে
পারা যায় যে, বাঙ্গালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত
হইয়া, এক একটা ক্ষুদ্র গৃহস্থে সীমাবদ্ধ হইয়া
ব্যবসা ও কারবার চালাইত। এতরূপে ব্যবসা
পরিচালিত হইত বলিয়াই একারবর্তী পরিবার
সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এইজন্য একারবর্তী
পরিবারের মধ্যে দায়ভাগ স্বেচ্ছায় আইন-
কাছন এত কঠোর। গৃহস্থের প্রত্যেক ব্যক্তি

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

—কি জী কি পুরুষ—অর্থ উপার্জনের যত্ন-
স্বরূপ বিবেচিত হইত, এবং একই ব্যবসারে
জাতিগত হটক বা অন্তরূপ হটক—সকলেই
প্রাণপণে পরিভ্রম করিত। এইরূপে বিশাল
শিল্পীসমূহ প্রস্তুত হইত। শত শত কামারের
লৌহ নির্মিত জব্যাসস্তার, শত শত তক্তবায়ের
বস্ত্র, শত শত কুম্বকের কৃষিজাত জব্যাসমঞ্জী
একত্রিত হইয়া বিরাট আকার ধারণ করিত।
কিন্তু সকলে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড কারবার
পাড়া করিত না। এই অপকৃপ ধন-বিজ্ঞানের
প্রভাবে ধন এক কোণে সঞ্চিত হইত না,
মজুরের রক্তে কারবারী ক্রোড়পতি হইতে
পাইত না, দেশের অর্থ প্রত্যেক গৃহস্থের
প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সমান সমান ভাবে
চারায়িত পড়িত। বাঙ্গালী পুরুষাণুক্রমে
এইরূপে ব্যবসা চালাইয়া আসিয়াছিল, বাঙ্গালী
ব্যবসায়ীস্বভাব এইরূপেই কাঁধা করিত।

এই অজুত ব্যবসায় পরিবর্তনের সূত্রপাত
হইল, ইংরাজ ব্যবসায়ীর আগমনে। আমা-
দের স্বভাব, আমাদের কর্ম-চাকলা, আমাদের
পারিবারিক রীতিনীতি, আমাদের ব্যবসায়
প্রবৃত্তি ইংরাজের ঠিক বিপরীত। আমরা
চাই একান্তবস্তী পরিবার, ইংরাজ চায় পৃথক
পৃথক ব্যক্তিত্ব; আমরা চাই এক এক জনে
কাজ করিতে, ইংরাজ চায় সকলে মিলিয়া
কাজ করিতে; আমরা চাই ধন ছড়াইয়া
থাকুক, ইংরাজ চায় ধন এক স্থানে সঞ্চিত
হউক; আমরা চাই রাজশক্তি, ইংরাজ চায়
প্রজা শক্তি। ইহার কোন ভাবটি মন্দ তাহার
বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হয়ত চাইই
ভাল এবং ধন-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত
বলিয়া তাহার কিছুতেই একমত হইতে
পারে না।

ইংরাজ শিক্ষালী রাজা হইয়া তাহাদের
প্রভাব বাঙ্গালীর সম্মুখস্থ চালাইতে লাগিল,
কলে বাঙ্গালীর ব্যবসায় চুরমার হইয়া গেল।

এই বিষম পোলযোগে বাঙ্গালী ভুক্তিত হইল,
অর্থ ছড়াইয়া থাকায় সহসা একত্রিত হইল না,
আবার একত্রিত করিবার পথ না জানা থাকায়
এবং একত্রিত করিয়া কিরূপে কার্য-সমাপনা
করিতে হয়, তাহাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায়
তাহারা কিং-কর্তব্য-বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল।
এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িয়া দিয়া হাত পা
গুটাটয়া বসিয়া পড়িল। ক্রমে বাণিজ্য ও
কারবার বিলুপ্ত হইল। বাহা একটু আধটু
অবশিষ্ট রহিল, ইংরাজ ব্যবসায়ী তাহা জোর
করিয়া ধ্বংস করিয়া দিল। তখনও ইংরাজ
রাজা হইয়া বাঙ্গলা শাসন করিতে আরম্ভ
করে নাই, অথচ ইংরাজ ব্যবসায়ীর অপ্রতিহত
প্রতাপ ও প্রভাব, অতএব স্বভাবতঃই
বাঙ্গালীর ব্যবসা ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।
বাঙ্গালীর ব্যবসা ও কারখানা এইরূপে সম্পূর্ণ
ধ্বংস হইল। ইতাই বাঙ্গালীর ব্যবসায় ও
কারবারের সংক্ষিপ্ত সার ইতিহাস।

বাঙ্গালী ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া দেখিল,
সাহেব নীলকুঠি স্থাপন করিতেছে দেশের-
লোক খাটিয়া এবং না খাইতে পাইয়া নিজের
জমিতে নীল বুনিয়া মরিতেছে, কিন্তু সাহেব
এড় লোক হইতেছে; সাহেব চা চাষ করিল,
খাটিল দেশীয় লোক, পরসে পাইল ইংরাজ;
সাহেব কাগজের কারখানা খুলিল, খাটিল
কুলি, অর্থ পাইল ইংরাজ। বাঙ্গালী নিজের
ব্যবসায় প্রবৃত্তি তুলিল, ধন-বিজ্ঞানের কিরূপ
জাতীয় ব্যবহার ছিল, তাহা তুলিল, কেবল
দেখিল যে, ইংরেজ কোম্পানী কেমন পরসে
উপাঞ্জন করিতেছে। সে ইংরাজের মত
হইতে পারিল না, অথচ নিজের ব্যবসা প্রবৃত্তিও
নষ্ট করিল।

যখন ঠিক এইরূপ অবস্থা, ঠিক সেই
সময়ে বিদেশ হইতে রাশি রাশি মাল আসিয়া
বাজার পূর্ণ করিল, এবং অবাধ বাণিজ্য-
নীতির ফলে বিদেশী বণিক অতি মূল্যে

সেই সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিতে লাগিল।
বাঙ্গালী আর না ভাবিয়া না চিন্তিয়া, খীর
ব্যবসা ছাড়িয়া বিদেশীর নিকট হইতে জিনিষ
পত্র কিনিতে লাগিল এবং সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী
হইয়া পড়িল। বাঙ্গালীর ব্যবসা একবারে
ধ্বংস ও বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু তাতের
বোগাড় হয় কেমন করিয়া? কাজেই খোঁবা,
নাপিত, কামার, কুমার, তেলী, ডামলী, তাঁতি
চাকরী অন্বেষণ করিতে লাগিল। এইরূপে
বাঙ্গালী চাকরী একমাত্র উপজীবিকা বলিয়া
গ্রহণ করিল। বাঙ্গালী দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ
হইল, বাঙ্গালী মরিল। অতএব বর্তমান
কালে বাঙ্গালীর ধন-বিজ্ঞান চাকরীতে নিবদ্ধ।
বাঙ্গালী জানে, তাহাকে পরসে উপায় করিয়া
পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে কিন্তু
দেশের ধনি খাত খুঁড়িয়া পরদেশী যে প্রচুর
লাভবান হইতেছে, তাহা সে দেখিতে পাই-
তেছে না, দেখিবার উপযোগী শিক্ষাও পাই-
তেছে না। কর্তৃপক্ষ বা দেশের জননায়কগণ
কেহই সেরূপ শিক্ষা দিবার জন্ত চেষ্টাও
করিতেছেন না।

কিন্তু দেশের এই চরমবস্থা কি বিদূরিত
হইতে পারে না? যে বঙ্গদেশের পণ্য এক
সময়ে সমগ্র জগতে পরিব্যপ্ত হইত, যে দেশের
মাজী, মাল্লা মির্জা সওয়াগর ইত্যাদি উপাধি
হইতে প্রাচীন নৌ-বাণিজ্য-ইতিহাস এখনও
স্মৃতিত হইতেছে, যাহার কার্পাস পণ্য এসিয়া
বাবিলোন, ইজিপট, প্রভৃতি দেশের
অভিজাতবর্গ আনন্দে অঙ্গে ধারণ করিতেন,
যে দেশের প্রাচীন নীল এখনও ইজিপ্টীয়ান
মান্নির অঙ্গাবরণীতে প্রলিপ্ত হইয়া রহি-
য়াছে, * তাহার চরমবস্থা দূর অতি সহজেই

* Indigo, which is peculiarly an Indian Product, has been detected by the microscope in the cloths of Egyptian mummies. N. P. Gandhi—Jn. of the Indo-Japanese Assn., No. ১৩.

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

হইতে পারে। কিন্তু কে তাহার জন্ত চেষ্টা করিতেছে? ইংলণ্ডের বর্তমান বাণিজ্য-নীতি ভারতের পক্ষে সুধকর ও ক্ষতিকর নহে। ইংরাজ, চায়, ভারত শুধু কাঁচা মাল সম্বলিত করিবে এবং তাহার উৎপন্ন ব্যবহার্য পণ্য ভারত দ্বিগুণ মূল্যে পুনঃ ক্রয় করিবে। সুপের নিষর এ ব্যবস্থার অল্প বিস্তার পরিবর্তন ঘটতেছে। সেদিন ভারতসচিব চেন্সারলেন বলিয়াছেন—“She (India) must not remain a mere hewer of wood and drawer of water.” বড় হুগের বিষয়, এত দিন ভারত ইংলণ্ডের জন্ত কাঠ কাটিয়া ও জল বহন করিয়া দাসী-পনা করিয়া আসিয়াছে। এত দিনে ভারত-সচিব সে দাসীত্ব ঘুটাইবেন বলিয়া আশা দিতেছেন।

আমরা প্রথমেই দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালী জানে না, বড় বড় কারবার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, প্রাচীনতা হইতে একবারে অভিনব বাণিজ্য রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে শিক্ষা দিয়া এ রাজ্যের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বঙ্গ কারিকর জাতি শিক্ষা আদৌ পায় না। তাহার শিক্ষা পাইয়া যাহাতে বিদেশের বৈজ্ঞানিক প্রথা স্বদেশে কারবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, যাহাতে তাহার প্রায়শঃ বিভাগ করিয়া ধনাগমের পছন্দ লভ্য করিতে পারে, যাহাতে কঠিন লৌহ শৃঙ্খলের জ্ঞান সামাজিক বন্ধনের দ্বারা হইতে মুক্ত হইয়া বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ের দ্বারা হইতে পারে, যাহাতে প্রাচীন অসম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত অভিনব যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে শিক্ষা পায়, তাহার বন্দোবস্ত গবর্ণমেন্টকে করিতে হইবে।

এই হুগ দারিদ্র্য দূর করিবার প্রধান উপায় দেশে শিক্ষার বিস্তার। কোটা কোটা বঙ্গ সন্তানের মধ্যে শতকরা ২৩ জন মাত্র

শিক্ষিত—ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? তৎপরে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যদি দেশের কারিকরগণ সামান্য সামান্য যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করিতে না পারে, তাহা হইলে কেমন করিয়া দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে? একটা উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট হইবে। আমাদের দেশে কাচের কারখানা একাধিকবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহার কাঁচা মাল ভারতে অতিশয় প্রচুর। কিন্তু তথাপি এরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। অনেকে বলেন যে, উপযুক্ত প্রদেশে এবং স্থানে কারখানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারবার স্থায়ী হইতেছে না। ইহা সত্য বটে, কিন্তু সুদক্ষ শিল্পীর অভাবে মূল হইতেই কারবার কম্পিত হয়। জনৈক পার্শ্বী কিছুদিন পূর্বে একটা কাচের কারখানা স্থাপনে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাচের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্ত প্রত্যেককে বাৎসরিক ৪,০০০ টাকা মাহিয়ানা দিয়া ৪জন অষ্ট্রিয়ান কারিকর আনাগন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে, এই সমস্ত বিদেশের কারিকর আনাগন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে এই সমস্ত বিদেশের কারিকর ভারতবাসীকে কাজ শিখাইবে। কিন্তু বিদেশিগণ তাহাতে রাজী হইল না, তাহার আরও অধিক মাহিয়ানা চাহিল, অবশেষে কারখানা ভাঙিয়া গেল। এই যে টাটার লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে কাজ করিতেছে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারগণ, তাহার প্রচুর বেতন পাওঁতেছে। কিন্তু এই কারখানা ভারতবাসীর, ইহাতে ভারতের মূলধন খাটিতেছে। এইরূপ শত শত উদাহরণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, সুদক্ষ শিল্পীর অভাবে ভারতের কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে।

৩০।৪০ বৎসর পূর্বে জাপান অনাৰ্য্য বলিয়া

নির্দিষ্ট হইত, কিন্তু কি ঐশ্বর্য্যে কি শক্তিতে তাহার এক্ষণে এসিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পৃথিবীর মধ্যে অশ্রুতম জাতি বলিয়া বিনোদিত হইতেছে। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে জাপানের শিল্পোন্নতি অত্যন্ত, সে বিষয়ে তালিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু জাপানের সহিত আমাদের কোনও বিষয়েই তুলনা হইতে পারে না। তথাপি এ কথা ঠিক যে, আমরাও ইচ্ছা করিলে বাণিজ্যে অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম, আমরা আরও অর্গশালী, অতএব শক্তিশালী জাতি হইতে পারিতাম। প্রতিবৎসর আমাদের দেশ হইতে অনেকগুলি ছাত্র বিদেশে শিল্প শিক্ষার্থ গমন করেন, কিন্তু তাহার ফরিয়া আসিয়া চাকরী খুঁজিয়া বেড়ান কেন? প্রথমতঃ মূলধনের অভাব। এই মূলধনের অভাবে তাহাদের শিক্ষা ব্যর্থ হয়। ইহার জন্ত দেশের ধনাঢ্য এবং জমিদারগণ মূলতঃ দায়ী। পরস্পরের সহিত মামলা-মোকদ্দমায়, বিলাসে, অথবা অপ্রয়োজনীয় খেতাব ক্রয় করিবার জন্ত বায়ে তাহার একরূপ অগদায় গ্রস্ত, যে তাহার কোন ক্রমেই অর্থ দ্বারা এই সমস্ত শিক্ষিতগণকে সাহায্য করিতে সক্ষম হন না। ততপরি জমিদারগণের শিক্ষার একান্ত অভাব। বঙ্গের অধিকাংশ জমিদারের ধনাঢ্য অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত, তাহার কিছুতেই দেশের উর্দশার দিকে চাহিতে চান না, দেখাইয়া দিলেও বুঝিতে পারেন না, নিজের বিলাস-ব্যসনে বা খাম্বাখাম্বা-লিতে সর্বদা মগ্ন। তা ছাড়া তাহার শিল্প শিক্ষা করিয়া আসেন, তাহাদের শিক্ষার অনেক দোষও ত্রুটি থাকিয়া যায়। এইরূপ শিক্ষিতকে লইয়া ২১ জন জমিদার কারবার স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এই সমস্ত যুবক বিদেশে কেবল কাজকর্ম শিখিয়া আসেন। কিন্তু কি করিয়া প্রথমে কারখানা স্থাপন করিতে হয়, কি

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা মাত্র।

করিয়া কারখানার চারিদিকে শুল্লা স্থাপন করিতে হয়, কিরূপে সর্ববিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিতে হয়, কিরূপে অপচয় নিহারণ করিতে হয়, কেমন করিয়া বিক্রয় পণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে হয়, কেমন করিয়া বাজার অধিকার করিয়া বসিতে হয়, এক কথায় কি করিয়া কারবার ফলাও করিয়া, কারবার হইতে লাভ করিতে হয়, তাগ শিক্ষা করিয়া আসেন না। এই জগৎ তাঁহারা কারবার চালাইতে পারেন না। যিনি অর্থ দিয়া আত্মকুল্য করেন, তাঁহার লোকশান হয়; তাহা দেখিয়া শিক্ষিত ও বাস্তবিক কারবার প্রতিষ্ঠার অভিনাবী ফরিদারও কাজে লাগিতে সাহস করেন না। যাহাতে যুবকগণ এই সমস্ত বিষয়ে পূজামু-পূজারূপে জ্ঞান লাভ করিয়া ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজ কর্ম চালাইবার ব্যবস্থা শিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন, তাহার জন্ত এই শিক্ষার কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিম্নরোজন। কেবল নেলসনের জায় এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে—“Bengal expects that every Bengali will do his duty” অতঃপর আমি ভারতের ঐশ্বর্য্য কিরূপে অপচিৎ হইতেছে, তাহার দুই একটি উদাহরণ দিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) আমরা প্রতি বৎসর এত লবণ উৎপাদন করিতে পারি যে, আমরা খাইয়াও লক্ষ লক্ষ টাকার লবণ বিদেশে চালান দিতে পারি, কিন্তু আমরা প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ টাকার লবণ বিদেশ হইতে ক্রয় করি।

(২) আমাদের মাঠের মাটির অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট এবং ইক্ষু চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী, একসময় ভারতই পৃথিবীর চিনি সরবরাহ করিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন

করিতে পারি না বলিয়া আমাদের ইক্ষু ভাল হয় না, আমরাও প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ৯ কোটি টাকার চিনি আমদানী করি।

(৩) ভারতে লোহার অভাব নাই, অথচ আমরা প্রতি বৎসর ১৫ কোটি টাকার লোহা বিদেশ হইতে আমদান করি।

(৪) আমরা বিদেশে ১৫ কোটি টাকার কাঁচা চামড়া রপ্তানি করি এবং উহার প্রায় দশ গুণ মূল্যের ট্যানকরা চামড়া আমদানি করি। আরও চুংখের বিষয়, ট্যান করিবার প্রধান মশলা হরিতকী ভারত হইতেই বিদেশে যায়। এই চরিতকী হইতে কিন্তু আমরা পাই মাত্র ৪৫ লক্ষ টাকা।

(৫) আমাদের দেশে খনিজ বস্তুর অভাব নাই, তাহা হইতে প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভার উৎপাদিত হইতে পারে কিন্তু আমরা প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ টাকার রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী করি।

(৬) যত প্রকার রং আসে সকলের মশলা ভারতে প্রচুর, এক সময়ে ভারত পৃথিবীর সমগ্র বাজারে রং বিক্রয় করিত। এখন প্রায় দেড় কোটি টাকার রং বিদেশ হইতে চালান আসে।

(৭) কাচের মসলা ভারতে রাশি রাশি অথচ প্রতি বৎসর আমরা এক কোটি বিশ লক্ষ টাকার কাঁচ বিদেশ হইতে আমদান করি।

(৮) ভারতে কাগজের মশলা যথেষ্ট বটে, কিন্তু আমরা বিদেশের কাগজেই জ্ঞানচর্চা করি।

(৯) প্রতি বৎসর পাট, তুলা, পশম বিদেশী কাচ মূল্যে লইয়া যায়, কিন্তু আমরা কাপন মূল্যে ভজাত দ্রব্য-সম্ভার তাহাদিগের নিকট হইতে পুনঃ ক্রয় করি।

(১০) আমরা তৈলের বীজ চালান দিই, তাহার পরিবর্তে তৈল ক্রয় করি। ভারত

পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় তুলা উৎপাদক দেশ। কিন্তু ভারতীয়গণ কাগজ পরিতে পারি না, আমর কার্পাস বীজ হইতে তৈল বাকির করিতে জানে না বলিয়া তাহাও বিদেশে চলিয়া যায়। গত ১৫ বৎসরের মধ্যে এই কাজের রপ্তানি ৩৮ হাজার মণ চটতে ৮১ লক্ষ মণে দাঁড়াইয়াছে। এক তৈল লইয়া কত যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন কল নাই, যাহাতে তৈলের আবশ্যক হয় না। ভারত তৈলের মসলা উৎপাদনে পৃথিবীর প্রায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু কেবল মসলাই উৎপাদন করিতেছে, আর তৈলের জন্ত পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিতে হইলে স্থাপিও ছিন্ন হইতে চাহে। আমাদের প্রতিপদে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইতেছে, আর বিদেশী আমাদেরই জিনিষ লইয়া অতুল ধনশালী হইতেছে। “Indian Association for the Cultivation of Science” সভায় ১৯১৫ সালের বাৎসরিক অধিবেশনে রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জি বলিয়াছেন— “According to official estimate about 40 millions of our countrymen live on only one meal a day and half of our Agricultural population do not know from year's end to year's end what it is to have their hunger fully satisfied.”

আমার আর অধিক বক্তব্য নাই। যদি আমরা অতি দীর্ঘ দেশের ধন-বিজ্ঞান চর্চায় মন না দিই, যদি আমরা কেবল পর-ভাগ্যোপজীবিতাকেই ধন-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রীতি বলিয়া এখনও মনে করিতে থাকি, যদি পরপদ লেহন করাকেই জীবনের মুখা উদ্দেশ্য ভাবি, তবে আমাদেরকেও অতি দীর্ঘ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর জউন।

অষ্ট্রেলিয়ান আদি বহু অনার্য জাতির ভায়
শীতলই ধর্ম পথে বসিতে হইবে। বিজ্ঞান।

এলুমিনিয়াম্।

বর্তমান প্রবন্ধে একটি অভিনব ধাতুর গুণ,
ব্যবহার ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো-
চনা করা যাইতেছে। ধাতুটি যে একটি
অভিনব ব্যবসায়ে উৎকৃষ্ট উপাদান, তৎপক্ষে
সন্দেহ নাই।

আজকাল কলিকাতার বাজারে, দুই এক
দোকানে, ঈষৎ নীলাভ অথচ শ্বেতবর্ণের এক
প্রকার নূতন ধাতুনির্মিত গেলস, রেকাব
প্রভৃতি কয়েক প্রকার সামান্য সামান্য বাসনের
আমদানী দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বাসন-
গুলি যে ধাতুতে গঠিত, তাহাকে এলুমিনিয়াম্
নলে। উহা একটি মিশ্রিত ধাতু। উহার
আপেক্ষিক গুরুত্ব অতি কম বলিয়া উহা
প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা হালকা; উহা জল
অপেক্ষা ২½ গুণ মাত্র ভারি, সুতরাং উহা
যে অসামান্য হালকা ধাতু, তাহা সহজেই অমু-
মিত হইতেছে। এতাদৃশ হালকা বিবেচনায়
উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেহ যেন সন্দেহান না
হয়েন। উহার আর একটি গুণ এই যে,
অল্পতাব সংস্পর্শে উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হন না।

এলুমিনিয়াম্ ধাতু দ্বারা আমাদের
দেশের গ্রহস্থানী সংক্রান্ত ব্যবহারোপযোগী
বহুবিধ সুন্দর সুন্দর বাসন প্রস্তুত হইতে পারে
এবং সেই সকল বাসন বহুল পরিমাণে বিক্রয়
হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্গদেশে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর কারখানা
দেখা যায় না। যদি কোন উদ্যোগী ব্যক্তি,
আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহ পূর্বক যত্নের
সাহায্যে, বাঙ্গলা দেশীয় গ্রহস্থের ব্যবহারোপ-
যোগী এলুমিনিয়ামের বাসন প্রস্তুত করতঃ

ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তিনি যে
প্রকৃত লাভবান হইতে পারেন, তদপক্ষে
সন্দেহ নাই।

গ্রহস্থের ব্যবহারোপযোগী বাসন ব্যতীত
উহা দ্বারা এমন অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতে
পারে, যাহা মিউনিসিপ্যালিটি, ডাক্তারখানা
ও সৈনিকদলের মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত
হইতে পারে, এলুমিনিয়াম্ ধাতুর মূল্য এত কম
যে, গরীব লোকেও তরিশ্রুতি বাসন সহজে ক্রয়
করিতে পারে।

মাদ্রাজ নগরে এলুমিনিয়াম্ ধাতুদ্বারা
বাসন প্রস্তুতের একটি কারখানা আছে। উক্ত
কারখানা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে
প্রথমে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক মাদ্রাজ শিল্প বিভাগ-
লয়ের একাংশরূপে পরিচালিত হইয়াছিল।
পরে উহা ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম্ কোম্পানীর
হস্তে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী অল্প
সময়ের মধ্যেই কারবারের অনেক উন্নতি
করিয়াছেন। মাদ্রাজে ক্রমেই এলুমিনিয়াম্
গঠিত বাসনের আদর বাড়িতেছে। এজন্য
বৎসর বৎসর অধিকতর মালের কাটুতি
হইতেছে।

মাদ্রাজের কারখানার এলুমিনিয়াম্ ধাতু
নির্মিত বাসনেও কাটুতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাই-
য়াছে। যে হারে উহার কাটুতি বাড়িতেছে,
তাহাতে সহজেই অনুমান হয় যে, অল্পকাল
মধ্যে উহা একটি প্রধান ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য
হইবে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে এক মাদ্রাজ শিল্প
বিভাগলয় হইতেই প্রায় সাড়ে আট লক্ষ
টাকার মাল বিক্রয় হইয়াছে এবং দিয়ার্লিং
লক্ষ বাট হাজার পাউণ্ডেরও অধিক মূল্যের
এলুমিনিয়াম্ ইংলণ্ড হইতে মাদ্রাজে আনীত
হইয়াছে।

ক্রমশঃ মালের কাটুতি বেশী হইতেছে

বলিয়া যে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি হই-
তেছে, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। মূল্য
বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, কয়েক বৎসরের মধ্যে
উহার মূল্য প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমিয়া
গিয়াছে। কোন ধাতুর মূল্যের ন্যূনত্বের সহিত
তদ্ব্যপেক্ষে মূল্য যে কম হয়, ইহা
স্বতঃসিদ্ধ, এবং প্রবোর মূল্য যত কম হইবে,
তাহার কাটুতিও তত বাড়িবে, ইহাও
নিশ্চয়। সুতরাং ভবিষ্যতে এলুমিনিয়াম্
নির্মিত বাসনের বহুল কাটুতি হইবার বিশেষ
সম্ভাবনা আছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একপোয়া
ওজননের এলুমিনিয়াম্ দ্বারা একটি পরিমাণ
গেলস প্রস্তুত করিতে ধাতুর মূল্য ও মজুরি
সহ ১০/০ আনার রেঞ্জী পড়ে না। উক্তরূপ
একটি গেলসের বর্তমান বাজার দর ৬০/০
আনার কম নহে।

বাঙ্গলা দেশে একটি কারখানা খুলিয়া
যদি এলুমিনিয়ামের বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য
প্রস্তুত করান যায়, তাহা হইলে বর্তমানে উক্ত
ধাতু নির্মিত যে সমস্ত বাসন বাজারে দেখিতে
পাওয়া যায়, সেইরূপ বাসন প্রস্তুত করা ইয়া
প্রচলিত দরের অর্ধেক মূল্যে বিক্রয় করিলেও
বথেষ্ট লাভ হইতে পারে।

অধুনা এলুমিনিয়াম্ নির্মিত যে সমস্ত দ্রব্য
বাজারে দেখা যায়, তাহার সংখ্যা অল্প হইলেও
তাহা নির্ভীক ধাতু দ্বারা প্রস্তুত। লৌহ, তাম্র,
রস, দস্তা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর ধাতুর সহিত
উক্ত ধাতু মিশ্রিত করিলে নানাবিধ মিশ্র
ধাতু তৈয়ারী হইতে পারে এবং তদ্বারা মানব
সমাজের আবশ্যকীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত
হইতে পারে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

বাক্সালার বস্ত্র শঙ্কট।

—:—

বাক্সালার কুটির শিল্প একেবারেই নষ্ট হইয়াছে বলিলেও অতুক্তি হয় না। এই সাংঘাতিক সংগ্রামে সমস্ত জব্যেরই ভয়ানক মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, ওদ্বায়ে বস্ত্রের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্ত গৃহস্থ মাত্রকেই বড় বেশী চিন্তিত হইতে হইয়াছে। এদেশে সূতা প্রস্তুত হয় না। তাঁতের কাপড় এবং কণের কাপড় সমস্তই বিলাতের আমদানী সূতার প্রস্তুত হইত, সেই সূতার এবং বস্ত্রের আমদানীর অভাবেই কাপড়ের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং দোকানদারগণও এই অভূতপূর্ব তাহাদের যতদূর সাধ্য, মূল্য বৃদ্ধি করিয়া এই নিতান্ত অপরিহার্য জব্যের উপর লাভ করিতেছে।

এ সমস্তই এদেশের কুটির শিল্প এবং তন্তু-বাগগণের অন্ন নারার বিষম ফল। বস্ত্রের এই অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধির জন্ত মধ্যবৃত্ত লোকের অতিশয় ব্যয়ভার বৃদ্ধি হইয়া ইতিমধ্যেই অতি-শয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, গরীব লোকের ও কথাই নাই। আমাদের দেশের কার্পাসের চাষ যদি একেবারে তুলিয়া না দেওয়া হইত, যদি আজ চরকার চপল থাকিত, তাহা হইলে মোটা কাপড় পরিয়াও লোকে লজ্জা নিবারণে সক্ষম হইত। গরীব লোকের ছাত্রলোকের জন্ত পেটের ভাত হওয়াই কষ্টসাধ্য হইয়াছে, অনেকের ধূনেলা অন্ন জুটে না, এমন অবস্থায় একখানি কাপড় ১৫০ দিয়াও আজ আর পাওয়া বাইতেছে না। একটা গৃহস্থের ৮।১০ জন লোকের অন্ততঃ ৪খানা করিয়া কাপড় কিনিতে হইলেও ৩০।৪০ টাকা লাগিয়া যায়, গরীব শ্রমজীবী সম্প্রদায় বাহার হুটী অন্নের সংস্থান করিতে পারে না, তাহারা কেমন করিয়া

কাপড়ের জন্ত ৪০ টাকা ব্যয় করিতে সক্ষম হইতে পারে? বড় শঙ্কট কালই উপস্থিত হইয়াছে। যখন কার্পাসের চাষ হইত, তখন আমরা দেখিয়াছি, ঘরে চরকার সূতা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ বিছানার সাজ সরঞ্জাম, নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়াও সূতা এবং তুলা বিক্রয় করিত। এই সকল কাপড় মোটা হটক, কিন্তু স্থায়ী ছিল। বিলাতি কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহু তাঁত ত উঠিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের নিজেদের দোষেও এই কুটির শিল্প যে লোপ পাইয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। শঙ্কটে না পড়িলে নানবের শিক্ষা হয় না। এই দুর্দিনে পল্লীবাসীর শিক্ষা হইলেও মন্দের ভাল হইবে।

মুখের কণায় কুটির শিল্পের উন্নতি হইবে না। এ সকল বৃত্ততা খেয়ালের গবেষণায় আমাদের দুর্দশা ঘুচিবে না, আমরাগিকে পুনরায় প্রকৃতই কার্পাসের চাষ করিয়া পুনরায় চরকার প্রচলন করিতে হইবে, আবার দেশের তাঁতিদের উৎসাহিত করিয়া তাঁতের প্রচলন করিতে হইবে, যদি আর নিদেশ হইতে কিছু দিনের জন্ত বস্ত্র এবং সূতা না আসে, যদি যুদ্ধাবসান হইতে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে বস্ত্রের অভাবে ধনী ও দরিদ্রের সমান অবস্থা দাঁড়াইবে। বাজারে না পাইলে অর্থে সে অভাব পূর্ণ হইবে না। একখানা গামছাও এমন ৪০।৫০ আনার কমে পাওয়া যাইতেছে না। স্বদেশীয় সময় যখন দেশের তাঁতের উন্নতির জন্ত পল্লীতে পল্লীতে আশোচনা হইতেছিল, সে সময় লোকে তাহা উপেক্ষা উড়াইয়া দিয়াছিল, তাঁতিরা সে সময় পুনর্জীবিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সচাঃসুভূতিব অভাবে তাহারা চিরতরেই তাঁত ছাড়িয়া দিয়াছে বলিলেও অতুক্তি হইবে না। কিন্তু এখন কি হয়, কাপড় না পাইলে পরিবে কি? এখন যে মোটা সূতার কাপড় পাইলেও কত

দুঃখীর সংসারে হাহাকার উঠিত না। যে জাতি ভবিষ্যৎ ভাবিতে এত অপটু, তাহাদেরও আবার কোন জন্মেও উন্নতি সম্ভব? প্রত্যেক শিক্ষিত পল্লীবাসী পুনরায় গ্রামে গ্রামে কৃষকদিগকে বুঝাইয়া কার্পাসের চাষ করিতে প্রবৃত্ত করুন, প্রত্যেক জমীদার প্রজা দিগকে এজন্ত বাধ্য করুন, দেখিবেন, ঘরে ঘরে বস্ত্রের স্বচ্ছলতা হইয়া উঠিবে। তখন এত পর-মুখাপেক্ষী হইয়া বস্ত্রের অভাব জন্ত এত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। বস্ত্র শঙ্কট আমরা দিগকে মোচন করিতেই হইবে। মানুষ এক-বেলা না পাইয়াও বাঁচিতে পারে, কিন্তু বস্ত্রের অভাবে এক মুহূর্তও আধুনিক সভ্যতার যুগে চলিতে পারে না।

সরকারী-হুকুম।

এডুকেশন গেজেটে প্রকাশঃ—

“বোর্ড অফ ট্রেডার” নিকট লাইসেন্স না লইয়া কেহ আর গ্রেট ব্রিটেনে চিঠি পাঠাইতে পারিবেন না। যদি কেহ এই বিধান না মানিয়া স্বেচ্ছায় বিলাতে চিঠি পত্র লিখেন, তাহা হইলে উহা গ্রেট ব্রিটেনে পৌঁছিয়া মাত্র সরকারে বাজেআপ্ত হইবে।” এ বড় বিষম বিধান সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকার বাহ্যিকের সাধারণ লোকের সুবিধার জন্ত আরও সবিস্তারে একরূপ বিধানের মহৎ উদ্দেশ্য এবং কোথায় কোনস্থান হইতে কিরূপে এই লাইসেন্স লইতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া মনে হয়, কারণ এ তথ্য বাতারা অবগত নহেন, তাহারা বিলাতে পত্র লিখিয়া উত্তরের আশায় বসিয়া থাকিবেন, অথচ সরকারে পত্র বাজেআপ্ত হইয়া বাইবে।

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

সিমলাযাত্রীর পত্র।

—:—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে আমরা যতই উপর উঠিতেছি, ততই এক একটি নতুন নতুন পাহাড় আমাদের নয়ন পথে পতিত হইতেছে, কি অপূর্ব দৃশ্য! কি অপরূপ কোশল, কে যেন ঠিক একটীর উপরে আর একটি পাহাড় সাজাটেরা রাখিয়াছে। যাহা হউক, আমরা এই অনন্ত পর্বতমালার মধ্য দিয়া বরাবর চলিয়াছি। অতল সাগরের জল যেমন কেহ পরিমিত করিতে পারে না; তেমনি এই অসংখ্য পাহাড় মণ্ডলীর কেহ সীমা করিতে পারে না। আমরা এ পর্যন্ত ১০০টী (Tunnel) অর্থাৎ স্তূভ পথ এবং ১১টী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়াছি। বেলা ঠিক ১০টার সময় আমাদের গাড়ী সিমলা ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমরা পিতা পুত্র গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম এবং আমাদের দ্রব্য সামগ্রী লইয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে বিস্তর রিক্সা অর্থাৎ মনুষ্য-বান রহিয়াছে। রিক্সা বিচক্র বিশিষ্ট হইয়া থাকে। দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের বগি গাড়ীর ভায়, উহা মনুষ্যের দ্বারা টানিত হয়। আমি তাহাই একখানি ভাড়া করিতে মনস্থ করিলাম। সেই সময় আশ্রমালার কালীবাড়ীর অধ্যক্ষ উমানাথ বাবুর উপদেশ আমার মনে পড়িল, তিনি বলিয়াছিলেন, সিমলার প্রথম যাইয়া কালী বাড়ীতে আশ্রয় লইবেন। আমি তাহারই উপদেশানুসারে রিক্সাওয়ালাকে কালীবাড়ী যাইতে আদেশ দিলাম। কালীবাড়ী ষ্টেশন হইতে দুই মাইল, ভাড়া ১ টাকা ধার্য্য হইল। আমরা রিক্সায় উঠিয়া বসিলাম, চারি জন কুলী রিক্সা টানিতে লাগিল। দুইজন সম্মুখে এবং দুই জন পশ্চাৎভাগে। তাহার কারণ

এখানকার পথ সঙ্কটল মতো কোথাও উপরে উঠিতে হইবে, এবং কোথাও নিম্নে অবতরণ করিতে হইবে; সেই জন্য চারিজন লোক ভিন্ন রিক্সা চলে না। যাহা হউক, আমরা সেই রিক্সায় চড়িয়া নিম্ন উপর করিতে করিতে প্রায় এক মাইল উপরে আসিয়া, একেবারে সেই কালী বাড়ীর দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। তখন একজন গৈরিক বসনধারী দীর্ঘশ্রাবশিষ্ট পুরুষ আসিয়া আমাদেরকে ভিতরে লইয়া গেলেন এবং কোথা হইতে আসিতেছেন, আসিবার উদ্দেশ্য কি, এবং এই বালকটীই না কে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম মহাশয়, সে অনেক কথা, একটু পরে সমস্তই বলিব। যিনি আমাদের সহিত কথা কহিতেছেন, ইনিই গোষ হয় এই কালীবাড়ীর পুরোহিত, এবং কথার ভাবে বেশ বুঝা গেল যে, ইনি আমাদের দেশীয় বাঙ্গালী।

আমরা প্রথমে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই বাতা আত্মশক্তি দর্শন করিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিলাম। অতঃপর সেই পুরোহিত মহাশয় প্রদত্ত আসনে উপবেশন পূর্বক আমার আত্মপূর্বক ঘটনা সমস্তই তাহার সমীপে বর্ণনা করিলাম। তিনি আমার এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া সাতিশয় হঃপ্রকাশ করিলেন। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, এ সংসার হঃখের আগার, এখানে হঃখের লেশমাত্রও নাই, এই শোক-হঃখের জগতে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। যাহা হউক এই, অপরিণত বয়স্ক বালক সঙ্গে লইয়া এরূপ দূরদেশে যাত্রা করা আপনার খুবই অশ্রাব্য কাণ্ড হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমি বলিলাম, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উপায় কি। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর একমাত্র তরঙ্গার স্থল। এই অনাথ বালকটীর মঙ্গলামঙ্গলের ভার মহা-

শয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তিনি এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন, আমি একজন দীন বাক্ষ্য সন্তান, আমার সাধ্য কি, সকলই তাহার ইচ্ছা। অতঃপর তিনি মহারাজ, মহারাজ, বলিয়া ডাকিলেন, কিছুক্ষণ পরে রক্ষণশালা হইতে এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, “গরমপানী লেয়াও” ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট গরম জল আনিয়া হাজির করিল। পুরোহিত মহাশয় আমাদেরকে সেই জলে হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা তাহাই করিলাম, অতঃপর আমি মনে করিতে লাগিলাম, এদেশের পাচক ব্রাহ্মণ কি ‘মহারাজ’ উপাধি লাভ করিয়াছে; বোধ হয়, সেইজন্য এখানে উহা-দিগকে, মহারাজ, বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরে সেই মহারাজ উপাধিধারী আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের আহার প্রস্তুতের কথা জ্ঞাপন করিল এবং পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং আমাদেরকে লইয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন এবং আমাদেরকে পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইলেন। আমরা আহারাদি সমাপনান্তর তাহার সাহিত নানা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমশঃ

জাল স্বামী।

—:—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কেদার ঘাটের নিকটে রামরূপ চৌধুরি নামে এক সম্পন্ন ব্যক্তির বহুদিনের বাস। একদিন সন্ধ্যায় কিছু পূর্বের রামরূপ, তাহার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হরপ্রসাদ এবং দুইজন প্রতিবেশী পুত্রের দ্বারাদ্বারা

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখনও লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

গল্প করিতেছেন, এমন গল্পের আকাশ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি আসিল। রসময় কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেট বাটার বৈঠকখানায় বারান্দার আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে কেহই দেখিলেন না। রামরূপ ও প্রতিবেশীগণ বৃষ্টির সময় বসিয়া বসিয়া কেবল তাঁহাকে পুড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিল বটে, কিন্তু একেবারে থাকিল না। কৌটার কাপড় মাথার দিয়া প্রতিবেশীগণ নিজ নিজ স্থানে বাইবার জন্ত উঠিলেন। অল্পন পায় হইয়া ঘরের দিকে বাইবার জন্ত বৈঠকখানায় বারান্দা অতিক্রম করিবার সময় তাঁহারা রসময়কে দেখিতে পাঠিলেন। একজন বলিলেন, “কে হে বাপু তুমি?” রসময় বলিলেন, “আজ্ঞে, আমি নিকটেই থাকি, বৃষ্টির জন্ত এখানে একটু আশ্রয় লইয়াছি।” ইত্যবসরে দ্বিতীয় প্রতিবেশী রসময়কে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, “কে হে রসময় না?” রসময় বলিলেন, “আজ্ঞা হাঁ।” তিনি মনে করিলেন যে, নিকটে থাকেন বলিয়া প্রতিবেশী-গণ তাঁহাকে চিনেন—তিনি কিন্তু কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। দালান হইতে রাম-রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, “লোকটা কে কে শিবু?” শিবু বলিলেন, “ওহে রাম! তোমার শ্রুত ঠাকুর দাদার জামাই এগেছে।” অল্প প্রতিবেশী বলিলেন; “তাই ত চাটুঘোঁ ত। এতদিন কোথায় ছিলে হে? একেবারে যে গোটা সন্ন্যাসী হইয়া কিয়দূর দেখেছি। রসময় আবার কোন কথাই উত্তর দিতে পারিলেন না।

রামরূপ ও হরপ্রসাদ রসময়ের নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে দালানে লইয়া বসাইলেন। প্রতিবেশীগণের আর বাড়ী যাওয়া হইল না। রামরূপ বলিলেন, ছি বাবা! এমন করিয়া কি বিবাগী হইয়া বাইতে হয়? খানী খানী বিবাহ কর দিস থাকে?

যেহেতুকে কি এমন করিয়া শুকনো দিতে হয়? নিজেও বোধ হয় শুকী হও নাই, অনেক কষ্ট পাইয়াছ।” রসময় স্বপ্ন দেখিতেছেন কি না, বুঝিতে পারিলেন না। হর-প্রসাদ বলিলেন, “শ্যামা ঠিক সন্ন্যাসী সাজি-রাছে, একেবারে রূপানন্দ স্বামী হইয়া আসি-রাছে, দেখেছ বিত্ত দাদা?” বিত্ত বলিলেন, “সন্ন্যাসী সাজ, আর বাই কর, চেহারা কিন্তু একটুও বদলাইতে পার নাই—কপালে সেই কাটা দাগ দেখেছ রামু খুড়া?” রামরূপ বলিলেন, “হয় বৎসরে আর কত বদলাইবে?” রসময় আজ ছয় বৎসর কানীয়াস করিতেছেন। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার যেন কেমন ধাঁধা লাগিয়া গেল। শিবু বলিলেন, “হরিয়া বেটা কোথায় গেল, জামাই বাবুকে তামাক দিত।” রামরূপ বলিলেন, “আমি পাঠাইয়া দিতেছি, আর বাড়ীতেও খবরটা দিয়া আসি।” রামরূপ চলিয়া গেলেন—বাটার ভিতর হইতে শব্দধ্বনি হইল। হরিয়া আসিয়া তামাক দিল, কিন্তু রসময় তামাক খাইলেন না। বিত্ত বলিলেন, “আজও তামাক ধর নাই? সাবেক চাল যে কিছুই ছাড় নাই।” হরপ্রসাদ বলিলেন, “হাঁ হে চাটুঘোঁ! তবে কি গালা ধরেছ নাকি? তাহা না হইলে আর সন্ন্যাসী কিসের?” শিবু বলিলেন, “তানিয়া দেখ ত পরচুলা কি না।” “বেশ বলিয়াছ” বলিয়া হরপ্রসাদ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু সফল হইতে পারিলেন না।

রামরূপ আসিয়া বলিলেন, চল বাবাজী! বাটার ভিতর চল, ছয় বৎসর পরে মেয়েরা তোমাকে দেখিবার জন্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছে। রসময় যেন বাজীকরের মোহ কাটাঠিয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন, “মহাশয়েরা বড় ভুল করিতেছেন, আমি আপনাদের জামাই রসময় নহি, আমার নাম রসময় চক্রবর্তী পিতার নাম ৮রামজয় চক্রবর্তী।” হরপ্রসাদ

বলিলেন, “চাটুঘোঁ থেকে চক্রবর্তী হইয়া আর লাভ কি? বহু থেকে বাপু, রায় থেকে রায়ান কি সন্ন্যাস থেকে সান্ন্যাস হইলে বরং সাধুব হইতে পারিতে।” রামরূপ বলিলেন, “বাবাজী! আর যা ইচ্ছা বল, বেয়াই মহাশ-য়ের নামটা আর মিথ্যা বলিও না।” শিবু বলিলেন, “আর কেন বাবা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছ? যখন ধরা পড়িয়াছ, তখন আর তোমাকে ছাড়িতেছি না। যাও বাটার ভিতর যাও।” বিত্ত বলিলেন, “বুঝিতেছ না, ওটা আদর বাড়ান হইতেছে।” রসময় বার বার করিয়া বলিলেন যে, তিনি জামাই রসময় নহেন, তাঁহাদিগের ভ্রম হইয়াছে। দেবতার নাম লইয়া শপথও করিলেন, কিন্তু সে কথা কেহই কর্ণে তুলিলেন না। এক প্রকার জোর করিয়াই তাঁহাকে বাটার ভিতর লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু পবিত্র অন্তঃপুরের সীমার পদার্পণ করিতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

(৪)

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবারাত্র হরপ্রসাদের জননী কাদিতে কাদিতে রসময়ের নিকটে আসিয়া বলিলেন, “বাবা! এমনই করিয়া কি তুলিয়া থাকিতে হয়? বাহা হউক, বাবা বিশ্বনাথের রূপায় আমি যে হারান রত্ন পুন-রায় পাইলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।” রসময় বলিলেন, “মা! আপনিও ভুল করি-লেন। আপনি যে আপনার জামাতাকে চিনেন না, ইহা বড় আশ্চর্য। আমার বিশ্বাস ছিল, পুরুষের চক্ষু অপেক্ষা স্ত্রীলোকের চক্ষু অধিক প্রখর। আমাকে ভাল করিয়া দেখুন, আমি আপনার জামাতা নহি। আমাকে বিদায় দিন, আমাকে জামাতা বলিয়া গৃহে স্থান দিয়া কেন কলঙ্কের ভাগী হইবেন?” হরপ্রসাদের জননী বলিলেন, “বাবা! মিথ্যা বলিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ? আমি কি এমনই

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

শ্রান্ত বে, ছয় বৎসরে তোমাকে তুলিয়া
গেলাম?”

●অন্তান্ত পুর মহিলাগণ তথায় আসিয়া সম-
বেত হইলেন এবং সকলেই এক বাক্যে
রসময়কে জামাতা বলিয়া স্থির করিলেন এবং
সাহার যেমন সম্বন্ধ, তিনি তদনুসারে তাঁহার
সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। রসময়ের
কথা কেহই কানে তুলিলেন না, শ্রালিকা ও
শ্রালক জামাগণ ঠাট্টা বিজ্ঞপ করিয়া তাঁহার
কথা উড়াইয়া দিলেন—সকলেরই বিশ্বাস হইল
যে, পুনরায় পলায়ন করিবার জন্য রসময় অন্য
ব্যক্তি সাজিতেছেন। তাঁহার সহিত প্রকৃত
জামাতার আকৃতির এতই সাদৃশ্য যে, সকলেই
ভুল করিলেন। রসময় কাতর হইয়া কর
গোড়ে বিদায় চাহিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে
ছাড়িলেন না, এমন কি বহির্কোণিতেও আর
বাটেতে দিলেন না। রসময় কলঙ্কের ভয়
দেখাইলেন, জাতি নাশের ভয় দেখাইলেন,
কিন্তু সকলেই বলিলেন যে, বাহা হয় হইবে,
তাঁহার কিছুতেই তাহাকে ছাড়িলেন না।
যখন কিছুতেই অব্যাহতি পাইলেন না, তখন
অগত্যা তাঁহাকে শ্রোতে ভাসিতে হইল—
অদৃষ্টে বাহা থাকে, তাহাই হউক! এমন
বিপদে তিনি আর কখন পড়েন নাই।

জানাই আদরে, বিশেষতঃ ছয় বৎসর পরে
হারানিধি পাইলে যে প্রকার যত্নে জলযোগের
ব্যবস্থা হইয়া থাকে, সেই রূপেই রসময়কে
জলযোগ করান হইল। তৎপরে নৈশ ভোজ-
নের ব্যবস্থাও তদনুরূপ হইল। রসময় তখনও
কাহাকেও বুঝাইতে পারিলেন না যে, তিনি
জামাতা রসময় নহেন। দ্বিতলের এক সজ্জিত
কক্ষে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত হইল, শ্রালক ও
শ্রালকজামাগণ তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন
ও উপবেশন করাইলেন। রসময় তখনও
বলিলেন যে, এ রহস্তের এই খানেই সমাপ্তি
হউক, আর অধিক গড়াইলে তাঁহাদিগের

কলঙ্কের শেব থাকিবে না। এক জন শ্রালিকা
বলিলেন, “দাঁড়াও, জয়ভূগাকে ডাকিয়া
আনিতেছি, পাম ত তাহাকে বলিও যে, তুমি
রসময় নহা।” সর্বনাশ! জয়ভূগী অবশ্য
হরপ্রসাদের তথ্য, রসময়ের মনে মনে প্রমাদ
গনিলেন।

হরপ্রসাদের সেই ভয়ী বাইয়া এক সুবেশা
সালকারা, সুন্দরী যুবতীকে রসময়ের শয়ন
কক্ষে আনিয়া হাজির করিলেন এবং তাঁহাকে
বলিলেন যে, “চাটুর্ঘ্যে মশাই কিছুতেই আপ-
নাকে চাটুর্ঘ্যে মশাই বলিয়া স্বীকার করিতে-
ছেন না, এই এক পাগলামী। তুমি যেন
পাগলামীতে ভুলিও না। আজ যদি ইহাকে
রসময় নহে বলিয়া ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে
এ জীবনে আর দেখা পাইবে না। “কথাটা
রসময়ের কর্ণে গেল। জয়ভূগী বলিলেন,
কাজ কি দিদি! উনি যখন অন্য লোক
সাজিতেছেন, তখন ধরিয়া বাধিয়া তোমাদের
তথ্যপতি করা কেন? ছেড়ে দাও আমি
সেমন ছিলাম, তেমনই থাকিব।” রসময়
বুঝিলেন, আমি বিরহে জয়ভূগীর প্রাণে কি
যাতনা। হায়! তিনি যদি প্রকৃত চাটুর্ঘ্যে
হইতেন! “যা আর অভিমানে কাজ নাই”
বলিয়া দিদি জয়ভূগীকে গৃহে প্রবেষ্ট করিয়া
অন্তান্ত পুরমহিলার সহিত তথা হইতে প্রস্থান
করিলেন।

জয়ভূগী গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ
করিলেন এবং রসময় যে চেয়ারে বসিয়া-
ছিলেন, তাহার নিকটে বাইয়া গলায় অঞ্চল
দিয়া ভূমিষ্ট হইয়া রসময়কে প্রণাম করিলেন।
“স্বরায় স্বামীর সহিত সম্মিলিতা ও পুত্রবতী
হও” মনে মনে রসময় এই আশীর্বাদ করি-
লেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিলেন না
পরস্তীর সহিত নির্জনে কোন বিষয়ে আলাপ
করা তাঁহার কোণ্ঠিতে লিখে নাই। রসময়কে
নির্বাক দেখিয়া জয়ভূগীর নারী স্বদের

অভিমান ও আশ্রয় মর্যাদা উখলিয়া উল-
তিনি ও বিনা বাক্য ব্যয়ে পালঙ্কে বাইয়া
শয়ন করিলেন এবং শয্যার এক পার্শ্বে সেই
প্রাণের গরমে ত্রীক সঙ্কীর্ণতা নব বধুর দ্বার
আপাদ মস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিতা রহিলেন। নোধ
হয়, তিনি মনে করিলেন স্বরায় রসময় তাঁহাকে
সম্ভাষণ করিয়া কথা আরম্ভ করিবেন।
কিন্তু অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহার কোন চিহ্নই
দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তাঁহার চক্ষু
জলভারাক্রান্ত হইল, নালিস ভিজিল, তথাপি
রসময় ভিজিলেন না। রসময় গৃহের বাহিরে
বাইবেন মনে করিয়া দ্বার খুলিতে গেলেন, কিন্তু
পারিলেন না, উহা বাহির হইতে শূন্যাবস্থ
হইয়াছিল। তিনি আবার চেয়ারে বাইয়া
বসিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, গৃহস্থেরা
কী পুঙ্খ মিলিয়া বড়বড় করিয়া না জানি
কি বিপদেই তাঁহাকে ফেলিবেন। কানীতে
কাহারও কাহারও নানা প্রকারে নানা বিপদের
কথা তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। ত্রিমতী
জয়ভূগী কাদিয়া কাদিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন,
রসময় বিপদ পাতের আশঙ্কার সতর্কতা সহ-
কারে চেয়ারে বসিয়াই রহিলেন। বাহার
ছয় বৎসর পরে স্বামী স্ত্রীর প্রথম আলাপ
তিনিবার জন্য গৃহের বাহিরে উৎকর্ণ হইয়া
অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার উত্তরকে
নির্বাক দেখিয়া নৈরাশ্রের সহিত স্ব স্ব গৃহে
শয়ন করিতে গেলেন।

অনেক ক্ষণ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, মেঘ
শূন্য আকাশে সূর্য্য উঠিয়াছে, এমন সময়ে
জয়ভূগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন বাটীর সকলে
জাগরিত হইয়াছেন এবং দ্বারের শূন্য খোলা
হইয়াছে। রসময়ের একটু তজ্ঞা আসিয়াছিল,
সহসা উহা ভাঙিয়া গেল।

(৫)

শয্যাভ্যাগ করিয়া জয়ভূগী নির্নিমেষ
নয়নে রসময়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

বস্ত্রাকলে—কালসর্প দর্শনকারীর ভায় শিহরিয়া উঠিয়া তিনি বোমটা টানিয়া ক্রতপদে নীচে চলিয়া গেলেন। তথায় পুরমহিলাগণ একত্রিত হইয়া অরুণাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ষার উত্তর দেখিয়া রসময় গৃহ নিজ্জাস্ত হই-
তইলেন এবং পুরমহিলাদিগের নিকট দিয়া বহির্দ্বারটিতে গেলেন। তাহার রসময়কে দেখিয়া পরস্পর অর্থপূর্ণ নীক্ষা দৃষ্টি বিনিময় করিলেন; বহির্দ্বারটিতে চা পান করিবার মজলিস্ বসিয়াছে, রামরূপ, হরপ্রসাদ, বিষ্ণু, শিবু ও আর একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, তাঁহার নাম দয়াল। রসময়কে দেখিয়া রামরূপ বলিলেন, “এস বাবাজী! মুখ হাত ধোয়া চইয়াছে?” রসময় বলিলেন, “আজ্ঞা না, যদি অমুমতি হয়, তাহা হইলে স্বস্থানে প্রস্থান করি।” দয়াল বলিলেন, “ইনি কে হে রাম দাদা?”

“দাদার জামাই রসময়, চিনিতে পারিলেন না?”

“রসময়! এ আবার কি তামাসা? এর কোন পুরুষেও রসময় নহে।”

শিবু বলিলেন, “তাই ত! এ কি হইল? কাল ত রসময় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, আজ এ কি হইল?” বিষ্ণুও ঐ কথাই বলিলেন। দয়াল বলিলেন, লোকটা শুইয়াছিল কোথায়? বাটীর ভিতরে নাকি?” রামরূপ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, “সর্বনাশ চইয়াছে, আর কি বলিব? জাতি গেল—মেয়েটা হয়ত আত্মহত্যা করিবে।” হরপ্রসাদ বলিলেন, “মার জ্বালাকে!” দয়াল বলিলেন, “তোমার নাম কি? কোণার থাক? কি প্রকারে এখানে আসিলে?”

আমার নাম রসময়, অস্ত্র পরিচয় কলা সমস্ত দিয়াছি। শিবু বলিলেন, “ঐ নামেই ত গোল করিয়াছে!” কেহ বলিলেন, “আজ্ঞা করিয়া প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দাও,” “কেহ

বলিলেন পুলিশে দাও,” কেহ বলিলেন, “গোল করিয়া কাজ নাই, কিল খাইয়া কিল চুরি করাই কর্তব্য।” দয়াল বলিলেন “তুমি কি রকম ভদ্রলোক? একটা মাস্ত্র গণ্য হবে এই কালিটা দিলে?”

“আজ্ঞা, আমি ঠিক ভদ্র লোক, তবে ধাঁহার অপরিচিত ব্যক্তিকে জামাই বলিয়া ডাকিয়া আনিয়া কুলকামিণীর গৃহে প্রবেশ করাইয়া ষার রক্ত করিয়া দেন, তাঁহার কি প্রকার ভদ্র লোক, তৈহাই বিবেচ্য।”

একজন বলিলেন, “শ্যালা ভদ্র লোকের সর্বনাশ করিয়া বচন বাড়াইতেছে দেখ না! কি বল রামু খুড়া, দিই ছ’বা।” রামরূপ তাঁহাকে বলিলেন, “থাক, আর পচা মাছ বাঁটিয়া কাজ নাই।” রসময় বলিলেন, “টচ্ছা হয়, ছ’বা দিতে পারেন, কল্যাকার ভোজনের দক্ষিণা বলিয়া মনে করিব; কিন্তু আমার কোন অপরাধ নাই, আমি বাটীর প্রত্যেককে বলিয়াছি, আমি জামাই রসময় নহি। সে কথা কেহই বিশ্বাস করিলেন না, দশচক্রে ভগবান ভূত হইলেন। রামরূপ বলিলেন, “আমরা মস্ত ভুল করিয়াছি, তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া, আর আসল হটক কপট হটক, সন্ন্যাসী হইয়া এই সর্বনাশটা করিলে! ইতার যে প্রায়শ্চিত্ত নাই! আর সমাজে যে আমাদের স্থান নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।”

“ধর্ম্মতঃ আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হয় নাই। আপনার ভ্রাতৃপুত্রীও আপনাদিগের ভায় ভুল করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমার জননীর তুলা, আমি তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে চেয়ারে বসিয়া রাজি যাপন করিয়াছি, তিনি পালকে শয়ন করিয়াছিলেন।”

রামরূপ মৃতদেহে প্রাণ পাঠিলেন। তিনি রসময়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “দাঁচা-ইলে বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে বটে এবং

আসল সন্ন্যাসীও বটে।” রসময়ের কথাটা সত্য কি না পরীক্ষা করিবার অস্ত্র হরপ্রসাদ বাটীর ভিতরে গেলেন এবং কিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “রসময়ের কোন দোষ নাই, তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত বর্জিতই বটে, কিন্তু আমরা বাটা শুদ্ধ সমস্ত লোকে কি মারাত্মক ভুলই করিয়াছিলাম। মা, কাকী মা, দিদি সকলেই বলিতেছেন, ইহা ভৌতিক কাণ্ড। তাহা না হউক, ইহা যে ইজ্জতাল, তাহাতে ভুল নাই।”

রসময়ের বাড়ী কোথায়, কানীতে থাকি-
কাপ উদ্দেশ্য কি, কত দিন দেশ ছাড়া ইত্যাদি অনেক কথা রামরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। রসময় কতক প্রকাশ করিলেন, কতক গোপন করিলেন। এই সময়ে চা পান করিবার অস্ত্র রামরূপের বন্ধুগণ হই এক জন আসিতে লাগিলেন, দেখিয়া রসময় বিদায় চাহিলেন। রামরূপ বা অন্য কেহ তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না।

(৬)

রসময় নিজ বাসায় আসিয়া শুনিলেন যে, গণেশরাম ভগবান দাসের কাঠের গোলা হইতে তাঁহার সন্ধানে লোক আসিয়াছিল, তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য তথায় যাইতে হইবে। এই ছয় বৎসরে তিনি সত্তানিষ্ঠা ও কার্য-দক্ষতা গুণে মহাজনের এত প্রিয় হইয়াছিলেন যে, সামান্য মুহুরী হইতে প্রধান কার্যদক্ষের পদ পাইয়াছিলেন। মনে করিলে রসময় অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া, ন্যায্য প্রাপ্য ব্যতিরেকে এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহার প্রভু তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অমুপস্থিতি কালে তাঁহার পুত্র রসময়ের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কর্কশূত করেন। ভগবান দাস দেশে যাইলে সমস্ত কার্যভার রসময়ের উপর ন্যস্ত

ছিল, তাঁহার পুত্র তখন কাশীতে আসেন নাই। এই সময়ে রসমর দেলওয়ে কোম্পানীকে এক লক্ষ শাল স্পিগার যোগাটবার ঠিকা লইয়াছিলেন, তাহাতে প্রু বা প্রু পুত্রের সম্বন্ধিত জন অপেক্ষা করেন নাই। এ কার্যে বিলম্ব লভ্য হইবে, এই আশাতেই এমন কার্য করিয়াছিলেন—প্রু বা প্রু পুত্র যে ইচ্ছাতে অগ্রবোধন করিবেন না, এমন সন্দেহ তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। রসমর জল হইতে গাছ কাটিবার ও উল চিরিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এমন সময়ে ভগবান দাসের পুত্র কাশীতে আসিলেন। এই প্রকার ঠিকা লইয়া ৮১২ বৎসর পূর্বে একবার ভগবান দাস বিলম্ব কতিপয় হইয়াছিলেন, রসমর তাহা জানিতেন না। প্রু পুত্র কাশীতে আসিয়া এই ঠিকা লইবার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কথার কথার এমন বিবাদ হইল যে, প্রু পুত্র রসমরকে কণ্ঠস্থ্যত করিলেন। কাঠ চিরিয়া স্পিগার যোগাইলে প্রায় এক লক্ষ টাকা লাভ থাকিবে, রসমর এমন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রু পুত্র তাহা না করিয়া প্রত্যেক স্পিগারের জন্য দুই আনা মাত্র লইয়া একজন সাহেবকে উহা যোগাইবার ঠিকা লইলেন। ভগবান দাস কাশীতে আসিলেন এবং পুত্রের কার্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রসমরকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

আহারান্তে রসমর ভগবান দাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার পুত্র রসমরের সহিত লম্বাবহার করেন নাই বলিয়া অত্যন্ত ক্ষেপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় কার্যে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, “আমার অদৃষ্ট মন্দ, মতুবা পুত্রের অবিবেচনার লক্ষ্যধিক টাকা হারাইব কেন? আপনি যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সেই বন্দোবস্ত বজায় রাখিয়া সাহেব লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন।

বাহা হউক, আপনি আমাকে ত্যাগ করিবেন না, আপনি আমার লক্ষ্মী।”

রসমর বলিলেন, “কার্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমাকে দুইমাসের বিদায় দিতে হইবে, আমি একবার কলিকাতার বাইব, ছয় বৎসর পুত্র কন্যাকে দেখি নাই।” ভগবান দাস তাহাতে সম্মত হইলেন, রসমরও পুনরায় কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। একমাসের মধ্যেই ভগবান দাস সমস্ত হিসাব পত্র দেখিয়া লইলেন এবং রসমরকে বিদায় দিলেন। যে দিন রসমর কলিকাতায় বাইবেন, সেই দিন ভগবান দাস তাঁহাকে একখানি সাড়ে বারহাজার টাকার চেক তাঁহার নামে কাটিয়া দিলেন। রসমর লিভাসা করিলেন, “এ টাকা কি করিতে হইবে?” ভগবান দাস বলিলেন, “ইহা আপনার টাকা, স্পিগারের ঠিকার মুনফা হইয়াছে।” “আমি ইহা লইব কেন? আমি আপনার ভৃত্য এবং ঠিকাও আপনার নামে ছিল, সুতরাং ইহা ভ্রমিত: আপনার প্রাপ্য।”

আমাকে যখন এ ভ্রম মূলধন খাটাইতে হয় নাই, তখন ইহা আমার নহে। এ টাকা লইয়া আমি ধর্ম পতিত হইতে পারি না, ইহা আপনারই ভ্রাম্য প্রাপ্য।”

অগত্যা রসমরকে ঐ টাকা লইতে হইল। তাঁহার অদৃষ্টে এক মুহুর্তে এত টাকা উপার্জন ছিল, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। প্রু পুত্র অন্তরে ভগবান দাসের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনুতাপে মহামারীর স্বভাবে একটা মন্ত পরিবর্তন আসিল, তিনি এখন শান্ত, সুশীল মান অভিমান বর্জিত ও পতিপদ ধ্যান নিবৃত্তা মারীদিগের এক জন হইয়া উঠিলেন। পুড়িয়া পুড়িয়া স্তবর্ণ বিগুহ হইল। রসমরের কাশী বাতায় পর দীর্ঘ ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে; এতাবত কাল মহামারী কেবল

যে মনের আশ্রয়ে পুড়িয়াছেন, তাহা নহে, অর্থাৎ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি দগ্ধ করিয়াছে। ভাল হয় নাই, মঙ্গল ভূষণ নাই, পুত্র কন্যা কোন সামগ্রী পাটবার আনবার যতিলে তিনি তাহা কিনিয়া দিতে পারেন না, পুত্রের লেখা পড়া শিখিবারও কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণ কাটিতে লাগিল, রসমর বাতিরেকে আর দিন যায় না, পুত্র কন্যাকে আর লালন করিতে পারেন না। কিন্তু রসমরের কোম সংবাদই মিলিল না। তিনিও বাতীর লম্বা-দের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং কাশীতে যে সকল বন্ধ বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে পুত্র কন্যার কথা লিভাসা করিয়াছিলেন, কেহই কিছু বলিতে পারেন নাই, কেবল এই পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বাতী ভাড়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অবশেষে মহামারী হির করিলেন যে, রসমরের সন্ধানে পুত্র কন্যা লইয়া কাশী বাত্যা করিবেন। কিন্তু সহায় সম্পত্তি হীনা স্ত্রীলোক কোথায় আসিবেন? এমন কেহ আশ্রয় নাই যে, তাঁহাকে আশ্রয় দেন। অনেক অগ্রসন্ধান করিয়া তাঁহার দূর সম্পর্কীরা এক পিশির ঠিকানা পাইলেন, তিনি বহু কাল হইতে কাশীবাসিনী, বিবাহের পূর্বে ৮১২ বৎসর বয়সের সময় মহামারী তাঁহাকে শেব দেখিয়াছিলেন।

সেই পিশি পরলোকগত স্বরূপ চৌধুরীর স্ত্রী, হরপ্রসাদের জননী। মহামারী সন্ধান করিয়া তাঁহার বাতীতে আসিলেন, পিশি মহামারী অনেক দিন যারা গিয়াছেন, তাঁহার ভ্রাতা রামরূপ এখন সংসারের কর্তা। তাঁহাদিগের অবস্থা ভাল, মহামারীকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পিশির দুই কন্যা, দুই পুত্র, কন্যাদের নাম জয়কালী ও জয়দুর্গা, পুত্র দিগের নাম হয় প্রসাদ ও শিব প্রসাদ

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য এখনও লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

শিব প্রসন্ন গোরাকপুরে থাকেন, বড় চাকরী করেন। রামচন্দ্রের অনেক গুলি পুত্র কন্যা কেহ কাশীতে, কেহ অত্রজ আছে। পুরহীসদ মহামায়ার কাহিনী ও কাশী আসিবার কারণ শুনিলেন এবং তাঁহার চরণে অনেক সোহাগভূতি প্রকাশ করিলেন। জয়হর্গার অবস্থাও অনেকটা মহামায়ার অনুরূপ বলিয়া উভয়ে অত্যন্ত বন্ধুত্ব হইল। জয়হর্গার মহামায়া অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট।

মহামায়ার স্বামী রসময়ের ঠিকানা কেহ জানেন না, তিনি এখনও কাশীতে আছেন কি না, তাহার ও স্থিরতা নাই, তদ্বির কেহই তাঁহাকে কোন দিন দেখেন নাই; সুতরাং তাঁহার কোন অনুসন্ধান হইল না। মহামায়া কিন্তু নিজেই তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রায় সমস্ত দিন তিনি দেব দর্শনের ছলে পথে পথে ও প্রতি দেবালয়ে ঘুরিয়া বেড়ান; আজ কেদার ঘাট, কাল নথিকর্ণিকা, পরশু দশাখমেধ এমনই করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে স্নান করেন; সন্ধ্যাকালে ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে প্রদীপ দিতে আসেন, সন্ধ্যারে যাইয়া দুই এক পরমার সামগ্রী ক্রয় করেন, প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিবেচনের মন্দিরে থাকিয়া জ্বরভী দেখেন। তাঁহার পিশি তাঁহার ধর্ম্মে মতি দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট।

জয়হর্গার বড় কষ্ট, তিনি স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়াই ত তিনি বিনাগী হইয়া গিয়াছেন, এই বলিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রজ্ঞনা দেয়। তিনি কটুভাষিনী, অপ্রিয়-বাদিনী বলিয়াই আজ তাঁহার এই যন্ত্রণা, হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইলেও তাঁহার মনে সুখ ছিল না, গৃহে বসিয়া দিন রাত্র মনের আগুনে পুড়েন। একটা পুত্র কি কন্যা হয় নাই যে, তাহাকে লইয়া দুই দণ্ড মন স্থির করেন। মহামায়া তাঁহাদিগের বাটতে আসাতে জয়হর্গার মন অনেকটা হালকা

হইল, তিনিও অনেক সময় মহামায়ার সহিত কাশীর গলি গলি ঘুরিতে লাগিলেন। তিনিও কি স্বামী খুঁজিয়া বেড়ান? সে কথা অপ্রকাশ থাকিলেও তাঁহাদিগের অধিকাংশ কথোপকথনই যে ঐ সম্বন্ধে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক দিন মনান্তে বিবেচনের মন্দির প্রাঙ্গনে বসিয়া উভয়ে কি কথোপকথন হইতেছিল, তাহা বলিতেছি।

৮

“লোক নিরুদ্দেশ হইলে পুলিশ ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ধরিতে পারেন না।”

“এই ছয় বৎসরের ভিতর এক দিনও আসিল না?”

“কই আর আসিল! হাঁ হাঁ, এক দিন আসিয়াছিল।”

“তবে আবার গেল কেন?”

“সে যে জাল!”

“জাল! জাল স্বামী আবার কি রকম?”

“সে বড় মজার কথা দিদি! শুনেবে?”

এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে এক জন আধা সন্ন্যাসী আমাদের বৈঠকখানার দারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দালানে কাকা, দাদা, আরও পাড়ার দুই তিন জন পুরুষ মামুষ ছিলেন। লোকটার চেহারা ঠিক তাহার মত, একটুও প্রভেদ নাই, কপালে সেই কাটা দাগটা পর্য্যন্ত আছে। এমন আশ্চর্য্য ভাই কখন দেখি নাই! গলার স্বরও কি ছাই ঠিক তার মত হইতে হয়! বায়ুন বটে, নামও মিলে গেল।

“বায়ুন, কপালে কাটা দাগ নামও চাটুখোর নাম!”

“হাঁ দিদি! কিছু প্রভেদ নাই। পুরুষেরা ত ভুল করলেনই, মায়, কাকীমায়, দিদির নউ দিদির সকলেরই ভুল হইল, মায় হারিয়া চাকরটার পর্য্যন্ত।”

“তার পর?”

“তার পর তাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া খাওয়ান দাওয়ান ধুম দেখে কে।”

“আচ্ছা, সে লোকটা চাটুখো কিনা, তা কিছু বলিল না?”

“সে বয়সরই বলিয়াছে, সে চক্রবর্তী, আর আমরা ভুল করিতেছি।”

“সে আবার চক্রবর্তী! সকলের মত ভুলেও ভুল করিলি? তুই ও তাহাকে চিনিতে পারিলি না?”

“রাত্রিতে পারি নাই, সকালে চিনিয়া ফেলিয়াছিলাম।

“এক ঘরে শুইয়াছিলি নাকি?”

“এক ঘরে বটে, তবে এক বিছানায় নয়। লোকটা সমস্ত রাত্রি শোয় নাই, এক ধান্দা চেয়ারে বসিয়াছিল।”

“ধর্ম্ম জ্ঞান আছে! এত যদি ধর্ম্ম জ্ঞান, তবে ঘর থেকে বাহির হইয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল না কেন?”

“উচিত কথা বলিতে হয়, পরিচয় দিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে আসল মনে করিয়া কেহ যাইতে দেয় নাই; আর ঘরে শিকল দেওয়া ছিল, সেই জন্ত বাহির হইতে পারে নাই।”

“লোকটার যদি ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত, বল দেখি?”

“ধর্ম্ম আছেন, তিনি সকলের রক্ষা কর্তা।”

“সকলে যখন চাটুখো নহে বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন তোমার কাকা কি করিলেন?”

“জাতি ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই শুনিয়া বড় খুসী হইলেন, আর নিজেদের ভুলের জন্ত অপ্রতিভ হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। তাহার পর তাহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলেন যে, দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতায় যাইবে, সেই খানেই নাকি তাহার

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বাড়ী। বাড়ীতে পরিবার, একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে আছে। মনের চাপে তোমার ভয়ীপতির মত বিবাগী হইয়া-বাটী হইতে চলিয়া আসিয়া এই কাশীতে বাস করিতেছে। চুখটা যে কি, তাহা বলিল না। দেশে বাইরে এক দিন মন হয় নাট, কাকা অনেক করিয়া বুঝাইলে তাহার মন হইল।”

“বাড়ীর কেহ ঠিকানা জানে?”

“কই তাহা ও কেহ জানে না। কেন, তাহার ঠিকানা জানিয়া কি হইবে?”

“সকান পাইলে তাকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিব।”

“আমার পালা হইয়া গিয়াছে, এই বার তোমার পালা।”

“আমার পালাই বটে, সে কে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিস না?”

“তিনি কি আমার ভয়ীপতি নাকি? এমন জানিলে যে, সে দিন আলাপটা ভাল করিয়া করিয়া রাখিতাম।”

“সে যুগে আর হওয়া কঠিন। এই কাশী সহরে তাহাকে কি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব?”

পশ্চাতে এক ব্যক্তি ধ্যানস্থমিত মনে বসিয়া উক্ত কথোপকথন শুনিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন, “অবশ্য পারিবে, বাবা বিশ্বনাথের এমনই মাহাত্ম্য যে, তিনি কাহারও আশ্চর্যকর কামনা অপূর্ণ রাখেন না।”

মহামায়া বিশ্বিত ও কিং কৰ্তব্য বিমুঢ় হইয়া গেলেন। জয়দুর্গা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন এবং অবশুর্গনে মুখাবৃত করিয়া বলিলেন, “দিদি! দিদি! ইনিই জাল বামী।”

“ভোর জাল কিন্তু আমার আসল।”

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

২ নীতলালেন, নারিকেল ডাঙ্গা, ছাটসন রোড পোঃ আঃ, কলিকাতা।

HOME INDUSTRIES.

Special for “Businessman”

Rudge.

—:—:—

গহনা পরিষ্কারের জন্য রুজ প্রস্তুত।

স্বর্ণকারগণ গহনা পালিসের জন্য এক প্রকার রুজ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহা দেখিতে নাল চূর্ণ, স্বর্ণ পালিস করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহা দেশীও প্রস্তুত হইয়া বাজারে বেশ লেবেলাদি দিয়া এক এক কোটা ১/০, ১/০ বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেক, কেমন করিয়া এইরূপ প্রস্তুত করিতে হয়, আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নিয়ে সহজ উপায়ে রুজ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া প্রদত্ত হইল।

প্রথমে ১ আউন্স আন্ড্রাক্স হিরাকস্ (Sulphet of Iron) খানিকটা জলে দ্রব করিয়া ফেল, ইহা জলে দিলেই সহজে গলিয়া যাইবে।

তারপর অল্প একটা পাত্রে ঐ পরিমাণ অক্সালিক এসিড্ পরিষ্কার জলে গলাইয়া ফেল।

কিছু সাবধান হইতে হইবে, কারণ ইহা বিষাক্ত পদার্থ, সুতরাং ইহা হস্ত দ্বারা নাড়া চাড়া করিবে না বা মুখে হাত দিবে না। এখন ঐ উপরোক্ত হিরাকসের জল এবং অক্সালিক এসিডের জল একত্র মিশাইয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলেই জল উপরে থিনাইয়া উঠিবে এবং নীচে ঠিক গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের একটা তলানি পড়িবে। আমাদের ঐ তলানি টুকুড়া আবদ্ধ।

হিরাকসের সহিত অক্সালিক এসিড্ যোগ হইলেই রাসায়নিক ক্রিয়াব জন্ম যে অক্সালিক বা তলানি পড়িল, ইহার নাম (Oxalate of Iron) অক্সালেট অফ আয়রন। ইহাও বিষাক্ত পদার্থ, এখন আস্তে আস্তে উপরোক্ত

জলীয় অংশ কেবল দিলেই তলানিটা পাওয়া যাইবে। ইহার সহজ উপায় একটা ব্রুটিং কাগজের ঠোকা করিয়া উপরোক্ত সলুইশন দ্বারা তলানি সমেৎ চালিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ তলানিটা ব্রুটিং কাগজে লাগিয়া থাকিবে, বলটা পড়িয়া যাইবে।

এখন এই ব্রুটিং সমেৎ তলানিটা রৌদ্রে শুক করিতে দিলে যখন উত্তমরূপ শুক হইয়া যাইবে, তখন একটা মুক্তিকা পাত্রে বা লোহার হাতায় দিয়া আগুনের উপর ধরিলেই দেখিবে, উহাতে আপনা হইতেই আগুন লাগিয়া পুড়িয়া নাল-বর্ণ চূর্ণে পরিণত হইবে। ইহাই রুজ। অক্সালিক এসিড্ প্রভৃতি বিধাক্ত পদার্থ। শিশিতে ঘরে রাখিলে অতি অবশ্যই তাহার গাত্রে বড় অক্ষরে “বিষ” এইরূপ লেবেল দিয়া রাখিবে। ইহাই আইন।

এই রুজ কোটায় পুরিয়া উত্তম ছাপা লেবেল দিয়া বিক্রয় হয়। বিক্রয়ের স্থান কলিকাতার রাধাবাজারের জুয়েলারির দোকানে দোকানে অথবা প্রত্যেক স্বর্ণকারের দোকানে। বাজারে যে রুজ বিক্রয় হয়, তাহার উন্নয়ন ৩০ হইতে ৪০। প্রতি কোটা ১/০, ১/০ আনায় বিক্রয় হয়। এক শ্রেণীর লোক কেবল রুজ প্রস্তুত করিয়াই বিক্রয় করিয়া থাকে।

ব্যবহার বিধি :—

অলঙ্কার কে উত্তমরূপে সাবান জলে পরিষ্কার করিয়া শুক করিয়া লইয়া সামান্য একটু রুজ সাময় লেদার বা সাব্রী চামড়ায় লাগাইয়া অলঙ্কারের উপর বসিয়া পালিস করিতে হয়। রুজ পালিসের জন্য নানা প্রকার ক্রসও বাজারে পাওয়া যায়।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১/৫ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

পাঁকা দেওয়ালে অশ্বখ বট বৃক্ষাদি জন্মিলে তাহা নষ্ট করিবার উপায়।

১। ঐরূপ বৃক্ষ যুগে হিং দিলে বৃক্ষ নষ্ট হয়।

২। Strong Liq. Ammonia কড়া লাইকার অ্যামোনিয়া ঢালিয়া দিলে সমূলে বৃক্ষ মরিয়া যায়।

৩। সায়েনাইড অফ পটাস দিলেও বৃক্ষ মরিয়া যায়। ইহা বিবাক্ত।

৪। খুব ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিলেও মরিয়া যাইতে পারে।

৫। ট্রিং কার্বনিক এসিড দিলেও গাছ মরিয়া যায়।

প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সমালোচনা।

—:—:—

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক-চিকিৎসা।

নবম সংস্করণ।

শ্রীমহেশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য এণ্ড কোং কর্তৃক সংগৃহীত এবং কলিকাতা ৮১ নং ক্লাইভ স্ট্রিট হইতে উক্ত কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১।০ মাত্র, ৫৮৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুস্তকখানির ছাপা, বাধাই সর্বোৎকৃষ্ট। পারিবারিক চিকিৎসা প্রথম সংস্করণ হইতেই যে জনসমাজে আদৃত এবং প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, পুস্তকখানির অসম্ভব কাটুটি দেখিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকমাত্রই জানিয়া বিস্মিত হইবেন যে, ১৩৭৮ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৫২০০০ পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, ইহা পারিবারিকচিকিৎসা প্রকাশকগণের পক্ষে কম ভ্রাবার বিষয় নহে। হোমিওপ্যাথির জ্ঞান হুচিকিৎসা প্রচারের পক্ষেও পারিবারিক-চিকিৎসা যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাহা

বলা বাহুল্য মাত্র। আলোচ্য নবম সংস্করণের পুস্তক সর্ববিধেই পরিবর্তিত এবং পরিবর্তিত, অষ্টম সংস্করণের পারিবারিক-চিকিৎসার আকারের দ্বিগুণ। অতি সরল ভাষায় প্রত্যেক রোগের শিশু বর্ণনা, উৎপত্তির কারণ, তাহার উপযুক্ত ঔষধ নির্ধারণ, ডাই-নিউশন পর্যন্ত দিয়া পুস্তকখানি এমন সুন্দর ভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে যে, শ্রীলোকেরাও এই পুস্তক সাহায্যে চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন। ইহাতে যে কি নাই, আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না, সুবৃহৎ ইংরাজী-হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা গ্রন্থেও যে সমস্ত রোগ এবং চিকিৎসা প্রকরণ আছে, ইহাতেও সেই সমস্ত রোগের চিকিৎসা এমন সরল ভাষায় সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত যে, পাঠকের রোগ এবং ঔষধ নির্ধারণ কালে বিন্দুমাত্র গোপনযোগ বা সংশয় উপস্থিত হইবে না। আলোচ্য সংস্করণে বহু টীকা টিপ্পনী, হানিম্যানোক্ত তরুণ এবং পুরাতন রোগ লক্ষণ, ধাতু দোষগ্রন্থ, তন্নিবারণকর ঔষধানী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাহারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অমুরাগী, নবশিক্ষার্থী, তাহাদের পক্ষে বাস্তবিকই ইহা অপারিহার্য্য। প্রকাশকগণ টিকিই বলিয়াছেন যে, “পারিবারিক-চিকিৎসায় কলেবর বৃদ্ধি ইহা মেদ বৃদ্ধি নয় অকৃত বাহ্যের পরিচালক।” গ্রন্থখানি আত্মোপায় সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতই একখানি অভিনব পুস্তকে পরিণত হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক গৃহেই পারিবারিক চিকিৎসাকে গৃহপত্রিকার স্থায় রক্ষিত দেখিব, এমন আশা করিতে পারি। গার্হস্থ্য চিকিৎসার অজ্ঞ বহু পুস্তক আমাদের হস্তে পড়িয়াছে বটে কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসা নবম সংস্করণের জ্ঞান সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অকাল মৃত্যু বিজ্ঞান বা বিনা ঔষধে সকল প্রকার পেটের অশ্বখ চিকিৎসা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে প্রণীত মূল্য ১।০ আনা মাত্র। ৮নং গোলাম শোভান লেনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। গ্রন্থকার বহুদেশ পর্যটক, ব্যাভিনায়া কতিপয় সার্কাসের ম্যানেজার থাকিয়া ভারতবর্ষ, বর্ম্মা সিংহল প্রভৃতি স্থানে পর্যটন করিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমণকালেই কোন অশ্বিতুল্য মহাত্মার নিকট এই প্রক্রিয়াটি প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করিতেছেন। কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া দ্বারা সর্বপ্রকার উৎকট উদরানয়ণ আরোগ্য হয়। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠে আনন্দিত হইয়াছি, এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা আরোগ্য হওয়া অসম্ভব বলিয়া আমাদের বোধ হয় না, কারণ ইহা আমাদের প্রাচীন প্রাণায়ামের এক প্রকার প্রকাশান্তর মাত্র। প্রাণায়াম দ্বারা বহু উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হয়, আমেরিকান ও অন্যান্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এখন Deep breathing এর পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। পুস্তকখানির মূল্য অতি সামান্য, গৃহস্থ মাত্রেই একখানি গৃহে রাখার ক্ষতি নাই।

ঘোড়ার খরুরা।

কলিকাতা ১১নং বুদ্ধাবন ঘোষের লেন শাখারটোনা হইতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন আমাদেরকে তাহাদের নিজ কারখানায় নির্মিত এক খানি ঘোড়ার খরুরা পাঠাইয়াছেন যুদ্ধের জন্য এসকল জিনিষ এখন আর বিলাত হইতে না আসায় ঘোড়ার খরুরা দ্রুত এবং দ্রুত হইয়াছিল। ইহারই সেই অভাব পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার খরুরা প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালাইতেছেন।

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

জিনিসটা এত হুম্বর এবং মজপুত হইয়াছে যে, বিলাতি এবং এই দেশী জিনিসটা একত্রে রাখিলে কোন ক্রমেই দেশী বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই। বরং বোড়ার সহিসগণ বলে যে, ইহা বিলাতি অপেক্ষা খুব ভাল। দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে দেশের লোক, রাজা, মহারাজা তাঁহাদের অস্থানায় ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিলেই কারখানার উদ্দেশ্য সফল হইতে বিলম্ব হয় না। আমরা সর্বাস্তঃকরণে এইরূপ গৃহশিল্পের পক্ষপাতী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের গ্রাহকগণ “কাজের লোকের করমূল্য” দেখিয়া অনেক সময় আমাদেরকে জবাবদি সরবরাহ করিবার জন্য পত্র লিখেন কিন্তু সমস্যাভাব ও নানা কারণে আমরা তাহা সরবরাহ করিতে পারিতাম না।

মে: পি, মুখার্জী এণ্ড কোং, ৫৬ নং নিয়োগী পুকুর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় করমূল্য সমস্ত জবাবদি সরবরাহ করিতে সক্ষম। পাঠকগণ অন্তঃপর কাহারও কিছু আবশ্যক হইলে উপরোক্ত কারনে পত্র লিখিতে পারেন। ইহারা সৎ ব্যবসায়ী। “কাজের লোক” ইহাদের বিজ্ঞাপন দেখুন।

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

নানাকথা।

—:—

সমর ঋণ।—গত ১৫ই জুন সমর ঋণ গ্রহণের শেষ দিন ছিল। ঐ দিন পর্যন্ত বোম্বাই হইতে ১০,৫১,১২,৮০০ টাকা ও বাঙ্গালাদেশ হইতে ১০,৩,৪২,৪০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। মোট ৩০,৮০,২৭,৫৮৭

টাকা ঋণ সংগ্রহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। এত টাকা ঋণ পাওয়া যাইবে বলিয়া কেহ করনাও করে নাই।

গবর্ণমেন্টের উদ্যোগ।—“কৃষির অন্তরায়” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গভোজনাথ মিত্র লিখিয়াছেন;—

পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জলসেচনকার্যের অনুষ্ঠান কেবল মাত্র এক মেদিনীপুর জিলা বাঙ্গালার আর কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু গবর্ণমেন্ট করেন নাই, জলপাইগুড়ি ও বর্ধমানে কিছু আছে বটে, কিন্তু মোটের উপর ১,০৭,০৪৫ একর জমীতে বাঙ্গালা দেশে সরকারী সাহায্যে জলসেচন হইয়া থাকে। নিয়ে তালিকাটি বাঙ্গালার সেচনের বিবরণ দেখাটাইতেছে—

যে উপায়ে জলসেচন হয়।	একরভূমি।
১। সরকারী কেনাল (পয়ঃপ্রণালী)	১,০৭,০৪৫
২। বেসরকারী কেনাল	১,৬১,৪০২
২। জলাশয়	২,২০,২৫৮
৪। কূপ	১৬,৩৮৫
৫। অন্ত উপায়	১০,৪৮,৭৩৯

বাঙ্গালার কৃষিকার্যে জল সেচন বিষয়ে গবর্ণমেন্টের উদ্যোগের সম্যক পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়। সজী:

মার্কিন শ্রমজীবী সঙ্ঘের সভাপতির উক্তি।—মিঃ গোম্পাস মার্কিন শ্রমজীবী সঙ্ঘের সভাপতি। মার্কিন শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি হইয়া মিঃ ডান্কাণ্ড পেট্রোগ্রোড নগরে গমন করিয়াছেন। মিঃ গোম্পাস তাহাকে তারযোগে জানাইয়াছেন; যদি নিমন্ত্রিত হন, তবে আপনি সামাজিক সাম্যবাদীদের সভায় উপস্থিত হইবেন এবং পৃথিবীর সকল রাজ্যের সাম্যবাদী ও ব্যবসায়ীদের মহাসম্মিলন হইতে পারে কিনা তাহা বিচার করিবেন।

পৃথিবীর সকল দেশে গণতন্ত্রের মূলনীতি গৃহীত হউক, ইহাই আপনি দৃঢ়তার সহিত বলিবেন। ইহাও জানিবেন যে, প্রত্যেক দেশের জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে বর্তীরা থাকিতে হইবে এবং তাহারা আপনাদের দেশের ভাগা আপনাই নিয়মিত করিবেন।

এই নীতিব মর্মান্বয় রক্ষার মানসে আমেরিকা যুদ্ধে অবতরণ করিয়াছেন। আমেরিকার শ্রমজীবীরা ব্যক্তিগত স্বৈচ্ছাচার শাসন ধ্বংসের নিমিত্ত সংগ্রাম করিবেন এবং পৃথিবীতে যাহাতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহারই অস্ত চেষ্টিত হইবেন।

পৃথিবীর সকল দেশে এখন স্বাধীনতার ও মুক্তির মঙ্গলময়ী বাণী ধ্বনিত হইতেছে।

ইউরোপে ও আমেরিকার সাম্যবাদীরা তারত্বরে বলিতেছেন, ‘কেহ পররাজ্য অধিকার করিও না; সর্বত্র প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হউক; দেশের অধিবাসীরাই দেশশাসন ও দেশের উন্নতি বিধান করিবে, এবিষয়ে পরদেশী হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।’ পৃথিবীতে কি নবযুগ আসিতেছে?

ভারতে বস্ত্রশিল্প।

১৯১৩-১৪ সালে ১,১৬,৩২,৯১,৫৮৮ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯১২-১৩ সালে ১,২২,০৪,৪২,৫৪৫ কাপড় হইয়াছিল। অতএব আলোচ্য বৎসর ৫,৬১,৫০,৯৫৭ গজ কাপড় অর্থাৎ শতকরা ৫,৬ কম উৎপাদিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব বৎসর অপেক্ষা পর বৎসরে রপ্তানীর হার কিছু বেশী। ১৯০৮-০৯ হইতে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত কত কাপড় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গিয়াছে তাহার পরিমাণ—

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য এখনও লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

১৯০৮-০৯	৭,৭২,৮৮,১৬৪ গজ।
১৯০৯-১০	২,১৮,৩৭,৫৫৮ গজ।
১৯১০-১১	২,২৭,৮৮,৩১৫ গজ।
১৯১১-১২	৮,১৪,২২,৫১০ গজ।
১৯১২-১৩	৮,৬৫,১২,৮১২ গজ।
১৯১৩-১৪	৮,৬০,০০,৭১৩ গজ।

মুক্তিযোগ।

ভেদ বহনের উদ্ভিদ্ধ ঔষধ।

যেত আপাদের শিকড় ১ একটা ও পোলবরিচ একটা একত্র বাটিয়া ৩ ভিন্টি বাটকা করিবে। এই বাটকা অন্তরে ইহা এক একটা করিয়া সেবন করাইবে। প্রথম ভেদের পরেই ইহা সেবন করাইতে পারিলে, রোগের অবস্থা সাংঘাতিক হইতে পারে না। রোগীর বয়সের তারতম্য অনুসারে শিকড় ছোট বড় বিবেচনা করিয়া দিতে হইবে।

উচ্ছেদাতার রসে তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিষটিকা নষ্ট হয়।

ইজ্জব ৪ তোলা, ১/১ পের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, এক ছটাক মাত্রায় চুই বাটকা অন্তরে এই জল সেবন করাইলে ভেদ ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়।

কচি মুলার কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বিষটিকা (কলেরা) নিবারিত হয়। ইহা বিষটিকা রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও জঠরাগ্নির উদ্দীপক।

বেল তুঠ বা তুটক বেলের কাথ বমন ও বিষটিকা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কপূর ১ রতি, লঙ্কাচূর্ণ ১ রতি, হিং ১০ অর্দ্ধ রতি ও অহিফেন ১০ অর্দ্ধ রতি, একত্র গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটা বাটকা করিবে। প্রত্যেক দাপ্তর পরে এইরূপ

একটি করিয়া বাটকা লেহন রসযুক্ত চিনির সহবৎ সহ সেবন করাইলে ওলাউঠা নিবারিত হয়।

অতিরিক্ত ভেদ নিবারণের জন্য আকিং বাটিকার সহ ঔষধ প্রয়োগ করা বাইতে পারে। রোগী পিপাসার কাতর হইলে কপূর বাসিত নির্মল সুশীতল জল বিবেচনা পূর্বক মধ্যে মধ্যে প্রদান করিবে।

কাংবাচিনিচূর্ণ ১ তোলা, বাটিকচূর্ণ ১০ তোলা, কজলী ১০ আনা, যথু সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্ন অন্ন লেহন করিতে দিবে, তাহাতেও পিপাসা নিবারিত হইবে। হিকা উপস্থিত হইলে কদলী মূলের রসের নষ্ট দিবে। রাই সরিষা ঘাড়ে বা পৃষ্ঠ অংশে (বেহুদণ্ডে) প্রলেপ দিলেও হিকা নিবারিত হয়।

মুদ্রসজনার্থ স্থলপত্রের রস চিনির সহিত পান করিতে দিবে, পাথর কুটির পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া বস্তিদেলে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়।

রুবক ১০২২। প্রাণ।

কুলের জেলী।

পাকা কুল গুলি উত্তমরূপে শুক করিয়া লইয়া সেগুলি ঢেঁকিতে বা হামালমিতার ফেলিয়া গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। কুলের গুঁড়া স্থান ছাঁকিনিতে ছাঁকিয়া লইলে তাহা হইতে জাঁঠি গুলি ও খোসার অংশ বাদ থাকিবে। পরিষ্কৃত কুলের গুঁড়া লইয়া চিনির রসে পাক করিলে অতি সুখ রোচক জেলী প্রস্তুত হয়। ইহাতে জিরে ও মেথি ভাজার গুঁড়া প্রভৃতি মিশাইলে জেলী আরও সুস্বাদু হয়। এইরূপ জেলী সাহেব হইলে চড়া দানে বিক্রয় হইতে পারে।

কৃষি সম্বন্ধীয়।

AGRICULTURAL.

The Chilean Nitrate Committee
Agricultural Competition.

চিলিয়ান নাইট্রেট

কমিটির প্রতিযোগিতা।

চিলিয়ান নাইট্রেট এক প্রকার কৃষিক্ষেত্রে উর্বরতাবর্ধক উৎকৃষ্ট সার। “কাজের লোকের” পাঠকগণ “কাজের লোক” পাঠে তাহা বিশেষরূপ অবগত আছেন। এই কমিটির ভারতীয় প্রতিনিধি, ভারতের কৃষি এবং তাহার উন্নতির উপায় সম্বন্ধে বাহারা মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া আগামী ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্যন্ত পূর্ণ একবৎসর সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রবন্ধের যোগ্যতানুসারে ৩০০০ টাকা নগদ পুরস্কার প্রদান করিবেন। সর্বমুদ্য ১৮টি পুরস্কার আছে। তাহার মধ্যে ১ম পুরস্কার ১০০০ অঙ্ক পুরস্কার ৬০০, ৫০০, হইতে ১০০ পর্যন্ত আছে। আমাদের পাঠক মাঝেই এজ্ঞা চেষ্টা করিতে পারেন। “কাজের লোকের” মলাটের শেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। যুদ্ধের সময় অনেকের স্বদেশ গমনের ব্যয় এবং যুদ্ধাবসানে আমোদ আহ্লাদের অথবা কোন কৃষিবিদ্যালয়ে পড়িবার ব্যয় স্বরূপ উপরোক্ত টাকা পাইবার চেষ্টা করার ইহা একটা উৎকৃষ্ট সুযোগ সন্দেহ নাই। বাহাদের কৃষিকার্যে অগ্রগতি আছে, বাহারা নাইট্রেট সোডা সার-দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে অথবা উদ্যানে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক এবং বাহারা লিখিতে এবং পড়িতে সক্ষম, তাহারা সকলেই ১ম পুরস্কার লাভের

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কাজ চেষ্টা করিতে পারেন। প্রত্যেকের
অনুকূল দিকদর্শী ও নিয়মাবলী নিয়ে
একত্র হইবে।

THE CHILEAN NITRATE COMMITTEE AGRICUL- TURAL COMPETITION.

**1st. The Present Condi-
tions of agriculture in
India and in your district.**
(Deal with articles you have
read on the subject and furnish
Clippings from papers published
in India, and finally give your
own ideas.)

**2nd. How can agricul-
ture be improved in India;
in your district.** (Deal with
the principal crops in your dis-
trict; their relation to other parts
of India, if any; and irrigation,
manuring, seed selection and imple-
ments.)

**3rd. Position of Co-
operation, Nitrate and
other manures, and fores-
try to agriculture.** (Deal
with Co-operation in relation to
distribution of manures, seeds and
implements, etc; Nitrate and
other manures and their essentiality
to crop production; and forestry,
on its relation to availability of
manures.)

**4th. Results of manurial
experiments.** (Deal with your

own experiments. Whether on
garden vegetables or field crops;
give details of your cultivation;
time of ploughing, manuring, seeds
used, irrigation or rainfall, harvest-
ing and yield. Furnish as much
of this information as possible in
a tabulated form. Have a photo-
graph taken if possible, of your
experiment plot, and attach to
your paper. Compare the cost of
your manures with your other
expenditure, and profit; and work
out at what cost artificial manures
such as Nitrate should be placed
in your district to become econo-
mically profitable. What price did
you receive for your crop; and
if consumed by your family, how
much did it help to reduce your
bazaar expenses?)

**5th. Summary And
Conclusion.** (Treat the above
subjects in a Concise way to show
that you grasp the subjects. State
how many times and in how many
papers or journals you have seen
our Advertisements. Give names
and dates of the papers. The last
information is to show that you
are educated up to reading adver-
tisements.)

RULES.

The essays should not be more
than 3000 words in length, or 10
type written foolscap pages; and

written only on one side; leaving
a margin of at least one inch. If
written by hand the writing should
be legible. If the competitor writes
in the vernacular, the paper should
be translated into English, and
both the original and the tran-
slation forwarded.

The essay should be signed
with "nom de Plume" (an assumed
name) and a small envelope should
bear the same signature. Your
proper name and address should
be written on a card, or your visit-
ing card, inserted in the envelope,
sealed and attached to your essay.
The results of your experiments
should be correctly copied as given
in your essay on a separate sheet
of paper and signed with your
proper name. Two or three known
persons should testify on this
sheet that the statements made
are correct. This sheet should also
be inserted in the envelope; to
be sealed. The essay should reach
Calcutta on or before June 1st,
1918. All expense incurred to be
borne by the competitor, except
photos sent will be paid for at the
rate of annas 4, and 8, depending
on the size, and if satisfactory, to
those not winning prizes. In
addition reasonable quantities of
Nitrate of Soda will be paid
for by us. If permission has been

obtained, the bills from the manure firms from whom the manure was bought should be sent to us (in triplicate) for payment. PLEASE NOTE THAT WE CAN NOT SELL OR BUY ANYTHING; NOR EVEN QUOTE PRICES OF MATERIAL REQUIRED FOR EXPERIMENTS. WE FURTHER DO NOT RECEIVE COMPENSATION IN ANY FORM FROM ANY ONE. JUDGES;

The Delegate of the Chilean Nitrate Committee will be one of the Judges; the 2nd will be an Agricultural officer; the third a member of a manure firm. As possible of the Agricultural Officers and manure firms throughout India will be asked and two judges will be chosen by ballot.

The names of the competitors will not be known until all the essays have been marked, when the sealed envelopes will be broken and the owners of the "nom de plume" established, and the results of the experiments furnished in the envelopes will be compared with those in the essay. If permissions are received from the winners their names will be published in papers in which we advertise. Those who can not complete their

essays for this competition are always eligible for subsequent competitions. Ladies are also eligible.

The second competition is similar to the first except that the subjects refer only to your district and not to the whole of India as well as district. In addition, should the competitor not be able to reply to any of the three first subjects any topic on agriculture can be substituted for one of them.

Free literature, list of text books and other information can be obtained free of charge by writing to the Delegate, Chilean Nitrate Committee, 1, Royal Exchange Place, Calcutta.

পত্রিকা তালিকা পত্রিকা
ডিনাপ্রদানমা তালিকা পত্রিকা
পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা
পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা
পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা
পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা
পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা
পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা পত্রিকা

স্থান পরিবর্তন। প্রসিক্ গ্রামোফোন বিক্রেতা

মেসার্স নিরদবর্গ সেন এণ্ড ব্রাদার্স গণ
তাহাদের ১নং বেটিং স্ট্রিট দোকান হইতে
স্থানান্তরিত হইয়া ৮১২নং বেটিং স্ট্রিটস্থ
ভবনে উঠিয়া আসিয়াছেন। লাল বাজারের
মোড় হইতে বাম হাতের ফুটপাথ ৭৮ খামি
দোকান পরেই দেখিতে পাইবেন। আমাদের
নূতন এবং পুরাতন পৃষ্ঠপোষকগণ যেন অতঃ
পর উপরোক্ত ঠিকানায় উৎসাহের অর্জনা
প্রেরণ করিয়া কৃতার্থ করেন।

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা মাত্র।



ঘোড়ার খরচা।

বিদেশী আমদানী নাই, বিলাত হইতে
বহাদি আমদানী অতি স্বল্পমূল্যে, স্বাভাৱে
আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমান
বিলাতি খরচা অপেক্ষা মূল্যে আরও অধিক।
এখন বিলাতি ১ খানা ১০ হইতে ১১০ টাকা
কিন্ত তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমাদের এক
খানা ১০০। স্বদেশ শিল্পের উৎসাহ দান
করে প্রত্যেক অবস্থাপন, রাজা, মহারাজা
জমিদারগণের খেড়ানালির জন্য আমাদের
খরচা ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই সমস্ত
পার্থনা। একেবারে অধিক সংখ্যক লইলে
পাইকারী মনে দেওয়া যায়। ম্যাসেজার—
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন।
১০নং ব্রাদার্স ঘোষের লেন, নাকারীটোলা
কলিকাতা।

"Businessman"

Poor Charitable Dispensary

বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্ষর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
পরদেখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-
প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য
ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও নকঃস্থলের
রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ
দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া বাহা সাধারণ
হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থেই
ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।
তত্ত্বাবধায়ক
ফরীদ শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
"কাজের লোক" সম্পাদক।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রাদির সাহায্যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদির
ভারত মধ্যে এক মাত্র প্রস্তুত কারক, হুবর্ণ পদক প্রাপ্ত—

শ্রী শ্রী কান্সাসিউতিক্যাল ওয়ার্কস, বোম্বাই।

কলিকাতা শাখা, ২৭৬ নং বোবাজার-স্ট্রীট, কলিকাতা।

চন্দ্রপ্রভা বটী। খাড়া দৌরলা, প্রমেহ ও মূত্রাশয়ের সর্ব রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য
প্রতি:তোলার শিশি ১/০।

জ্বরঘ্নী বটী। ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ। জ্বরে বিছরে সর্বাবস্থায়
সেবা। ৩২ বটীর শিশি মূল্য ৥/০।

বাসাবলেহ। সর্দী, কাশী, হাঁপানী প্রভৃতি যাবতীয় বক্ষগত রোগের মহৌষধ। অর্ধ পোয়া
শিশির মূল্য ৥/০, বিনামূল্যে ব্যবস্থা এবং মূল্য তালিকার জন্য অগ্র ই লিখুন।

ফরমুলা

ফরমুলা

“কাজের লোকে” প্রতি সংখ্যায় নানা প্রকার কেশ তৈল, সাবান ও ঔষধাদি প্রস্তুতের ফরমুলা বাহির
হইয়া থাকে। আমাদের নিকট ঐ সকল জিনিষ প্রস্তুতের জন্য নানা প্রকার উপকরণ ও গন্ধ তৈল (যথা
ল্যাভেণ্ডার, বারগমট, হায়ানিস, নিরোলি, নার্বি, প্যাচুলি ইত্যাদি), সকল গন্ধ দ্রব্যাদি (যথা ভ্যানিলিন,
কুমেরিন, মাস্ক, টারপিনিয়ল, প্রভৃতি) এসেন্স প্যাক করিবার সাজসরঞ্জাম (যথা শিশি, সিল্ক, রিবন,
ক্যাপিং, স্কিন, ইত্যাদি), নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (যথা ল্যানোলিন, সাইট্রিক এসিড, পাইরো
গ্যালিক এসিড, কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাশ, ইত্যাদি) সর্বদা পাওয়া যায়। আমরা বিলাত, আমেরিকা,
জাপান, জাভা, চীন, হলাণ্ড ও বিভিন্ন দেশ হইতে যে জিনিস যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই জিনিস সেইখান
হইতে আনা হইয়া থাকি, সেইজন্য আমাদের মূল্য সর্বাপেক্ষা স্থলভ। এমন কি অধিকাংশ জিনিষই আর
কোথাও আমাদের অপেক্ষা স্থলভ মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া আমরা জানি না। নানা প্রকার স্বগন্ধ দ্রব্যাদির
জন্য একমাত্র আমরাই গত মহীশূর প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক (সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার) পাইয়াছি।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :—

“স্বগন্ধা”, কলিকাতা।

পি, মুখার্জী এণ্ড কোং,

৫৬নং নেউগী পুকুর লেন, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XI

৭ম সংখ্যা।

JULY 1917.

জুলাই ১৯১৭।

No. 7.

সাময়িকী।

—:—:—

সাহায্য-প্রার্থনা।—কলিকাতা-বেলপাছির আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের সেক্রেটারী এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের আফিস—৯নং বেলপাছির রোড হইতে—এই আফিসের হেড ক্লার্ক আমাদের লিখিয়াছেন,—এই হাসপাতালের রোগিগণের জন্ম পঞ্চাশ জোড়া মশারি এবং ত্রিশ জোড়া পিস্ থেকেরা বিশেষ আবশ্যক; হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ইহার জন্য সাধারণের অমুগ্রহপ্রার্থী। বদান্য ব্যক্তিগণের রূপায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এই আবেদন অবিলম্বেই সফল হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

কৃত্রিম গজদন্ত—মুর্শিদাবাদ কান্দীমবাজারের মহারাজ অনারবল মহারাজ ভদ্র মঞ্জী

চন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, কলিকাতার নিকট কৃত্রিম গজদন্ত নির্মাণের এক কারখানা খুলিয়াছেন। ইহাতে যশোহরের চিরুণীর কারখানার চিরুণী এবং বোতাম প্রভৃতি তৈয়ার হইবে। পূর্বে এই কৃত্রিম গজদন্তের পাত ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হইতে আমদানী হইত, কিন্তু যুদ্ধের জন্য এক্ষণে এই আমদানী বন্ধ হইয়াছে। তাই এই কারখানা প্রতিষ্ঠা। এদেশে এক্ষণে কারখানা প্রতিষ্ঠা এই প্রথম। মহারাজের এই অনুষ্ঠান নিশ্চিতই বহু প্রশংসনীয়।

ছাত্রদের চুক্তি খাওয়া।—শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডাইরেক্টর মহাশয় বাঙ্গালদেশের কলেজ, উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয় সমূহের কর্তৃপক্ষদিগকে লুপ্ত জানাইয়াছেন যে, ছাত্রদিগের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাস বিশেষ

ভাবে বর্ধিত হইয়াছে, তাহাদের এই অভ্যাস বাহাতে দূর হয়, শিক্ষকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি প্রদান করুন।

এইরূপ সাকুলার জারি হওয়ায় কি ছাত্রগণের লজ্জিত হওয়া উচিত নহে? ধূমপানের অভ্যাস বাহাতে ছাত্রগণের মধ্য হইতে বিদ্রিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গদেশের সকল স্থানে ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করুন।

সিটি কলেজ ও সমর ঋণ।—সিটি কলেজের প্রভিডেন্ট ফণ্ডের ১৯ হাজার টাকা সমর ঋণে ন্যস্ত হইয়াছে।

ভারতরক্ষি সেনা।—গত ১৮ই জুন নাগাত সমস্ত ভারতের ১২৭০ জন যুবা ভারতরক্ষি সেনাদলে যোগদানের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কবির উন্নতি।—জুন মাসে সিদলার কবির উন্নতি বিধানের জন্য এক মন্ত্রণা সভা হইয়াছিল। মন্ত্রণা সভায় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক জেলায় কবি বিদ্যালয় প্রত্যেক প্রদেশে কবি, কলেজ ও নানানাম্নে কবিক্ষেত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইবে। আমরা অবগত হইলাম, লর্ড চেমস্‌ কোর্ড কবির উন্নতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে সক্ষম করিয়াছেন।

ডাক জাহাজ ডুবি—গত শনিবার বোম্বাইর অদূরে “মলোলিয়া” নামক ডাক জাহাজ জলগর্ভস্থ বস্ত্রের আঘাতে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই জাহাজে ২৪ এ ও ৩১এ মে তারিখের বিলাতী ডাক আসিতেছিল। কতক চিঠির ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে। কতক নাবিক ও আরোহী জলমগ্ন হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে ৪ খানা ডাক জাহাজ নিমগ্ন হইয়াছে। দুইখানা চিঠিপত্র সহ ও দুই খানা পুস্তিকাসহ ডুবিয়াছে। ১৯১৫ সালের ৩০এ ডিসেম্বর “পাসিয়া” জাহাজ বিলাত হইয়া আসিবার কালে এবং ১৯১৬ সালের ৬ই নবেম্বর আরবিয়া জাহাজ বিলাতে বাইবার কালে ভূমধ্য সাগরে শত্রু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। ১৯১৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী “মালেকা” জাহাজ ডোভারে এবং আর একখানা জাহাজ গত এপ্রিল মাসে পুলিন্দাসহ বিনষ্ট হইয়াছে।

অভদ্র ও ভদ্র হইতে পারে।

এক স্থানে তুর্কিরা এরিপ্পেনে চড়িয়া আকাশ হইতে ইংরাজ সৈন্য মধ্যে একখানা কাগজ ফেলিয়া দেয়, তাহাতে লেখা ছিল—আপনারা যেখানে বাইতেছেন, সেখানে যাবেন না, তথায় তুর্ক সৈন্যদের স্থিতিকালে ওলাউঠার মড়ক হইয়াছিল, মৃত ব্যক্তিদিগকে

কবর দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজ পক্ষে প্রথমে উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় নাই। মনে হইয়াছিল, তথায় পলাতক তুর্কদের কুৎসার মাল মসণা পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহা বাচাইবার জন্য তুর্করা ঐ মিথ্যা কথা বলিয়াছে। তাহার পর ইংরাজ সৈন্যরা তথায় গিয়া উপরে কিছুই না পাইয়া মাটি খুঁড়িয়া দেখিল, কেবল মড়া পোড়া রহিয়াছে।

পূর্ব আফ্রিকার জর্জিয়া সেনাপতি এক স্থানে ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—আমরা কুখ্যাত হইলাম, আপনাদের সৈন্য মধ্যে বসন্ত রোগের ভয়ানক আবির্ভাব হইয়াছে। হুচিকিৎসা করা হইবে, তৎক্ষণাৎ আমরা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আর আপনারা যেখানে আছেন, সেখানে চতুর্দিকে জঙ্গলে অনেক সিংহ আছে, রাজ্যে রোগীদিগের তালুতে ভাল করিয়া প্রহরীয় বন্দোবস্ত করিবেন।

বোম্বাই নগরের আহাৰ্য্য

ও

গৃহ সামগ্রী প্রদর্শনী।

—:—

মহাসমরের পূর্বে ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপের নানা দেশ হইতে যত মালের আমদানী হইত, এখন আর তত হয় না। এতকাল অগাধে যত খুসী মাল বিদেশ হইতে পাওয়া যাইত, স্মরণ্য বিদেশাগত আহাৰ্য্য ও গৃহস্থালী দ্রব্যের উপর বাহারা নির্ভর করিতেন, তাহা দিগের কোন ভাবনার কারণ ছিল না। এখন ইংলণ্ডই বলিতেছেন, ভারতবর্ষে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করা চলে, তাহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা হউক।

বিদেশী দ্রব্যের উপর বাহারা নির্ভর করিতেন, এমন অনেক ইংরেজ মহিলা ঘর-

করার দ্রব্যের অভাব প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সির যুদ্ধ রিলিফ কমিটির মহিলা শাখা উক্ত দ্রব্য সমূহের উৎপাদনে উৎসাহ প্রদর্শনের নিমিত্ত এক প্রদর্শনী আয়োজন করিয়াছেন।

উক্ত প্রদর্শনীর দ্বারা মহিলাগণ নিম্নলিখিত পাঁচটি অতিপ্রায় সংস্কৃত করিতে চাহেন :—

১। ভারতীয় শিল্প দ্রব্য কোথায় কি উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সর্বজন বিদিত হউক।

২। গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী হইতে দ্রব্যসামগ্রী আনয়ন করা যতদূর সম্ভব হ্রাস করা হউক।

৩। মাল আমদানী করিতে অনেক জাহাজের প্রয়োজন হয় ; আমদানি বন্ধ করিয়া জাহাজ যুদ্ধ কাৰ্য্যে নিযুক্ত করা হউক।

৪। বিদেশাগত দ্রব্যের উপর, বিশেষতঃ এই যুদ্ধ সময়ে, লোক বাহাতে কম নির্ভর করে, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

৫। যুদ্ধকালে গৃহস্থালীর কৰ্ম্ম নির্বাহ করিতে যে ক্রেশ হইতেছে, উহা লাঘব করা হউক। বোম্বাইর মহিলা সমিতি ভারতবর্ষে সকল প্রদেশ হইতে নানা শিল্পদ্রব্য পাইবেন আশা করেন। তাঁহাদের এই প্রদর্শনী দ্বারা ভারতীয় শিল্পের উন্নতি হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

অদেশী আন্দোলনের দ্বারা বিদেশী মাল আমদানি হ্রাস করার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তখন গবর্ণমেন্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন। এখন নিজেস্বীয় বিদেশী দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই স্মরণ্য কথা। এই বোম্বাই এক-জিবিশনে বাহারা এদেশীয় দ্রব্যাদি পাঠাইবার বাসনা করেন, তাহারা নিম্নলিখিত ঠিকানা আবেদন করিলে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারেন।

পুরাতন “কাজের লোক” শেৰ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

HONORARY SECRETARY
FOR EXHIBITION:—J. E.
JACKSON, Esq.

Address.—Women's Branch,
Bombay Presidency, War and
Relief Fund, Mayo Road, Bombay.

চয়ন

বঙ্গদেশের আহাৰ্য্য সমস্যা।

(শ্রীযুক্ত শ্রীকালীঘোষ মহাশয়ের
প্রবন্ধের সারাংশ।)

—:—

বঙ্গদেশ কৃষিজীবী বেশ তাহা সত্য, কিন্তু
ইহা বলিয়া আমরা মিথ্যা সাধনা ও হুখলাত
করি। বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান উহার অর্থ এই
যে, এই দেশ কৃষিকেই বিশেষভাবে জীবন
সংগ্রামে আশ্রয় স্থল করিয়াছে। হাঁ, কৃষিই
আমাদের প্রধান সম্পদ তাহাতেও সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশ কৃষিতে শ্রেষ্ঠ নহে।

কিন্তু কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে,
বঙ্গদেশ কৃষি বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ
করিয়াছেন, এমন কি যে সকল রাজ্য শিল্প
ও বাণিজ্য দ্রব্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর
করিতেছে, বঙ্গদেশের কৃষিদ্রব্য ঐসকল দেশের
তুলনায় অল্প ও নিকট।

হিসাব।

কথায় কাজ কি; সংখ্যামূলক হিসাব
লইয়াই বিচার হউক। বঙ্গদেশের অধিবাসীর
সংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৩০ সহস্রের একটু
বেশী। এই দেশে চাষাবাদের যোগ্যভূমি ২
কোটি ২০ লক্ষ বিঘা। জন প্রতি চাষা
ভূমি ২ বিঘা মাত্র। ব্রিটন কৃষি প্রধান দেশ
নহে, শিল্প বাণিজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ, সেই
দেশেও জনপ্রতি চাষাভূমি ৩ বিঘা। জার্মানী
ফ্রান্সও ইহার অপেক্ষা কম নহে। তাহা

হইলে দেখা গেল যে, গ্রেটব্রিটন, জার্মানী, ফ্রান্স
প্রভৃতি যে সকল দেশ শিল্প বাণিজ্যকে বিশেষ
ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল দেশের
অধিবাসীরা জনকরা ৩ বিঘার উপরে চাষী
ভূমি পাইয়া থাকে কিন্তু যে বঙ্গদেশকে
সর্বভাভাবে কৃষিকেই অবলম্বন করিতে
হইতেছে, সেই দেশে জন প্রতি চাষী ভূমি ২
বিঘা মাত্র, অথচ এই দেশের লোকের অল্প
বস্ত্র সংগ্রহের আর কোন উপায় নাই।

অর্থের বিভাগ ও হিসাব।

অমির দিক হইতে বিচার হইয়া গেল,
এখন প্রস্তুতকে টাকার দিক হইতে বিচার
করা হউক। বঙ্গদেশে ধান, গম, বালি,
জোয়ারা, বাজা, সরিষা, ডাল, তামাক, পাট,
তুলা প্রভৃতি যে সকল পশু উৎপন্ন হয়, উহার
মূল্য ১৪১৭ কোটি টাকা, ইহার ১২ কোটি
টাকা রাজস্ব। বাকী প্রায় ১৩০ কোটি টাকা
আমাদের কৃষকগণ পায় ইহা বলা যায় না।
জমিদার, তালুকদার, উকীল, মোক্তার,
বারিষ্টার প্রভৃতি এই টাকার উপর ভাগ
বসাইয়া থাকেন। তবু ধরা যাউক যে, ৩
কোটি ৬০ লক্ষ কৃষক ঐ টাকা পায়। উহা-
দের মধ্যে ঐ অর্থ সমান ভাগে বিভক্ত হইলে
জনপ্রতি ৪০ টাকা পড়ে।

একজন লোকের বার্ষিক আয় ৪০
টাকা!! এই সংখ্যার উপর মন্থ্য অনাবশ্যক।
এই দেশের লোক যেমন দরিদ্রভাবে জীবন
যাপন করে, এমন আর কোন্ দেশের লোক
করে? হিসাব করিলে দেখা যাইবে, পরিধানে
কাপড় ও উদরের অঙ্গের জন্ত বৎসর অগত্যা
৭০ টাকা না হইলে একজনের চলিতে পারে
না। কিন্তু আমাদের কৃষকের সঞ্চয় ৪০
টাকা মাত্র।

কারাগারের কয়েদী।

গবর্ণমেণ্ট কারাগারে ১ জন কয়েদীর
জন্ত বছর ৪৮ টাকা খরচ করেন, গবর্ণমেণ্ট

ইহা অপব্যয় করেন, বোধ করি ইহা কেহ
স্বীকার করিবেন না। কিন্তু বঙ্গদেশের সকল
নিরপরাধ কৃষককে ইহা অপেক্ষাও কম টাকায়
জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে হয়।

চা, নীল ও সিল্কোনা।

আমাদের কৃষির মোট আয় হিসাব
কালে আমি চা, নীল ও সিল্কোনা এই তিন
কৃষি বাদ দিয়া হিসাব করিয়াছি। ইহাতে
আমার কোন অজ্ঞান হইয়াছে, আমি তাহা
স্বীকার করি না। এই সকল চাষ হইতে
যে অর্থ পাওয়া যায়, উহাতে দেশের লোকের
কোন অধিকার নাই। কতগুলি চা বাগান
দেশী লোকের আছে বটে, কিন্তু উহা ধরিলেও
আমি যে হিসাব দিয়াছি, উহাতে ইতর বিশেষ
হইবে না।

যত খাদ্য দরকার তাহা পাই না।

একণে খাদ্যের প্রয়োজনের দিক হইতে
প্রস্তুতি আলোচনা করা যাউক। আমাদের
লোক সংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লক্ষের উপর।
জনকরা বৎসর ৭ মণ চাউলের দরকার।
ঐ হিসাবে আমাদের প্রয়োজন ৩২ কোটি
২০ লক্ষ মণ চাউল, কিন্তু এই দেশের মোট
উৎপন্ন ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ মণ। ইহা হইতে
প্রায় ১ কোটি মণ বিদেশে চালান হয়, বিদেশ
হইতে যৎকিঞ্চিৎ আইসে, তাহা না ধরিলেও
চলে।

আমাদের দরকার ৩২ কোটি ২০ লক্ষ
মণ কিন্তু উৎপন্ন ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ মণ
তাহারও এক কোটি মণ বিদেশে যায়।
সুতরাং জীবন রক্ষার জন্ত যত চাউলের
দরকার আমরা তাহা অপেক্ষা ৮ কোটি ৪০
লক্ষ মণ চাউল কম পাই। অত্ৰু ভাবে বলা
যায়, আমাদের দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক
অনাহারে থাকে। অর্থাৎ বছরের প্রায়
অর্ধাংশ লোককে তিরকাল অনশন ক্লেশ
সহিতে হয়।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

আমাদের বক্তব্য।

ঐযুক্ত ঐকালী ঘোষ মহাশয় সরকারী হিসাব অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশের কৃষির যে বর্ধার্থ অবস্থা অভিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক প্রাধিকারযোগ্য। এই দিকে প্রত্যেক বাঙ্গালীর এবং বঙ্গদেশের শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পতিত হউক। ঐকালী বাবু হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বত চাউলের প্রয়োজন, তত চাউল নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, পল্লী গ্রামে বর্ধার্থই বহুলোক বৎসরের অনেক দিন ভাত পায় না।

সঙ্গী:

উৎসৃষ্ট রূপ।

—:—

যাত্রাবর ঐযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ্র (বড়লাট সভার অতিরিক্ত সদস্য) মহোদয় 'বুথোৎসর্গের রূপ'র প্রতি কুব্যবহার নিবারণকল্পে আইনের এক পাণ্ডুলিপি বড়লাট সভার পেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার মত চাহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সভার মত নিয়ে প্রদত্ত হইল।

উৎসৃষ্ট রূপে কাহারও স্বত্ব না থাকিলেও সর্বস্বত্বক রাজার ঐ রূপ রক্ষায় স্বামিত্ব আছে। "রক্ষার্থমত সর্বস্ব রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।" (মহু ৭ম ৩) যাহার কেহ রক্ষক নাই, রাজাই তাহার রক্ষক। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

"কুলানি জাতিঃ শ্রেণীচ গণানু জানপদাংস্তথা।
স্বধর্মচলিতানু রাজা বিনীত স্থাপয়েৎ পথি"।

(১ম, ৩৬১)

উৎসৃষ্ট রূপের প্রতি যে সকল আচরণ শাস্ত্র নির্দিষ্ট, যে ব্যক্তি করিবে, তাহারই অধর্ম; দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেখিলে সেই অধর্ম নির্ণয় করা যায়। মুক্ষমোচন ও হত্যা

নিবেদ :—বখা দণ্ডবিধি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

(২য় ২২৯)

প্রায়শ্চিত্ত তৎস্বত্ব স্তুতিসাগরে গোতিলঃ
"বুথত্ব সমুৎসৃষ্টং কপিলানু বাপি কামতঃ।

যোজ্যিত্বা হলে কুর্ধ্যাদ্ ব্রতং চাত্মারণবয়ম্"।

উৎসৃষ্ট রূপকে হলে যোজিত করিলে ছুট চাত্মারণ প্রায়শ্চিত্ত। হল-যোজন শব্দদ্বারা শব্দ যোজনও বুঝিতে হইবে। বুথোৎসর্গ হলে 'ন বাহং' বাহন-অর্থাৎ হল বা শব্দে যোজনা নিবেদ, তদ্বিত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব উক্ত ব্রতরূপ যত ব্রতপূরণ বচনে ইহা স্পষ্ট আছে। অতএব এ সকল অধর্ম নিবারণ রাজার কর্তব্য। ক্রীর প্রতি স্বামীর রক্ষাধিকারের দ্বারা অব্যাহত রূপের রক্ষাধিকার রাজার আছে, "রক্ষার্থমত সর্বস্ব রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ"।

স্বচ্ছন্দচারী রূপের দ্বারা গোজাতির উপযুক্ত বংশরক্ষা ও বৃদ্ধি হয়। মহায্য রক্ষায় গোবংশ যথেষ্ট সহায়। মানব রক্ষায় যত্নপরায়ণ নরপতির স্বচ্ছন্দচারী রূপ রক্ষা অবশ্য কর্তব্য।

উৎসৃষ্ট রূপের হত্যা নিবারণ, মুক্ষমোচন নিবারণ ও হলশব্দ যোজনা নিবারণ যে রাজ বিধি দ্বারা হইতে পারে, তাহার উদ্ভাবন কর্তব্য। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত করণীয় বলিয়া বিবেচিত।

হাইকোর্টের নজির যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহাও ঐ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বত্বাধিকারীর ইচ্ছায় তাঁহার নিজ স্বত্ব নাশ ও অন্তের স্বত্ব উৎপত্তি হইতে পারে। এই ইচ্ছা দানও বিক্রয়ের আকারে অভিব্যক্ত হয়। উপেক্ষা স্বরূপ ইচ্ছায় স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব নাশ হয়। এবং উপেক্ষিত বস্তুতে অন্তের ঔপাদানিক স্বত্ব হইতে পারে।

বুথোৎসর্গ হলে উৎসর্গকারী যে ইচ্ছা করিয়া রূপের প্রতি নিজ স্বামিত্ব বিসর্জন

দিত্তেছেন, সে ইচ্ছা দান, বিক্রয় ও উপেক্ষার আকারের নহে। তাহার মধ্যে একটু চুক্তি আছে। সেই চুক্তি, এই রূপের উপর আমার যে স্বত্ব ছিল, তাহা ভাগ করিতেছি বটে, কিন্তু অপরে যেন ইহা গ্রহণ না করে, তাহার ঔপাদানিক স্বত্ব হওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। সেই রূপ অস্ত্রে চল শব্দাদিতে যোজিত করিতে পারিবে না, এ বুথস্তুত্বী উৎসৃষ্ট বৎসরীর চুক্তিও পের নহে। দাড়াইল এই যে, আমার ঐ রূপ, উৎসৃষ্ট হইলেও অগ্রে ইহার অধিকার করিলে আমার আপত্তি থাকিল, সেই আপত্তি করিবার ক্ষমতা স্বত্বের যে চুক্তি স্বত্ব থাকিলে হয়, মাত্র ততটুকু স্বত্ব আমার থাকিবে, তাহার অতিরিক্ত কোন স্বত্ব এই রূপে আমার নাই। ব্রাহ্মণগণ আপনারা এ বিষয়ে সাক্ষী। এই ভাব নিয়মিত বচনে স্পষ্টীকৃত আছে।

"অথ বুত্তে বুথোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিত্তিঃ পদে।
ব্রাহ্মণানাং বৎকিঞ্চিন্নোৎসৃষ্টস্ত নিষ্ঠুনে।
তৎ কামচরিত্তো ন নয়েন বিভাজ্যং বথাক্রমম্।
ন বাহং ন চ তৎস্বীয়ং পাতব্যং কেনচিত্ত্ব কচিৎ"।

(কল্পতরুত ব্রতপূরণ বচন)

এই বচন তদ্বিত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। 'বক্রোক্তিত্তিঃ' এই অংশ দ্বারা স্পষ্ট বুঝান হইয়াছে যে, এই উৎসর্গের মধ্যে দাতার অভিসন্ধি আছে, সে অভিসন্ধিও স্পষ্ট উল্লিখিত। এই কারণে উৎসৃষ্ট রূপ কাহারও ক্ষেত্রে শস্ত নাশ করিলেও ক্ষেত্রস্বামী ধরিয়া রাখিলে রাজদণ্ড পাইত। কেন না রাজবিধি ছিল :—

"মহোক্ষোৎসৃষ্টপশবঃ স্তুতিকাগন্তকাদয়ঃ।
পালো যেযান্ত তে যোচ্যো দৈবরাজপরিপ্লুতঃ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অঃ ১৬৬)

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

রথের সঙ্গীতাবলী।

পাঠকগণ কক্ষা করিবেন, আজ আপনা
নিগকে করেকটা রথের সঙ্গীত উপলক্ষ্য দিতে
বাসনা করিয়াছি। বহুবাজার অঞ্চলে প্রতি-
বৎসর রথের সময় অনেক সঙ্গীতের দল বাহির
হয়। বালককে আকাশ নিনাদিত করিয়া যখন
এই সঙ্গীতগুলি নৃত্য সহকারে গীত হইয়াছিল,
তখন দর্শকমণ্ডলী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল।
কোন কোন সঙ্গীতে কবিদেরও যথেষ্ট পরিচয়
পাওয়া যায়। কোন কোন দলে বালকগণ
গোপবালক, এবং গোপবালিকা বেশে চূড়াধড়া
পরিয়া রাজ পথে বাহির হয়, সে দৃশ্যও মন-
মুগ্ধকর।

নিম্নলিখিত সঙ্গীতগুলি ককিরচাঁক দেয়
লেনস্থ বালকগণ দ্বারা গীত হইয়াছিল।
ইহাদের দলে ৩টা পক্ষম বর্মীর শিল্প কঠিন
তান লয়ে এমন সুন্দর ভাবে নিম্নলিখিত সঙ্গীত
গুলি গাহিয়াছিল, যে দর্শক বৃন্দের বিশ্বাসের
সীমা ছিল না। দলস্থ সনাত লোকই সম্ভ্রান্ত
বংশীয় ছিলেন।

রথ যাত্রা উপলক্ষে।

আষাঢ় ঘন নিব্বার বাদলে
নীল যমুনা তীর তাজিলে
আজি কেন হরি গোপ গোপী তাজি
যাওহে কোথায় চলিয়ে।

কাল বরণ মুরলীধর,
প্রাণবল্লভ পীতাম্বর,
রাধিকা রমণ, জগত জীবন
ব্রহ্মের প্রাণ সমূহ।

সারথি অক্ষর এসেছে সাজিয়া,
তবে কি গো সখা ঘাইবে চলিয়া
ভোমারি-বিহনে কানে ব্রজধাম

(হরি) কাঁদিছে গো তরলতা।

তকত আমরা ডাকিছি কাডরে,
দাঁড়াও সখাহে বারেকের তরে
যেওনা যেওনা, আর কাঁদাও না
দিও নাকো প্রাণে ব্যাধা।

পুনর্যাত্রা উপলক্ষে।

কেনন নিষ্ঠুর নিরদর শ্রাম,
শূন্য করিয়া প্রিয় ব্রজধাম।
মথুরা গগন উজল করিয়া,
বিরাজিছে পূর্ণ শশধর॥

ব্রজবাসী মোরা তোমার বিহনে,
ছুটিয়া এসেছি মথুরা সদনে।
কিরে চল হরি প্রিয় বৃন্দাবনে,
আর ত সহেনা তব অবসর॥

তুঁহারি কারণ জীবন ধারণ,
তুঁহারি বিরহে তাই।
তুঁহারি পিরীতি স্মরণ করিতে,
আপনা হারিয়ে যাউ।

হৃদি সিংহাসনে করি আরোহণ,
ভরা করি চল গাও প্রাণ ধন।
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করহে,
ব্রজধাম শ্রাম নটবর॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুনর্যাত্রা উপলক্ষে গীত।

গোড়—তাল ফেরতা।

(১)

মেঘ বরষিছে আঁধার রাতে,
(আজি) আসিবে পিয়া পিছল পথে।
ভীষণ ঘোর ঝটিকা-বাত
কেমনে মোদের ভবনে।

(২)

উহ! চ'লে গেছে—সে যে গেল কাহিনী,
বিরহ শয়নে ঘোরা ত জাগিনী,
বাহেনি পরাণে কোন'বে রাগিনী,
তুধু দেখেছি তোমারে স্বপনে।

(৩)

তোমারে লইয়া মোদের সাধনা,
তুমি যে মোদের সকল কামনা,
তোমারি ভিতর সকল বাসনা,
তোমাতে ছাড়ি'ব বল কেমনে?

(৪)

খুলেছি হৃদয় এস প্রিয়তম,
রূপের আলোকে আলোকিতা মন,
পরানে এস গো অন্তরতম!
জাগ গো সখা হৃদয় গহনে।

বঙ্গবাণী সন্মিলনী।

শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ দাসের রাজরাজেশ্বরজীউর রথ-যাত্রা উপলক্ষে সাধনা।

ইমন-কল্যাণ—তাল ফেরতা।

বল শ্রাম কি ব'লে,
তাজি ব্রজধাম যাবে আজি চলে,
আরোহিয়া রথে কার ছলে ভুলে,
কি বাসনা-জালে জড়াবে অকালে,
না ভাবি' কণেক, হাসি অবহেলে,
কাঁদালে গোকুলে॥

আমরা সকলে তোমারি আশ্রিত,
সঁপিয়াছি দেব দেহ প্রাণ চিত,
তব দরশনে সখা প্রকল্পিত,
ভুলি পতি-পুত্র বাসী নিনাদিলে॥
সরল বিশ্বাসে সাধের সাগরে,
ঝাঁপ দি'ছি শুধু জানিয়া তোমাতে।
কামনা কৈবল্য তুমি একাধারে—
পায়ে ধরি হরি, ফেল' না অকুলে॥

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

হের সখাবন্দ পথ আঙুলিছে,
নয়ন-সলিলে সিনান করিছে,
উদাস-নয়নে কেহ চেয়ে আছে,
বাক্ নাহি সরে বদন-মণ্ডলে ॥
আশু অবতরি এসে নরনার—
সবোধ যতনে পালক পিতার—
রাণী যশোমতী মা বলিয়ে হার
অচ্ছেদ্য বন্ধনে যারে বেঁধেছিলে।
প্রণয়ী রাধা গোকুল-চন্দ্রমা,
বিগত-চেতনা পড়ে তুমি বামা,

ওহে { সাদরে সত্যসি কলক কালিমা,
মুহু মুহু শ্রাম যত দোষ তুলে ॥

কীর্তন মিশ্রিত—তাল ফেরত।

গোকুল ভাজিয়ে অকালে হরি,
কোথার চলেছ আজি রথোপরি ॥
কিবা প্রয়োজনে কার সন্নিধানে।
লভিতে কি ধনে কি বাসনা ধরি ॥
আটশষ মোরা তোমারে লইয়া,
খেলিয়াছি কত আনন্দে মাতিয়া
নিদ্রা হইয়া কেমনে ছাড়িয়া।
যেতে চাও সখা বুকে মেয়ে ছুরি ॥
ভাসি নয়ন-জলে, যাও কেমনে ফেলে,
তুলিলি কি বলে, বলরে সকলি হার :—
আমরা যে, তোমার সঙ্গে সত্য ফিরি,
ভানি না কিবা করি কি আছে আর উপায় ॥
সাধিয়া এ জীবন করিয়াছি অর্পণ
ভেবেছিহু সমাপন যত দুখ তাই।
তারি কি প্রতিফল দানিলি যাহা ছিল,
অবশেষ এ পোড়া কপালে কানাই ॥
সত্যি করে এমনি করে কাদিয়ে যাবি ব্রজবাসি
শুনবিনা কারো কথা মুখে বলিস্ তালবাসি,
নিদর্শন কিছুই নাই, মজেছি মুখের কথায়।
দিলে তাই শেষ দশায় আছা দাগা কালশনী ॥
দিয়ে আশা একি দশা কাহ্ন করিলি,
যত কাল রব বেঁচে—কাদিতে রাখিলি ॥

হুখের এ স্মৃতি নিয়া বুকের শোণিত দিয়া—

বাহিরে বহাব হুঁধারায় :—

নিরঞ্জে বসি একা, ভাবিব তোমার কথা
দিবানিশি সকল সময়।
কাঁদালি পিতায়, মাতা যশোদায়,
আবাল বনিতা ব্রজে।
কি রীতি রাখিলি, প্রাণে মেয়ে গেলি,
না মানিলি লোক-লাজে।
আহা রাধার প্রেমের প্রতিদিন।
ওহে রাধা-রমণ মদন-মোহন!
শুধু দারুণ বিরহ স'হে অকরুণ,
বুঝিবা কতশে নিজ প্রাণনাশে
যমুনার এসে পশিবে মুরারি ॥

শ্রীভগবদ্ভ দাস রচিত।

(চোরবাগান অবৈতনিক বাউল সম্প্রদায় কর্তৃক)

বাউল-সঙ্গীত।

কোথা বাও বংশীধারী হুখের ব্রজধাম পরিহরি
হরি তোমা বিনে দিনে আঁধার হইবে ব্রজপুরী ॥
ওহে মনচোরা হরি, রাধার মন করে চুরি,
রথে চড়ি বংশীধারী, বাও মধুপুরী,
বাঁচিবে না রাইকিশোরী ॥

ঐদেখ রসময়, হোয়ে পাগলিনী-প্রায়,
আসছে তোমার প্রাণের রাধা রক্ষা করা দায়,
তুমি কি বলে বুঝাবে হরি, পাগলিনী কিশোরী ॥
ধ'রে অষ্টসখী কয়, রাধা মন্থয়ে দাঁড়ায়,
রথচক্র-তলে পড়ি' কৃষ্ণপ্রতি কয়—
এসে আরোহণ কর হে হরি, এ দেহ-রথ তোমারি
খেদে দাস নেহারি কয়, ওহে আমি মহাশয়,
অক্রুর নাম কে দিয়েছে জিজ্ঞাসি তোমায়,
তুমি মহাক্রুরের শিরোরণি, রাধার ধন কর চুরী ॥

শ্রীদাস নেহারী দাস কর্তৃক বিরচিত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস।

বাংলারাম অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

MANGO.

আম্র।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গতবারে আম্র হইতে কি কি করা যাইতে
পারে, তাহার কতকটা বলিয়া ছিলাম, এবারেও
কিছু বলিতেছি। আম্র হইতে আম্রবৃক্ষ
আমের জেলা, আমের মিষ্ট এবং কাল আচার,
আমের মোরব্বা, আমের বন্ধে প্রভৃতি নানা
প্রকার মিষ্ট রসনা তৃপ্তিকর জব্য প্রস্তুত করা
যাইতে পারে। যতটুকু স্থান পাই তাহাই কিছু
অদ্য বলিতেছি।

আমের সরবৎ।

১০।১২টা কাচা আমকে আঙুণে একটু
ঝলুসাইয়া লইয়া তাহার সমস্ত স্বতটাকে
নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে তাহার
পর তাহাতে আমের পরিমাণ অনুসারে এক
পোয়া হইতে দেড় পোয়া আন্দাজ চিনি
মিশাইয়া যথেষ্ট জল দিয়া তরল করিয়া লইতে
হইবে। আন্দান ঠিক অল্প মধুর হইবে।
ইহাতে দুই তিন সের বরফের একটা চাং
কেলিয়া রাখিয়া দিলে যথেষ্ট শীতল হইবে।
কেহ কেহ কিকিং গোলাপ জল ও কেওড়াও
দিয়া থাকেন। ইহা অতিশয় মুখপ্রিয় সরবৎ
হয়।

আমের চাটনী।

খোসা ছাড়ান ১০।১৫ টা আমকে আটা
বাদ দিয়া ফালি করিয়া লইতে হইবে এবং
জল দিয়া একটা মাটির পাত্রে ফুটাইয়া খুব
সিদ্ধ করিয়া জলটাকে ফেলিয়া দিতে হইবে।
তাহার পর একটা লোহ কড়ার সঘরা, কাল-
জিরা এবং মরিচ এবং তৈল দিয়া সিদ্ধ আম্র
খণ্ডগুলিকে সাতগাইয়া লইয়া ইহাতে আধ
সের আন্দাজ চিনি ও জল দিয়া ফুটাইতে
হইবে এবং ধরিয়া না বার, সে শুষ্ক ঘন ঘন
নাড়িয়া দিতে হইবে। যখন একটু গাঢ় হইয়া
আসিবে, তখন নামাইয়া লইলেই আমের
চাটনী হইবে।

ছাত্রদিগের বার্ষিক অর্কমূল্য এখন লইব না পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

আমের বন্দে।

আমের বন্দে বড় মুখ প্রিয় এবং একটা নূতন জিনিস। পল্লীগ্ৰামবাসীরা এত আম, কিন্তু তাঁহারা সামান্য ব্যয় করিয়া রসনা পরি-ভূষণ করিবার জন্য কখনও প্রয়াস পান না।

আমের বন্দে প্রস্তুত করিতে হইলে উৎকৃষ্ট রুই পাকা আমের রস এক সের উৎকৃষ্ট ছোলার ডাল বাটা ১ পোয়া এবং ছোট এলাচ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা আবশ্যিক।

প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমে আমের সব এক সের আন্ডাজ লইয়া ইহার সচিৎ ছোলার ডাল বাটা বা ছোলার ডালের ব্যাসন এবং ছোট এলাচ চূর্ণ দিয়া একত্রে বেশ করিয়া মিশাইতে হইবে এবং ক্রমাগত ফেনাইতে হইবে। পরে এক-পানি গোহের কড়াইয়ে ১ সের আন্ডাজ ভাল ঘৃত চড়াইয়া যখন ঘিটার ফেনাশূন্য হইয়া আসিবে, তখন একখানা কাঁজরীর উপর উপ-রোক্ত আমের রস ঢালিয়া দিয়া বন্দে ভাজার প্রক্রিয়ায় ভাজিয়া লইতে থাকিবে এবং ঘৃত হইতে বন্দেগুলি তুলিয়া চিনির রসে ফেলিয়া দিবে। তাহার পর যখন বুঝিবেন যে, বন্দে গুলিতে রস প্রবেশ করিয়াছে, তখন রস হইতে তুলিয়া অল্প পাত্রে রাখিতে হইবে। এই প্রকারে আমের বন্দে প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা বড় মুখ-রোচক, অম্লমধুর।

আমের মোরবার কথা আমরা ইতিপূর্বে “কাজের লোকে” মোরবার প্রস্তুত প্রণালীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা পুনরোক্তি করি-লাম না।

আমের আচার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা হইলেও আমের আচার প্রস্তুত প্রণালী প্রায় সর্ব স্থানের এক প্রকার। এবং তাহার কতক কতক বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

জারক লেবু।

গৃহস্থ মাঝেরই এই সময়, যেরে কিছু কিছু জারক লেবু প্রস্তুত করাইয়া রাখা ভাল। ইহাও উপকারী এবং মুখরোচক জিনিস। ২০ টা লেবু উত্তমরূপে ধুইয়া প্রস্তরে ঘসিয়া ইহার উপরের তৈলাক্ত অংশটা একটু নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দুই হস্তের মধ্যে প্রত্যেক লেবুটা মর্দন করিয়া নরম করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর লেবুগুলিকে একবার রৌদ্রে শুক করিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় কাজ—একটা নূতন হাড়িতে উপ-রোক্ত লেবু গুলি দিয়া ইহাতে প্রত্যেক লেবু প্রতি অন্ততঃ ১০ আনা ওজনের লবণ দিয়া তাহাতে ১ পুয়া খাটি সরিসার তৈল দিয়া উত্তম রূপে একবারে নাড়িয়া দিতে হইবে। তাহার পর প্রাত্যহ রৌদ্রে দিতে হইবে, যখন লেবুর গাত্র শুক উত্তমরূপে নরম হইয়াছে দেখিবে, তখনই জারক লেবু প্রস্তুত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, তৈল ও লবণ দিয়া যখন রৌদ্রে দেওয়া হয়, তখন মধ্যে মধ্যে ২৪টা লেবুকে কাটিয়া তাহার রসও ঐ হাড়ির মধ্যে দিলে সহজেই জারিয়া যায়। জারক লেবু প্রস্তুত করা যেরে থাকিলে তাহাও মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হয়, নচেৎ ছাতা পড়িয়া যায়। জারক লেবু পরসায় ১টা করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে।

বেকার যুবকগণ ইহাবারা অর্থ উপার্জন করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন। বর্ষা কালে সর্বস্থলেই প্রচুর লেবু আছে, এই সময় আরম্ভ করা উচিত।

কেমন করিয়া কারবার জীবিত থাকে ও বড় হয়।

—:—

মানব দেহের প্রত্যেক অংশ প্রতি নিয়তই ক্রম হইতেছে। কিন্তু প্রতিনিয়তই সেই

ক্রম প্রাপ্ত দেহতত্ত্ব পরিবর্তে নূতন তত্ত্ব সংযো-জিত হইতেছে, সেইজন্যই আমরা জীবিত থাকি। প্রতিনিয়তই মানব দেহে পরিবর্তন এবং সংযোজন। এই ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়, তখনই আমরা মৃত—সব শেষ হইয়া যায়।

মানব দেহের জার ব্যবসা বাণিজ্যের বিবিধ পদ্ধতি ব্যবসারূপে দেহের তত্ত্বরূপ, অহরহ ক্রম ও পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং অভিনব উপায়, নূতন সংযোজিত না হইলে মানব দেহের জার কাজ কারবারের ও শেষ হইয়া যায়, ইহাই স্বাভাবিক। ক্ষুদ্র কারবার কেমন করিয়া বড় হয়? যখন কারবারের দ্রব্য সম্ভার সাধারণে জানিতে পারে, যখন কার-বারের সংবাদ পৃথিবীর এক নগর হইতে অল্প নগরে উপনীত হয়, এক গ্রাম হইতে অল্প গ্রামে ক্রমে সমগ্র পৃথিবী ছাড়াইয়া যায়, তখন কার-বার ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হইয়া দাঁড়ায়, উন্নতি হয়। এই কথা অতি সাধারণ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকেও বুঝিতে পারেন। কিন্তু কি উপায়ে এমন নাম বাহির করা যায়, যাহাবারা সমগ্র পৃথিবীর লোকে তাহা জানিতে ও গুনিতে পারে, সেইটাই রহস্য।

কেহ বলিবেন, দেশে দেশে বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা, কেহ বলিবেন, বড় বড় অট্টালিকা দিতে খুব সদর রাস্তায় কারবার করিলে অবিলম্বে ব্যবসা জন সমাজে প্রচারিত হইতে পারে। উপরোক্ত উপাদান গুলি উপেক্ষা না হইলেও এমন কোন একটা বিশেষ উপায় আছে, যাহা দ্বারা কারবারের স্থায়ী সম্পা-দিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী-গণ বলেন যে, This strength lies in tremendous aggregation of right methods, thousand of perfected ways of doing things.” এমন কোন একটা বনোভূত স্মৃষ্কগতা ও শক্তি সমস্ত সু পরিচালিত কারবারের মধ্যে নিহিত থাকে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

যে, সহস্র সহস্র অভিনব উপায় দ্বারা কারবার বড় হইয়া যায়, নিশ্চল থাকিতে পারে না। এইরূপ কারবার, বাহা বেশ কৃতিত্বের সহিত চলিতেছে, তাহার মধ্যে প্রতিদিনই অতি অশ্রুশ্রমের সহিত ব্যবসায়ের পুরাতন কয়প্রাপ্ত পছার স্থানে নূতন উপায় ও পছা সংযোজিত হইয়া কারবারটিকে নব বলে বলীয়ান করিয়া জীবিত রাখিয়াছে বুঝিতে হইবে। অনেক ব্যবসায়ীর তত টাকা, তত মাল থাকিলেও সে কৃতকার্য হইতে পারে না। যেহেতু তাহাতে অহরহ অভিনব শক্তি সংযোজিত হইয়া কারবারের জীবনী শক্তি সঞ্চিত হয় না তাহার পর ক্রমেই কারবার-দেহ চঞ্চল হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ইহা দ্বারা আমরা কি বুঝিলাম, শুদ্ধ অর্থবল, লোকবল, প্রচুর মাল, এবং প্রাসাদ ভূলা অট্টালিকাদি দ্বারাও কারবার চলনা, অহরহ নূতন নূতন অশ্রুশ্রম এবং পরিবর্তিত পছা দ্বারাই কারবার বড় হইয়া থাকে।

এদেশের কোন কারবারের এমন অশ্রুশ্রম আমরা দেখিতে পাই কি? প্রতি নিয়তই সেজন্য কেহ মস্তক চালনা করিয়া কোন মৌলিক অভিনব পছা দ্বারা কারবারের জীবনী শক্তি রক্ষার জন্য যত্নবান দেখিতে পাই কি? তাহাই আমাদের কারবারের অধঃপতনের মূল। আমরা সেই মানুষী ধরণে, সেই বোস পুরান পছা অবলম্বন করিয়াই রাজপথের পথিকের মুখ পানে তাকাইয়া বসিয়া থাকি মাত্র। হৃদয় নগরের পর নগরের, গ্রামের পর গ্রামের লোককে আমাদের কারবারের নাম, উদ্দেশ্য জানাইতে জানি না, কাজেই স্থানীয় লোকে কেহ দয়া করিয়া যদি আমাদের দোকানে বা ব্যবসায় স্থলে গুরুগমন করে, তাহা হইলেই আমরা কিছু ক্রয় বিক্রয় করিতে পারি, কিন্তু ওদ্বারা ব্যবসায়ের দৈনন্দিন ব্যয় সংকুলান হয় না, পুঁজিতে হাত পড়িয়া যায়, খণজালে চারি-

দিক ঘেরিয়া ফেলে, সুতরাং গণেশ উল্টাইয়া বাইতে বড় অধিক বিলম্ব হয় না।

আধুনিক ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন, নিত্য অভিনব জব্য সংগ্রহ, নিত্য অভিনব উপায়ে লোক চক্ষুতে তাহা ধরিবার ক্ষমতা এইগুলিই প্রকৃত উপায় এবং ভ্রংশকে অশ্রুশ্রম একটা বড় আবশ্যকীয় উপাদান। আমাদের কারবারে এ সমস্ত উপাদানেরই অভাব। আমরা বিজ্ঞাপন দ্বারা আমাদের যে কি আছে, লোকের তাগী কেন আবশ্যক, তাহা বুঝাইতে জানি না, কারবারের কোন অশ্রুশ্রম নাই, সময়ের মূল্য বুঝি না, আর ব্যয়ের হিসাব রাখি না, আপন গণ্ডা বুঝিয়া লইতেও পারি না, লোককেও বুঝিয়া লইতে দিই না। সেই কারণে সর্বনাশ হইয়া যায়, কারবার বড় হওয়াত দূরের কথা।

ব্যবসায় বড় হয়, অশ্রুশ্রম, প্রত্যেক বিষয়টার সুবন্দোবস্তে, অভিনব মৌলিক উপায়ে এবং ক্রেতার সহিত সংব্যবহারে। এইগুলি যথাযথ করিতে বাইলেই আপনাকে আগে প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়, সময়ের মূল্য বুঝিতে শিখিতে হয়, এবং বহুল বিজ্ঞাপন দ্বারা জনসমাজে পরিচিত হইতে হয়। তবে কৃতকার্যতা লাভ সম্ভব হইতে পারে। কবে এমন ব্যবসায়ী এদেশে দেখিতে পাইব? বড় দুঃখ। কারণ এদেশের ব্যবসায়ীর এখনও চরিত্র গঠিত হয় নাই, কণ্ঠব্যজ্ঞান হয় নাই, তাহার অশিক্ষিত বলিয়া বড়াই করিয়া থাকেন, এমন লোকের ব্যবসায়ের নিকট দিয়া বাইলেও ঠিকিতে হইতেছে, একবার বাইলে আর জীবনেও বাইতে প্রবৃত্তি হয় না, বড় আপশ্রয যে শিক্ষার দ্বারা আমাদের চরিত্রের উন্নতি সাধিত হয় নাই। "A good tradesman is a good gentleman" ইহা যখন এদেশের ব্যবসায়ী বুঝিতে এবং ভাবিতে শিখিবে, তখনই উন্নতি হইবে। ইহার একমাত্র উপায়

স্বার্থভ্যাগ, চরিত্র গঠনের আন্তরিক প্রয়াস, উজ্জ্বল প্রকৃত সাধনা এবং কণ্ঠব্যজ্ঞান। পরিতাপ, কেহ ব্যবসায়ের এট মূলমন্ত্র বুঝিতে চাহে না। কোন ইংরাজ অভিজ্ঞ বলিয়াছেন, Every man is the architect of his own fortunes. A good voice and a plausible manner his most useful tools."

প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার সৌভাগ্য সৌখ নির্যায়ের উৎকৃষ্ট রাজমিস্ত্রি। সংব্যবহার, এবং সংবাক্য সেই সৌভাগ্য নির্যায়ের অতি আবশ্যকীয় যন্ত্র স্বরূপ। এদেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ীর এই অপরিহার্য উপাদানেরই অভাব।

সংসার প্রবেশার্থী যুবকের প্রতি কয়েকটি উপদেশ।

—:—:—

প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথ প্রথম জীবনে একে একে পাঁচ ছয়টি অর্থোপার্জনের পথে বিচরণ করিয়া একটীতেও নিজের লক্ষ্য উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে সাহিত্য পথে প্রবেশ করিতেই তথাকার সমৃদ্ধ শালী অধিবাসীরা তাগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময় তিনি প্রচুর অর্থ ও বহু গল্পমাণ্ড বন্ধ লাভ করেন। তাহারই জীবন সংগ্রামের প্রথম অবস্থায় তিনি ঠেকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে তাহাই অব্যবহিত চিত্ত সংসার প্রবেশার্থী যুবকদিগের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের যুবক ভাতৃগণ তাহা অবগত হইলে উপকৃত হইবেন।

বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য না লইয়া যে সমস্ত যুবক সংসারে প্রবেশ করিতে যান, সাধারণতঃ তাহারা প্রথমে বাহা সমুখে পান

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

তাহাই অবলম্বন করেন; কিন্তু শ্রোতাদের তৃণ যেমন লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারও সেইরূপ কিছুদিন বিচরণ করেন। তারপর হয় ত কোন বন্ধুর নিকট উপদেশ লইয়া কিছু দিন সেই পথে চলেন, তাহাতেও পূর্ণাঙ্গেরা বেশী ফল লাভ করিতে পারেন না। তারপর আর এক জনের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আবার নূতন পথে নূতন ভাবে চলেন, এবারও পূর্বের স্তায় অকৃতকার্য হন। এইরূপে বহুবার জীবনের গতিকে অব্যবস্থিত চিত্ততার জন্ত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। এই পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের ফলে জীবন দুর্ভিক্ষহ বোধ হয় এবং নিজে যে কোন কাজের উপযুক্ত, তাহা নিজের মনও ধারণা করিতে পারে না। এই সময়েই সংসার যে হুঃখময়, তাহার স্পষ্ট ছাপ মনের উপর পতিত হইয়া যায়। দারুণ দুঃখিতার মধ্যে বদ্ধ বাকবের টীটকারী জীবনকে আরও হুঃসহ করিয়া তোলে। এই সময়ই আত্মহত্যার বাসনা সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়। স্বয়ং নেপোলিয়ন, ক্লাইভ প্রভৃতি বীর পুরুষেরা পর্যন্ত জীবনের এই সন্ধিক্ষেত্রে আত্মহত্যার আপাত লোভনীয় আস্থানের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পান নাই। কিন্তু যাহারা এই সঙ্কটকালে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সহিত জীবনকে পরিচালিত করিয়া কর্তব্যপথে অচঞ্চল থাকেন এবং ভবিষ্যতে সংসার-সংগ্রামে বিজয়ী হন, তাহাদের কাছে জীবনের এই সময়টা একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মত বোধ হয়।

তুমি যে কোন একটা উপজীবিকা গ্রহণ কর; লোকে তোমার কত বলিবে; তোমার নিকৃৎসাহ করিতে চেষ্টা করিবে; তুমি যে এ কাজের উপযুক্ত নও, তাহা প্রমানিত করিতে ছাড়িবে না। কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করিও না; ঐকান্তিক যত্ন, অসন্ত উৎসাহ এবং অশচলিত সাহসের সহিত অগ্রসর হও, তার পর দেখিবে, তুমি এই কাজের সম্পূর্ণ

উপযুক্ত। তখন তোমার মনে শুধু অধ্যবসায়ের কৃতকার্যতার জন্ত যে আন্তরিক সন্তোষলাভ করিবে তাহা নয়, ইহা ঘোবনে তোমার সংসার প্রতিপালনের পরম সহায় হইবে এবং শেষ রয়সে সুখ ও শান্তি পাইবে। যে কোন ব্যবসা শিথিতে সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট। অসাধারণ বুদ্ধি অনেক সময় জীবনের উন্নতির পরিপন্থী স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। জীবনকে একটা দৌড়ের সহিত তুলনা করা যায়। যাহার যত দ্রুত চলিবার ক্ষমতা, তাহার তত পদাঙ্কনের সম্ভাবনাও অধিক।

একজন লোকের পক্ষে কেবল একটা উপজীবিকার সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া সোজা কথা নয়। অতএব তোমার সামর্থের উপযুক্ত একটা ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিও। যদি ততোধিক ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হও, তবে কোনটারই উন্নতি করিতে পারিবে না।

একজন বাজীকর ও দরজীতে কথা হইতেছিল; দরজী উদ্বিগ্নচিত্তে বলিল, “আমার ব্যবসা লইয়া আমি সর্বদা ব্যস্ত থাকি; যদি সর্ব সাধারণে পোষাক পরিধান করা একে-পরিচ্যাগ করে, তবেই আমি মরেছি; আমার অজ্ঞ কোন ব্যবসা জানা নাই, যদ্বারা আমি আমার পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিব—”

“বটে, তা’ হ’লে ত তোমার ভারি মুকিল,” দরজীকে বাধা দিয়া হাত বিকসিত মুখে বাজীকর বলিল, “কিন্তু জৈবকে ধন্যবাদ, আমার অবস্থা তত শোচনীয় নয়; আমার এক রকম বাজী লোকের পছন্দ না হইলে অজ্ঞাত শতাধিক বাজী দেখাইয়া জীবিকা অর্জন করিব। যা হোক, জৈব না বরুন, যদি বাস্তবিক তেমন কোন অসুবিধায় পতিত হও, তাই, অসুগ্রহ করিয়া আমার স্বরণ করিও, আমি তোমায় সাহায্য করিব।” কিছু

দিন পরে, হঠাৎ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; দরজী কোন রকমে জীবন ধারণ করিয়া রহিল, কিন্তু হায়, বাজীকরের সহস্র কোশল জানা সত্ত্বেও তাহার এক টুকরা রুটির দাম মিলিত না। সে কত আগুন গিলিয়া লোহা-পিণ্ড বমন করিত, কিন্তু কাহারও আর তাহা দেখিবার সখ ছিল না। অবশেষে সে যে দরজীর কাজ ঘণা করিত, তাহারই পরণাপন্ন হইয়া কোন রকমে সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেল।

অহংকার ও ঈর্ষার মত অর্থোপার্জনের শত্রু আর নাই। যদি অজ্ঞের প্রতি তোমার ক্রোধ থাকে, তবে যে পর্যন্ত তুমি প্রচুর অর্থোপার্জন না কর, অন্ততঃ সে পর্যন্ত তোমার সে ক্রোধ চাপিয়া রাখা উচিত। স্থলশূন্য কীট মংশনের স্তায় অর্থ শূন্য মানুষের ক্রোধ কোন ফলোৎপাদন করিতে পারে না। ফলে এই নিম্নলি ক্রোধধারা তোমার নিজের ধ্বংস তুমি নিজেই আনয়ন করিবে। সম্পদ-হীন লোকের ক্রোধে কে কবে ভয় পাইয়া থাকে।

যুবকদিগের অর্থোপার্জনের আর একটা অন্তরায় এই যে, তাহারা সকলকেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে, প্রত্যেকের অসুখেরোধ রক্ষা করিতে এবং সব রকম সনাজেই মিশিতে ইচ্ছুক হন। তাহাদের নিজেদের কোন সত্ত্ব লক্ষ্য থাকে না; তরল পদার্থ যেমন যখন যে পাত্রের থাকে, সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে, তাহারও সেইরূপ সব রকমে সকলকে খুশী করিতে বাইরা কাহাকেও খুশী করিতে পারেন না। অনেককে সন্তুষ্ট করার একটা প্রধান উপায় শুধু জন কয়েককে সন্তুষ্ট করা।

এ সম্বন্ধে বেশ একটা গল্প আছে। এক জন চিত্রকর জগদ্বিখ্যাত হইবার জন্ত তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া একখানি চিত্র অঙ্কিত করিলেন। তারপর জনসাধারণকে

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

দেখাইবার জন্য ছবিখানা এক প্রকাশ্যস্থানে রাখিয়া নিয়ে এই কথা লিখিয়া দিলেন যে, ছবির যে অঙ্গে যে দোষ আছে, দর্শকগণ যেন অন্তর্গত করিয়া তাহা নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করেন। চিত্রকর সন্ধ্যা বেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার চিত্রে এমন একটা রেখা নাই, যাহার কেহ না কেহ দোষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি অত্যন্ত দর্শ্যহত হইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহার চিত্র পরীক্ষার আর একটা উপায় অবলম্বন করিলেন। পরদিন ছবিখানি ঠিক সেই স্থানে রাখিয়া দিয়া লিখিয়া রাখিলেন যে, যদি চিত্রে কোনস্থান প্রসংসা যোগ্য থাকে, তবে শুধু তাহাই যেন লিপিবদ্ধ করা হয়। সেদিন তিনি ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এমন একটা রেখা নাই, যাহার প্রসংসা লিপিবদ্ধ হয় নাই। চিত্রকর ভাবিলেন যে, যদি পৃথিবীর সকলকে সন্তুষ্ট করা দরকার হয়, তবে তাঁর অর্ধেককে সন্তুষ্ট করিলেই বেশ চল পাওয়া যায়।

তাড়াতাড়ি ধনবান হইবার ইচ্ছা করাও একটা দোষ। খুব ধনবান হইবার আকাঙ্ক্ষা করাই অস্বাভাবিক। সর্বদা মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে যে, সংসার অতিভয়ঙ্কর স্থান। জ্ঞানের পথ হইতে একটু বিচ্যুতি ঘটিলেই তার দণ্ড অনিবার্য। যে কোন রকমে সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। চাকুরী, ব্যবসা বা শিল্প ইহার যে কোন একটা অবলম্বন করিলেই হয়। সাধুভাবে কোন কাজ করিতে করিতে যদি ধনবান হইয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই। কি আশ্চর্য্য পৃথিবীর নিয়ম! যে কোন লোক সংভাবে যে কোন কাজ করুক না কেন তাহাতেই সে ধনবান হইয়া যায়। চাই লক্ষ্য, চাই একাগ্রতা! তাহা হইলে তোমাকে ধনের পেছনে দোড়াইতে হইবে না, সম্পদ আপনা,

আপনি তোমার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িবে। সাধকের কথা বলা যায়, “ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, সন্ধ্যাপূজা সেকি চার? সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফেরে কত সন্ধ্যা নাহি পার।”

শ্রীগঙ্গাধর দত্ত।

জামালপুর।

মুক্তাত্মা দর্শন।

—:—

(১)

যে দিন সরোজিনীর বিবাহ হইল, সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছিল, সমস্ত রাত্রি জ্বালাইল না। কলকাতার বাড়ীতে যথেষ্ট স্থান ছিল না বলিয়া পাড়ার নিমজ্জিত জীলোকদিগের আহার সমাপ্ত হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল! পরিবেশনের ঘোষে কেহ সন্দেশ পাইল ত রসগোল্লা পাইল না, কেহ দধি পাইল ত ক্ষীর পাইল না, কাহারও পাতে মাছ পড়ে নাই, কেবল আলু পড়িয়াছিল, কাহারও পাতে যে আত্র পড়িয়াছিল, তাহা এত অল্প যে, মুখে করা যায় না। কলকাতার জীলোকগণ ঘোষদিগের বড় নিন্দা করিতে করিতে রাত্রি ছই প্রহরের সময়ে নিদ্রিত শিশুকে কফে লইয়া তাহার মস্তক দ্বীপ বসনাঞ্চলে আবৃত করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। এক জন বলিলেন, “খাওয়ান যেমন তেমন হউক, ঘোষ বুড়া চণ্ডের মাথা খাইয়া এমন কঠিন জামাই করিল কি করিয়া! “আর এক জন বলিলেন, আহা! সরোজিনীকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে!” এক রসিক যুবতী বলিলেন, “সরোজিনীর মানে জান? পদ্মকুলকে সরোজিনী বলে। ঘোষ বুড়া ত ঠিকই করিয়াছে সরোজিনীকে ভোমরার হাতে দিয়াছে?”

হয় ঘোষের কল্যাণ সরোজিনী বেশ সুখী; কিন্তু জামাই তেমন হইল না। জামাতা কেদার নাথ একেবারেই দেখিতে ভাল নহে; তবে ছেলেটির স্বভাব চরিত্র বড় ভাল, কিছু লেখা পড়া জানে, আর বেশ ‘দ্রপদ’ উপার্জন করে। কেদার মোজফরপুর রেলওয়ে স্টেশনের ‘মাল বাবু’, বেতন ৬০ টাকা, কিন্তু বড় বড় হাকিমগণের অপেক্ষা তাঁহার আর বড় কম নচে। সরোজিনীর ও অনেক গুণ ছিল, সে শান্ত, লজ্জাশীলা, সংসারের কাজ-কর্মে পটু, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তিমতী, শির-কর্মে দক্ষ এবং বেশ লেখাপড়াও জানিত। তাহার লেখা ষাটটি পত্র সময়ে সময়ে মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল, আর যখন বালিকা বিত্তালয়ে পড়িত, তখন ‘সাবিত্রী’ নামে একটা রচনা লিখিয়া একবার দশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিল। সরোজিনীর এক বরতা তাহার এত গুণ দেখিয়া কেদার নাথকে একবার বলিয়াছিল যে, “স্বল বিশেষে মুক্তার মণির যে পতি হইয়াছিল, সরোজিনীর বেন তাহা না হয়।” প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় নাই? কেদারনাথ সরোজিনীর মূল্য বুঝিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। মহাদেবের বরে আপনার গান বন্ধন ও জীলোকের নিকট অত্যন্ত প্রিয় হইলেও কেদার নাথ সরোজিনীকে যে প্রকার ভাল বাসিতেন, তেমন বুঝি আর কেহ পারে না। পক্ষান্তরে যাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, সরোজিনী কেদারকে ভাল বাসিতে পারিবে না, তাহারাই ছই তিন বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ সরোজিনী ‘সুখের বোলতে সাঁতার’ না দিতেই দেখিলেন যে, তাহার বড় ভুল বুঝিয়াছিলেন, তাহারাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, হিন্দু জী স্বামীর রূপের ভিখারিণী নহে।

(২)

বিবাহের পর অনেক দিন পর্যন্ত কেদার

ছাত্রদিগের বার্ষিক অর্ধমূল্য এখন লইব না পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

নাথ কর্ম্ম স্থলে পরিবার লইয়া যাঁতে পারি-
লেন না; তাহার কারণ এই যে, তাঁহার
বুঝা জননীর সেবা করে, সরোজিনী ভিন্ন
সংসারে অস্ত্র কেহ তেমন ছিল না, তাঁহার
জননীও স্বাকার দেশ ত্যাগ করিয়া অস্ত্র
যাঁতে সম্মত ছিলেন না। বিবাহের পাঁচ
বৎসর পরে অর্থাৎ সরোজিনীর বয়স যখন
অষ্টাদশ বৎসর, তখন মাতার গলাগাত হইলে
কেদারনাথ কর্ম্মস্থলে পরিবার লইয়া
গেলেন। ইতিপূর্বে তিনি স্থানান্তরে বদলি
হইয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার সেই
মোজঃকরপুরেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।
ষ্টেশনের নিকটে সরকারী বাসা ছিল, কেদার-
নাথ সেইখানে থাকিতেন, তাড়া দিতে
হইত না।

কিছুদিন সপরিবারে বাস করিতে না
করিতে সে বৎসর মোজঃকরপুরে অভ্যস্ত
কলেবার প্রাদুর্ভাব হইল, অনেক লোক
মারা যাইতে লাগিল। ষ্টেশনের অভ্যস্ত
কর্ম্মচারীগণ আপন আপন পরিবার ও সম্ভানাদি
দেশে পাঠাইয়া দিলেন এবং কেদারনাথকেও
পাঠাইতে বলিলেন। সরোজিনীকে দেশে
লইয়া যাইবার জন্ত কেদারনাথ আপন কনিষ্ঠ
সহোদরকে পত্র লিখিয়া আনাইলেন, কিন্তু
সরোজিনী সেই মহামারীর সময়ে স্বামীকে
ফেলিয়া আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত দেশে
যাইতে সম্মত হইল না। কেদারনাথ এক
প্রকার জোর করিয়াই সরোজিনীকে দেশে
পাঠাইলেন। যখন কাঁদিতে কাঁদিতে সরো-
জিনী গাড়ীতে উঠে, তখন বলিল, “এখন ত
চলিলাম; কিন্তু এ জন্মে আর যে দেখা হইবে,
এখন মনে হয় না, মা কালীর মনে বাহা আছে,
তাঁহাই হইবে।”

(৩)

সরোজিনী দেশে যাইবার পর দশম দিবসে
কেদারনাথ তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে এক-

খানি টেলিগ্রাম পাইলেন। উহার মর্ম্ম এই
যে, সরোজিনী কলেরা মোগাজাস্ত হইয়াছে-
অবস্থা ভাল নহে; ভোমাকে দেখিবার জন্ত
অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, শীঘ্র আসিবে।”
টেলিগ্রাম পাইয়া কেদারনাথ মাথার হাত
দিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু চইতে
অবিরত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। মোজঃকর
পুরের ষ্টেশন মাষ্টার মজুমদার মহাশয় অতি
ভদ্রলোক, তাঁহার তুল্য মহাশয় ব্যক্তি বৃষ্টি
আর কখন রেলওয়ে চাকরি করেন নাই।
কেদারনাথের এই বিপদে তাঁহার হৃদয় গলিয়া
গেল, তাঁহাকে এক সপ্তাহের বিদায় দিবার
জন্ত তৎক্ষণাৎ সমাপ্তিপুরের হেড আপিসে
টেলিগ্রাফ করিলেন এবং কেদারনাথের স্থানে
কাজ করিবার জন্ত একজন লোক (Relieving
hand) পাঠাইতে অহুতোধ করিলেন—সে
লোক যেন অদ্যই ১টার গাড়ীতে আসিয়া
উপস্থিত হয়। টেলিগ্রামের কোন উত্তর
আসিল না। যথা সময়ে গাড়ী আসিল,
তাঁহাতে কোনও লোক আসিল না। এদিকে
কলিকাতা যাইবার গাড়ী ছাড়িতে আর
অধিক বিলম্ব নাই। কেদারনাথ আবার
মজুমদার মহাশয়ের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া
পড়িল। তিনি আবার টেলিগ্রাফ করিলেন;
কিন্তু এবারও কোন উত্তর আসিল না।
কলিকাতাগামী গাড়ী আসিয়া পড়িল, তিনি
কেদারনাথের মলিন মুখ দেখিয়া বলিলেন,
তুমি গাড়ীতে উঠ, আমি তোমাকে বিদায়
দিতেছি, যাহা হয়, আমার হইবে।”

কেদারনাথ বাড়ী গেলেন; কিন্তু বড়
আশায় নিরাশ হইলেন—সরোজিনীকে দেখিতে
পাইলেন না। তাঁহার বাটী পৌছিবার পূর্বেই
তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, অন্নক্ষণ হইল, সংকার
হইয়া গিয়াছে; আশানবাজীগণ তাঁহার বাটী
প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই “হরি বোল” দিয়া
প্রত্যাগমন করিল। কেদারনাথ শুনিলেন যে,

মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া সরোজিনী কেবল তাঁহার
নাম করিয়াছে, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া
যন্ত্রণায় ছটকট করিয়াছে। কেদারনাথের
প্রাণে শেল বিদ্ধ হইল; কিন্তু তাঁহার চক্ষু
হইতে এক ফোঁটাও জল পড়িল না, মেবে
আকাশ ভরিয়া রহিল, এক ফোঁটাও বারি
বর্ষিল না। মাহুঘ চিরকাল বাঁচে না; কিন্তু কেদার-
নাথের এই আক্ষেপ যে সরোজিনীকে জোর
করিয়া বাটীতে পাঠাইলেন কেন, মৃত্যুকালে
একবার জন্মশোধ সাফা হইল না কেন?
সরোজিনী মোজঃকরপুর হইতে আসিবার
সময় যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহাই ঘটিল।
কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, সে বাঁচিয়া
থাকিবে, কেদারনাথ মারা যাইবে—তাঁহাই
হইল না কেন!

(৪)

কেদারনাথ কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন;
এক্ষণে তিনি যেন আর পূর্বের কেদারনাথ
নহেন—পত্নী-শোকে তাঁহার শরীর এই কয়
দিনে এত শীর্ণ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সহজে
চিনিতে পারা যায় না। তাঁহার মানসিক
পরিবর্তনও সামান্য নহে—তিনি এক্ষণে
কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহেন না,
সর্ব্বদা এক দৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া
থাকেন, লোকালয়ে যান না, তাঁহার চক্ষু
দেখিয়া বোধ হয়, রাজিতে নিদ্রা যান না।
সরকারী কার্যেও আর মনঃসংযোগ করিতে
পারেন না; যে সকল হিসাব দাখিল করেন,
তাঁহাতে ভুল বাহির হয়, তৎক্ষণ অর্থদণ্ড দিতে
হয়। এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া মজুমদার
মহাশয় স্বয়ং তাঁহার অধিকাংশ কাজ কর্ম্ম
করিয়া দিতে লাগিলেন। তিন চারি মাস
এই প্রকারে গত হইল, তথাপি কেদারনাথের
শোকাপনোদন হইল না, দিন দিন তাঁহার
শরীর ও মনের অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল—
সরোজিনীর মৃত্যু তাঁহার প্রাণে বিষম আঘাত

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

করিয়াছিল, তাহার মৃত্যুকালে একবার দেখা হইলে হয়ত এত আশাত লাগিত না।

মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় কেদারনাথ সবেতনে তিন মাসের বিদায় পাইলেন। সকলেই তাঁহাকে একবার কানী, গঙ্গা, মধুরা ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিতে বলিলেন; কিন্তু কেদারনাথ কোথাও গেলেন না, সরোজিনী যে বাসায় থাকিত, তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি কোন স্থানে বাইতে পারিলেন না। এই সময়ে কোন কাজ কর্ম না থাকাতে কেদারনাথ কেবল একাকী নির্জন বাগানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন—মোজফরপুরে লীচু ও আত্মের বড় বড় বাগানের অভাব নাই।

সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি কেদারনাথের বড় ভক্তি ছিল। কোন স্থানে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তুলিলেই তিনি তাঁহার নিকট বাইতেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখিতেন যে, তাঁহার পরমার্থের দ্বার বড় একটা ধারেন না, কদাচিৎ হই একটা স্তোত্র মুখস্ত বলিতে পারেন মাত্র। এই সময়ে একটা বড় লীচু বাগানে এক প্রবীন ও তপঃপরায়ণ সন্ন্যাসী আসিয়া অবস্থিত করিতে লাগিলেন। সহরের অনেক গণ্য মান্ন ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিলেন ও তাঁহার উপদেশ তুলিলেন। সন্ন্যাসী মহাজ্ঞানী, তাঁহাকে যিনি যে শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছেন এবং কাহারও জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছই এক কথা বলিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া একদিন মধ্যাহ্নে কেদারনাথ সন্ন্যাসী সন্দর্শনে গেলেন। তখন তিনি একা ছিলেন। কেদারনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বসিতে বলিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কেদারনাথের বড় ভক্তির উদয় হইল; তিনি যে ভক্ত নহেন, একেবারে তাঁহার মনে এই বিশ্বাস জন্মিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, “বাবা! বাহা পুনঃপ্রাপ্তির

সম্ভাবনা নাই, কেহ কখন পার নাই, তাহার চিন্তায় দিব্যরাত্র বহু থাকিয়া কোন ফল নাই, ইহাতে কেবল শরীর ধ্বংস ও মন জড়তা-বান হয়।” কেদারনাথ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন, সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার ভক্তি আরও বদ্ধিত হইল; তথাপি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি দিব্যরাত্র কি চিন্তা করি?” সন্ন্যাসী বলিলেন, “আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? তুমি দিব্যরাত্র তোমার পরলোক-গতা স্ত্রী সরোজিনীর চিন্তায় নিমগ্ন আছ। তাহার মৃত্যুকালে তোমাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছিল, অত্যন্ত অশান্তিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তুমিও তাহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে তাহাকে দেখিবার জন্য বাটী গিয়াছিল; কিন্তু তাহার কাল পূর্ণ হইয়াছিল, তুমি বাটী পৌছিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইল।”

কেদারনাথ উন্মত্তের স্থায় সন্ন্যাসীর চরণে লুপ্তিত হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে উঠাইয়া আপনার সম্মুখে বসাইলেন। কেদারনাথ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, “বাবা! আপনি দেবতা, আপনি সকল করিতে পারেন, আপনার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, একবার তাহাকে দেখান, কেবল একবার, দ্বিতীয়বার দেখিতে চাহিব না।” “মৃত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ অসম্ভব” বলিয়া সন্ন্যাসী অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু কেদারনাথ কিছুতেই প্রবুদ্ধ হইলেন না। সন্ন্যাসী বলিলেন, কল্যা আসিও, বাহা হয় করিব; এক্ষণে তুমি টেশনে যাও, এই গাড়ীতে তোমার বড় সাহেব আসিতেছেন, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই তোমার বেতন ৮০ টাকা হইবে, ঐ বেতনের একটা পদ খালি হইয়াছে।’

অগত্যা কেদারনাথ টেশনে আসিলেন। বস্তুতঃই তাঁহার বড় সাহেব আসিয়াছিলেন। প্রার্থনা করিয়া মাত্র তিনি কেদারনাথের

পদোন্নতি করিতে সম্মত হইলেন। এই ঘটনায় সন্ন্যাসীর প্রতি কেদারনাথের ভক্তি অচলা হইয়া উঠিল।

পর দিন কেদারনাথ আবার সন্ন্যাসীর নিকটে যাটলেন এবং সরোজিনীকে একবার দেখাইবার জন্য বিস্তর অতুলনয় বিনয় করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য বিস্তর উপদেশ দিলেন; কিন্তু কেদারনাথ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সন্ন্যাসী আবার তাঁহাকে তৎপর দিবস আসিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। এই প্রকারে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল, কেদারনাথ সরোজিনীকে একবার দেখাইবার জন্য প্রতাহ সন্ন্যাসীকে অতুলনয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সন্ন্যাসীর দয়া হইল, তিনি কেদারনাথকে একটা বীজ মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং উহা জপ করিবার প্রণালী ও আহুসঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। সে দিন চতুর্দশী, পরদিবস পূর্ণিমা রজনীতে ঐ মন্ত্র জপ করিতে বলিলেন এবং কেদারনাথকে দ্বিতীয় বার উহার প্রভাবে সরোজিনীর সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টা করিতে নিবেদন করিয়া দিলেন।

পর দিন মধ্যাহ্নে কেদারনাথ আবার সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কখন ও কোথায় তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

(৫)

আজ পূর্ণিমা। কেদারনাথের মনে আজ বড় আনন্দ, বড় উৎসাহ আজ সরোজিনীকে দেখিবেন! তিনি স্বহস্তে শয়ন গৃহ পরিস্কৃত, করিলেন, গৃহের সমস্ত জব্যাদি গৃহান্তরে রাখিলেন, কেবল একপার্শ্বে খট্টা ও শয্যা রাখিল—অজ্ঞাত উহা রাখিবার স্থান হইল না। সমস্ত গৃহে গঙ্গাজল সিক্ত করিলেন। (ক্রমশঃ)

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৮০ টাকা ছিল, আর লইব না।

(MEDICAL)

Small Industries.

LICORICE LOZENGES.

(কালী ও স্বর ভঙ্গের জন্য।)

Lump Sugar	100 parts.
Licorice (বটী মধু)	150 parts.
Powdered Starch	40 parts.
Mucilage to fix.	

একত্রে মিলাইয়া বটিকার মত বা লেজে
জ্বরের মত করিয়া গুঁড় করিয়া লইতে হয়।

Camphor Liniment.

ক্যাম্ফর লিনিমেন্ট।

কপূর ১ আউন্স—(ওজনে)
অলিভ অয়েল ৪ আউন্স (মাপিয়া)
মুহু অগ্নির উত্তাপে গলাইতে হয়, কপূর গলিয়া
বাইলে বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয়। ইহা
আঘাত, এবং বাত, গ্রীষ্মকালিতে মালিশ
করিলে আত্ম যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

Violet Tooth Powder.

Precipitated chalk	6 oz.
Cattle fish bone	3 oz.
Rose Pink (Bright)	2 1/2 oz.
Orris Root	1 1/2.
Indigo (Pure to strike a violet tint)	p. s.
Essence of violet (orris)	1 1/2 fl. Dr.

Make finest powder and strain
through musline. This is a good
tooth powder often serviceable in
foul and loose teeth &c.

Vining's Tooth Elixir.

দন্ত পরিকারের আরক।

(ডার ডাইনিং)

Cinnamon (Crushed)	1/2 oz.
Unbleached Jamaica	
Ginger (Grated)	1/2 oz.
Cloves (দাঁড়)	1 Dr.
Oil Peppermint	1/2 Dr.
Hay Saffron	1 Dr.
Oil of Orrange Peel	1/2 Dr.
Otto of Roses	10 Drops.
Rectified Spirit	1/2 Dr.

Digest 15 days and decant.
Strain through musline. This is an
excellent preparation for toothache
and foul breath.

S. A. 555

Home Industries.

(গার্হস্থ্য শিল্প)

কৃত্রিম শান পাথর প্রস্তুত প্রণালী।

ঘরে শান পাথর প্রস্তুত করিতে হইলে
নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।
নদীর বালী— ০ ভাগ।
লাল বীজ (গালা)— ১ ভাগ।
একত্র অগ্নির উত্তাপে উত্তমরূপে জ্ব
করিয়া হস্তবারা গোলাকার চক্কের মত গড়িয়া
ভাটার মধ্যে একটা লৌহ শলাকা ৬৭
ইঞ্চি লম্বা প্রবেশ করাইয়া আঁটিয়া দিতে হয়।
এই শান প্রস্তুত ঠিকই গোলাকার চাকার
মত হওয়া আবশ্যক এবং ঠিক ইহার কেন্দ্র-
স্থলেই লৌহ শলাকা আঁটিয়া দেওয়া উচিত,
নচেৎ এই শান ঘুরিবার সময় গোলাযোগ্য হইয়া
পড়ে।

কৃত্রিম প্রস্তুত প্রণালী

ইথাক্সোইড্রোসালফেট অফ কপার
কপার (Sulphate of Copper.)
গন্ধক আরক বা
সলফিউরিক অ্যাসিড— ১ তোলা।
বিশুদ্ধ তামা— ১ তোলা।
মুটা লৌহার হাতার করিয়া অগ্নির
উত্তাপে গলাইলেই উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া
ভূঁতে প্রস্তুত হয়। বর্ণ নীল।

হিরাকশ প্রস্তুত প্রণালী।

Sulphate of Iron, বা হিরাকশ।
লৌহ চূর্ণ— ১ তোলা।
সলফিউরিক অ্যাসিড, বিশুদ্ধ— ১ তোলা।
উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় জ্বব করিলেই হিরা-
কশ প্রস্তুত হইবে।

পিত্তল কাটিবার সহজ উপায়।

একটা কাঠে কিঞ্চিৎ পাতা মাখাইয়া
পিত্তলের প্লেটের বা জিনিসের উপর টানিয়া
ঘাইতে হয়, তারপর ২ পার্শ্বে চাপ দিলেই
সহজে ছিঁকড় হইয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
(সংগ্রহ)

Boots to Water proof.

জুতাকে বর্ষাকালে ওয়াটার প্রুফ
করিবার উপায়।

জুতার তলার যদি Gum Copal Var-
nish গম্ম কোপাল ভার্নিশ প্রত্যেকবার লাগা-
ইয়া একটু শুক হইলে পুনর্বার লাগাইয়া যখন
৩০ কোটিং লেওয়া হওয়ার পর তলাটা
ভার্নিশ করা কাঠের মত দেখাইবে, তখন ইহা
ঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায়
ওয়াটার প্রুফ বা জল সহনশীল করিয়া লইলে
জুতার তলা বহুদিন স্থায়ী হইবে, এবং আদৌ
জল প্রবেশ করিতে পারিবে না।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

Homoeopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

—:—

রক্ত আমাশয়ের একটা রোগীর বয়স ৩ বৎসর। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় ১৫/১৬ দিন থাকিয়াও কোন উপশম হয় নাই। আমাশয়ের দাঁতবা ঔষধালয় হইতে তাহাকে ১ মাত্রা Sulphur 200 দেওয়া হয়। পর দিন রক্ত, আম ও উদরায়ন কিছুই দেখা যায় নাই। একমাত্রা সল্ফারই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। যে সকল শিশুর চুলকনাদি সহসা লোপ পাইয়া উদরায়নের উপসর্গ দেখা যায়, সেহলে সল্ফার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

একটা রোগীর বয়স ৩০ বৎসর। রোগ, বমি, বমনোজ্ঞা, অতিশয় শাখার ব্যর্থতা। এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা। ১ মাত্রা ডিগেটাস ভেরিডি ও দেওয়ার রোগীর সমস্ত উপসর্গ দূরীভূত হইয়াছিল। বমি কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকিয়া জলবৎ ভেদ হইত, তাহা হইলে ডিগেটাস আলব দিতে ইতস্ততঃ করিতাম না।

রোগীর বয়স ৫৫ বৎসর। ভগ্নদন্ত রোগে ভুগিতে ছিলেন। সাইলেন্সিয়া ৬ এবং হিপার ৬ দিতে আরম্ভ করি। ইহাতেই রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

“কাজের লোক” দরিদ্র ঔষধালয়।

মুক্তিযোজন সমগ্র।

১৯১৭-১৮-১৯

১। অসাধা কৃমি রোগে—ডেডার হৃথের মাখন ও খাতি লবণ সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মিলাইয়া স্বা-পক করিয়া খাইতে হইবে। প্রত্যেক বারে একছটাক করিয়া প্রাতে, বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় খাইলে পেটের মধ্যে বড় কৃমি মরিয়া পড়িয়া যায়।

২। ইপানি রোগে—নিষিক্তের শিকড় চাউলের সহিত চিবাইয়া খাইলে সর্দি উঠিয়া ইপানি ভাল হয়।

৩। কাসির ঔষধ—একটা বহেড়ার গাওয়া ঘি কাঁখাইয়া গোবরের ঠুলিতে পুরিয়া সিদ্ধ করিয়া সেই বহেড়া খাইলে কাসি ভাল হয়।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রাদির সাহায্যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদি

ভারত মধ্যে এক মাত্র প্রস্তুত কারক, হ্রবর্ণ পদক প্রাপ্ত—

শ্রী শ্রী কান্সাসিউতিক্যাল ওয়ার্কস, বোম্বাই।

কলিকাতা শাখা, ২৭৬ নং বৌবাজার-স্ট্রীট, কলিকাতা।

চন্দ্রপ্রভা বটী। শাখা দৌর্বল্য, প্রমেহ ও মূত্রাশয়ের সর্ব রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি তোলায় শিশি ১/০।

জ্বরঘ বটী। ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ। জ্বরে বিজ্বরে সর্বাবস্থায় সেবা। ৩২ বটীর শিশি মূল্য ৥/০।

বাসাবলেহ। সদাঁ, কাসী, ইপানী প্রভৃতি যাবতীয় বক্ষগত রোগের মহৌষধ। অর্দ্ধ পোয়া শিশির মূল্য ৥/০, বিনামূল্যে ব্যবস্থা এবং মূল্য তালিকার জন্য অণুই লিখুন।

৩০শ জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য-১৯০ টাকা ছিল, আর লইব না।

৪। বাকস গাজির কুড়ি ছিঁড়ি খাচ
পোড়ি করিয়া তাহার রস এক তোলা মধুর
সহিত কয়েক দিন এতে খাইলে উৎকালি
ভাল হয়।

৫। কুকুরে কামড়াতে—৩টা কুচিলা
ভস ও সিকি ভরি মধুরের গুচ্ছ ভস একত্র
করিয়া বিত্তন মধু দিয়া খাইলে কুকুরে কাম-
ড়ান বিষ ভাল হয়।

৬। কুকু বন্ধ হইলে—মিশ্রির সরবতে
পাতি লেবুর রস দিয়া ৩৪ দিন খাইলে কুকু
হইয়া পেটের বাথা সারিয়া যায়।

৭। কৃষ্ণ তুলসীর রস একছটাক পরি-
মাণে ৬৭ দিন খাইলে পারার বা ভাল হয়।
বঙ্গরত্ন।

সমালোচনা।

—:—

ভৈষজ্যমনিমালিকা—যাবতীর শাস্ত্রীর

পাচন, মুষ্টিযোগ টোটকা ঔষধ গুলির মূল
সংস্কৃত স্লোক এবং ব্যবহার সরল পদ্ধতি অনু-
বাদ। কবিরাজ শ্রীমতী চরণ সেন গুপ্ত প্রণীত,
১ম খণ্ড মূল্য ৮/০ মাত্র। আলোচ্য পুস্তক
খানি গৃহস্থ মাত্রেয়ই জন্ত অতি আবশ্যকীয়
এবং অপরিহার্য পুস্তক হইয়াছে। সেকালে
কই পাচন এবং মুষ্টিযোগ ঔষধ সেবন করিয়াই
কলব্যয়ে লোকে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে বহুদৈ-
র্ঘ্যনাতিপাত করিতেন। গৃহের আশে পাশে
এই সকল ঔষধ অনায়াসে লব্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্য
চিকিৎসকরা গুণে আমরা আমাদের তাবৎ দ্রব্যেরই
উপর অবিদ্যমান করিতে শিখিয়া সন্ধান
করিয়াছি, বহুবায় সাপেক্ষ চিকিৎসায় লোকে
মনে প্রাণে মারা খাইতেছে, তথাপি অদৈশলক,
কৌশল্য, বৈদ্যনাথ, বৈদ্যনাথ, বৈদ্যনাথ, বৈদ্যনাথ
বিদ্যাসাঈ। আলোচ্য গ্রন্থে সেই বৈদ্যনাথের

স্বাস্থ্যবিত্ত চাচন, ১৩২৭ মুষ্টিযোগের মূল স্লোক
এবং ভৈষজ্যমনিমালিকা গ্রন্থের মূল স্লোকের আকারে
প্রকাশিত হইয়াছে যে, প্রাণেশ্বরগণ ইহা ধারণ
চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন। আমরা
এতোক সংসারে ইহার আদর দেখিলে সুখী
হইব। বানাবাটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

আতঙ্ক নিগ্রহ ডাইরী—১৯১৭ সালের
জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত। কবিরাজ মনি-
শঙ্কর গোবিন্দনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভারত
বিখ্যাত আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয় হইতে
প্রকাশিত। দিব্য পকেট সাইজ, বড় বড়
অক্ষরে প্রত্যেক দিনের অল্প প্রতি পৃষ্ঠা,
কাগজে বান্ধাই। ডাইরী খানা বিশেষ
কার্যপযোগী হইয়াছে। এই সুন্দর ডাইরী
খানি বোধের জাম নগরস্থ “আতঙ্ক নিগ্রহ
প্রিটিং ওয়ার্কসেই” মুদ্রিত। ছাপাখানার সকল
রকম উৎকৃষ্ট ছাপার কার্য হুলতে সম্পন্ন
হইয়া থাকে।

সাহিত্য পঞ্জিকা ১৩২২ সাল।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সান্দ্যার বি, এ এবং
শ্রীযুক্ত রাধাল রায় বি, এ কর্তৃক সম্পাদিত
এবং বাকীপুর মুরাদাবাদ, “মহাসাময়িক
ভারত” কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

আলোচ্য সাহিত্য পঞ্জিকাখানি বঙ্গ
সাহিত্যিকগণের জন্ত একটি অতিনব সাহায্যী।
সম্পাদকগণ বলিয়াছেন যে “প্রথমবর্ষে বহু ভ্রম
ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা লইয়া সাহিত্যপঞ্জিকা
প্রকাশিত হইল। টিকিট দিয়া পত্র লিখিয়া ও
টেলিগ্রাফ করিয়াও বিবরণ সংগ্রহ করিতে
পারি নাই।”

বহু বিষয়ে যে ত্রুটি হইয়াছে, তাহা
আমরাও দেখিতেছি। আসল কথা অনেক
সাহিত্যিক এইরূপ সাহিত্যপঞ্জিকা প্রকাশের

উদ্দেশ্য হইতে মুক্ত হইয়া পড়েন নাই। প্রথম
বর্ষের সাহিত্যপঞ্জিকাতে অন্ততঃ সেই
উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করা উচিত ছিল। বঙ্গাচার
সাহিত্যিকগণের একটি ইতিহাস রক্ষিত হয়,
এ উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কিন্তু একবারেই এই
ইতিহাসের সম্পূর্ণতা লাভ সম্ভব নহে, বারবার
সংশোধিত হইয়া তবে যদি ইহা সম্পূর্ণতা
লাভ করিতে পারে। আমাদের আশা,
আগামী বর্ষের সাহিত্য পঞ্জিকার ত্রুটিগুলি
সংশোধিত দেখিব। বাহা প্রথম বর্ষেই সংগৃহীত
হইয়াছে, তৎপরেই সম্পাদকগণকে বহু দৃষ্টবাদ
দেওয়া যায়, তাহারই যে কঠোর পরিশ্রম
করিয়াছেন, ইহাতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয়
পাওয়া যায়।

Soil Fertility and crop production.

চিলিরান নাইট্রেট প্রোপাগান্ডা কর্তৃক
প্লাস্টিস পেন্সেট হইতে পূর্ণ মুদ্রিত। পুস্তক
খানি উৎকৃষ্ট কাগজে, কলিকাতার প্রসিদ্ধ
পাকার স্প্রিং কোং দ্বারা মুদ্রিত। এই
গ্রন্থখানিতে ভারতের কৃষি, এবং বিবিধ
প্রকার সারের পরীক্ষা সম্বন্ধে বহু অবশ্য-
জ্ঞাতব্য গবেষণা পূর্ণ বিবরণ আছে, তাহা
কৃষিগণ শিক্ত মাত্রেয়ই অবশ্য পাঠ্য।
সমস্ত সারের পরীক্ষার প্রতিযোগিতার নাইট্রেট
সোডার প্রাধান্য প্রমাণ করিয়া “Planters’
Gazette” “গবেষণাপূর্ণ যে প্রবন্ধ প্রকাশিত
হইয়াছিল, চিলিরান প্রোপাগান্ডা সভা
তাহাই বর্তমান গ্রন্থকারে প্রকাশ করিয়াছেন।
চিলিরান প্রোপাগান্ডার আফিস, ১৯২৭
রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেন, কলিকাতা। বাহারা
৩০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণার প্রতিযোগিতা
প্রবন্ধ পাঠাইতে ইচ্ছুক, তাহারাই এই পুস্তকে
বহু জ্ঞাতব্য বিবরণ পাইবেন।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মুখ্য কারখানাগুলির ওয়ার্কস

আমরা আমাদের বড় কারখানাগুলি ওয়ার্কস হইতে তাঁহাদের কারখানার সুবিধিত ইয়াহা ও বাকী কারখানার, মূল্য তালিকা এবং কিছু ঔষধ, সুখাদ্যাদির আওতা হইয়া প্রকাশ করিতেছি।

মুখ্য কারখানাগুলির ওয়ার্কসে আমা-
দের আয়ুর্বেদ পায়েল, সস্তা ঔষধ, চূর্ণ, তর-
বাকী ইত্যাদি ইত্যাদি সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া অতি
মূল্যে চিকিৎসক এবং সাধারণকে সরবরাহ
করা হইয়া থাকে। বহু বিচক্ষণ আয়ুর্বেদজ্ঞ
চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে এই ঔষধের
কারখানা অতি প্রতিষ্ঠার সহিত চলিয়া
আসিতেছে, আমরা ইহাদের “কিছুটা চূর্ণ”
অনু, অল্পীর্ণ প্রভৃতি রোগের জন্য ব্যবহার
করিয়া অতিশয় শ্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহারা

আমাদের কারখানা হইতে প্রস্তুত
করা, সুখাদ্যাদি, পুষ্টিগত, আয়ুর্বেদিক
সাহায্যাদি ইত্যাদি অতি মূল্যে সরবরাহ
করেন। আমরা “স্বাস্থ্যকর” এইরূপ
কারখানার সুবিধা কার্য করি।



ঘোড়ার খরুরা

বিদেশী আমদানী নাই, বিলাত হইতে
যন্ত্রাদি আনা হইয়া অতি সুন্দররূপে, স্বাভাৱে
আমাদের কারখানার প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমান

বিলাতি মূল্যে প্রস্তুত হইয়া আর অর্ধেক।
একটি বিশিষ্ট মামলা হইতে ৩০ টাকার
কিছু তালিকা, অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমদানি এক
বালা ৫০। স্বদেশ শিল্পের উৎসাহন-
কল্পে প্রত্যেক অসহায়, রাজা, মহারাজা
জরীপীরগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের
অনুরোধ করিতে হইবে, ইহাই সাহসের
প্রার্থনা। একেবারে অধিক সুখ্যক লইলে
পাইকারী দরে দেওয়া যায়। ম্যানেজার—

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন।

১১নং বালান ঘোষের লেন, সঁকারীটোলা
কলিকাতা।

১৮	আরদীপক!	কলিকাতা
১৯	আমরা জম্মু, গুজরাত, পুণে, কলিকাতা	
২০	এই সকল স্থানে আমাদের কারখানা আছে।	
২১	এই সকল স্থানে আমাদের কারখানা আছে।	
২২	এই সকল স্থানে আমাদের কারখানা আছে।	

ফরমুলা

ফরমুলা

“কাজের লোকে” প্রতি সংখ্যায় নানা প্রকার কেশ তৈল, সাবান ও ঔষধাদি প্রস্তুতের ফরমুলা বাহির
হইয়া থাকে। আমাদের নিকট ঐ সকল জিনিষ প্রস্তুতের জন্য নানা প্রকার উপকরণ ও গন্ধ তৈল (যথা
লাভেণ্ডার, বার্গামট, হায়সিঙ্ক, নিরোলি, মার্শি, প্যাচুলি ইত্যাদি), সকল গন্ধ দ্রব্যাদি (যথা ভ্যানিলিন,
কুয়েরিন, মাস্ক, টারপিনিয়ল, প্রভৃতি) এসেন্স প্যাক করিবার সাজসরঞ্জাম (যথা শিলি, সিন্ধ, রিবন,
ক্যাপিং, স্কিন, ইত্যাদি), নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (যথা ল্যানোলিন, সাইট্রিক এসিড, পাইরো
গ্যালিক এসিড, কঠিক সোডা, কঠিক পটাশ, ইত্যাদি) সর্বদা পাওয়া যায়। আমরা বিলাত, আমেরিকা,
জাপান, জাভা, চীন, হাওয়াই ও বিভিন্ন দেশ হইতে যে জিনিস যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই জিনিস সেইখান
হইতে আনা হইয়া থাকি, সেইজন্য আমাদের মূল্য সর্বাপেক্ষা মূল্য। এমন কি অধিকাংশ জিনিষই আর
কোথাও আমাদের অপেক্ষা মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া আমরা জানি না। নানা প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যাদির
জন্য একমাত্র আমরাই গত মহীশূর প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক (সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার) পাইয়াছি।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :—
“সুগন্ধ”, কলিকাতা।

পি, মুখার্জী এণ্ড কোং,
৫৬নং, নেউগী পুর্ন লেন, কলিকাতা।

২০২ এ, মেম্বারশীপ হাউস, কলিকাতা লগিত প্রেসে, প্রিন্টারবাধ্যসহ প্রিন্টারবাধ্য কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭নং অক্টোবর মাসের
লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্য্যায়।

Vol. X

৮ম সংখ্যা।

AUGUST 1917.

আগষ্ট ১৯১৭।

No. 8.

বিবেক বাণী।

—:—:—

ভগবানের শত্রু কখন মানুষের বন্ধু হইতে পারে না। যে মানুষকে ভাল বাসে, সে ভগবানেরও বন্ধু।

—:—:—

মানবের বিত্তহীন বশই তাহার রক্ত ভাঙার।
বাহার সে রক্ত ভাঙার নাই, সে ধনশালী
হইলে দীনদুঃখি দীন।

—:—:—

নির্কোণের পকেটে স্বর্ণ মুদ্রা পরিপূর্ণ
খলিয়া পাগের বোকা হটয়া দাঁড়ায়, কিন্তু
জালীর সামান্য অর্থও বহু পুণ্যের কাজ করিয়া
থাকে।

—:—:—

শিল্প কুশলতা সৌভাগ্য লক্ষীর দক্ষিণ হস্ত
বরূপ। শিল্প উপেক্ষা করিও না।

—:—:—

ক্রিস্টিয়ানগণ বলেন "to do good for
evil is Christian perfection" তাই
কি? তাহা হইলে ত ক্রিস্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীদের
এখনও সম্পূর্ণতার বহু অভাব।

শ্রীভগবান চৈতন্যদেব যেমন অগাধ
মাধাইয়ের নিকট প্রহরিত হইয়াও তাহা-
দিগকে প্রেমালিঙ্গন দানে হিতসাধন করিয়া-
ছিলেন, তেমন আদর্শ হিন্দু আর কোথায়
দেখিবে?

—:—:—

জানী প্রত্যেক মিনিটের হিসাব রাখেন।
যে সময়ের সদ্যবহার জানে না, তাহা দ্বারা
সংসারে কিছু হয় ও না।

—:—:—

Notes of Interest.

চিক্কণী প্রস্তুতের কল।

—:—:—

আমেরিকার লিওমিন্টার নগরের
মেসার্স এক, এইচ, কুক এন্ড কোং চিক্কণী
প্রস্তুতের একটা অতি সুন্দর কল প্রস্তুত
করিয়াছেন। একটা ক্ষুদ্র আকারের চিক্কণীর
কারখানা স্থাপন করিতে ৫০০ হাজার টাকা
মূলধনের আবশ্যক হইতে পারে।

—:—:—

হিজলীর বাদাম—হিজলী কাঁথির বাদাম
অতি প্রসিদ্ধ। কাঁথির পূর্ব প্রান্তস্থ সমুদ্রতট
হইতে পশ্চিমাংশে উড়িষ্যা প্রদেশ পর্য্যন্ত
পূর্ব পশ্চিমে সুবিভূত ও সুপ্রস্তুত বালিআড়ির
উপর এই বাদাম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া
থাকে, বাদাম ফলগুলির প্রতি একখানকার
লোকে ভেঁটন আদর বহু করে না। এই বাদাম-

ছাত্রদিগের বার্ষিক অর্থমূল্য এখন লইব না পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

যের রস এখন সর্পদংশনের একটা পরীক্ষিত
ওষধ বলিয়া জানা গিয়াছে। বাদামের বীচি
গুলি অতি উৎকৃষ্ট ও উপায়ের ষাণ্ড। এখানে
উহা অতি সামান্য দরেই বিক্রয় হইয়া থাকে।
কিন্তু বিদেশে উহা বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিলে
প্রচুর লাভ হয়। এই বীচি বিদেশে প্রেরণ
করাও কোন কষ্টকর নয়। এখানকার কোন
উত্তমশীল ব্যক্তি এই ব্যবসারে হস্তক্ষেপ করিলে
বেশ ছ'পয়সা অর্জন করিতে পারেন। ব্যবসা
বাণিজ্যাদির দ্বারা আমাদের স্বাধীন জীবিকার
শত শত পথ ব্রহ্মিরাছে, কিন্তু এক উৎসাহ
উদ্যমের অভাবেই কিছুই হইতেছে না।

স্বর্ণ রৌপ্য সম্বন্ধে সরকারী আদেশ—
অগের মোহর ও গিনি এবং রৌপের টাকা
গলাইয়া অনেক সময় লোকে গঠনা তৈরী
করিত। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্ট ভারতরক্ষা
আইনানুসারে এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন
যে, গিনি মোহর কি টাকা কেহ ভাঙাইতে
বা গলাইতে পারিবে না। এই আদেশ লঙ্ঘন
করিলে ভারতরক্ষা আইনানুসারে দণ্ড হইবে।
এ বিষয়ে এখন সকলের সতর্ক হওয়া উচিত।
অতঃপর কেহ যেন গিনি, মোহর বা টাকা
গলাইয়া অলঙ্কারাদি তৈরী না করেন,
করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

অতি অবশ্য স্মরণ যোগ্য।

১। জলমগ্ন হইয়া বহু শিশু, বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে
পতিত হয়, তোমার চতুর্দিকের পুকুরিণী
কূপাদি থাকিলে বালক ও বৃদ্ধগণের উপর দৃষ্টি
রাখিবে, নচেৎ বিপদ হইতে পারে।

২। ঘরে বন্দুক বা সাংঘাতিক অস্ত্রাদি
থাকিলে সাবধানে রাখিবে, কখন ভরা বন্দুক
রাখিবে না। কখনও কাহাকে বন্দুক তুলিয়া
তানাসা করিবে না। বহু বিপদ ঘটয়াছে।

৩। কচাচ রন্ধনশালার বা বেখানে কাঠের
কয়লা বা গুলু জালান হইয়াছে, সে স্থানে শরন
করিত না, মৃত্যু অবশ্যস্বারী। এইরূপ স্থানে
কাজ করার পর বাতাসে বহুকণ বিচরণ করা
উচিত। কার্বন গ্যাস দ্বারা মৃত্যু হইয়া
থাকে। শরন ককে আলোক জালিয়া
দুর্ঘটনাও বিপদ আছে।

৪। ঘরে খোলা কেরোসিনের ডি়েপে
রাখিয়া বহু বালক বালিকা কাপড়ে আঁক
ধরাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাবধান।

৫। প্রাতে উঠিয়াই দস্ত ময়ন ও মুখ
প্রক্ষালন করিতে তুলিবে না, রাত্রের মুখের
ময়লা প্রাতে দস্ত মূলে শোষিত হইয়া এবং
শালা হইতে এক প্রকার গ্যাস উৎপন্ন হইয়া
তাহার দ্বারা দস্ত মূল শিথিল হয় এবং উৎকট
স্বাস্থ্য হানিকর উপসর্গ উপস্থিত হইয়া
জীবনকে রোগাক্রান্ত করিয়া তুলে।

"What a pleasure it is to pay
ones debt!" অপরের সেনা পরিশোধ করার
কি অপার আনন্দ। এই কথা Shenstone
নামক জনৈক ভ্রমলোক বলিয়াছিলেন। বাস্ত-
বিক যখন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ঋণদাতার দৃঢ়
বন্ধন হইতে ঋণ পরিশোধ করিয়া মুক্তিলাভ
করে, সে আনন্দের সহিত অপর কোন আন-
ন্দের তুলনা হয় না। একথা ভুক্তভোগী না
হইলে বুঝান যায় না, যদি ঋণ থাকে, যতশীঘ্র
পার, পরিশোধ করিয়া শান্তিলাভ কর, পাণ
সুস্থ হও।

ডাক্তার অব্যবহারেখি।

ডাক্তার অব্যবহারেখি অতি সংক্ষেপে কথা,
কহিতেন, লোককেও অল্প কথা কহিতে দেখিলে
স্বখী হইতেন, সোভাগ্যক্রমে একদিন ডাক্তা-
রের নিকট জনৈক সেইরূপ স্বরভাষিনী

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার গাত
পুড়িয়া গিয়াছিল। নিয়ে তাঁহার কণোপ-
কখন প্রকৃত হইল।

মহিলা বলিলেন "দুঃ" হইয়াছি।

ডাক্তার। পুলটিস্।

মহিলা ষিকিটি না করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন আসিয়া বলিলেন, অপেক্ষাকৃত ভাল
(Better)

ডাঃ। পুলটিসই চালাও (Continue
Pollice)

এক সপ্তাহ পরে মহিলা শেষবার আসিল
এবং বলিল "Well", your fee "সারিয়া
গিয়াছি, বন্ধনশয়ের কি?"

ডাক্তার এইবার একটু দীর্ঘ কথায় বলি-
লেন, nothing "কিছুই চাই না, তোমার মত
বুদ্ধিমতি স্বরভাষিনী মহিলা খুব কম। মহিলা
নম্রতা দেখাইয়া প্রস্থান করিল। কোন বাজে
কথা নাই।

আগন্তুক বা আমদানী সমুদয় স্বর্ণ লইবার
গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা।—ভারত গবর্ণমেন্ট সিমলা
হইতে গত ২৯এ জুন, এক অর্ডিন্যান্স বা
হুকুম নামা বাহির করিয়াছেন, তদনুসারে
যাহাদের স্বর্ণ বা স্বর্ণ মুদ্রার চালান বিদেশ
হইতে আসিতেছে, তাহা তাঁহাদিগকে গবর্ণ-
মেন্টের নিকট দিতে হইবে, গবর্ণমেন্ট তাহার
মূল্য দিয়া লইতে পারিবেন। সত্বেণ (যাহাকে
এদেশে সকলে ভ্রমক্রমে গিনি বলে, গিনির
মূল্য ৫০ অধিক) ১৫ দরে এবং ষাটী স্বর্ণ
১ টাকার ৭,৫৩৩৪৪ গ্রেন বা ২৩৬৮৫ ভরি
দরে তাহার মূল্য দেওয়া হইবে।

কামানের গোলায় বিচিত্র কাণ্ড।—
কামানের গোলাতে মৃত্যুই সাধারণতঃ হইয়া
থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে অল্প নানা বিচিত্র
ঘটনাও হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা ছিল, আর লইব না।

গোলায় আগরাজে কাটারও বাকশক্তি নষ্ট হইয়াছে, আবার কোথাও কাহারও নষ্ট বাক-শক্তি উদ্ধার হইয়াছে। কাণের ও চক্ষের শক্তি অনেকের কামানের গোলায় গিয়াছে, আবার কোথাও বা হইয়াছে।

জটিল করানী কাপ্তেন এক গাছে চড়িয়া শত্রুদের গতি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, একটা ৮ টিক গোলা তাঁহার গাছের তলার পড়িয়া ফাটিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ বায়ু-সম্মাতে ঐ কাপ্তেন গাছ হঠতে দূরে নিক্ষিপ্ত হন। পরে চৈতন্য লাভের পর আশ্চর্য্য হইয়া দেখেন, তাঁহার গাছে বিন্দুমাত্র বস্তু নাই, তিনি সম্পূর্ণ উল্লস। আর একজন সৈনিকের কিয়দূরে গোলা পড়িয়া ফাটে ও তাহার বায়ু সংঘাত উহার গাছের ওতায় কোট খুলিয়া লইয়া যায়। সৈনিক উহা তুলিয়া লইয়া দেখিল, উহা ঠিক আছে, কিন্তু একটাও বোতাম নাই।

এক ব্যক্তি তাহার শিবিরের সম্মুখে একটা কাঠের বাজের উপর পা ফাঁক করিয়া বসিয়াছিল। একটা গোলা নিকটে পড়িয়া ফাটিল, তাহার এক টুকরা ঐ বাজের ভিতর দিয়া শিবিরে প্রবেশ করিল, উপনিষ্ট ব্যক্তিকে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিল না, কিন্তু বাজটা চূর্ণ হইয়া গেল এবং শিবিরের ভিতর তী বন্দুক ও অন্যান্য দ্রব্য গুঁড়া হইয়া গেল।

এক ব্যক্তি দুইটা বোড়ার মুখের দড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, একটা গোলা আসিয়া ফাটিয়া দুই বোড়াকে মারিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করিল না। অদ্ভুত রক্ষা বটে!

সময়

CO-OPERATION.

সম-বায়।

—:—:—

কো অপারেশন কাহাকে বলে? "সমবায়" শব্দজনে একমত হইয়া একই উদ্দেশ্যে পর-

স্পরের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া কে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করে তাহাকেই সমবায় বা কো-অপারেশন বলা হয়। সমগ্র সভ্য জগ-তেই বড় বড় অর্থকরী কার্য্য সমূহ এই সম-বায় দ্বারা চলিতেছে। সমবায় অর্থ-একত্রীভূত অর্থ এবং সামর্থ্য না হইলে কোন দেশের উন্নতি হয় না। কারণ এক জনের দ্বারা কিছু হয় না, একার মূল্য অতি কম—নগর্য্য বলিলেও চলে। একার মূলধন অতি সামান্য। বৃহৎ ব্যবসায়, বৃহৎ কল কারখানা, বৃহৎ লাভের প্রত্যাশা একের মূলধনে অপেক্ষা দেশের মূলধন একত্রীভূত করিয়া সহজ সাধ্য হয়। সেইজন্য সভ্যজগত এই "সমবায়" বা "কো-অপারেশন" দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন। একের সর্ব্বস্ব কোন ব্যবসায়ে স্তব্ধ করিলে তাহাতে বিপদ অনেক। ক্ষতি হইলে সর্ব্বস্ব যায়। কিন্তু, হাজার জনের একটাকা বাইলে কোন ব্যক্তি বিশেষের সর্ব্বনাশ হয় না। এই জন্য সমবায়ে বিশ্বাস করিতে হয়, সমবায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাজ বড় করিতে হয়, লভ্যাংশ সকলে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইতে হয়, ক্ষতি পূর্ণ করিতে হয়। একা কাহারও সর্ব্বনাশ হঠতে পারে না। যে দিন যে জাতি তাহার ভ্রাতাকে বিশ্বাস করিতে শিখিয়া পর-স্পর হাতে হাত মিলাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে, তখনই সেট জাতির উন্নতির দিন নিকটাগত হয়। সুতরাং সমবায় পন্থা উৎকৃষ্ট।

একের বুদ্ধি অপেক্ষা দেশের একত্রীভূত বুদ্ধি অধিক কার্য্যকারী। যদি সং উপায় অবলম্বন করিয়া সমবায়ে কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে দেশ অচিরে ধনশালী হইয়া পড়ে। সুতরাং সমবায়ে লোকের আস্থা থাকা উচিত।

একটা কারখানা স্থাপন করিতে ১০ হাজার টাকার আবশ্যক, একা অনেকের

একটাকা নাও থাকিতে পারে, থাকিলে সাহসে নাও কুলাইতে পারে, সাহসে কুলাইলেও দক্ষতার অভাবে ক্ষতি হইতে পারে। এই পাঁচ সাত ভাবিয়া একা কেহ কার্য্যক্ষেত্রে নাহিতে চায় না, দেশের শিল্প বাণিজ্যের অবস্থাও সেই জন্য উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মানুষ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যখন এই সমস্যা ও অসুবিধা বৃদ্ধিতে লাগিল, তখনই তাবিল যে, যদি ১০০ জনে ১০০ টাকা করিয়া দিই, তাহা হইলেও সহজ সাধ্য হয়, বড় পায় লাগে না। লাভ দশজনে ভাগ করিয়া লইব, তখনই সমবায়ের কথা উঠিল—লোকে কো-অপারে-শনের মধ্যমা বৃদ্ধিতে শিখিল। সেই অবধি জগতে এই উপায়েই বড় বড় কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এদেশে কো-অপারেশনের উপর লোকের আস্থা জন্মিল না কেন? লোকে এক টাকারও অংশ ক্রয় করিতে চাহে না কেন, মূলধনের অভাবে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যকার, কোন কাজ করিতে পারিল না কেন? এই সমবায়ের উপর লোকের বিজাতীয় ঘৃণা হইল কেন? দুই দশটা কো অপারেটিভ সমিতি গঠিত হইল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই লোপ পাইল কেন? কোন কোনস্থলে কার্য্য নির্বাহক ডাইরেক্টর সভ্যগণের সততার অভাবে এইরূপ হইল, লোকে কিছু পাইল না, অবিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক। আবার কোন কোন স্থলে ডাইরেক্টর কেবল টাকা দিয়া ডাইরেক্টর হইলেন, ব্যবসায় বাণিজ্যে দক্ষতা না থাকায় কারবাবে লাভ হইল না, অংশীদারগণ কিছু পাইল না, সাধারণের অবিশ্বাস জন্মিয়া গেল। এইজন্য এখন আর কেহ কো-অপারেশন বা সমবায়ে বিশ্বাস করিতে চাহে না। কিন্তু বিদেশীয়গণের সমবায়ে এদেশের কোন অবিশ্বাস নাই এবং সে সকল কারবারের অংশ বহু এদেশীয় লোকে কিনি-য়াছে এবং সুন্দরও পাইয়া থাকে। সমবায়

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

বা কো অপারেশন না হইলে দেশের ভিত্তি নাই, কিন্তু কতকগুলি বার্ষিক শিকিত প্রত্যক্ষ এদেশের যৌত কারবারের মূল্য বুঝায়াত করিয়া যে সর্বনাশ ও মহাপাপের কার্য করিয়াছে, বোধ হয় সহজেই তাহা লোক-জনের হইতে বিদূরিত করা যুক্তি।

দেশের বোধগম্য ব্যক্তি বড় বড় মূল-ধনের কার্য চলিতেই পারে না। এইজন্য এদেশের টাকা বরং বিদেশীর কারবারের অংশ উভকরে কিংবা হয়, তাহাতেও লোকের টাকা ভর করে, তথাপি দেশীর কারবারে কেহ টাকা দেয় না। এই অবস্থাস্বরূপ করিতে পারিলে, নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করিলে এদেশের ভিত্তি হইবে, কিন্তু শিকিত লোকের উপর এদেশের সাধারণ লোকের অভিশ্রম অবস্থাস্বরূপ করিয়াছে, ইহাই এদেশের সর্বনাশের মূল। কিন্তু ইহার প্রতি-কারের উপায় কি? সমস্যা ব্যক্তি গতাত্তর্য্য নাই।

মুক্তাত্মা দর্শন।

—:—

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সন্ন্যাসীর উপদেশ মতে সমস্ত আরোজন হইল, —স্বতের প্রদীপ, ধূপ ধূনা ইত্যাদি দাহমান প্রজ্জ্বলিত, কুশাসন, কতকগুলি বিঘপত্র, নুতন কলন, পূর্ণ অলঙ্কার নুতন মস্যাধার আর দুই ছড়া বেল ফুলের মালা।

সন্ধ্যা হইলে কেদারনাথ গ্নান করিলেন, —আজ তাঁহার উপবাস; কিন্তু তাহাতে কষ্ট হয় নাই। গ্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া কেদারনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঘর বন্ধ করিয়া প্রদীপ জালিলেন, অগ্নি জালিয়া তাহাতে ধূপধূনা ইত্যাদি নিক্ষেপ করিলেন—ঘর হুগন্ধে ভরিয়া গেল। উত্তরাত্ত

হইয়া কুশাসনে বসিয়া তিনি সন্ন্যাসী প্রদত্ত বীজব্রত গণ করিতে লাগিলেন। সাত সহস্র বার ব্রত গণ করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। তৎপরে বিঘপত্র লইয়া সন্ন্যাসিনীকে চিত্তা করিতে করিতে অলঙ্কার দ্বারা সাত সহস্র বার তাহার নাম লিখিতে আরম্ভ করিলেন— সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, সাত সহস্র নাম লিখিবার আরোজন না হইতে পারে, সাত সহস্র কেবল উক্ত সংখ্যা। নাম লিখিতে লিখিতে কেদারনাথের শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। প্রায় পাঁচ সহস্র নাম লেখা হই-
য়াছে, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, সমস্ত কক্ষ অতি শুষ্ক আলোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নীলোজ্বল আলোকের তরঙ্গ নাচিয়া বেড়াইতেছে, আর মুহূর্ত্তের মত একটা অনাত্মাত্মপূর্ণ হৃদয় হুগন্ধ ছুটিতেছে—তিনি আশ্রিত আছেন; কি অগ্নি দেখিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু নাম লিখিতে কাত্ত হইলেন না। সহসা কক্ষ প্রাচীরের দিকে চাহিয়া কেদারনাথ একটা গুল ছায়া দেখিলেন, ছায়া ক্রমে মহাব্যাকার ধারণ করিল। মহাব্যাকার নারী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। কেদারনাথের তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না— সে মূর্ত্তি তাঁহার প্রাপ্তপ্রতিমা সন্ন্যাসিনীর। সন্ন্যাসিনী এক্ষণে আরও হৃদয় হইয়াছে, যৌবন হিলোলে তাহার দেহলতা আন্দোলিত হইতেছে, তাহার পরিধানে অতি শুষ্ক হৃদয় বস্ত্র, তাহার অঙ্গে তাহার জীবিতাবস্থার ব্যবহৃত কয়েকখানি অলঙ্কার। সন্ন্যাসিনী জীবৎহস্ত করিতে করিতে কেদারনাথের সম্মুখে কক্ষ প্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

কেদারনাথ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, সন্ন্যাসিনীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তাহার দিকটে বাইরা বাহুপ্রসারণ করিলেন। সন্ন্যাসিনী জীবৎ হস্ত করিয়া সরিয়া গেল—

কেদারনাথ যতবার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, সে ততবারই সরিয়া গেল। অবশেষে সন্ন্যাসিনী সেই গৃহস্থিত পালাকে আসিয়া বসিল, কেদারনাথও তাহার পার্শ্বে বসিলেন, তাহাকে বাহু দ্বারা খেঁচন করিয়া বক্ষে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। তৎপরে কি হইল, তাহা আর তাহার মনে রহিল না।

প্রাতঃকালে বধন কেদারনাথের জ্ঞানোদর হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে, শয্যায় শয়ান আছেন, এক ছড়া বেল ফুলের মালা তাঁহার গলদেশে রহিয়াছে, আর এক ছড়া দলিতাবস্থায় শয্যায় পড়িয়া আছে। তাঁহার মন বড় প্রফুল্ল, শরীর সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ। সন্ন্যাসীর চরণোদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে তিনি গাভোখাম করিলেন।

(৬)

পূর্বোক্ত ঘটনার পর প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। কেদারনাথ আর পূর্বের মত সর্বদা অস্ত্র মনস্ক থাকেন না, তাঁহাকে দেখিলে বেশ সুস্থ ও সবল বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে তাঁহার ছুটি শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি বেশ মনোবোগ দিয়া কাজ কর্ম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। প্রাতঃকালে কেদারনাথ হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাসায় বসিয়া আছেন, তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া বলিলেন, “কেদার! মেলা দেখিতে যাইবে? আজ রাস পূর্ণিমা, আমরা ঠাকুর বাড়ীতে মেলা দেখিতে যাইতেছি, কলা হইতে মেলা বসিয়াছে; এবার তুমিও যাই, মেলায় ভারি জাঁক।”

কেদারনাথ বলিলেন, “না তাই। আমি যাইতে পারিব না। হাতে বিস্তর কাজ, পারিত রাজিতে বাইব।” বন্ধু চলিয়া গেলেন, কিন্তু “আজ রাস পূর্ণিমা” এই কথাটা কেদার

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপরে মউন।

নাথের প্রাণে আঘাত করিল, যেন স্থির সরোবরে কেহ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল যে, সন্ন্যাসী প্রদত্ত বীজ মন্ত্র জপ করিয়া আজ আবার সরোজিনীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি একাদিক বার সাক্ষাতের চেষ্টা করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা কেদার নাথের বেশ স্মরণ ছিল, কিন্তু পূর্ব পূর্ণিমাতে সরোজিনীর সাক্ষাৎলাভে এমনই এক অনির্কটনীর আনন্দ পাইয়াছিলেন যে, সে লোভ স্মরণ করিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীর নিবেদন অমান্য করিয়াও তিনি মন্ত্র জপ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন উপবাসী রহিলেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই কাজ কর্ম সমাপ্ত করিয়া কেদারনাথ বাগায় আসিলেন এবং যে যে জ্বোয়ার প্রয়োজন ছিল, তাহা সংগ্রহ করিলেন। যথা সময়ে দান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। কি সর্বনাশ! বীজমন্ত্র ঠিক স্মরণ হইতেছে না যে! অনেক কষ্টে উহা স্মরণ করিলেন! কিন্তু একটা বর্ণ অকারান্ত কি আকারান্ত, তাহাতে সন্দেহ রহিয়া গেল।

জপ সমাপ্ত হইল, বিষপত্রে সরোজিনীর নাম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে প্রদীপ থাকিতেও সমস্ত গৃহ অন্ধকার হইয়া গেল, একটা ভয়ঙ্কর হুর্গন্ধ আসিতে লাগিল। কেদারনাথ তথ্যাপ নিরস্ত হইলেন না, সরোজিনীর নাম লিখিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে এক ঝিকটাকার, ঘোর ক্লম্বর্ণ, উলঙ্গ বৃদ্ধা ত্রীমূর্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল—সে মূর্তি বিকট হাস্য করিতে করিতে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, সে স্পর্শ কি ভয়ানক শীতল! বরফ তাহার তুলনায় অগ্নির তুল্য উত্তপ্ত! কেদারনাথ মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাঁহার মুখ হইতে লালা

নিঃসৃত হইতে লাগিল, তিনি গৌ গৌ শব্দ করিতে লাগিলেন।

* * *

যখন জ্ঞানোদয় হইল, তখন কেদার নাথ দেখিলেন, পাঁচ ছয় জন আত্মীয় বন্ধু দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন; কেহ তাঁহার মস্তকে জল সিঞ্জন করিতেছেন, কেহ ব্যজন করিতেছেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া বন্ধুগণের অহরোধে কেদার নাথ সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাঁহার চৈতন্ত্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন, এই প্রকার এক জন বন্ধুর মুখে আমরা এই বিবরণ শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যখন দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন গলিত শবের গন্ধের দ্বারা একটা হুর্গন্ধ পাইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পরে কেদারনাথ আর কখন মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, তবে ইহার পরে অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহার মস্তিষ্ক একটু বিকৃত হইয়াছিল, তাহা জানি।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

২ শীতলা তলা লেন
নারিকেল ডাঙ্গা
কলিকাতা।

ভারতে কৃষিগবেষণা।

—:—

ভারতে কৃষিগবেষণা বুখা। ভারতের কৃষিতে জল প্রধান উপকরণ। জলাভাবে ভারতের কৃষির হুর্গতি সুতরাং জল-সেচনের সুব্যবস্থা না হইলে শুদ্ধ ছাপা কাগজে বক্তৃত্য, কমিশনে কোন কলোদয় নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতির একটা অজুহাত শুনিতে পাওয়া যায় বটে,

কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ের কৃষিরও জলাভাবে হইবে। ওসকল বাজে কথা, ভারতের কৃষক নির্দোষ, অশিক্ষিত হইলেও ওসকল কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। সংবাদপত্রে আমরা সরকারী রিপোর্ট পড়িয়া বুঝি ও নিধি, যে ভারতের বিশাল জমী অনাবাদী পড়িয়া থাকে। থাকিবারই ত কথা, শুকুনো ডাঙ্গায় ত আর চাষ হয় না—কাজেই অনাবাদী জমী পড়িয়া থাকে। যেখানে ক্যানো-লাদি অর স্রম আছে, তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা দিতে হয় না, ইংলণ্ড বা জাপান বাইরাও তাহারা কৃষিবিজ্ঞা শিখিয়া আসে না। কিন্তু তাহাদের শ্রমজাত জব্যেই এদেশের বহু স্থানের অভাব মোচন হইয়া যায়। কোন কোন এদেশে জলাভূমি, বস্তাতেও তাহাদের সর্বনাশ হয়, কিন্তু ভারতের অধিকাংশ এদেশের শত জলাভাবেই মরিয়া যায়। তবে এদেশের চাষের গবেষণা করিয়া ফল কি? Irrigationএর ব্যবস্থা কৈ? বক্তৃত্যর, কৃষি কমিশনে ২১০টা কৃষি পরীক্ষাকেন্দ্র লক্ষ অভিজ্ঞতা ছাপাইয়া কৃষিকার্য্য হইলে ভাবনা কি ছিল—তাহা হইবার নয়, জল চাই, জল সেচনের ব্যবস্থা চাই। কিন্তু সে ব্যবস্থা কে করে। সে ব্যবস্থা ত জন সাধারণের দ্বারা সম্ভব নহে, সদাশয় গবর্ণমেন্ট এজন্ত যত্নবান না হইলে কৃষির উন্নতি সম্ভব নহে।

১৮৬৯ সালে লর্ড মেয়ো লর্ড নেপিয়ারকে লিখিয়া ছিলেন, যে "Agriculture on which every one depends is almost entirely neglected by the Government."

সে বহুকালের কথা। এক্ষণে সদাশয় গবর্ণমেন্ট কৃষি সম্বন্ধে কিছু কিছু মনোযোগ দিতেছেন সত্য, কিন্তু এদেশের কৃষির উন্নতির বাহা প্রকৃত অভাব, সে বিষয়ে এপর্যন্ত

ছাত্রদিগের বার্ষিক অর্জমূল্য এখন লইব না পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বিশেষ কিছু হয় নাই। এদেশের কৃষির প্রকৃত অতীত বলকষ্ট, সেই বলকষ্ট নিবারণ করিতে না পারিলে বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর গবেষণার কোন কণ নাই। 'ভাষ্য' বাহা কিছু ব্যয় করা হইতেছে, তাহা অনর্থক হইতেছে। অন্তরেবল্ এক, এ, নিকলসন একবার তাই-সময়ের কাউন্সিলে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন "It is only throwing away money to spend a few thousand, here and there and now and then."

সম্প্রদায় গবর্ণমেন্ট যদি ভারতের কৃষির উন্নতিকল্পে কার্যনিলাসিত অধিক ব্যয় বাহুল্য বলিয়া সহন্য হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর না হইলেন, তাহা হইলে গ্রাম্য এবং মাঠের পুষ্করী সমূহের সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিলেও বহু হিত সাধিত হইতে পারে।

কারণ : তাহার অসাধারণ সময় অল্প শিক্ষকের কতকটা সাহায্য হইয়া অনেক শক্ত বাঁচিয়া বাইতে পারে, এবং পল্লীগ্রাম সমূহের পানীর জলের অল্প হাহাকারেরও অনেকটা প্রতিকার হয়। আমরা একথা সর্বদা প্রার্থনা করিয়াছি।

এ দেশের শস্তের এবং জমীর উন্নতি চলে গবর্ণমেন্টেরও বহু উপকার হইবে এবং প্রজাগণকেও অর্জাশনে ও অকালে মৃত্যুখে পতিত হইতে হইবে না। সেইজন্য আমরা বলি, কৃষিবিভাগ হইতে ফসলের পোকা ধারিবার এবং গবর্ণমেন্টের কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্রের ফলাফলের গবেষণা লইয়া কাটাইলে কর্তব্যের শেষ হইবে না—জলাভাবের প্রতি-কারের অল্প বজ্রবান হইতে হইবে, তবে কৃষি বিভাগের কর্তব্য শেষ হইবে।

যে স্থানে ক্যানেলাদি আছে, সেখানে যত প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া তাহাদের কৃষিতে লাভ হয়, কিন্তু যেখানে ক্যানেল নাই, সেখানে একটা ফসলই নিরাপদে জন্মাইতে

পারে না। অপ্রাপ্ত অজ্ঞান সময় অজ্ঞান লোকে কৃষিকার্যে বিভ্রান্ত হইয়া বিশেষ সামান্য বেতনে চাকুরী অল্প বাহির হইয়া পড়ে, সেই চাকুরী দ্বারা সম্পন্ন চাপাইতে না পারিয়া অর্জাশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়া থাকে এবং অকাল মৃত্যুর ক্রমাগতের আশ্রয় সমর্পণ করে। এইরূপে প্রজাতির রাক্ষস কল্যাণ হইতে পারে না, এক একটা গ্রাম গ্রামে পরিণত হইতেছে। সদাশয় ইংরাজরাজের পক্ষে ইহা মন্দরই বলকের কথা। সেইজন্য আমরা কাতরভাবে একিকে গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে এত চিন্তা করিয়া থাকি। আমরা বলি বলকষ্ট দূর করিতে হইবে অর্থাৎ আমাদের কৃষি এবং অবস্থার উন্নতি সম্ভব নহে।

তাহার পর ভারতে প্রচলিত অধিকাংশই নিরক্ষর, তাহাদিগকে শিক্ষিত না করিলে তাহাদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী প্রচার উঠা নিতান্তই অসম্ভব। প্রত্যেক বিভাগেরই বিশেষত, পল্লীগ্রামে কৃষকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেইজন্য প্রত্যেক বিভাগের সহিত কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা অশেষ হিতকর হইবে।

কৃষির উন্নতি করে এই তুলিই প্রকৃত অর্থাৎ। এই সকল অত্যাচারী উপকরণ ও উপায় পরিত্যাগ করিয়া কৃষিগবেষণায় কোন ক্ষুণ্ণের আশা নাই, ইহা স্থানান্তরিত।

মিঃ এনডু কার্ণেজী।

মহাত্মা কার্ণেজী বলিয়াছেন যে "When a man is able to read and write, he has laid the foundation of self-development" যখন মানুষ লিখিতে পড়িতে সক্ষম হয়, তখনই তাহার আত্মোন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। অধ্যয়ন যে

জীবনের উন্নতির একটা আবশ্যকীয় উপাদান তাহার সন্দেহ নাই সুতরাং যে বয়সেই হউক, অধ্যয়নশীল হওয়ার প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক। সেইজন্য মহাত্মা কার্ণেজী সাধারণ পুস্তকালয়ে এবং সং সাহিত্যের উৎকর্ষতার অল্প সর্বদাই সাহায্যার্থে যত্ন করত। তিনি ঐ সকল সাধারণ পুস্তকালয়ে সত্যতা করিয়া তাহার থাকেন যে, তিনি এই অর্থ সাহায্য দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপকার অপেক্ষা আরও উচ্চতম উদ্দেশ্যে সমগ্র জগতের হিতসাধন করিলেন, কারণ মানুষ শিক্ষিত হইলে, নীতিবান হইলে জগৎ তাহা দ্বারা উপকৃত হইবে। "When ever Mr Carnegie endows Libray, he feels that he is doing good to all." সামান্য একটা বস্ত্র বয়নের কারখানার সামান্য বেতনে কেবল মাকুতে সুতা পরাইয়া দীর অধ্যবসার শুধু আত্ম ধনকুসেব, কিন্তু প্রচুর ধনরাশী যেমন মানবকে অনেক স্থলেই মনুষ্য হইতে স্থলিত করিয়া থাকে, মহাত্মা কার্ণেজীকে তাহা করিতে পারে নাই। তিনি আদর্শ মনুষ্যত্বের অবতার বিশেষ—অহরহ জগতের হিতসাধনে নিয়ো-জিত আছেন, তিনি আজ লোকবন্ধ, সমগ্র জগৎ আজ তাহার নিকট উপকৃত। তিনি বলিয়া থাকেন, "The man always be master, he should keep money in the position of a useful servant, he must never let it be his master and make a miser of him."

মানবের অর্থের দান হওয়া উচিত নহে, সর্বদাই অর্থকে বিশ্বস্ত দানের দ্বারা রক্ষা করা উচিত। কার্ণেজী তাঁর অর্থ বহুজন হিতকর কার্যে খাটাইয়া থাকেন। তিনি বলেন, অর্থশীল লোকের তাহার দরিদ্র প্রতিবেশী-গণের হিতার্থে অতি অবশ্যই কিছু করা উচিত নচেৎ তাহার ধর্মের সার্থকতা হয় না।

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের কার্যিক মূল্য ১৮০ টাকা ছিল, আর লইব না।

এদেশে ধনীগণ অধারনে প্রত্যাশা নহেন, কারণ এদেশের লোকের ধারণা, অধারণ কেবল অর্থোপার্জনের জন্য আবশ্যিক। জ্ঞান-অর্থের আবশ্যিকতা অনেকেই আবশ্যকীয় মনে করেন না। সেইজন্য প্রচুর অর্থবান লোকে বিলাস নিম্নমেই বাকী জীবন কাটাতে ভাল বাসেন। সংসারিত্যের জন্তও সাহায্য করেন না, সেজন্য এদেশে সংশ্লিষ্ট প্রসার হইতে পার না। লোকসংখ্যার তুলনার নিকটতম সংখ্যা অতি অল্প। আধুনিক শিক্ষার এদেশের যে কিছুমাত্র নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, তাঙ্গা প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় না। এ দেশে মাতৃ-ভাষা অনাদৃত, ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশীয় ভাষাকে উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। এদেশের ধনী অর্থের দাস, অর্থ সঞ্চয়রূপে অত্যাশ্রয়ই দাসত্ব করিয়া থাকেন—সে অর্থকে দেশের ও দেশের কার্যে লাগাইয়া অমরত্ব লাভ করিতে অনাসক্ত। কেবল আয়ত্ব বাতীত অল্প কিছু বুকে না। স্বার্থের পূতিপঙ্কজের মন্দিরে পরার্থের পবিত্র প্রতিমার স্থান নাই। কারণ পরার্থ সংকীর্ণ স্বরে থাকিতে পারে না। মহাত্মা কার্ণেজীর প্রচুর ধনরাশি বহু পরহিতকর কার্যেই ব্যয়িত হয়, এই জন্তই অগতে তিনি ধনী মানী হুখী—তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে।

মহাত্মা জৈবর চন্দ্র নিতাসাগর মহাশয় অতি দীন অবস্থা হইতে শিক্ষিত হইয়া ছিলেন, অর্থও ছিল, তাহাপেক্ষা পণ্ডিতও হয়ত এদেশে ছিলেন কিন্তু পরার্থে তাহার জীবন নিয়োজিত করিয়া ছিলেন, পরজন্মে তাহার প্রাণ কান্দিত, পরের শিক্ষার জন্ত তিনি জীবন-উৎসর্গীকৃত করিয়া ছিলেন, তাই আজ তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। অগতের ইতিহাসে স্বর্ণাকরে তাহার কীর্তিগাথা চিরকাল অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থে অপার

অনিন্দ, যে বুকে, সে সর্বত্র পরার্থে দাস-করিয়া স্বর্গীয় সুখ অর্জন করিয়া বস্তু হয়। তাহার অর্থের দাসত্ব করে, তাহার সবার করিতে পারে না। অর্থ নিজের সুখেও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, অর্থ সঞ্চয় করা তাহাদের অভ্যাস, সে অভ্যাসের দাস, তা সে ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার স্বপ্নের সংকীর্ণতা বুচে না। এই স্থানেই তাহার অধঃপতন। পর হিত জনিত আত্মপ্রসারের সে অধিকারী হইতে পারে না।

সিমলাযাত্রীর পত্র।

—:—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নানা প্রকার কথোপকথন হইতে লাগিল। ইহার কথাবার্তার বেশ বোধ হইল যে, ইনি অতি শান্ত এবং সরল প্রকৃতির লোক। পরিচয়ে জানা গেল যে, ইহার নিবাস কলিকাতার সরিকটবর্তী আগড়পাড়া গ্রামে। ইহার নাম নিরঞ্জন সুখোপাধ্যায়। পূর্বে ইহার পিতা এখানকার পুরোহিত ছিলেন। তাহার স্বর্গারোহনের পর ইনিই এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহারই সুখে শুনা গেল যে, পাতিয়ালায় মহারাজা এই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন; ইহার আর অতি সামান্য এবং মহারাজারও ইহাতে কিঞ্চিৎ সাহায্য আছে। তাহা ছাড়া এখানকার সমস্ত বাঙ্গালী কণ্ঠচরীরা কিছু কিছু টাঙ্গা দিয়া এই কালীবাড়ি উত্তমরূপে চালাইতেছেন। এখানে যে কোন আগন্তুক আসিলে দুই দিন বিনা থরচে থাকিতে পারেন। এখানে মধ্যে মধ্যে দুই একজন সাধু সন্ন্যাসীরও আগমন হয়। তিনি আরও বলিলেন, প্রতি রবিবারে এখানে সমস্ত বাঙ্গালী বাবুবা আসিয়া এই কালীবাড়ির

হিসাব পত্র দেখেন, এবং সংকীর্ণমাত্রী করিয়া থাকেন। অত্যাশ্রয় নিরঞ্জন বাবু আশাদিগুণকে সেই নাট্যমন্দিরে একটু বিশ্রাম করিতে বলিয়া স্বয়ং নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

আগুন পাঠক, আমরা এই অবকাশে কালীবাড়ির চতুর্দিক একটু ভ্রম করিয়া দেখিয়া লই। এই সিমলার এক অতি উচ্চ শিখরে এই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্ব দিকে প্রবেশ দ্বার। প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে মাতা সর্বস্বকলার মন্দির, তাহার সম্মুখেই নাট্যমন্দির, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বেই বজ্রদানের জন্ত এক দুই হাড়িকাট প্রোথিত রহিয়াছে। সোপান অবতরণ করিয়া একটা রক্তমালা, তাহা বাম পার্শ্বে করেকটী কুটীর। এইখানে আগন্তুকগণ বিশ্রাম করিয়া থাকেন। পশ্চিমদিকে রক্ত মালা, তাহার পার্শ্বেই ভোজন-নাগার। তাহার পশ্চাত্তানে স্নানাগার ও পায়খানা। বলা বাহুল্য, পুরোহিত মহাশয়ের জন্ত একখানি স্বতন্ত্র কুটীর বন্দোবস্ত আছে। মোটের উপর এ কালীবাড়িটা যেন একটা প্রকৃত শান্তির আলয়। আমরা উল্লিখিত এইখানেই রহিয়া, পুরোহিত মহাশয়ের আশ-নিগকে অতি যত্নের সতিত আশ্রয় মিলেন। এইবার এই সিমলার কিছু পূর্ব ইতিহাস এখানে আবৃত্তি করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

সিমলার পূর্ব ইতিহাস।

এই সিমলা পাহাড় ১৮১৫ সালের পূর্বে নেপালের অন্তর্গত ছিল। কেবল সিমলা নয়, নাইনিতাল, দার্জিলিং প্রভৃতি মনোরম বাস-কর স্থান সমূহ এই নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮১৫-১৬ সালের যুদ্ধের পর ঐ সকল স্থান ব্রিটিশ ভারতের অধীন হইয়াছে। সিমলা ইংরাজের অধীন হওয়ার পর ১৮১৯-সালে সর্বপ্রথমে তথায় কাচের ঘর নির্মিত হয়—

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

সে খয়ের ছাউনি ছিল খড়ের। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে এখানে পাকাবাড়ী নির্মিত হয়। ১৮৩০ সাল মাত্র ৩০টি পাকাবাড়ী ছিল। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ১১০০ পাকাবাড়ী নির্মাণ হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেলদের মধ্যে লর্ড আমহার্স্টই প্রথমে সিমলা গমন করিয়াছিলেন। লর্ড লরেন্স ১৮৬৩ সালে সিমলার ভারত গভর্ণমেন্টের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে গ্রীষ্মকালে সিমলার জনসংখ্যা ছিল ১৫০০ মাত্র। এখন উহার জনসংখ্যা ৩৬০০। ৫০ বৎসর পূর্বে মিউনিসিপ্যালিটির আয় ছিল ২০০০০ হাজার টাকা, এখন ইহার আয় ৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পাঠক এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন, উপস্থিত এই সিমলা পাহাড়ের অবস্থা কতদূর উন্নত।

কালীবাড়ীতে হরি সংকীর্তন।

অদ্য রবিবার, চতুর্দশী তিথি; আমরা ২ দিন হইল এখানে আসিয়াছি, আজ বেলা ১২টার পর সংকীর্তন হইবে, ইতিপূর্বে পুরোহিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, যে প্রতি রবিবারে এখানে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বাবুর ভ্রমণগমন হয় এবং সংকীর্তনাদি হইয়া থাকে। তাই বুঝি আজ বাঙ্গালী মনোজীবীর দল সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করিয়া একদিন মাত্র অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া মা সর্বমঙ্গলার দর্শন মানসে এখানে আগমন করিতেছেন। কারণ বাঙ্গালীর বেণ জানে যে, এ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মায়ের চরণই একমাত্র শাস্তির আলয়। ইতিপূর্বে আমরা এখানে একজনও বাঙ্গালীর মুখ দর্শন পাই নাই; কিন্তু আজ এই বহু বাঙ্গালীর একত্রে সম্মিলন দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা সাহস ও উৎসাহ হইল। যেখানে এত বাঙ্গালী, সেখানে নিশ্চয়ই আমার একটা উপায় হইবে।

বেলা ২টা বাজিয়াছে—দলে দলে ভক্ত-বৃন্দের আগমন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে কালীবাড়ী জনতার পূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর পুরোহিত মহাশয় আমার এই ছরমিষ্টের কথা ছই চারিজন বাবুকে জানাইলেন, এবং আমার সহিত কয়েকজনের আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার আত্মপূর্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণে কেহ বা বিক্রপছলে বলিলেন, “এ বয়সে জীবিরোগ বড়ই কষ্টকর।” কেহ বা আমায় এই ছোট বালক সমভিব্যাহারে এত দূরদেশে প্রবাস বাতায় আমার দুর্দ্বা সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, কেহই আমার এই হৃৎক নিবারণের কথা উত্থাপিত করিলেন না। অবশেষে আমি নিরুপায় হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলাম। অল্পকণ পরেই সংকীর্তন আরম্ভ হইল। ধোল এবং করতালীর শব্দে আকাশ-মার্গ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কালীবাড়ীতে যেন হরিনামের বজ্রা আসিল। সকলেই সেই নামস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া হাবুডুবু ধাইতে লাগিলেন। সকলেই হরি-প্রণমে মাতোয়ারা হইয়া উচ্চরবে নাম সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। আমিও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলাম। বলা বাহুল্য, বহু পূর্ব হইতেই এই নাম সংকীর্তনে আমার একটু দক্ষতা ছিল। তাই আজ আমিও এই সকল ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ সংকীর্তন করিতে বিশেষ-রূপে অক্ষরক হইলাম।

সকলেই আমার সংকীর্তনে একেবারে মগ্ন হইয়া গেলেন। নাম মাহাত্ম্যের এমনি একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে, তাহা আমি আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। আমার সংগীত যে বিশেষ হৃদয় গ্রাহী এবং আমার কণ্ঠস্বরও যে বিশেষ মূল্যবান তানলয়পূর্ণ

তাহা নহে, ভজাচ সেই গানের অসাধারণ মাহাত্ম্য শুনে আমি আজ প্রায় ২০০ শত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এখন সকলেই আমার পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সংগীত শেষ হইল। ৪:৫ জন লোক আমার নিকট বসিয়া আমার আত্ম-পূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। একজন বলিলেন, আপনায় সাহসকে ধন্যবাদ। এই অল্পবয়স্ক বালক সঙ্গে লইয়া আপনি একেবারে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সে বাহা হউক, মোটের উপর এত দূরে যাত্রা করা আপনায় খুবই অজ্ঞায় কার্য হইয়াছে। এখানে যতগুলি বাঙ্গালী দেখিতেছেন, সমস্তই চাকুরীজীবী এবং এই চাকুরীর জন্তই এত লোক স্তূপ দেশে আগমন করে। তাহা ছাড়া অধিকাংশ লোকই গভর্ণ-মেন্টের দ্বারা অর্থাৎ বাঙ্গালার বাস করেন, সেখানে বাহিরের লোকের থাকিবার আদেশ নাই। ইহা শুনিয়া আমি একরূপ নিরুপায় হইলাম। কিয়ৎকাল পরে একজন বলিলেন, আপনি যদি চাকুরী স্বীকার করেন, তাহা হইলে একটা উপায় হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

চন্দন।

ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য

কাব্যবিনোদ লিখিত—

—:—

হিন্দুর নিকট ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। বঙ্গের মুসলমান ও খৃষ্টানগণের নিকট পর্যন্ত চন্দন পরিচিত। কিন্তু এরূপ হইলেও অনেকে ইহার জন্মস্থানের পরিচয় অবগত নহেন। পৌরাণিক গল্পে আছে, চন্দন কোন মূনি

পুত্রাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিশেষের কল্পন শোণিত। এইজন্য ইহা হিন্দুর নিকট পবিত্র এবং নমস্ত পদার্থ। পুরাণের গল্প বাহাদের বিশ্বাস আছে থাকুক, চন্দন কিন্তু দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য উদ্ভিদ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে মলয় পর্বতের সাহস্রদেশ ব্যতীত অন্য স্থানে চন্দন জন্মে না। ইহা প্রকৃত নহে। মহীশূর রাজ্য এবং সিংহগরীপে রক্তচন্দন যথেষ্ট জন্মে। ভারত-বর্ষের দক্ষিণাংশের ছই মহাপ্রহরী স্বরূপ ছই ষাটগিরির নিরাংশে, বিশেষ পূর্বষাট-গিরির (মলয় পর্বতের) উপরিস্থ বনে শ্বেতচন্দন যথেষ্ট জন্মে। কথিগণ সেইজন্য দক্ষিণানিল অর্থাৎ মলয় সমীপে প্রবাহিত হইলে বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃতিদেবীর নিঃশ্বাস চন্দন-গন্ধ পরিপূর্ণ।

চন্দন শ্বেত ও রক্ত ভেদে দুই প্রকার। উভয় চন্দনই সুগন্ধ। শ্বেত চন্দনের গন্ধই অধিকতর মনোহর। ইহার বৃক্ষ প্রায় ২৫ ফিট অর্থাৎ ১৬।১৭ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। চন্দনের একরূপ ফল হয়, ইহা অতাপি মনুষ্যের বিশেষ কোন কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির মতে চন্দনফল পীড়াবিশেষে ব্যবহৃত হয়। চন্দন বর্ষণে যে জব্য পাওয়া যায়, তাহাই পূজা অর্চনায় এবং রোগে ব্যবহৃত হয়। এই উদ্ভিদের কাঠের কাণ ও তৈল ঔষধের শ্রেষ্ঠ উপাদান।

বর্তমানকালের জায় পূর্বে ভারতে এত নানারূপ “এসেন্স” বা গোলাপ আতরের ব্যবহার ছিল না। মাহুয কিন্তু বিলাসিতা কোনও দিন পরিহার করে নাই। পূর্বে চন্দন, কুসুম, চুয়া ইত্যাদি বিলাসীর প্রিয় বস্তু ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের মধ্য-সময় হইতে ভারতবর্ষে আতর গোলাপের বহুল প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। আর এখন ইউরোপের অবাধ বাণিজ্যে বহু প্রকারের সুগন্ধ জব্য ভারতের আতাকুড়কে পঞ্চাঙ্গ গন্ধে

ভরপুর করিয়া তুলিয়াছে। চন্দন-তৈলনিক্ত ঘেহ এবং বর্ষিত চন্দন-চর্চিত কাস্তি আর্ধ্য ভারতের পবিত্র সৌরভময় বরবপুর সিন্ধু সৌন্দর্যের পূর্ণ আদর্শ। চন্দনের ঔষধীয় ক্রিয়া আয়ুর্বেদ এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের অমুমোদিত।

ক্রিয়া—রক্তচন্দন প্রাধানত স্ফোটক এবং অল্প বলকারক। আত্মের ক্রিয়াও ইহার আছে।

নির্ঘণ্টরত্নাকর বলেন—মলয় পর্বতের নিকটবর্তী “বেট” নামক পর্বত-সাহস্রদেশ জাত চন্দনের নাম বেটুচন্দন, ইহার গুণ অতি স্ফোটক এবং শীতল; ভারতের বহু বৈদ্যক গ্রন্থে চন্দনের বহুপ্রকার নাম ও গুণ-ভেদ আছে। যথা—কৈরাং, বেটু, স্ককড়ি, শম্বরপীলা ইত্যাদি। সাধারণতঃ শ্বেত আর রক্তচন্দনই ঔষধার্থে অধিক ব্যবহার্য। তবে বর্ণনার সুবিধার জন্য এবং ভক্তির উদ্রেক জন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে সামান্তরূপ গুণভেদে এবং আকারভেদে লিখিত হইল।

রক্তচন্দন—শীতল, গুরু, তিক্তমধুর, তৃষ্ণা নিবারক, বমন নিবারক, জ্বর নাশক, দাহ নিবারক এবং বৌধ্য জনক।

শম্বরচন্দন—শীতল, কঁষায়, তৃষ্ণা নিবারক এবং চর্ম সংস্কারক।

সককড়ি চন্দন—মূত্রকারক, দাহ-নাশক এবং সুগন্ধি দায়ক।

পীলাচন্দন—কাস্তি, কারক, চর্ম সংস্কারক, ক্রিমি নাশক, দাহ নিবারক।

নিভির ভাষায় ইহার যথেষ্ট নামভেদ আছে যথা—সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দি ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় “চন্দনই” সাধারণ নাম। কণাটি ভাষায় বেটুগ ভীগন্ধ। গুজরাটে সুখণ্ড। করানীতে সংদেল সুকেদ। আর-

দিতে সন্দেনে অবিরদ। ইংরাজীতে Sandal wood. ল্যাটিনে Sentelum album.

চন্দনের মধ্যে আবার সমস্ত চন্দনই যে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে। যাহা বর্ষণে সহজ, তাজিলে লাল বা শ্বেত, দৃষ্ট্রে শ্বেত এবং লাল। গন্ধে ভারপূর তাহাই উৎকৃষ্ট। মদন পাল নির্ঘণ্টু গ্রন্থমতে সর্বপ্রকার চন্দনই ঔষধার্থে ব্যবহার হয়। ইরাণদেশে এই জ্বয়ের ব্যবহার অত্যধিক। কেননা ইরাণভূমি আদি আর্ধ্যনিবাস। “ইরাণা নির্জগামেশা” বলিয়া আদিম আর্ধ্যদল হিমালয়ের দক্ষিণে আসিয়াছিলেন। বর্তমান ইরাণীয় ভাষার অতাপি পূর্ব পুরুষের সমস্ত ক্রিয়া বিশ্বৃত হন নাই। এখনও ইরাণীয় চিকিৎসকমণ্ডলী জরায়ু পীড়ায় চন্দনের ব্যবহার অধিক করিয়া থাকেন। ইহারা এই জব্যকে “অরিয়দ” বলিয়া থাকেন।

আময়িক প্রয়োগ। শিরোরোগ, ব্রণ, ক্রিমি, বমন, চিত্ররোগ, ষষ্ঠ, বিবর্ণতা, দাহ, পিত্ত, প্রমেহ, ছুলি, তৃষ্ণা, মুখরোগ ইত্যাদিতে চন্দন আয়ুর্বেদীয় ঔষধ। ডাক্তারগণ রক্ত-চন্দন ব্যবহার প্রায়ই করেন না। তাঁহাদের মতে শ্বেত চন্দনই অধিক গুণশালী। এইজন্য তাঁহারা মূত্র প্রণালীর বিরূপাত্যায়, নতুন পুরাতন প্রমেহ পীড়ায় White Sandal wood অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। বহু বিলাতি এবং দেশীয় পেটেন্ট ঔষধে এই জব্য ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্বররোগে শীতঃপীড়া উপস্থিত হইলে শ্বেত ও রক্ত যে কোন চন্দনই হউক না, ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ কপূর এবং পাকা কলাসহ রক্তচন্দন মাথায় প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। চুলকানি ঘামাছি, ইরিমেপেলাস প্রভৃতি পীড়ায় চন্দন ব্যবহার অমুমোদিত। যখন উৎকট গরম পড়িয়া গাত্রে ঘামাটি উপস্থিত হয়—তখন এই জব্যই সহজ সরল একমাত্র অবলম্বন; শ্বেত চন্দনই এ ক্ষেত্রে প্রধান। ছই প্রহরের

ছাত্রদিগের বার্ষিক অর্ধমূল্য এখন লইব না পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

আহারের আগে কি পরে চন্দন বসিয়া কপূর-
সহ সর্বগায়ে মাখিবে। হই তিনদিন এইরূপ
করিয়া মাখিলে বামাচি নিশ্চর আরোগ্য
হইবে। প্রমেহ পীড়ার শ্বেতচন্দনের তৈল
মহা উপকারী। ডাক্তার হেণ্ডারসন সাতকেবের
মতে শ্বেতচন্দন তৈল ১০ কোঁটা, আর
কানাবচিনির তৈল ২০ কোঁটা, নাইট্রিক ইথর
সহ মিলাইয়া খাইলে নূতন প্রমেহ ব্যাধি প্রায়
একদিনে আরোগ্য হয়। আর্থা যথিগণের
মতে শ্বেতচন্দনের গুঁড়া ৫ রতি আর পুনর্নবীর
তল ১ তোলা, দিনে ১ বার করিয়া খাইলে
মূত্র প্রণালীর উপশ্রব নিবাসিত হয়। সামান্য
চক্ষুউঠা পীড়ার রক্তচন্দন বিষিয়া চক্ষুর চারি-
দিকে প্রলেপ দিলে বহু উপকার হয়। হিকা
ব্যাধিতে চন্দন শুকিতে দেওয়া আয়ুর্বেদীয়
মত।

উদাহরণ।—একটি জমিদারের গোমস্তা
নিতান্ত অশিক্ষিত পাড়াগেয়ে—মকস্বেলে
ডকশিলের কার্য করিত। তাহার এক সময়
সহসা হিকা রোগ উপস্থিত হয়। অল্প উপ-
সর্গ বিশেষ কিছু ছিল না। এই স্থানে এক
নাতিত কবিরাজী করিত। গোমস্তা মহাশয়
তাহাকে ডাকিয়া রোগের অবস্থা জ্ঞাপন
করিলে—প্রাথমিক প্রায় বাড়ী চইতে চন্দন
বসিয়া একটি আমের পাতায় করিয়া আনিয়া
তাহার অন্ধক খাইতে দিল। বাকি অন্ধক
শুকিতে দিল। রোগ আরোগ্য হইলে পুরস্কার
স্বরূপ “হিকা রোগের ঔষধ” নাম দিয়া
গোমস্তা বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিল। বহু বৎসর
অশিক্ষিত পল্লীতে তাহা তত বেশী দিন টিকিল
না। গোমস্তা একদিন আমাকে তাহার জ্বর
কণেরা পীড়া চিকিৎসার সময়ে এই কথা
বলিয়াছিল। কিন্তু বহুস্বলে উহা ব্যবহার
করিয়া আমি উপকার পাইয়াছি। আমার
গৃহলীগণের বিশ্বাস যে, চন্দনের বীজের মালা
মাখিয়া শিশুর গলার দিলে তাহার শরীর

কাতিবুদ্ধ হয় এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়। পাড়া
গাঁয়ে বহু নিরশ্রের শিশুর গলার চন্দন
বীজের মালা দেখিয়াছি। মহা নিমেষ কল
আর চন্দনের কল একত্রে নাকি ধারণ করিতে
হয়। “বাহ্য সমাচার।”

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—::—

Tinture of rose .

গোলাপের টিংচার বা আরক।

সত্ত্ব প্রস্তুত গোলাপের পাতড়ী সংগ্রহ
করিয়া বোতলের মধ্যে রাখ, দেখিও যেন
চাপিও না। তাহাতে পাতার পরিমান
বুঝিয়া কতকটা স্পিরিট অফ ওয়াইন
(Spirit of wine) ঢালিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া
রাখিয়া দাও, নাড়াচাড়া করিবার আবশ্যক
নাই। ৮১০ দিন পরে উহা ব্যবহারোপযোগী
হইবে। ইহার গন্ধ অটোডি রোজ অপেক্ষা
কিছু কম হইবে বটে, কিন্তু কয়েক কোঁটা
বস্ত্রাদিতে দিলে সত্ত্ব প্রস্তুত গোলাপের
সৌরভে গৃহ আমোদিত হইবে। এইরূপে
প্রস্তুত গোলাপের টিংচার ২১৩ বৎসর সমান
সৌরভযুক্ত থাকে।

White Cream For Patent Leather.

বার্নিস জুতার জন্য সাদা ক্রীম।

ইহা এক প্রকার বিলাতি ক্রিম বাঙ্গার
বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশেও ইহা প্রস্তুত
করা কঠিন নহে, নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী প্রদত্ত
হইল। বার্নিস জুতার সামান্য একটু অক্লি দ্বারা
লাগাইয়া কোমল বস্ত্র দ্বারা রগড়াইলে নূতনের
ন্যায় চাকচিক্যময় হইয়া যায় এবং জুতা কাটিয়া
যায় না।

প্রস্তুত প্রণালী।

কাটাটাইল সোপ	২ আঃ
সাদা মোম	১ পাউণ্ড
টার্পিন	১ কোয়ার্ট

প্রথমে মোম এবং টার্পিনকে অগ্নির
উত্তাপে একত্র গলাইয়া তাহাতে—কুটন্ত অলে,
সাবানটাকে জ্বব করতঃ যোগ করিয়া একত্রে
খুব ঘুঁটিতে থাক, দেখিবে কিয়ৎক্ষণ পরে ঘন
ক্ষীরের মত হইয়া যাইবে। তারপর শিশিতে
পুরিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

SWEET GEM OF EDEN.

ইহা একটা উৎকৃষ্ট এসেন্স, কমালাদিত্তে
ব্যবহার হয়।

প্রস্তুত প্রণালী।

Extract Jasmine	5 fl. ounce
„ Tuberoze	4 „ „
„ Orrange flower	1 „ „
„ Jonquilla	1 „ „
Triple Ext. Rose	1 „ „
Ext Acacia	do do
„ Vanilla	half ounce
Cinch	1/4 Oz.
Oil Bergamot	1/4 do
mix, This is a splendid perfume.	

TO MAKE ROSE WATER.

Oil of Rose	15 drops.
Carbonate of Magnesia	1 Dram.
Distilled water	1 Pint.

Rub the oil first with carb.
Magnesia, then with the water
gradually added and filter.

প্রথমে অয়েল রোজকে ম্যাগনেসিয়ার
সহিত মিলাইয়া তাহাতে ক্রমে ক্রমে ডিস্টিল্ট

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল; আর লইব না।

ওয়ার্টার যোগ করিয়া ফিল্টারিং ব্রুটীং দ্বারা ফিলটার বা ছাঁকিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট গোলাপ জল হইবে। ইহাই কৃত্রিম গোলাপ জল, কিন্তু তাকেই অনেক আতরওয়ালা আসল গাঞ্জী-পুরী গোলাপ বলিয়া বেচিয়া কে.ল।

SYRUP HYPOPHOSPHATE OF LIME.

সিরাপ হাইপোফসফেট অফ্ লাইম প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় করা হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ ৭ আউন্স ফিলটার করা গরম জলে কিঞ্চিৎ কারমাইন দিয়া রং করিয়া লইয়া উহাতে ৩৮৪ গ্রেন হাইপোফসফেট অফ্ লাইম, ১ ড্রাম সাইট্রিক অ্যাসিড এবং ২ ড্রাম চিনির রস (Simple Syrup) মিশ্রিত করিতে হয়।

ইহা সর্দি কাশীর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সোয়াসা সোনা প্রস্তুত প্রণালী।

তামা ১৭ ভাগ।
দস্তা ৩ ভাগ।
একত্রে গলাইনে ইহা প্রস্তুত হয়।

Cleaning of Brass.

পিত্তল ও পিত্তলের জিনিস পরিস্কারের উপায়।

আমেরিকান গবর্নমেন্ট যে প্রক্রিয়া তাঁহাদের অস্ত্রাগার প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। সেই প্রক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একটা পাথরের বোতল বা জালায় অর্দ্ধ ভাগ নাইটিক্ অ্যাসিড দিয়া অল্প পাত্রে খানিক জল রাখিয়া দিতে হইবে এবং

তাহার নিকটেই একটা কাঠের বাবুসে কতকগুলি কাঠের করাত গুড়া (Saw dust) রাখিয়া দিতে হইবে। এখন যে জিনিসকে পরিস্কার করিতে হইবে, তাহাকে উপরোক্ত অ্যাসিডের জালায় ডুবাইয়াই তৎক্ষণাৎ তুলিয়া জলে ডুবাইয়া তাহাকে ঐ কাঠের গুড়া দিয়া ঘষিতে হইবে, তখন অতি উজ্জ্বল বর্ণের জ্বায় চাকচিক্য বাহির হইবে।

কিন্তু যদি পিত্তলের উপর অতিশয় তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, তাহা হইলে জিনিসটাকে প্রথমে গরম জলে কতকটা সোডা পটাস দিয়া একটা কড়া (Strong solution) মলুইশন করিয়া লওয়া তাহাতে একবার ডুবাইলে সমস্ত ময়লা পরিস্কার হইবে ওখন পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় অ্যাসিডে ডুবাইয়া পালিস করা উচিত।

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

১। কখনও চা বা কাফি টানের পাত্রে অধিকক্ষণ থাকিতে দিও না—ইহা দ্বারা অনিষ্ট হইবে।

২। খাখ সামগ্রী বাহা তোমার সংসারে ব্যবহৃত হয়, তাহার অপচয় করিও না—অনর্থক ফেলিয়া দিও না, তাহার দ্বারা দীন প্রার্থীর অভাবমোচন হইতে পারে।

৩। অপব্যয় এবং অপচয়েই সংসার উৎসন্ন যায়। ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না। ক্ষুদ্রে উপেক্ষাই অধঃপতনের কারণ।

৪। প্রত্যেক সম্বন্ধেই সংসারের খুঁটা নাটা মেরামতের দিকে দৃষ্টি রাখিবে, বস্ত্র মেরামত, জিনিস পত্রের মেরামতের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে অচিরেই তাহা নষ্ট হইবে এবং নতুন দ্রব্যের আবশ্যক হইবে।

৫। পিত্তলের পাত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া কদাচ রন্ধনকার্যে ব্যবহার করিও না, ঘোর অনিষ্টের সম্ভাবনা।

৬। যে গৃহে আনালা দরজার রং দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কিছুদিন শয়ন করা উচিত নহে। কারণ সমগ্রাণ হইয়াছে যে, বহুলোকের নতুন রং দেওয়া গৃহে শয়ন করিয়া Lead colic বা শীশশূল পীড়া জন্মিয়াছে। অমিকাংশ রংএ শিশুগণ পীড়া জন্মিয়াছে। অমিকাংশ উদরগ্রহ হওয়া পীড়া হয়।

৭। ঘরে পাতা কার্পেট বতাই ছাড়িয়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, ততই স্থায়ী হয়।

৮। ছিন্ন বস্ত্রকে কাচাইয়া তুলিয়া রাখিলে বহু আপদ বিপদের সময় উপকারে আসে।

৯। ছুরি, চাকচিক্যময় অস্ত্রশস্ত্র, কাঠের কয়লা চূর্ণ দিয়া ঘর্ষণ করিলে ক্ষুদ্র পালিস হইয়া যায়।

১০। গোল আলু সিদ্ধ দ্বারা হাত ধুইলে শুক হাত পরিস্কার হয় না, সাবান প্রভৃতির জ্বায় হাত ফাটে না, শীতকালে গোল আলু সিদ্ধ দ্বারা হাত ধুইলে হাত পায়ের অবস্থা ভাল থাকে।

১১। পরচর্চা একেবারে পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ শত্রু বৃদ্ধি হইবে।

১২। পরের গুণ যত শীঘ্র পার, পরিস্কার করিবে—গুণের তুল্য পাপ নাই।

১৩। সময় ও অর্থের অপব্যয় করিও না।

১৪। সমাজ কলুষিত করিও না—ইহা দ্বারা তোমারও ঘোর অনিষ্ট হইবে।

১৫। বাহার তাহার চিকীর্ষা, ক্রম মস্তকে দিবে না, তাহার মস্তকের চর্ম্মরোগ তোমার মস্তকে ধরিবে। টাকের পোকা এইরূপেই সংক্রামিত হয়।

১৬। পুরাতন জোয়ালে ছেঁড়া, পুরাতন

পুরাতন, “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

বিছানার চাদর এই সকল দ্বারা দোহের জিনিস পরিষ্কার করা চলে, কেলিয়া দেওয়া উচিত নয়।

১৭। বাহাদের স্বাস্থ্য খারাপ, তাঁহাদের গোষ্ঠের বিলাসী বা দেশী উনানে পাক করিয়া খাওয়া অনিষ্টকর। "Where health requires attended to, iron stoves should be avoided".

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্তব্য-সভা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভৌমিক গ্রাহক নং ২৪১২।

প্রশ্ন। মহাশয়, সঙ্গীত গাওয়ার স্বাস্থ্যের ইষ্ট কি অনিষ্ট হয় মনে করেন ইত্যাদি—

উত্তর। সঙ্গীত দ্বারা অনেক উপকার হয়, বন্ধ যন্ত্রের অনেক দোষ সংশোধিত হয়, তাই বলিয়া অতিরিক্ত যে কিছুই ভাল নহে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ডাক্তার রস একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ চিকিৎসক বলেন যে, অর্থাগ-গণ সঙ্গীতপ্রিয় বলিয়া ইহাদের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগীর সংখ্যা কম, নাই বলিলেও চলে। তিনি বলিয়াছেন, "The Germans are seldom affected with consumption. I believe, is in part occasioned by the strength which their lungs acquired by exercising them in vocal music."

শ্রীবেণীমাধব ঘোষ, বিলাসপুর।

প্রশ্ন। কড়া বা আঁচিল হইলে তাহার প্রতিকারের উপায় কি?

উত্তর। আমরা একটা পরীক্ষিত উপায় জানিতাম, নিয়ে তাহা প্রদত্ত হইল।

পেপের আটা ১২ গ্রেন্
সোহাগা ৫ গ্রেন্
জল ১ ড্রাম বা কিছু অধিক।

এই মিশ্রিত সলুইসন তুলি দ্বারা কড়া ও আঁচিলে লাগাইলে মাংস গলিয়া গিয়া আরোগ্য হয়। কড়া কাটিলে বাড়ে। মেড়ির তৈল মালিস করিলেও যায়। শুষ্ক পেপের মাটা দিলেও উপকার হয়।

বৈজ্ঞানিক কথোপকথন।

বৃষ্টি।

—:—

শিষ্য। বৃষ্টি জিনিসটা কি?

গুরু। বৃষ্টি মেঘদ্বারা বাষ্পরাশি, যখন উপরের উত্তাপ শীতল হয়, তখন গোলাকার ঐ বাষ্প জলকণাকারে, পৃথিবীর উপর পতিত হয়, ইহারই নাম বৃষ্টি।

শিষ্য। বাষ্পের মধ্যে জল কেমন করিয়া থাকে, বাষ্প কেমন করিয়া জমে।

গুরু। পৃথিবীর জলরাশি সর্বোচ্চতাপে বাষ্পাকারে বায়ু রাশির উপরে উঠিয়া যায়। বায়ু তাহার মধ্য হইতে জলীয় অংশ শোষণ করিয়া লয় তাহাই বাষ্পাকারে মেঘরূপে পরিভ্রমণ করে। শীতল বায়ু লাগিলেই পুনরায় জলীয় আকারে পৃথিবীতে পতিত হয়। তাহাই বৃষ্টি।

শিষ্য। আচ্ছা মেঘ ছাড়া কি বৃষ্টির উপায় নাই?

গুরু। কখন কখন বিনা মেঘেও সামান্য বৃষ্টি হয়, কিন্তু এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয় না। তবে কখন কখন উত্তপ্ত বায়ু শীতলের মধ্যে ঝাটয়া পড়িলে জল বিন্দু আকারে পড়িয়া থাকে, মেঘ না থাকিলেও কখন কখন এমন হয়।

শিষ্য। যখন বৃষ্টি হয়, তখন কখনও বড় বড় কখন ছোট ছোট ফোঁটা পড়ে কেন?

গুরু। যে হেতুক মেঘ চতুর্দিকে যখন জল বিন্দু পড়িতে থাকে, তখন আসিবার পথে ঐ

সকল বিন্দু একত্র হইয়া পড়ে, এবং বায়ুস্থিত বাষ্প হইতেও জলীয় অংশ আকর্ষণ করিয়া বড় হইয়া থাকে। খুব চব্বের এবং উচ্চের মেঘ হইতে বারি বিন্দু আসিবার সময়েই প্রায় এরূপ হয়, কিন্তু অল্প উচ্চের মেঘের বৃষ্টির বড় ফোঁটা হয় না। যদি জলীয় বায়ু থাকে, এবং যদি খুব উচ্চমেঘ হইতে বারি বিন্দু আসে, তাহা হইলে আসিবার পথে অনেক ক্ষুদ্র বিন্দুকে নিজে অপেক্ষাকৃত বড় বলিয়া আকর্ষণ করিয়া নিজে বড় হইয়া পড়ে।

শিষ্য। বৃষ্টিদ্বারা কৃষি ব্যতিত আমাদের বহু কার্য হয়, তাহা আমরা দেখিতেছি, কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যের কোন উপকার হয় কি?

গুরু। নিশ্চয়, বৃষ্টি দ্বারা বায়ু গতিশীল হইয়া উঠে, বায়ুর পরিবর্তন ঘটে এবং পৃথিবীতে মানব দ্বারা পরিভ্রমণ বহু দ্রব্য বাহ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট কর, তাহা ভাবাইয়া চুরে লইয়া যায়, সেইজন্য স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভ-কর। কিন্তু বৃষ্টির সময় ঠাণ্ডা লাগাইয়া জলে ভিজিয়া যে অসুখ হয়, সেটা আমাদের নিজেদের দোষে, আমরা ঠাণ্ডা লাগাই কেন।

শিষ্য। আচ্ছা সাধারণ সমতল স্থান-পেক্ষা পাহাড় ও পার্বত্য প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হয় কেন?

গুরু। যেহেতু পাহাড় পর্বতে মেঘকে আকর্ষণ করে। মেঘ বাষ্পের সমষ্টি মাত্র, লঘু দ্রব্য, পর্বতের বিশাল দেহে আহত হইয়া সে উপর দিকে উঠিতে থাকে, এবং শীতল বায়ু স্রোতের সংস্পর্শে জলকণার পরিণত হইয়া নিম্নে পতিত হয়। সেইজন্য সমতল ভূমি অপেক্ষা পার্বত্য প্রদেশে বৃষ্টি অধিক হইয়া থাকে।

শিষ্য। দিবাপেক্ষা রাত্রে বৃষ্টি অধিক হয় কেন?

গুরু। যেহেতুক, বায়ুর উত্তাপ রাত্রে

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কমিয়া গিয়া যে উত্তাপে বাষ্প হইতে জল হয়, সেইরূপ উত্তাপবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং বুড়ির পরিমাণ দিবাপেক্ষা রাাত্রিই অধিক হয়।

শিষ্য। বুড়ি চইবার পূর্বে ত্রীলোকের কুঞ্চিত কেশ সোজা হইয়া পড়ে কেন।

গুরু। যে হেতুক কেশের জলীয় অংশ টানিয়া লইবার ক্ষমতা আছে, সেইজন্য ত্রীলোকের চুলের গোছ কোমল হইয়া বেণী এলাইয়া পড়ে এবং কুঞ্জন অপেক্ষাকৃত ঋকু ভাব ধারণ করে।

দেশীয় মুষ্টিযোগ।

(মহিম বাবুর সংগৃহীত।)

যে সকল কোড়ার মুখ হয় না, যথা বাবী, ত্রণ প্রভৃতি তাহার মুখ করিতে হইলে আদা, পান, পেঁয়াজ, বকুলছাল, সোডা, খেসারির ডাল সমপরিমাণে লইয়া চোনা অর্থাৎ গোমুত্র দ্বারা বাঁটিয়া যে দ্বার মুখ হয় নাই, তাহাতে প্রলেপ দিবেন, তাহা হইলে ক্ষতের মুখ আপনা হইতে হইবে এবং কাটিয়া পূঁজ বাহির হইবে।

ইহাতেও যদি ক্ষতের মুখ না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় উপারে নিশ্চয় মুখ হইবে। কলমীর শাকের মূলের অগ্রভাগ ও পাক্তা ভাত এই উভয় দ্রব্য একত্রে বাঁটিয়া কোড়ার উপর প্রলেপ দিলে কোড়ার মুখ হইবে।

চাঁদসী (পদ্ম)

ক্ষত শুষ্ক করিবার ঔষধ (চাঁদসী)

পাঁপরী খয়ের	১ তোলা।
উঁতে	১ তোলা।
চিতি ম্পারী	১ তোলা।
সোহাগা	১ তোলা।
চাউল পোড়া	১ তোলা।

জাআ বালি	১ তোলা।
হিরাকস	১ তোলা।
পুরাতন লোহার গুড়া	১ তোলা।

আপাংএর রসে বাঁটিয়া তৎপরে খুঁদে কচুর রস দ্বারা, পরে চুপের জলের সহিত বাঁটিয়া শুক করিয়া গোলাকার বটা প্রস্তুত করিতে হইবে, যখন ব্যবহার করিতে হইবে, তখন লোহার পাত্রে জল দিয়া দ্বিগুণ ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যাইবে।

কাটার ক্ষত মুখ হইতে রক্ত পড়িলে বন্ধ করিবার ঔষধ।

১। হুর্কার রস ১ তোলা। আপাং রস ১ তোলা একত্র মিশাইয়া ক্ষত স্থানে বস্ত্র ভিজাইয়া বান্ধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

২। পোড়া মাটির প্রলেপ দিলেও রক্ত বন্ধ চইয়া যায়।

সর্প বিষের ঔষধ।

অরপালের বীজ পাথরের উপর ঘষিয়া উহা হুর্কা দ্বারা চাকের নীচে একটা দাগ দিবে ও ক্ষত মুখে লাগাইবে তাহা হইলে বিষ নষ্ট হইবে।

রক্ত স্রাব—(Monorrhgia)

ত্রীলোকের অধিক রক্ত স্রাব হইলে আতা গাছের ছাল উলটা দিকে কাটিয়া জলের সহিত বাঁটিয়া একটা ছোট মটরের মত বটিকা করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে রক্ত বন্ধ হইবে।

রক্ত আমাশয়।

১। সোরা ৫ গ্রেন্
আমড়াগাছের ছালের রস অর্দ্ধ ছটাক
প্রাতে: খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

২। আলকুসী পাতার রস ২ কানের ভিতর এবং নাভীতে দিয়া ঐ পাতার ছিবড়া চিবাইয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

শিরঃ পীড়া।

অপরাজিতার শিকড় কানে বান্ধিয়া রাখিলে বাবতীর শিরঃপীড়া উপশম হয়।

আধকপালে।

যেত অপরাজিতার মূল বাঁটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে ভাল হইবে।

সার সংগ্রহ।

—:—

বাঙলার শাঁখের শাখা।

১৫ শত বৎসর ধরিয়া শাঁখারী ঘরে বসিয়া তাহার পূর্বপুরুষেরই মত হুঁমুখো করাতে শঙ্খ কাটিয়া শাঁখার চক্রে প্রস্তুত করে। তাহার পর কোন কারীগর তাহাতে নক্সা কাটে; কেহ তাহা পালিশ করে। এইরূপে শাঁখার ব্যবসারে অনেক বাঙালীর অন্নের উপায় হয়। প্রতি বৎসর দক্ষিণ মাস্রাজ ও কথিবাড় হইতে ছই হইতে আড়াই লক্ষ টাকার শঙ্খ বাঙালার আমদানী হয়। আর সেই শঙ্খ হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার শাঁখা প্রস্তুত হইয়া বাঙালার বরবর্ণিনীদিগের বরাদ্দে শোভা বর্জিত করৈ। বাঙালার শাঁখা শিরঃনৈপুণ্য এমনই মনোহর হয় যে, তাহা কেবল বাঙালার নহে ভারতের সর্বত্র আদৃত ও ব্যবহৃত হয়। এখন ভারতের বাহিরেও বাঙালার শাঁখার আদর হইতেছে। মাস্রাজে মৎস্ত-বিভাগের অন্ততম কর্মচারী মিষ্টার জেমস হর্নেল বরোদা দরবারের জন্ত শঙ্খের সম্বন্ধে যে পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়া-

ছাত্রদিগের বার্ষিক অর্জমূল্য এখন লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ছেন, বুঝে ও আমেরিকার শাখার আদর হইতেছে। বিদেশ হইতে যে সব ভ্রমণকারী শীতকালে ভারতব্রমে আসিয়া থাকেন— তাঁহারা ভারতের বাতাসা-চিহ্নিত জব্বাদি সংগ্রহ করিয়া বদেশে লইয়া যান। তাঁহাদের জন্ত পিতলের খেলনা, মীনা করা ফুলদানী, শূকর বাজ প্রভৃতির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। আর তাঁহাদের ক্রটির অনুরূপ দ্রব্য বোম্বাই-বার জন্ত ভারতের শিল্পীরা বৈশিষ্ট্যবর্জিত পণ্য প্রস্তুত করিতেছে। তাঁহারা বাঙ্গালার শাখার সৌন্দর্য ও মূল্যবাহ্য আরুট হইয়া শাখা খরিদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্যান্সানের খোরালের প্রতি কেহ নির্দিষ্ট করিতে পারে না। যদি ক্রমে বিদেশীরা বিলাসিনীদিগের বরাফে বাঙ্গালার শাখা শোভা পাওয়াই ক্যান্সান হয়—বদি “গোরা গায়” গোরা শাখা সভা-সভাসমিতিতে, রজা-লয়ে, নৃত্যশালায় গর্বের বস্ত্র হয়, তবে এ ব্যবসার প্রশংসাবৃদ্ধিও অনিবার্য।

মিষ্টার হর্ণেল কিন্তু একটা কথা বলিয়াছেন,—সেটা বাঙ্গালীর জীবিত্য বিষয়। তিনি বরোদারাজো শাখার ব্যবসা বসাইতে বলিতেছেন। বরোদারাজো সর্কাপেকা বড় শাখার উৎপত্তিস্থান। তিনি বলেন, কাথিবাড়ের অধিবাসীরা বাঙ্গালায় চালান না দিয়া শাখা প্রস্তুত করুক না কেন? বাঙ্গালার শাখারীরা সেকলে যন্ত্রে যেরূপ শাখা প্রস্তুত করে, এ কালের কল বসাইয়া সেইরূপ শাখা প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হউক। আমাদের দুট বিবাস, এ কালের কলে যে জিনিষ উৎপন্ন হইবে, তাহা সেকলে যন্ত্রে—বংশপন্থপরাক্রমে শাখারীর কাজে অভ্যস্ত শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত শাখার মত হুন্দর হইবে না; কলের কাপড়ে তাঁতের কাপড়ের পাড়ের নকল হয়—কিন্তু তাঁতের কাপড়ের মত কলের কাপড় হুন্দর হয় না। কলের

পণ্য পণ্যমাত্র, হাতের কাজ শিল্প-সৌন্দর্যে হুন্দর। কলে মানুষের বুদ্ধি—আগ্রহ—কৌশল্যবোধ—সৌন্দর্যবিকাশচেষ্টা ত আর লক্ষ্যিত হয় না। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? শিল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না; অধিকাংশ লোক সত্তার ভক্ত। নহিলে এ দেশের শালের, কাপড়ের, বাসনের ব্যবসার হুন্দরা বাড়িত না। কাজেই সভা শাখার চলতি হইলে বাঙ্গালার একটা পুরাতন শিল্পের সর্ক-নাশ হওয়া অসম্ভব নহে। হাতের শিল্প—উটল শিল্প যে অনেক স্থলে কলের খণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে—তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। জাপানের অনেক শিল্পের সমৃদ্ধিতে ইহার পূর্ণ পরিচয়। ভারতের অনেক শিল্পও উটল বলিয়াই আজও টিকিয়া আছে। নহিলে ককনগরের পুতুল, আমোদবাদের বিদরী, ঢাকার শাখা, শান্তিপুরের কাপড়, মুর্শিদাবাদের রেশম, খাগড়ার বাসন, ভাগলপুরের মটকা, ভিজাপাটনের হাতির দাঁতের জিনিস, কটকের সোণা রূপার তায়ের কাজ, লক্ষ্মোর ছিট, এ সব এত দিনে সার জর্জ বার্ডউডের পুস্তকের পৃষ্ঠায় থাকিয়া স্থতিগত হইত। সুতরাং উটল শিল্পও আবশ্যক উৎসাহ ও উন্নতি পাইলে প্রতিযোগিতাক্ষম হয়। শাখার ব্যবসা—বাঙ্গালার একটা অতি পুরাতন ব্যবসা—একটা শিল্প—একটা গৌরবের—একটা দেখিবার ও দেখাইবার জিনিস। তাহাতে নিরন্ন বাঙ্গালীর উপারও হয়। সুতরাং যাহাতে তাহার সর্কনাশ না হয়, পরন্তু উন্নতি হয়—বিপজ্জনক শ্রীহীন কাজের চুড়ীর পরিবর্তে আবার দেশে শাখার চলন হয়, তাহা করা বাঙ্গালীর কর্তব্য;—শিল্পের জন্তও কর্তব্য—সৌন্দর্যের জন্তও কর্তব্য, আর জন্মের জন্তও কর্তব্য।

“বহুমতী”

কৃষি-অবলম্বনে স্বাধীন জীবিকা।

হুই একর জমি হইতে কয়েক মাসে ৮০০ ডলার (৩৪০০ শত টাকা) আর। এক আমেরিকান বালকের বিদ্যোপার্জননের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। বালকের বয়স ১৭৭ বৎসর মাত্র। সে বড়ই অধ্যবসায়ী। সে প্রথমে ধনের কাগজ বেচিয়া জীবিকা অর্জন করিতে আরম্ভ করিল, অবশেষে এক টুকরা জমি কিনিল। জমিতে পেঁয়াজ ও অন্যান্য সব্জী চাষ করিয়া কিছু পরসী জমাইতে পারিল।

তখন তাহার কলেজে পরিবার মত অর্থ সংগ্রহে বড়ই আগ্রহ জন্মিল। সে সহর হইতে ১০ মাইল দূরে হুই এক খণ্ড জমি পাইল। জমির দাম লাগিল ৫০০ ডলার (১৫০০ শত টাকা)। বালক সেই জমিতে চাষাবাদ আরম্ভ করিল। জমি হইতে বৎসরে একটি ফসল উঠাইলে চলিবে না, তাহাতে সে কত লাভ করিবে? জমি বিলি করিয়া দিলে তাহার লাভ কি হইবে? সে জমিতে বাইয়া তাঁবু খাটাইয়া বাস করিল, সেখানে থাকে, রাঁধে, খায়, আর সারাদিন যতক্ষণ না অন্ধকার হয় কাজ করে। বেশীর জায়গাটারই সে পেঁয়াজ রোপণ করিল। কতকটা জায়গায় তরমুজ, ধরমুজাদি কিয়ৎপরিমাণ স্থানে আলু ও ভুট্টা চাষ করিল। পেঁয়াজ নিড়াইয়া পাতলা করিয়া দিবার সময় কিছু পরিমাণ পেঁয়াজ উঠাইয়া বেচিল। তাহাতে তাহার ৬০ ডলার (১৮০ টাকা লাভ হইল। সময়ে জমিতে ৯০০ বুসেল পেঁয়াজ জন্মিল। বেশ ভাল পেঁয়াজই জন্মিয়াছিল। বাজারে সেই পেঁয়াজের বেশ আদর হইল। সে ১ বুশেল ১০ টাকায় বেচিল। তরমুজ, ধরমুজ, আলু, ভুট্টা হইতেও লাভ হইল।

পর বৎসর চাষ করিয়া তাহার কলেজে পড়িবার মত টাকারও অধিক সে পাইল।

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

উত্তোগই লক্ষ্য। সমস্ত বাজারের নিকট সজী চাষ করিলে কি হইতে পারে, ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের দেশেও হইলত বিধা জমি লইয়া চাষ করিলে যে কোন ব্যক্তি একটা মাকারি স্বকম সংসার অনায়াসে প্রতিপালন করিতে পারেন। জমির অধিকাংশই উচ্চ সজী চাষের উপযুক্ত হইয়া চাই। বড় জোর ইহার ভিতর ১৫ বিঘা ধান জমি থাকিবে। ধান জমিতে ধান ছাড়া পাট কিম্বা কড়াই চাইতে পারিবে। শস্য চাষ ও ধান এক জমিতে সম্ভব। একা ৪৫ খানা হাল ৫৬ জোড়া বলদ না রাখিয়া চাষীদের সঙ্গে লইয়া চাষ করিলে আরও সুবিধা হয়। ৩০ বিঘা নিতের চাষের জন্য রাখা হউক, আর বাকী চাষীদের বিলি করা হউক। তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে; তাহাদিগকে সুবীজ যোগাইতে হইবে; ফসল হইতে তাহাদের লওয়া টাকার উপর বৎসিকিং লইয়া ঋণশোধ করিয়া লইতে হইবে; তাহাদের ক্ষেত হইতে সুবীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। হাজা শুকার জন্য কিছু শস্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। একরূপ প্রথায় চাষ করিলে একটা ভদ্র পরিবার ত প্রতিপালিত হইবেই, তৎসঙ্গে ৭৮টি চাষী পরিবারেরও ভরণপোষণ হইবে এবং চাষাবাদের জন্য কখনও জন মজুরের অভাব হইবে না। এখনকার দিনে পরসী দিলেও মজুর মিলে না। মজুর সমস্তা সমাধান করার ইহা একটি বিশিষ্ট উপায় বলিয়া মনে করা উচিত।

স্কুর মূল্য বৃদ্ধি।

—:—:—

স্কুরের জন্য কাগজ, কাপড়ের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে। পাঠকগণ তাহা অবগত

আছেন, এখন একবার স্কুর মূল্যের কথাটা শুনি। যে নেটেল ফোল্ডের স্কুর ১ ইঞ্চি পাঁচ আনা, ছয় আনার বিক্রয় হইত, আজ তাহার মূল্য ১৮/০ হইয়াছে, আরও বাড়িবে, প্রতিনিয়তই বাড়িতেছে। আমেরিকান স্কুর বাহার আদৌ বাজারে আদর ছিল না, তাহা ১/০ ইঞ্চি দরে বিক্রয় হইতেছে। বেরুপ দেখা যাইতেছে, বাজারে আর এসকল পাণ্ডরা যাইবে না। লৌহ এবং ইম্পাতের জিনিস মাত্রেরই অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

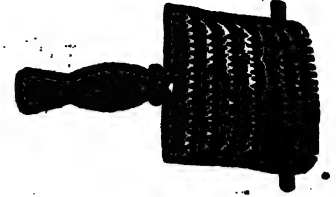
এলুই মিনদের জিনিসের মূল্য প্রায় বিগুন দাঁড়াইয়াছে।

বস্ত্রের অভাবে এদেশের বড় দুর্দশা হইবে, এবার পূজার সময় অনেক হুংখী লোকে কাপড়তো কিনিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। অনেক মধ্যবৃত্ত লোককেও কাতর হইতে হইবে, দেশের কার্পাস শিল্প কার্পাস চাষ থাকিলে আজ মোটা কাপড় পরিয়াও মান রক্ষা করা চলিত, পরমুখাপেক্ষিতার ইহাই পরিণাম।

এমন পরিণাম যে এদেশের লোকে ২৪ ঘণ্টা না দেখিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু কেমন ঘুমন্ত, ঝিমন্ত দশা আমাদের, চৈতন্ত হইবার নয়, কখনও হইবেও বলিয়া যেন মনে হয় না। নারায়ণের ইচ্ছা।

চাষের ও বৃষ্টির অবস্থা।

বাঙ্গালার সর্বত্রই সুবৃষ্টির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে—সম্ভবতঃ এবারকার কৃষির অবস্থা এখনও আশাশ্রিত বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু প্রমাদ ঘটে সেই আশ্বিন ও কার্তিকের শেষভাগে; প্রায় অনেক স্থলে জলাভাবে লস্ত রক্ষা হয় না। সেই সময় একবার বৃষ্টি হইলেই বাঙ্গালার অনেক স্থলে কৃষি নিরাপদ হয়।



ঘোড়ার খরচা।

বিদেশী আমদানী নাই, বিলাত হইতে যন্ত্রাদি আনা হয়। অতি সুন্দররূপে, স্বাস্থ্যসাধক আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমান বিলাতি খরচা অপেক্ষা মূল্যে প্রায় অর্ধেক। এখন বিলাতি ১ খানা ১১০ হইতে ১৪০ টাকা কিন্তু তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমাদের এক খানা ৪০/০। স্বদেশ শিল্পের উৎসাহদান করে প্রত্যেক অবস্থাপন্ন রাজা, মহারাজা জমিদারগণের ঘোড়াশালায় জন্ত আমাদের খরচা ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই সাধুনের প্রার্থনা। একেবারে অধিক সংখ্যক লইলে পাইকারী দরে দেওয়া যায়। ম্যানেজার—

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন।

১১নং বুল্ডার্ন ঘোষের লেন, সাঁকারীটোলা কলিকাতা।

স্থান পরিবর্তন। প্রসিদ্ধ গ্রামোফোন বিক্রেতা

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স'গণ তাহাদের ১নং বেকিং স্ট্রীটস্থ দোকান হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ৮১।২নং বেকিং স্ট্রীটস্থ ভবনে উঠিয়া আসিয়াছেন। লাল বাজারের মোড় হইতে বাস হাতের ফুটপাতে ৭৮ খানি দোকান পরেই দেখিতে পাইবেন। আনাদেব নূতন এবং পুরাতন পৃষ্ঠপোষকগণ যেন অতঃপর উপরোক্ত ঠিকানায় তাহাদের অর্ডারাদি প্রেরণ করিয়া কৃতার্থ করেন।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রাদির সাহায্যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদির

ভারত মধ্যে এক মাত্র প্রস্তুত কারক, স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত—

বাণু ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, বোম্বাই।

কলিকাতা শাখা, ২৭৬ নং বোবাজার-স্ট্রীট, কলিকাতা।

চন্দ্রপ্রভা বটী। খাড়া দৌর্বল্য, প্রমেহ ও মূত্রাশয়ের সর্ব রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি তোলায় শিশি ১/০।

জ্বরহ্ন বটী। ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ। জ্বরে বিজ্বরে সর্বাবস্থায় সেব্য। ৩২ বটীর শিশি মূল্য ১/০।

বাসাবলেহ। সর্দী, কাশী, হাঁপানী প্রভৃতি যাবতীয় বক্ষগত রোগের মহৌষধ। অর্দ্ধ পোয়া শিশির মূল্য ১/০, বিনামূল্যে ব্যবস্থা এবং মূল্য তালিকার জন্য অণুই লিখুন।

ফরমুলা

ফরমুলা

“কাজের লোকে” প্রতি সংখ্যায় নানা প্রকার কেশ তৈল, সাবান ও ঔষধাদি প্রস্তুতের ফরমুলা বাহির হইয়া থাকে। আমাদের নিকট ঐ সকল জিনিষ প্রস্তুতের জন্য নানা প্রকার উপকরণ ও গন্ধ তৈল (যথা লাভেণ্ডার, বার্গামট, হায়াসিন্থ, নিরোলি, নার্শিষ, প্যাচুলি ইত্যাদি), সকল গন্ধ দ্রব্যাদি (যথা ভ্যানিলিন, কুমেরিন, মাস্ক, টারপিনিয়ল, প্রভৃতি) এসেন্স প্যাক করিবার সাজসরঞ্জাম (যথা শিশি, সিঙ্ক, রিবন, ক্যাপিং, স্কিন, ইত্যাদি), নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (যথা ল্যানোলিন, সাইট্রিক এসিড, পাইরো গ্যালিক এসিড, কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাশ, ইত্যাদি) সর্বদা পাওয়া যায়। আমরা বিলাত, আমেরিকা, জাপান, জাভা, চীন, হলাণ্ড ও বিভিন্ন দেশ হইতে যে জিনিস যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই জিনিস সেইখান হইতে আনাইয়া থাকি, সেইজন্য আমাদের মূল্য সর্বাপেক্ষা স্থলভ। এমন কি অধিকাংশ জিনিষই আর কোথাও আমাদের অপেক্ষা স্থলভ মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া আমরা জানি না। নানা প্রকার স্বগন্ধ দ্রব্যাদির জন্য একমাত্র আমরাই গত মহীশূর প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক (সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার) পাইয়াছি।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :—

“স্বগন্ধা”, কলিকাতা।

পি, মুখার্জী এণ্ড কোং,

৫৬নং, নেউগী পুকুর লেন, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XL

৯ম সংখ্যা।

SEPTEMBER 1917.

সেপ্টেম্বর ১৯১৭।

No. 9.

কলিকাতা ও সহরতলীসমূহে সর্বমুদ্র ৪৭০টি ছাপাখানা আছে এবং তথা হইতে ১৭ খানা দৈনিক, ৩ খানা ত্র্যাহিক, ৩৭ খানা সাপ্তাহিক ৭ খানা পাক্ষিক, ১৪২ খানা মাসিক এবং ২৫ খানা ত্রৈমাসিক কাগজ বাহির হইয়া থাকে।

তুলার কথা—ইংলণ্ডে তুলার এমন অভাব হইয়াছে যে, মাক্কেটারের কাপড়ের কল সমূহের জন্য লাক্ষ্যারের তুলার বাজার বন্ধ হইয়াছে। যথেষ্ট বিলাতী কাপড় প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা এবার কম। এই সময়ে ভারতের কাপড়ের কলের মালিকেরা বেশী মোটা তুলার প্রচুর মোটা কাপড় প্রস্তুত করিলে লাভবান হইবেন।

কয়লা না তৈল। বিলাতে সমস্ত পোত সমূহ আজ কাল কয়লার পরিবর্তে তৈলের সাহায্যে চলিতেছে, পাঠকগণ একথা অবগত আছেন। ভারতের রেলপথ সমূহও কয়লার পরিবর্তে তৈলের ব্যবহার করিবার প্রস্তাব হইতেছে। নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শনে অগ্রসর হইয়াছে। সুবিধাদেখিতে পাইলে অল্পকাল রেলপথ অবশ্যই ঐ দুটোর অনুসরণ করিবে।

স্বতে ভেজাল।—স্বতে চর্কি মিশ্রিত করা জুয়াচোর ব্যবসারিদিগের অর্থাগমের একটা উপায় হইয়াছে; তাহারা কোন মতে ঐ পাণ কার্য্য হইতে বিরত হয় না। আইনে এমন

কোন কঠোর দণ্ড বিধান নাই যে, তাহার ভয়ে উহাদিগের পাণ প্রবৃত্তির দমন হয়। আমরা শুনিয়া শুধী হইলাম যে, মারওয়ারী সত্য হইতে স্বতে ভেজাল নিবারণের চেষ্টা বিশেষভাবে হইতেছে। তাহারা অনেক স্বত আর ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কেবল মারওয়ারী সম্প্রদায়ের চেষ্টায় আশাহরুপ কল হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে স্বতে পো-মহিবাদির সকল পণ্ডর চর্কি মিশ্রিত করা হয়, তাহার ব্যবহারে হিন্দুমান্নেরই বিরত হওয়া উচিত। ঐরূপ স্বত ব্যবহারে মুসলমানদিগেরও ধর্ম্মতানি বাটবার সম্ভাবনা আছে। এ অবস্থায় হিন্দু ও মুসলমান সকলেই যদি স্বতের ব্যবহার পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অর্থলোভী

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ব্যবসায়ীদের চৈতন্য হইবার সভাবনা আছে, নচেৎ নহে। ধর্ম রক্ষার জন্য হিন্দু ও মুসলমানগণ কি যুগের ব্যবহারে বিরক্ত হইতে পারিবেন না?

কৃষিক্ষিকার উপায়নির্ধারণ—গত

১৮ই জুন শিলা-শেলে কৃষি-শিক্ষা কনফারেন্স (The Agricultural Education Conference) বসিয়াছিল। ভারত গভর্নমেন্টের কৃষি ও রাজস্ব বিভাগের সভাপতি সার ক্লড হিল (The Hon'ble Sir Claude Hill, K. C. S. I. C. I. E, I. C. S.) মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—ভারত ইচ্ছা, প্রত্যেক জিলার কৃষিক্ষিকার জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও বহুসংখ্যক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহাতে এদেশে কৃষিক্ষিকার পথ সুগম হইবে। ইহাই ভারত বিধান। আমরা সভাপতি মহোদয়ের অতি-মতকে সর্বোৎসাহে সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনা অভ্যাসসাধ্যক ভূমিসম্পত্তিকে বঞ্চিতকি কৃষিক্ষিক্ষা দিতে পারিলেও, তাহাতে একদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নতির বিশেষ কিছু সাধনতা করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কৃষিক্ষিকার অন্য স্বতন্ত্রভাবে স্থল ও পাঠশালা স্থাপন না করিয়াও মার্কিনের উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের (Grammar Schools) অনুকরণে (এ সম্বন্ধে “কৃষি-সম্পদে” বহুবারই বিস্তৃত আলোচন রহিয়াছে।) আমাদের দেশের উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং প্রাথমিক পাঠশালা সমূহে কৃষিক্ষিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারিলেই আশাশ্রয় প্রকলনাতঃ খটিতে পারে। আমাদের কৃষি-প্রাণ-দেশের শিক্ষার্থীদেরই মোটামুটিভাবে কৃষিক্ষিক্ষা করা সম্ভব।

প্রাথমিক শিক্ষার কৃষিক্ষিক্ষার ব্যবস্থা

৩০শে জুন পর্য্যন্ত

রহিলে, এ দেশের সাধারণ কৃষিদেগেরও শিক্ষার প্রতি-মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। এ দেশের সাধারণ কৃষকেরা তাহাদের সম্ভান-কিসের জ্ঞান, ইতিহাস ও পণ্য ইত্যাদি খামখেয়ালিতে ভুলিতে দেবেই নাকি নহে; কারণ, তাহাতে তাহাদের প্রত্যেক ফলস্বাদের জন্যে অধিক উন্নতি-প্রতির সভাবনা বৃদ্ধি হয়। এই কল্পই এদেশের অশিক্ষিত কৃষক-দেগের শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে হইলে তাহাদিগকে তাহাদের নিজের লক্ষ লক্ষক দেখাইয়া দিতে হইবে; অর্থাৎ অল্প বয়সে কৃষকসন্তানদেরও, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়াই, শ্রমোৎপাদনে কিরূপ তাহাদের সহায়তা করিয়া আরের পরিচালনা-বুদ্ধি করিতে পারিবে; তাহা তাহাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। যদি, তাহারা শিক্ষার এই উপকারিতার বিষয় সম্যকরূপে বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের সম্ভানদেগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবে না। এ দেশের কৃষক-দেগের অধিকাংশই পরস্পর ব্যয় করিয়া সম্ভানের শিক্ষা দিতে সমর্থ নহে। এমনভাবে শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে না পারিলে, পুত্রের শিক্ষার জন্য খরচাসাধ্য ব্যয় করিতে তাহারা সম্মত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কৃষক-দেগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে, দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে (১) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, (২) কৃষকদেগকে শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া এবং (৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষার উপায় নির্ধারণ—প্রথমতঃ এই তিনটি বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। কৃষকদেগের উন্নতি কল্পে—তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিতারোদ্দেশ্যে ইহাই আমাদের প্রধান কর্তব্য।

সার ক্লড হিল মহোদয়ের প্রস্তাবজ্ঞায়া প্রত্যেক জেলায় এক একটি করিয়া উচ্চ কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঐ সকল ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

বিদ্যালয়ের পাঠকরা ছাত্রেরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। চাকরি-জুটিবার আলোচন-রহিলে, কোনও কৃষি-বিদ্যালয়েই ছাত্রের অভাব হইবে না। এই হিসাবে, আমরা প্রত্যেক জেলায় এক একটি উচ্চ কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষপাতী। কিন্তু ঐরূপ বিদ্যালয়-সংলগ্ন ভূমিতে এক একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের সংস্থা বৃদ্ধি করা। এমনভাবে প্রত্যেক জেলায় এক একটি বিদ্যালয়-সংলগ্ন আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপিত হইলে, কৃষিক্ষিক্ষার পথ সুগম হইবারই বিলম্ব সভাবনা রহিয়াছে।

কঃ সঃ।

জম্মীনের কৃষি

বিভাগের জনৈক ভূতপূর্ব কর্মচারী লিখিয়াছেন, বিগত ৩০ বৎসরে জম্মীনের লোকসংখ্যা ৪,৮০,০০,০০০ হইতে ৬,৭০,০০,০০০ হইয়াছে। কিন্তু চাষীজমির পরিমাণ ৩০ বৎসর পূর্বেও বাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। জম্মীনি বর্ধিত ২ কোটি লোকের উদয়পুষ্টির ব্যবস্থা করিল কিরূপে? কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করিয়াই জম্মীনি অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্বে জম্মীণীতে প্রতি বিঘার মত মাত্র উৎপন্ন হইত, ইংলণ্ডে তাহা অপেক্ষা মতকরা ৫০ ভাগ বেশী হইত। কিন্তু এই ২৫ বৎসরে জম্মীণের কৃষি-বিজ্ঞানের এমন উন্নতি করিয়াছে যে, এখন সর্বোপেক্ষা বিঘা প্রতি মতকরা ৭০ ভাগ অধিক মত উৎপাদন করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, যে সকল জমিতে পূর্বে নিকট মত উৎপন্ন হইত, সেই সকল জমির উৎকর্ষসাধন করিয়া তাহাতে মূল্যবান মত উৎপাদন করিতেছে। ১০ জমি অধিকতর উৎকর্ষ করিয়া ও কৃষির উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া, জম্মীনি ২৫ বৎসর

পূর্বে যত শক্ত উৎপন্ন করিত, এখন তাহার
বিপুল শক্ত উৎপাদন করিতেছে। লোকসংখ্যা
দেখা হইয়াছে যে, কিন্তু উৎপন্ন শক্তের
পরিমাণ বিপুল হইয়াছে। সুতরাং, জর্জরিত
আহারের জন্ত যত শক্ত প্রয়োজন, তাহা
কর্ম্মক্ষেত্রেই অসিদ্ধে। অধিকন্তু, উৎপন্ন
আহার্য্য দ্রব্যও অল্প দেশে রপ্তানি করিতে
সমর্থ হইতেছে।

জর্জরিত কৃষির এমন উন্নতি করিয়াছে যে,
ইংলণ্ডে প্রতি ৩০০ বিঘার ৬ জন লোক কাজ
করে, জর্জরিতে ১৮ জন করিয়া থাকে।
ইংলণ্ডে ৩০০ বিঘার উৎপন্ন শক্তে ৪৫ জন
৫০ জনের আহার্য্য বোটে; কিন্তু জর্জরিতে
১০ হইতে ১৫ জনের আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ
হয়। কৃষির উন্নতি কয়তেই জর্জরী আজও
অনাহারে রক্ত হইয়া পড়ে নাই।

“সঙ্গীতবী।”

বঙ্গবাসী বলিয়াছেন, বিলাতের লোক
বাণিজ্য বাণিজ্য করিয়া ক্ষেপিয়া কৃষি
প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিল; তাহাতে যে তাহাদের
হরনশ্রী একচক্ষু-হরিণের জায় হইয়া আসিয়া-
ছিল, তাহা বৃষ্টিতে পারেন নাই। বর্তমান
মহাযুদ্ধ ঐ একচক্ষু হরিণের বোজা চোখ
ফুটাইয়া দিয়াছে। এখন ঠংরেজ বুদ্ধিগায়েন,
ব্যবসা বাণিজ্য যাহাই কর, বাটবির জন্ত
পেটের ভাত ঘরে তৈয়ারী করা চাই। অবাধ
বাণিজ্য আর সাগরে একাধিপত্যের অজুহাতে
—ঐদিকে অন্ধ হইয়া গেলে আর চলিবে
না। তাই এখন বিলাতময় চাবের হলুদুল
পড়িয়া গিয়াছে। বিলাতের “কটনাইটুলী
স্বিভিউ” পত্রে প্রফেসর জে, বি, ফার্থ এবিধ
খুব চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার
প্রবন্ধে মূলপ্রতিপাদ্য—ইংরেজ চায় একেবারে
ছাড়িয়া যে খুব পাপ করিয়াছে, তাহার
প্রায়শ্চিত্ত এখন হইতেছে; তবে এই প্রায়-

শ্চিত্তের ফলে ভবিষ্যতে ভাল হইবে। তিনি
এই সভ্য প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—A
nation which wilfully neglects the
plough, does so at the peril of its
existence.” অর্থাৎ যদি কোন জাতি চাবে
অবহেলা করে, তাহা হইলে সেজাতির অস্তিত্ব
রক্ষা হইবে হঠাৎ পড়ে। বাণিজ্য প্রধান ও
শীত প্রধান অর্থের ইংলণ্ডে কৃষিসম্বন্ধে যখন
এই কথা, তখন আমাদের এই প্রায় বাণিজ্য
হীন কৃষিপ্রধান “হুজলা-হুজলা সভ-ভামলা
উর্কর দেশের সম্বন্ধে আর কি কথা আছে?
ঐ কৃষি-লক্ষ্যকে অবহেলা করিয়াই আমরা
লক্ষ্যাহারা হইয়াছি। এমন ঐক্যবান ইংলণ্ড
যিনি বাণিজ্যের দ্বারা মহালক্ষ্মীমত্ত, তিনি
পর্যন্ত আজ দ্বারে তৈকিয়া কৃষির আগর
বুঝিতেছেন; পায়ে ঠেলা কৃষির—পাশের
প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন; আর আমরা—
কাহার প্রয়োচনার, কাহার মোহে সেই কৃষি-
সম্পদকে অবহেলা করিতেছি?

দোকানদারী।

দোকানদার বা ব্যবসায়ীর উন্নতি অবনতি
তাহার নিজের সৃষ্টি। কিন্তু হতাশ, অকৃত-
কার্য্য ব্যবসায়ী তাহা বলিতে চাহে না, সে
বলে যে, অপরে যে ব্যবসায়ের সৌভাগ্যলাভে
সমর্থ হইয়াছে, সে কেবল তাহার প্রকৃতির
জন্ত—তাহার অদৃষ্ট ভাল, সেই জন্ত তাহার
ব্যবসায় লাভবান হইয়াছে। কিন্তু যাহারা কৃত-
কার্য্য হইয়া বড় ব্যবসায়ী হইয়াছে, তাহারা
বলে যে, বড় কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলান
সেই জন্ত পরমেশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন।

পাশ্চাত্য এবং আমেরিকান অভিজ্ঞ
ব্যক্তিগণ দেখাইয়াছেন যে, Go ahead
thinking and acting men win in

বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য এখন লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

success. যাহারা খুব বড় একটা আশা
লইয়া, তাহাই সকল করিবার মত প্রাণপণে
চেষ্টা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন,
তাহারাই প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্যলাভে সকল
কাম হইবে।

প্রত্যেক কাম্যকার সকল করিবার পশ্চাতে
হইলী অতি অপরিহার্য্য গুণ থাকি আবশ্যক,
মধ্যে কৃতকার্য্য হওরা যায় না। অধ্যবসায়
এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যাহার এই দুইটি গুণের
অভাব, সে কখন ব্যবসায় বা দোকান করিয়া
সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয় না। সেইজন্য
আমেরিকান অভিজ্ঞগণ বলিয়াছেন, “Two
simple qualification must be behind
every success—Energy and in-
telligence. Men who work and
think are the kind who make for
progress. Laziness won't trouble
to think—stupidity can't”.

এ দেশের ব্যবসায়ীর এমন গুণের অভাব।
উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু সংকল্পিত
আকাঙ্ক্ষা সকল করিবার মত চেষ্টা নাই,
তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তখন মৌলিক অভিনব
পন্থা আবিষ্কার করিবার মত চিন্তাশীলতা নাই।
কাজ করে, অগ্রকরণ করে, কিন্তু তজ্জন্য
কোন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা নাই। যেন
কোনরূপে দিনগত পাপক্ষর। যেন কিছু না
করিলে নয়, তাই কিছু করিয়াছে, এমনই
ভাবে কাজ করিয়া যাইতে চায় এইজন্য
এদেশের ব্যবসায়ীর অবস্থার উন্নতি হয় না।

একেবারে নিঃসবল অবস্থা হইতে দ্বীপ
অধ্যবসায় সাহস এবং মৌলিক উপায় দ্বারা
আমেরিকা এবং ইউরোপের ব্যবসায়ীগণ

যেমন বসন্তের হইয়া আসেন, তেমনি এদেশে দেখা যায় না। কারণ অসুস্থ্য ছিলে শ্রম করা, দেশের দোকানদাররাই অর্থ সেকেন্দ্রে চাল ছাড়িয়া আধুনিক নুতন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে চাহে না। প্রায় গড়ে সাধারণ দোকানদার দোকানের চারিদিকে পুরনো সাআইরা পথিকের সুখপায়ে তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আধুনিক যে এই পদ্ধতি অপেক্ষা বহু অধিক পছন্দ, বাহা নিতাই নুতন আবিষ্কৃত হইতেছে, ইহারা তাহার সংবাদও রাখে না এবং তখন এক কপর্দকও ব্যয় করিতে চাহে না। আবার বাহারা একটু শিক্ষিত, তাহারা চাল ছরত, রাধিরা আধুনিক পছন্দ বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা কার্য করিতে চাহিলেও বড় বিলাসী, বড় প্রম কাড়র, নিজে হাতে, নিজে ভাবিতে চিন্তিতে নাহয়। লোকজন রাধিরা মূলধন ব্যয় করিয়া কোনরূপে তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদে একটু ধুলা শুদ্ধা না লাগে, এমন কেউ ছরত হইয়া বসিবার জন্য বস ব্যাকুল বা ব্যস্ত বা চিন্তিত, তেমনি ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা বা চিন্তিততাব দেখা যায় না।

কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য জগৎবিখ্যাত ব্যবসায়ী যথা লিপটন, হোয়াইটলি, লারনস প্রভৃতির ব্যবসায়ের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, একেবারেই মূলধন হীন হইয়া-খীর কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা হৃদয় সাহস এবং অধ্যবসার শুধেই অতিক্রম ব্যবসায় হইতে প্রকৃত অর্থ উপার্জন করিয়া জগতে আদর্শ ব্যবসায়ী নামে অভিহিত হইতে পারিয়াছিলেন। এদেশেও স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল, বনামধন্য মহেন্দ্র চট্টাচার্য, প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ বিলাসশূন্য সদাসিদ্ধে অবস্থা হইতেই সিদ্ধকাম হইয়া আজ আসল ও সৎ ব্যবসায়ী নামে পরিচিত হইতে পারিয়াছেন। “Suc-

cess treads on the heels of every right effort.” যেখানে সাহস কাণ্ডে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রকৃত আত্মিক এবং বসন্ত চেষ্টা করিয়াছে সেই স্থানেই সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাই বলিতে-ছিলাম, সাধনার সিদ্ধিলাভের মত কঠোর চেষ্টা এদেশের দোকানদারের নাই। সেটজন্য গমেশ উল্লেখিয়া যায়। এ অর্থের ঘোষণা নয়, আর সোভাগ্যের কথা নয়। জগতে অর্থের অভাব নাই, জনতে যে কত ধন তাহার ইহুতাই হইতে পারে না, ঐকান্তিক বাসনা থাকিলে তাহা লাভের জন্য জনতের প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ঠাড়াইতে পারিলেই কুশিও সেই ধনের অংশ পাইতে যে কেন পারিবে না তাহা বুঝিতে পারি না। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত যুদ্ধিতে হইলে অসাধারণ ধনের বল, অসাধারণ প্রবলীলতা, বৌলিক গবেষণা, অসাধারণ অধ্যবসার এবং নিজ স্বপ্ন স্বচ্ছন্দতার অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইতে পারা যায়। এদেশের দোকানদারগণের সেই সকল গুণ আছে কি? একথা জিজ্ঞাসা করা কি অনায়াস?

কাঃ সং।

এক শিশি আতরের আত্মকাহিনী।

(১)

আগে আমার নাম ছিল মধু; সে অনেক দিনের কথা, যখন একদিন বসন্ত সারাক্ষর মুহু বাতাসে আমি ফুলের বৃকে শুইয়াছিলাম, রাতে চন্দ্রালোক ফুলের অঙ্গ প্রাণিত করিতে-ছিল, সারা রজনী যৌমাছি ও একটা কাল ভ্রমর আমাকে তাহাদের অঙ্গকারময় ডাঙারে জমা করিবার জন্য তনুতনু রবে মিনতি

জানাইয়াছিল। তাহার পর বিগত রজনীর মায় আমার সে সুখনিশি প্রত্যাহ হইলো ঠিক সম্পূর্ণ প্রত্যাহও নয়, বসিতে গেলে যথারাসি, আমি একটা পায়ে আহরিত হইলাম; তাহার পরে কয়েকদিন নানা স্থলভ্রমণে মধ্য দিরা, কখনও তাপ সহিরা, কখনও শিশিরে সজীব হইয়া আমি রূপান্তরিত হইলাম, তখন আমার বৌবনাবস্থা, স্নানেরও পরিবর্তন হইল, নুতন গাম হইল “অভির”, তাগো বৌমাছি লইয়া যায় নাই। এ সকল নামের পরিবর্তন সকলেরই হয়, ছেলেবেলায় খোকা, কুতো, পুটেই, বড় হইলে ধনীত, প্রত্যাহ, কুড়ী, বাদিই বড় হইলে স্বর্ণলতা, বনশোভা।

কয়েকদিন পরে আমাকে নামারূপ দান বড় জড়াইরা বাঁধিয়া ছাঁদিরা বেশ কোথাও গমনোপযোগী করা হইল, একদিন সকালে আতাউল সাহেব তাঁর প্রকাণ্ড কোলার মধ্যে ভরিয়া আমাকে পুঠে লইল, আমি গাজীপুর পরিত্যাগ করিব; করিমা বিবি দয়দর দ্বারা অশ্রু মুছিয়া স্বামী ও তৎসহ আমাকে বিদায় দিল।

আমরা কলিকাতার আসিলাম, আহা কি কলিকাতা, বুঝি উজ্জ্বল অমরাবতীর আদর্শ কলিকাতা গঠিত হইয়াছিল। আমি আতা-সাহেবের কোলাতে থাকিয়া কত বড় লোকের বাড়িতে গেলাম, সে সব কি সুন্দর বাড়ী, এমন বাড়ী আমাদের গাজীপুরে ছিল না, কত ধনী, তাহার হীরকাসুন্দরী মণ্ডিত অঙ্গুলী দিরা আমাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, কেহ বা বলিলেন, “এটাও মন্দ নয়।” কেহ বলিলেন, “এরও গন্ধ ভাল?” কিন্তু বুঝি ঠিক মনের মত হইলাম না, তাই আমি ধীরে ধীরে স্থান পাইলাম না।

একদিন শারদীয় প্রত্যাহে একটা পুরাতন অট্টালিকার দ্বারে আমরা উপস্থিত হইলাম,

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

(২)

এক বুধ পূর্ব আবার আদর করিয়া তুলিয়া লটলেন, এতদিনের পর আবার ভাগা নিরুপিত হইল। সারাদিন একটা টেনিসের টিপস একরাশি কাগজের পাশে পড়িয়া রছিল। সন্ধ্যার সময় ভীতের পকেটে বসিয়া ভীত বস্তুরাঙ্গী পেল। রাজি ১০টার সময় এক জটপুট, সামান্য, ভাঙ্গিয়া বসতী লক্ষ্যনত বুধে আসিয়া ভীতের কাছে বসিলেন, তিনি পকেট হইতে আমার ব্যতির করিয়া পড়ীর বস্তুরাঙ্গী ওটকোটী রাখাটরা দিয়া ভীতের কোমল করতলে আমার উপহার দিলেন।

ভীতের পরে সে বুধতী আমার বড় খরচ করে নাই, কত আদরে আমার একটা হাত-বাক্সে তুলিয়া রাখিয়াছিল। দিনের পর দিন বার, সে বুধক প্রৌঢ় হইয়া স্বর্ণে গেলেন। বুধতী বুদ্ধা লটলেন, বিধবা মৃত্যুর করেকদিন পূর্বে সব ছোট সন্তানটার জন্ত বড় কাতর হইলেন, প্রভু হিতোপদেশ দিতেন, একদিন নলিনকে ডাকিয়া আমার তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, “এই দেখিলেই মনে করিও, আমি স্বর্ণে বসিয়া তোমার সব কাজ দেখিতেছি, অন্যায় করিলে আর আমার দেখিতে পাবে না, নয়তো স্বর্ণে আবার পুনর্জন্ম হবে।” পরদিন বড়বউ ও বড় ছেলেকে ডাকিয়া তাহাদের হাতে নলিনের হাত সঁপিরা দিয়া বলিলেন, “যেমন কল্প, বিহু, ভেমনি নলিন তোমাদের হ'ল; আমার বড় আদরের ছেলেকে যেন অবস্থ করো না। প্রতিজ্ঞা কর।”

বউ এক গলা বোমটা দিয়া বলিল, “কখনও কি ভিন্নভাবে করেছি না? কনী বিহু চেরে আমি নলিনকে বেশী ভালবাসি।” আর অক্ষর চক্ষের অবস্থাতে হুহুতে বলিল, “মাগো, আমাদের ছেড়ে যেও না। নলিনকে আমরা বুকে করে রাখব।”

মার মৃত্যুর পরে নলিন দেখিল, জগতটা বড় সহজ আরগী নহে, হঠাৎ যেন পটি পরি-বর্তনের মত বৌদিদির মেজাজটার একবারেই পরিবর্তন হইয়াছে। সে কি এই বার বৎসর ঘুমাইয়াছিল? কই, বউদিদির এতাব তো একদিনও দেখে নাই। কই তুল হইতে আসিয়া কত গুটা সন্দেশ পায়, নলিন হুটা সন্দেশের কড়কড়ে ভাঙ বার, বাইতে বসিয়া কনী মাহের মুড়া পায়, নলিন চাকরদের কুচো মাই একটা পায়। কনীর ভাল ভাল কাপড় জামা আসে, বউদিদি যলেন; নলিনের মত কাপড় হিঁড়িতে কেউ পায় না, তাই বোটা কাপড় কিনে দিই। তাই কি সত্য? এসব ছোট কথা আন্তের নজরে পড়ে না, কিন্তু নলিন সব খুঁজাটীগুলি জড় করিয়া রাখে বিছানার শুইরা চক্ষের জল ফেলে।

অজয় পিতৃধনের অংশীদারকে যে মেহ-চক্ষে দেখিবে না, তাহাতে তাহার আশ্রয় কি? আদালতে যে সব মোকদ্দমা উঠে, তাহার এক সিকি ভাগ তাই তাই বিষয় লইয়া মোকদ্দমা; অজয় মার মৃত্যুর পরে এক বৎসর না বাইতেই স্থির সিদ্ধান্ত করিল, “নলিন বড় বোকা, কুঁড়ে, পড়ার অমনোযোগী, গুরু জনের অবাধ্য এবং হুট। সুতরাং মিছে টাকা খরচ করা কেন, তুল ছাড়াইয়া ছোট ছেলে-দের বরং দেখিলে কাজ হয়; বুড়া বিটা একলা এতগুলো ছেলেকে তো আর দেখিতে পায় না। কাজেও তাহাই হইল।

প্রথম প্রথম নলিন আপন পূর্বাভাস মত কিছুতেই মনে করিতে পারিত না, যে সে এলসারের কেহ নহে, সেজন্য সে অনেক প্রহার খাইত, অনেক গালি সহিত। ক্রমে যখন বুঝিল, তখন সে সুকবির ও সহিষ্ণুতার জীবন্ত প্রতিবৃদ্ধি হইয়া এই সংসারে অবস্থান করিতে লাগিল।

একদিন কনীর সহিত বিবাহ হইয়াছে, নলিন বসে বসিয়া বসিন্মুখে কি যেন একটা জিহিল লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিতেছিল, কনীর লিপি ইচ্ছা আসিয়া বলিল, “তোমার হাতে কি রে দেখি?” নলিন কাপড়ে লুকাইতে গেল হ তো আঁড়িবারই কথা, জোর করিয়া হাত ধরিতা টানিতেই যখন বিচিত্র কাচের-নিশিতে আঁমাকে দেখিল, তখনই চিত্কার করিয়া বলিল, “এ আঁড়ির লিপি কোথায় গেলি? এ নিশির আঁড়ি? বিরের পরে কত কি সব পেরেছি, আমার নইও নই, তুই কখন একটা চুরি রেখেছিস।”

তার পরে আমার লইতে কত তুল কাও হইল, বউদিদির অজল গালিতে ও অজয়ের দারুণ প্রহারেও বালক আঁড়ি বন্ধ হইত করিল না, শেষে অজয় বলিলেন, “যদি ভাল চা'স, তবে চুরি থােকার করে, ইচ্ছা আঁড়ির ফিরিয়ে দে, নয়তো আমার বাড়ী হ'তে এখনি দূর হয়ে যা'। না আজ ছবৎসর মারা গিরে-ছেন, তিনি তো'কে আঁড়ির দিরেছেন, আর তুই সেই জিনিস বন্ধ করে তুলে রেখেছিস, এ একটা কথাই নয়।”

তাহার পরে যখন আকাশে দামিনী চমকাইতেছিল, ও বড় বড় ফেঁটার বৃষ্টি পড়িতেছিল, বাহিরে হুর্ডে অন্ধকার, তখন অজয় নলিনের হাত ধরিয়া জোর করিয়া বাহির করিয়া দিল।

বালক কিছুক্ষণ দ্বারের কাছে বসিয়া রহিল, আঁমাকে বাহির করিয়া অজল চুমন করিল, তখন আমার এত আহ্লাদ হইতেছিল যে যদি আমি সচল হইতাম, তবে হুইহাতে তাহাকে বন্ধে আলিঙ্গন করিতাম। সেদিন আর নলিন বাড়ী বাইতে চেষ্টা করিল না, বীর বালক করবোড়ে ভগবানের ও মাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া পড়ীর অন্ধকারে সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কাৰেবৰ লোক, কলিকাতা, সেপ্টেম্বৰ, মন ১৯১৭।

তাহার পরে কি হইল, ভোমরা বোধ
হয় মনে করিতেছ, সে রাতের ভিলা করিয়া
বিড়ী খাইয়া একটা বড়বাড়ারে পাটকাটা
হইল, এমন হলে তাহাই হয়-বটে, কিন্তু
শিতাবাতার প্রভি বাহার ঢাকি থাকে,
তগবানে বাহার কিরাস থাকে, সে তাহা হয়
না। হুঃঃ দ্বালবের নিকা, হুঃঃ উরতির
সোপান, করুটা ধনীসতান বাহুর হয় ? কিন্তু
ধনবানের বাংলাবীহীতে হুঃঃের কুরি কুরি
মুঠাক আছে। নগিন পাটকাটা হয়, নাই,
বাহুর হইল, পরে রিবুজ আছে।

(0)

যে বলে ছেলেবেলার সুবিধা হয় নাই বলিয়া দেখাপড়া করিতে পারিলাম না, আমি বলি, সে তা'র কোন অবস্থা বা ঘটনার দোষ নহে, দোষ তা'র নিজের। কলিকাতা মহানগরীতে শিক্ষার শত সুবিধা রহিয়াছে, অল্পবয়স্ক শিশু: বালকেরা হেলার সেদিন কারার, বড় হইয়া যখন কেরানীজীবনে অথবা দরিদ্রতার নিম্পোষিত হয়, তখন বড় কষ্টানুভব করে, অথচ সে বিবেককে বুঝাইবার অস্ত্র বাহা হয় একটা বলে। বিবেক মানবের বড় ভঁসি-গ্রহরী, যে কোন দুর্ভাগ্য করিতে বাও, বিবেক আগে জ্বরে জ্বরে জ্বরে থাকা দিবে, তখন তাহাকে বাণ হয়, একটা কিছু কৈফিয়ত না দিলে নয়, তাই বাহা হউক, একটা বলিয়া বুঝাইতে হয়। নলিন কোন ধনীর গৃহে সকালে সন্ধ্যায় কাজ করিত, বিনিময়ে খাইতে পাইত, ক্রীতে স্থলে পড়িত, এইরূপে বয়স ও শিক্ষার উন্নতি হইলে সে বাজার সরকারী ছাড়িগা মাষ্টারী আরম্ভ করিল। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া প্রথমে চাকরী পরে ব্যবসা আরম্ভ করিল। দীনহুণী নলিনের আজ ধনবানের লীলা রহিল না।

নলিনের এখন পাগালে একটি কারাবাস

হুটরাছে। সেইখানে একখানি কুমার বাংলার
নসির থাকেন। আমি এখন নসিরের সচর,
বিশনে দারিদ্রে বে আবার পরিত্যাগ করে
নাই, সম্পদে হুবেও সে আবার পরিত্যাগ
করিল না। লোকে বলে অদৃষ্ট চক্রবৎ
বুরিতেছে; একবার হুখ, একবার হুখ
আমিতেছে, বুরি ইহা শুধু বাহুরের জ্ঞান নহে,
বহুরও আছে, বাহুরের মত সকল পদার্থেরই
দশদশা আছে, একদিন আমি নসিরের কাঠের
বাঁকে অন্ধকারের গহবরে পুরাতন একটা
বাড়ীতে পড়িয়াছিলাম। আর আর
আবার বড়ই হুখ। কলবাগানের পারে
বড় বৈঠকখানায় ভাল গ্লাসকেপে, রক্ত-
নির্শিত ডিসের উপর, কার্পাসজাত পুষ্পের
দানা গলার দিরা, আমি এখন দর্শকের মনো-
বোগ আকর্ষণ করিতেছি, আবার হুখের সীমা
নাই।

অজরের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার আবার
করেকটি পোষ্য নলিনের গলায় পড়িয়াছে।

(8)

একদিন ছুপুরবেলা নলিনের মেয়ে লিলি
বাগাণ্ডার খেলিতেছে, নলিনের চাপরাশী কি
করিতে আসিয়াছিল, সে কয়েকটা ধাপ পার
হইয়া লিলিকে বলিল, “দিদিজি ! মেরা বাপু
কান্বে বহুত দরদ হুয়া থা, বুডা আদমী
মাতবে করদম শোনে নেই সক্তা ! মেহের
বানী করকে জেরা দাওয়াই দিজিয়ে ।”

লিলি একটা প্রধান ডাক্তারের মত গভীর
 মুখে যোগের অবস্থা জানিল, পরে খানিক
 দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, হঠাৎ তাহার মনে হইল,
 পাচ আতর দিলে কানের পুঁজ সারে, বালিকা
 চকিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বাবার প্রাণ-
 কেনে একটা পুরাতন আতর আছে, একটা
 শিশিতে করেকোটো চািলিয়া দিয়া বলিল,
 "ইরে বড়ো আচ্ছা নাওরাই হার, তোমলোক

উনকা কান্দুনে জেরাসে ডার দেও, আছা হো
বাগা।” কুহক চাপরানী বলিল, “বহুত হক্কর
আবি আজি তেজ দেগা।”

আবার আমি পাকিস্তে চড়িয়া পানিপুত্র
চলিলাম, সে কি স্থখ, প্রবাস হইতে আগত
আমি যেনে বসিয়া দেখিতেছি, যেন শিত
নাহ ওলি নাখা নাড়িয়া আমার ডাকিতেছে,
পুরাতন পুখ-বাটের অনেক শত্রিকর্জন হইয়াছে,
কয়েকটা নূতন বালুকার রাস্তা, কয়েকটা
নূতন পাথরের বাড়ী আমার অচেনা-বোধ
হইল।

ক্রমে আমি পোটশিয়নের হাতে আমার
ঠিকানায় আসিয়া পৌছলাম, এবং আমার
বড় পরিচিত কুতীর, এবং আমার বড় সাধের
অন্নখান। জাহা কে জানে, আমার এমন ক'রে
ঘরে ফিরে আসবো, না অন্নকুঠি। আমার কি
সন্তানকে কোলে তুলে নিলি ?

সন্ধ্যাবেলা একটা অপরিচিতা যুবতী' এক
 বৃদ্ধের কাছে আমার চালিয়া দিল, বৃদ্ধ কিছুক্ষণ
 পরে বলিল, বড়ি আছে। দাওয়ারই হার,
 হামারা শোখার ছোট বাতা। একি ! এয়ে আতা-
 উল্লার কঠোর, বার্ককা নিবকন আমি চিনিতে
 পারি নাই, তাঁহার ক্র দাড়ি সব পাকিয়া
 গিয়াছে। আমি দস্তা ! আমি দস্তা ! আজ আতা-
 উল্লার কট নিবারণ করিতে আমি তাহার ঘরে
 কিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বড় হুংহ বে, আমার
 বার্ককা নিবকন সাহেব আমার চিনিল না ।

তাহাদের ধরেও অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহারা আত্মের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছিল, করিমাবিবি এখন নাই, নূতন নূতন অনেকগুলি অচেনা মুখ দেখেলাম।

আমার জীবনে আমি অনেক গুলি সংকার্য
করিলাম, অনেক অনেক মানুষ জন্মাবধি কেবল
অমং কর্মই করিমা বার, বাক্যে, কার্যে, ব্যব-

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা ছিল, আর নইব না।

হারের! তাহার জুলনার আমি টের ভাল,
আমার আঁতের জীবন আম বড়।

সমাপ্ত।

শ্রীহেমলিনী বসু।

সিদ্দলা বাতীর পত্র।

—:—

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আমি কোন উপায়ের না দেখিয়া তাহাই
বীকার করিলাম, অতঃপর তিনি আর একটি
ভুললোকের নিকট লইয়া গেলেন, এবং আমার
একটি চাকুরী করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে
বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ইনি করেন
আকিসের সুজাত্ত বিভাগের বড় বাবু, ইনি
এখানে ৩০০ মত টাকা বেতন পান, ঐ
আকিসে ইহার বেশ প্রতিপত্তি আছে, তাহার
নাম শ্রীযুক্ত রাধানাথ বসু। আমার এতাদৃশ
অবস্থা শুনিয়া এই কার্যে কুলোত্তম বসু
মহাশয়ের দ্বারা নরার সকার হইল। তিনি
বলিলেন, আপনার কোন কার্যে পারদর্শিতা
আছে? আমি বলিলাম, ভবদীর বিভাগের সমস্ত
কার্যেই আমার বিশেষ দক্ষতা আছে, ইহা
শুনিয়া তিনিই বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং
বলিলেন, আপনি কল্যাণ বেলা ১১টার সময়
আমার আকিসে সাক্ষাৎ করিবেন, অতঃপর
মত এইখানেই অবস্থান করুন। আমি এই
মহাপ্রভব রাধানাথ বাবুর কথার আশ্রিত হইয়া
নিশ্চিন্ত হইলাম। অতঃপর সে রাত্রিটো
একরূপে এই মহামায়ার মন্দিরে কাটিয়া
গেল।

পূরমিবস প্রভাতে গাত্রোথান করিলাম।
এখানে ৫টার পূর্বেই বেশ কর্ণা হইয়া যায়।
কিন্তু পুরোহিত মহাশয় ইতিপূর্বে বলিয়া-
ছিলেন যে, হৃদ্যোদয় না হইলে ঘরের দ্বার

উন্মোচিত করিবেন না, কারণ এখানে ভরান
ঠাণ্ডা, তাই আমি উত্তীর্ণ হই বটে, কিন্তু
কিছুক্ষণ পরোপরি বলিয়া বহিলাম। অতঃপর
দেখিলাম, বখন দিবাকর কিরণ জ্যোতিঃ
আমাদের ঘরের ছিন্নপথ অভিক্রম করিয়া
ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আমি বাহিরে
আসিলাম এবং কালীবাড়ির চতুর্পার্শ্ব পথে
একটু ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, পূর্বেই বলি-
য়াছি এই কালীবাড়ী সিদ্দলার এক অতি উচ্চ
শিখরে অবস্থিত এবং এখানে হইতে নিরন্তর
বহুদূর পর্যন্ত লক্ষিত হয়; তাই আমি নির-
মিকে দৃষ্টি করিলাম, কিন্তু তখন নিরন্তর
সমস্তই ভূমিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে; তখনও
তখন আমি তথায় পৌঁছায় নাই। এদিকে
মত বেলা হইতে লাগিল, ক্রমশঃ ততই বৃষ্টি
লতাদি, পথ মাঠ ও গৃহাদি সমস্তই স্পষ্ট
লক্ষিত হইতে লাগিল। এখানকার প্রকৃতির
শোভা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। আমি এই
সকল অপূর্ণ শোভা সম্বর্ণন করিয়া একেবারে
বিমোহিত হইয়াছিলাম। আমি বখন কালী
বাড়ীতে করিয়া আসিলাম, তখন পুরোহিত
মহাশয় চা পান করিতেছিলেন, আমার
আগমনে তিনি মহারাজকে আর এক
কাপ চা দিতে আদেশ করিলেন। আমরা চা
পান করিয়া মায়ের চণ্ডীমন্ডপে বসিয়া নানা
প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলাম।
পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, যাক্ আপনার
একটা উপায় হইয়া গেল। বাহা হউক, আপনি
প্রতি রবিবারে এখানে আসিতে জুলিবেন না।
আমি বলিলাম, মায়ের শাস্তির চরণ দর্শন
এবং ভবাদৃশ মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ প্রতি
রবিবার কেন, প্রত্যহই বাঞ্ছনীয়।

বেলা ১০টা বাজিয়াছে, একটি লোক
আসিয়া আমাকে বলিল, “করেন আকিসের
বড় বাবু আপনাকে আকিসে লইয়া বাইবার
জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন,” আমি তৎক্ষণাৎ

বাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু পুরোহিত
মহাশয় আহ্বানের জন্য জেদ করিতে লাগিলেন,
তিনি বলিলেন “আহার না করিয়া বাওয়া
হইবে না। অবশেষে তাহাই হইল, লোকটিকে
একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি
আহারাদি শেষ করিয়া লইলাম। অতঃপর
আমার পুত্রটো আমার সহিত বাইবার জন্য
আগ্রহ প্রকাশ করিল। সে আমাকে হাড়া
একমতও থাকিতে পারে না। বাহা হউক,
আমাদের উভয়েরই বাওয়া সাব্যস্ত হইল।
আমি প্রথমে মা আনন্দময়ীর চরণে প্রণিপাত
পূর্বক পুরোহিত মহাশয়ের নিকট বিদায়
গ্রহণ করিয়া আমরা পিতাপুত্রে সেই লোকটির
সমভিব্যাহারে করণ আকিসমুখে বাজা
করিলাম। প্রথমে কালীবাড়ী হইতে বাহির
হইয়া একটি বর প্রস্তুত রাত্রে ক্রমে নিরন্তর
আকিসা বাকিরা অপর একটি অপেক্ষাকৃত
প্রস্তুত রাত্তর আসিয়া মিলিত হইয়াছে।
আমরা বরাবর সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছি।
পথের উত্তর পার্শ্বে কোথাও গগনম্পর্শী
পর্বতমালা, তত্স্থপরি অসংখ্য পাদপরাজী
বিরাজ করিতেছে, কোথাও বা বর
নির পাহাড়, তত্স্থপরি সাহেবদের গৃহাদি
লক্ষিত হইতেছে, আবার কোথাও
নানা জাতীয় পুষ্প বৃক্ষ শোভা পাইতেছে।
এইরূপে আমরা প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া
বাম দিকে আর একটি ছোট রাত্তর অবতরণ
করিলাম, এ রাত্তরটো ক্রমশঃ নিরন্তর
হইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা এই
রাত্তর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি
ভোরণ দ্বার পাইলাম। ভিতরে প্রবেশ
করিয়া দেখিলাম, একটি নানা জাতীয়
পাদপরাজী পরিশোভিত প্রকাণ্ড উদ্যান।
ইহার মধ্যে মধ্যে এক একটি লতাকুণ্ড,
তাহার চতুর্পার্শ্বে বেত, পীত, নীল, লোহিত
প্রভৃতি নানা বর্ণের পুষ্পসকল প্রসুত হইয়া

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের অঙ্ক ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

ব উদ্যোগে আয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে। কোম্পানী বা কলিকাতা কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপে যিনি সুনিয়মিত বাস্তব নিয়ন্ত্রণ হইতেছে, ইত্যদিত যের ইচ্ছার পোতা স্বাধীন রক্ষিত হইয়াছে। এই উদ্যোগের ঠিক বদান্ধলে এক প্রকার লোভিত বর্ণের জিভল কটীলিকা বিরাজ করিতেছে। ইহাই করণে আকিস নামে অভিহিত। প্রায়ত গভর্ণমেন্টের সমস্ত রাজনৈতিক কার্য এই আকিস দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সেই লোকটী আমাকে বরাবর বড় বড় কারবার লইয়া গেল। তিনি আমার দেখিয়া আসেন এবং করিতে বলিলেন এবং একখানি দরখাস্ত লিখিতে আদেশ করিলেন। আমি নিত্যর দীন দীন পথের ভিখারী হইলেও দ্বাদশ ত্রয়ের উপর আমার বরাবরই একটা স্থা ছিল। দাতব্যতালুদী লোক কখন কখনে উন্নতি করিতে পারে না। এই ত্রয়ে দ্বাদশের অধ্যবসায় নষ্ট করে, কোন নতুন চেষ্টা থাকে না। যনের ভেদ করিয়া বায়ু পরোপকার যে অগভের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তাহা একবারে ভুলিয়া যায়। এমন একটি শ্রেষ্ঠ জীব প্রকৃত বহুবাহ্য হারাইয়া একেবারে অপদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু আমি ঘটনাচক্রে চালিত হইয়া এই দুই প্রকারে আসিয়া নিত্য অনিচ্ছা নতুন গোলাকী খাতার নাম লিখিয়াছিলাম। আমি বড় বাবুর কথামত একখানি দরখাস্ত লিখিলাম, তিনি স্বয়ং তাহা লইয়া সাতের নিকট বস্তু করাইয়া আনিলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া আকিসের ভিতর আসিয়া আমার কার্যের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং কয়েকজন আমার সহযোগী কর্মচারীর সহিত অলাপ করাইয়া দিলেন। আমি রাখাণ বাবুর এই বদান্ধতার বাস্তবিক মুদ্র হইয়াছিলাম। তিনি আরও বলিলেন, আপনার পুত্রের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, এখন আপনি আকিসে আসিবেন, তখন আপনার

পুত্র আমারই হইবে। বেরেনের জিকট থাকিলে। কলিকাতা চাকরী নম্বর অসংখ্য কল্যাণকে, তারার বাহিরে খেলা করিবে— বেশ থাকিবে কোন চিন্তা নাই। আমি বলিলাম, আপনার এই অনায়াস স্বপ্নগ্রহের জন্য ইহা আপনার বহন করিবেন।

কথনঃ।

ত্রীশক, মুখোপাধ্যায়।

বেকারের উপায়।

চাকরী আদ্য সহক লভ্য সহ এইরূপ কি কর্তব্যকলিতে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এখনও এই চাকরী লাভের প্রত্যাশায় বহু লোক বিস্তৃত প্রযত্নবিরহে সন্তানসমগত আপনাদের জাত ব্যবসায় জড়িত কলিকাতা প্রকৃতি বড় সহজে আসিতেছে এবং হতাশ হইয়া কলিকাতা বাই-তেছে। বর্তমান ভীষণ সময়ের জন্য সমস্ত কাজ কারবারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বহু পুরাতন লোকেরও চাকরী মিথ্যাছে, নতুন লোকেরও কথাই নাই। কিন্তু তাহার কারণ হতাশ হইলেও চাকরীর লক্ষ্য ভুলিতে পারে নাই। আশা, সময় হইলেই যে কোন একটা চাকরীতেই হুকিবে সুতরাং অন্য উপায়ে জীবিকা উপার্জনের বহু পদা দেখাইয়া দিলেও তাহাতে তাহার বড় প্রভা বা কর্ণপাত করে না, কাষে প্রত্যেক পক্ষিতে, প্রায়েই এখন বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সংসারকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে, ইহা সকলেই দেখিতেছেন। বাহ্যিক বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাহার চাকরী করিতে আসিবে যদি অদৃষ্ট ভাল হয়, তাহা হইলে ১০।১৫।২০ টাকা, মুদ্রকার জোর থাকিলে, দু'মু' দু'মু' দ্বিতে পারিলে হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি হিসাব করিয়া তারার আর ব্যয় দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর খাওয়াপাওয়া পোষাক পরিচ্ছন্ন ব্যয় সংস্থান করিয়া বাসে পাঠাই দিও। বাচাইয়া পুত্র পাঠাইতে হয়

না। হুড়ি টাকা বেরনের একটা চাকুরে বাবুর ব্যয় ধরিয়া দেখাইতেছি, বাবু যদি বেশেই থাকেন, তাহা হইলে চৌক পোয়া আলাদা একটা বিহানা পাড়িবার স্থান এবং খোলাকা বাবুকে বর্তমান সময় খুব সংক্ষেপে ১৩।১৪ টাকার কমে হয় না। নিজে রাখিয়া বাসা ভাড়া দিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক পড়ে। তাহার পরে খেঁচা, মিনতি, সিগারেট বিড়ি, চাকুরে বিশেষ, এই শ্রেণীর চাকুরে বাবুর সাবান চিকিৎসা ইত্যাদি না হইলে চলিবার উপায় থাকে না। সুতরাং খুব অল্প করিয়া ধরিলেও তদন্ত ৩ টাকার কমে হয় না। সুতরাং ১৫, ১৬ টাকা ব্যয় অনিবার্য। জলখাবার প্রভৃতি তত্ত্ব ধরিলেও ১০, মাসিক ২ টাকা এই বাবুকে ধরিলে ২০ টাকার বেশেনে মোট ১৮ টাকাই বাকি ব্যয় হইয়া যায়। অর্থাৎ ২ টাকার জন্য বিদেশে আসা। কিন্তু হতাশ্যা দেশের লোকে যদি অতি সামান্য মূলধন লইয়া দেশে অমী জায়গা লইয়া চাষ ও কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায় করে, তাহা হইলে অতি ক্ষুদ্র সংসার বাঁচা নির্বাহ হইয়া যায়। ইহা সুখের কথা নহে, সত্যই তাহাই হইয়া থাকে। এই সকল পদা দেখাইয়া আমরা "বেকারের উপায়" নামক একখানি পুস্তকও সাধারণকে দিয়াছিলাম। "কাজের লোকে" প্রত্যেক মাসেই এইরূপ বহু উপায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু কাহারও স্বাধীন জীবিকা অর্জনের ভেদন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না। এই সকল কারণে প্রত্যেক সংসারেই একের উপার্জনের উপর বেকারের আধিক্যতা হেতু দীনতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এ দেশের উচ্চাশা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশের সাধারণ শ্রেণীর লোকে কোন রূপে দুটা উদারের সংস্থান করিলেই কৃতার্থ, যে অবস্থায় থাকে, তাহাতেই সন্তুষ্ট—কিন্তু পাঁচটা দেশের কৃষকও এইরূপ উচ্চাশা বিনোদন আশা রাখে, এবং ধীরে অধ্যবসায়

বার্ষিক অর্জিত্য এখন লইয়া নষ্ট পূর্ণ মুদ্রা দিতে হইবে।

এক সাধারণ বসে প্রকৃতই সেই উচ্চাঙ্গ লাভ
করিয়া থাকে।

অর্থাৎ এই আমাদের প্রকৃত যোগ, সংবন
বিস্তারিত করা। আত্মনিগ্ৰহ ব্যক্তিগতভাবে
অর্থ-বাহুল্য করিতে হইবে, মূলধনের অভাবেই
আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিলাভ করিতে পারে
না। শুধু মূল সত্ত্বের বোঝাই দিয়া বেকা-
য়ের বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বেকার-
গণকে প্রাথমিক পদস্থাপনকিতা পরিচালনা
করিয়া কৃষা মাত্র সত্ত্বের অভ্যাস পরিচালনা
করিয়া দিওঁর জন্ত নিজেদের চেষ্টা করিতে
হইবে। দেশেই অল্প ব্যয়ে অল্প মূলধনে কার্য
আরম্ভ করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে,
তবে আমাদের কল্যাণের ভিত্তি সংস্থাপিত
হইবে।

ভেজালে সর্বনাশ।

ভেজালে দেশের সর্বনাশ হইতেছে, তাহা
কাহারও অবিস্মৃত নাই। হুত্রে, তৈলে,
মাখনে, চালে, ডালে, মসলায়, চিনিতে বাহাতেই
অসুস্থকান করুন, অর্থহীনতা শিশাচরণ
ভেজাল মিশাইয়া জাতি ধ্বংস এবং বাহ্যের
সর্বনাশ করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া
ধনবান হইয়া থাকে। আর অন্তরিকে নিরীহ
ব্যক্তিগণ নানা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত
হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
ধর্মাতাবের অভাবেই এই শ্রেণীর
নয়শিশাচরণের সুযোগ ঘটিয়াছে। সম্প্রতি
এই দুই সইয়া কলিকাতার মারোয়াড়ী এবং
হিন্দু মহলে বহা হুত্রে চলিতেছে, ইহা স্থানা-
জ্ঞের প্রকাশ করিয়াছি।

কলিকাতার বাহ্যেরকক ডাক্তার ক্রেক
ভেজাল খাত, সুত্রে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়া-
ছেন, আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ
করিতেছি।

পত্নী ককর মিউনিসিপালিটির খাত পরী-
ক্ষক ডাক্তারেরা ১১৪ রকম বি পরীক্ষা
করিয়াছেন। ৩৫ রকমেই বি এর মধ্যে পত্নী
করা ১০ হইতে ২০ ভাগ; ৫৫ রকম বিএর
মধ্যে পত্নী করা ২০ হইতে ৫০ ভাগ এবং ২৪
রকম বিএর মধ্যে পত্নী করা ৫০ এর বেশী
অধিক জন্ম ছিল।

মিঠাই প্রকৃতি কি রকম বিএ তৈয়ার হয়,
তাহা নিম্ন প্রকাশিত তালিকা পাঠ করিয়া
জানা হইবে।

১২১ রকম মিঠাই হইতে যে বি পাওয়া
গিয়াছে, তাহার ৪৫ রকম মিঠাইএর বিতে
পত্নী করা ১০ হইতে ২৫ ভাগ, ৪৫ রকমে
পত্নী করা ২৬ হইতে ৫০ ভাগ, ৩০ রকমে
৫০ ভাগের বেশী অধিক জন্ম পাওয়া
গিয়াছে।

করেক রকম মিঠাইএর হুতে হুতের লেব
মাত্র ছিল না। কেবলই চর্কি ছিল।

১৫০ রকম হুথ পরীক্ষা করিয়া দেখা
গিয়াছে, ৯২ রকমে পত্নী করা ২৫ ভাগ, ৫৩
রকমে ২৬ হইতে ৫০ ভাগ এবং ৫ রকমে
৫০ এর বেশী ভাগ জন্ম। অর্থাৎ হুথে সের
প্রতি দেড় ছটাক, চারি ছটাক, আধ সেরের
বেশী জন্ম ও অল্প জন্ম পাওয়া গিয়াছে।

মিউনিসিপালিটির নিয়ম এই যে, সের
প্রতি দেড় ছটাকের কম ভেজাল থাকিলে,
তাহা ভেজাল বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং
কলিকাতার প্রকৃত বিতৃত হুথ বা বি পাওয়া
বার না বলিলে অত্যাধিক করা হয় না।

মিউনিসিপালিটি প্রতিমাসে ৫০০০ রকম
বি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। বিতৃত বি আরই
পাওয়া যায় না। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে,
হুতের মধ্যে জন্মের চর্কি, ভেসিলিন, স্ট্রাকলা-
ইর তৈল, তিল তৈল, সরিষার তৈল, পোস্তর
তৈল, মুহুরা তৈল এবং বন কঠিন কেরোসিন
মিশ্রিত করা হয়। কেরোসিন মিশ্রিত বি

কলিকাতার বাহ্যের সর্বনাশ বাহির করা
হয়। যে রকম কেরোসিন হুতের সহিত
মিশ্রিত করা হয়, তাহার মর্ম পোস্তর জেলি
ও পেরাকিন ওয়াস।

সরিষার তৈল বলিয়া বাহা বাহ্যের বিক্রয়
হয়, তাহাতে নানা প্রকার অধিকার মিশ্রিত
করা হয়। তাহাতে এমন দুর্গন্ধ যে, ওয়ারা
বাহা রজন করা যায়, তাহা বিবাহ ও ভক্তার
জনক হইয়া থাকে। এই তৈল বাইলে গলা
ও হুক জালী করে, অথচ এই প্রকার
তৈলই কলিকাতার হুতের মধ্যে চলিতেছে।
সরিষার তৈলে শোরউমার তৈল এবং মর্কী-
পেন্স অনিষ্টকর গন্ধহীন কেরোসিন তৈল মিশ্র-
িত। সর্বলোকের সর্বনাশ করা হইতেছে।

কলিকাতার বাহা গরুর হুথ বলিয়া বিক্রি
হয়, তাহার অধিকাংশই নখিয়ার হুথ। নখিয়ার
হুথে অনেক মর্কী থাকে, সুতরাং তাহাতে যদি
অধিক জল মিশান হয়, তবু লাটোমিটার দ্বারা
পরীক্ষা করিলেও জল ধরা পড়ে না। নখিয়ার
হুথ ও গরুর হুথে জল মিশান হয়, এতদ্ব্যতীত
উহা হইতে মাখন টানিয়া লইয়া কখনও
জলের চিনি, কখনও বা সটির পালো মিশা-
ইয়া দেওয়া হয়। এই হুথ বাইলে শিশুর
মের পুষ্টি হয় না, এই হুথ বাইলে কাহারও
কোক উপকার হয় না, সংকীরবনতঃ লোকে
উহা খায় ও পরগা মট করে।

অনেকে মনে করেন, মাখনে অধিকার
মিশ্রিত করা হয় না। মিউনিসিপাল রসায়নী-
গারে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মাখনের
সহিত প্রচুর জল ও চর্কি মিশান হইয়া থাকে।
বাজারে আলিগড়, বানাপুর, বোঝাই ও আহ-
ম্মদাবাদের মাখন টিনের কোটার বন্ধ করিয়া
বিক্রয় করা হইয়া থাকে। অনেকের ধারণা
এই যে তাহাতে ভেজাল নাই। কিন্তু পরীক্ষা
দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, উহা যে প্রকারে প্রস্তুত
করা হয়, তাহাতে বাহ্যেরনির সত্যবনা।

পুস্তক কাজের লোক শেখ হইতে চলিল, তৎপার লটন।

খাটাইও হইতে সচরাচর ব্যবহারের আবশ্যকীয় হয়, তাহাতেও আশাশুঙ্কর অর্য বিদিত থাকে।

আবশ্যিক পুষ্টি পদার্থ হইতে হইতে, তাহাও মাখন অতি অবিদিত হইত। আশাশুঙ্কর হইতে করে নই হইতেছে।

আবশ্যিক পুষ্টি পদার্থ হইতে হইতে, তাহাও মাখন অতি অবিদিত হইত। আশাশুঙ্কর হইতে করে নই হইতেছে।

ভেজাল দি ও প্রায়শ্চিত্ত।

মাদ্রাসার বেনেরা কর চর্কি, বিদ্যালয় কলিকাতার চর্কি, হুগল, মিশ্রিত করিয়া হুগলকে খাওয়াইয়াছে, তাই মাদ্রাসার ও বিদ্যালয়ী ব্রাহ্মণগণ তিন দিন তিন রাত্রি গলার ঘাটে উপবাস ও হোম করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তাহার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন হুগল ব্যবসায়ীদের দণ্ড না হইবে, ততদিন জল গ্রহণ করিবেন না। গত রবিবার মাদ্রাসার পক্ষায়ে অপরাধীদের শাস্তিবিধান করিতে ব্রাহ্মণদের উপবাস ভঙ্গ হইয়াছে।

একটা হুগলবন্দাকাসের মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। সে দোকানের ২ জন অশীদারকে এক বৎসরের জন্য সমাজচ্যুত করা হইয়াছে এবং গোচারণের সজ্জা করিয়া ১ লক্ষ

টাকা দিতে আদেশ করা হইয়াছে। বদি তাহার এই হুগল প্রকার না করে, তবে ত্রিবিধের জন্য এক রকম হইয়া থাকিবে। এই দোকানের মালিকদের ৭৫০০ টাকা করিয়া ১ ১ বৎসরের জন্য সমাজচ্যুত করিয়া রাখা হইয়াছে।

আর এক দোকানে পিতা ও পুত্র মনিবের উদ্দেশ্যে ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও ১ বৎসরের জন্য সমাজচ্যুত করিয়া রাখার আদেশ হইয়াছে। আদেশ অন্যান্য করিলে দাবজীবনের জন্য সমাজচ্যুত হইয়া থাকিবে।

একজন ব্রাহ্মণ হুগলের ব্যবসায়ী করেন। তাহার ১১০০ টাকা করিয়া ১ ২ বৎসরের জন্য সমাজচ্যুতি দণ্ড হইয়াছে। মদেবরী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ত্রিবিধের জন্য একবারে হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক হুগল ব্যবসায়ীর বিচার হইতেছে।

ভেজাল হুগল ব্যবসায়ীদের দণ্ড হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ বান্ধাও করিয়া শোতাভ্যাস করিয়াছিলেন।

ভেজাল হুগল ব্যবসায়ীদেরকে কঠোর দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হইবে।

টাকার মূল্য।

টাকার মূল্য এখন কত বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহার হিসাব এদেশের খুব কম লোককেই করিয়া থাকেন। এদেশের প্রায় সকলেই মনে করেন, টাকা ও টাকাই। পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। কিন্তু তাহা নহে। রূপায় তরি পূর্বে ১০০ কি ১০০ আনা মনে বিকায়িত, এখন কোল আনা হইয়াছে। হুগল পূর্বের টাকার মূল্য আর এখনকার টাকার মূল্য এক নহে। ইংরেজ ব্যবসায়ীর

এদেশের লোককে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে, এই সময়ের পণ্যদ্রব্য রূপার গণনাও উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত। এমিকে পণ্যদ্রব্য বেচের তহবিলে কাগজের নোটের পরিমাণ ১০০ এক প্রত কোটি টাকার উপর হইতে হইতেছে। তাহার সমস্ত মূল্য টাকায় গিলিত তহবিলে হুগল থাকে। আরও কতক টাকায় গিলিত এবং বিলাতের মালিকদের দ্বিতীয় তহবিলে টাকার মূল্য বিক্রয় হইতেছে। পুণ্ডরিক বিলাতের টাকার মূল্য ১ গিল্ডিং ও পেন্স, নিউজিল্যান্ড এবং এক শিলিং ও পেন্স করা উচিত। ইত্যাদি নানা রূপ আয়েশের বিলাতী ব্যবসায়ী মহলে চলিতেছে। এসব কথা কি, সাধারণ ব্যবসায়ী মাও তাহা বুঝ না, বুঝিতে চাহেও না। অথচ বর্তমান যুগ ধন সম্পত্তি করিতে হইলে অর্থনীতির এই মূলতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক।—জ্যোতিঃ।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য-শিল্প-শিক্ষা।

ডাক্তার মিলার আফিংখোরদের অহিফেন-পরিভোগ জন্ত যে শারিরিক এবং মানসিক ক্লেশ হয় এবং যে কারণে ইহারা ক্রিয়াকর্ম পরিভোগ করিতে পারে না, তাহার তত্ত্ব নিয়ন্ত্রিত ও বধ দিবসে ডেকার্ট চামচের এক এক চামচ খাইতে ব্যবস্থা করিতে বলেন। ইহার অহিফেন খাওয়ার অভ্যাস পরিভোগ করিতে ইচ্ছুক, তাহার ইচ্ছাকে কোন ডাক্তারের অনুমোদিত লইয়া পদাধী করিতে পারেন।

Tint Capsici 4 Dr.
Potash Bromide 4 Dr.
Spt. amon Aromat. 3 Dr.

৩০ জন অর্থদণ্ড হুগলদের বার্ষিক মূল্য ১০০ টাকা ছিল, আরও হইবে না।

Aqua Camphor ৬ Oz.

A desert spoonful several times daily as required.

কিছুক্ষণ পানি

৪ ড্রাম

৪ ড্রাম

৩ আউন্স

এক ডেসার্ট স্পুন

৪ ড্রাম

৪ ড্রাম

৩ আউন্স

এক ডেসার্ট স্পুন

৪ ড্রাম

৪ ড্রাম

৩ আউন্স

এক ডেসার্ট স্পুন

৪ ড্রাম

৪ ড্রাম

৩ আউন্স

এক ডেসার্ট স্পুন

৪ ড্রাম

৪ ড্রাম

৩ আউন্স

এক ডেসার্ট স্পুন

৪ ড্রাম

৪ ড্রাম

৩ আউন্স

এক ডেসার্ট স্পুন

৪ ড্রাম

৪ ড্রাম

৩ আউন্স

এক ডেসার্ট স্পুন

৪ ড্রাম

৪ ড্রাম

৩ আউন্স

এক ডেসার্ট স্পুন

অথবা বাগান হইয়া যায়। কিন্তু গাছ কুলিয়া

তাহার গোড়ার খেঁচাটা শিকড়ের সহিত

লাগিয়া থাকে। তাহারই নিম্নলিখিত পদ্ধতি

হইয়াছে। পুষ্টিয়া দিলে গাছের অবশিষ্ট

উরতি হইয়া থাকে।

সলফেট অফ্‌ অ্যামোনিয়া ২ পাউন্ড

নাইট্রেট অফ্‌ পটাস ১ পাউন্ড

খড়ির ওড়া ১ পাউন্ড

কোরাইড অফ্‌ সোডিয়াম ১ পাউন্ড

সলফেট অফ্‌ আরসন (হিরাক্স) ২ আউন্স

উত্তমরূপে একত্র মিশাইয়া হুইল চুর্ণ করিতে

লইতে হইবে। এই মিশ্রিত পদার্থ

খেঁচাটা থাকে, তাহারই সহিত। স্থানান্তরে

পুষ্টিতে সে গাছের স্থানান্তরিত করণের লক্ষ

কোন অনিষ্ট হইবে না।

ত্রণনাশক ঔষধ।

ইহা পেটেট করিয়া বিক্রয় করিলে

ক্ষেতের অত্যন্ত হয় না, বিলাতেও এই প্রকার

ঔষধের কাটুজি ও আদর আছে। যৌবনের

স্থলস্থ মুখ ত্রি নষ্ট করিতে ত্রণের ন্যায় কষ্ট

রোগ আর নাই। নিম্নলিখিত উপায়ে লোশন

প্রস্তুত করিয়া সেবেলাদি দিয়া বিক্রয়পোষী

করা হইতে পারে।

ট্রিং বেকুইন্ ২ আউন্স

ট্রিং টলু ১ আউন্স

অয়েল রোজমেরি ১ ড্রাম

গোলাপ জল ১ পাউন্ড ২ আউন্স শিশিতে

পুষ্টিয়া রাখিতে হয়। ব্যবহারের সময় মুখ

কুলিয়া উত্তমরূপে শুষ্কিা মুখে গালে মখাইয়া

৩৪ ঘণ্টা পরে মুখ শীতল জলে ধুইয়া ফেলিতে

হয়। ২৪ সপ্তাহ এইরূপ করিলে ত্রণ হয় না

এবং মুখ ত্রি বর্জিত হয়। ইহার ইংরাজী নাম

Fricle Lotion.

EASY TOOTH PASTE

সহজ দন্ত ধারণ প্রত্যক্ষ।

জারকোল না কাঁচের ফেন্সিফরমিক

চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মাকিয়া আর্জিক

করিতা রাখিতে হয়। ইহা কোটাল মধুর

রাখিলে এবং অল্পসি কচা মধুর মধুর

লাগাইয়া দন্ত মার্জিত করিলে। ইহা স্বর্ণ

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

এবং মধুর মধুর মধুর মধুর মধুর

Garden plant food.

উদ্যান বৃক্ষাদির আহার।

(উর্বর পুষ্টিকারক সার)

সলফেট অফ্‌ অ্যামোনিয়া ১ পাউন্ড

নাইট্রেট অফ্‌ পটাস অর্ধ পাউন্ড

চিনি দিকি পাউন্ড

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া টিনে পূর্ণ

করিয়া বিক্রয়পোষী করা হইতে পারে।

ইহা সেবেলাদি দিয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয়

করিতে হয়।

ব্যবহার বিধি।

১ গালন জলে ১ টি চামচের ১ চামচ

মিশাইয়া ২ এক দিবস অন্তর গাছের গোড়ার

ছিটাইয়া দিলে সপ্তাহের মধ্যেই বাগানের

পাছগুলির বিশেষ উন্নতি হইবে।

গাছ স্থানান্তরিত করিবার সার।

অনেক সময় গাছ স্থানান্তরিত করিয়া

তির স্থানে পুষ্টিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু গাছ

স্থানান্তরিত করিলে আরই দেখা যায়, গাছের

বাবির্ক অর্ধ মূল্য এখন নইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বাবির্ক অর্ধ মূল্য এখন নইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বলিগল্পের মতই গতি নাই। এই সুখের সময় এদেশে বহুসংখ্যক অসুখাধীন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হইল না। কারণ শিল্প বাণিজ্যের প্রতি এদেশের লোকের আগ্রহিতা অত্যধিক। অর্থাৎ 'মিরটর' নাটক বাসকোম্পের প্রাথমিক ব্যয় দেখিলে এদেশের যে অসুখাধীন, তাহা কল্পনাতেও আসিতে কোন বিশেষীর প্রবৃত্তি থাকে না।

সেইজন্য এক সময় অবোধাচার একজন ডেপুটি কমিশনার অবোধাচার কোন মূল পরিদর্শন করিতে রাইরা যখন বাতরবিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদের শিকার উদ্দেশ্য কি, এবং প্রকৃতভাবে যখন সমস্ত বাসকের নিকট জিজ্ঞাসাছিলেন যে, তাহাদের শিকার প্রাধান্য উদ্দেশ্য ভাল চাকুরী, তখন তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে "So far as food clothing and shelter are concerned, they (Indians) are consumers and not at all producers. A nation of official and lawyers must starve" অর্থাৎ আহা! বাসকরা এবং কল্যাণী সবচেয়ে ভারসাম্যী কেবল অন্য দেশের শিল্পাভ্যাসে ভ্রান্তি করে মাত্র, নিজে কিছুই প্রস্তুত করে না।

যে দেশে চাকরী এবং আইন ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক, তাহাদের দেশ অনাহারেই ঘুরবে। যে দেশের লোকের শিল্পের প্রতি আগ্রহিতা নাই, কেবল বাসককেই জীবিকা নির্বাহের মূল্য পছন্দ বলিয়া ধারণা আছে, সে দেশের শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে, সুতরাং সে দেশের অর্থাত্মতা অনিবার্য এবং তাহাদের অর্থাত্মতা বা অনশন ভিন্ন গতি নাই।

ডাই বলিভেছিলান, অর্থ নির্বোধেও উপার্জন করে, করিতে পারে, কিন্তু অর্থের রক্ষা এবং ব্যবহারের জন্য প্রকৃতই জ্ঞান বাসকের আবশ্যক। একেবারে শিকার কেবল

কিন্তু শিকারীরাই যেমন লক্ষ্যবস্তুর জ্ঞান এদেশের শিকারীরাই হয় নাই, এই মতটাই লক্ষ্য হইয়াছে। অর্থাৎ অনশনমূলক সময়ের অনশনমূলক আকর্ষণ এতটাই অত্যধিক হইয়াছে, যে আমরা যে কখনও সংযতী হইয়া বিলাস বিভ্রম পরিত্যাগ করিয়া শিল্পের বহু মূল্য কার্যে আত্মনিবেশন করিতে পারিব, তাহা মনেই আসে না। কি মোহ যোরেই বেশটা পড়িয়াছে।

Household informations

গার্হস্থ্য-জাতক্য কথা।

—:—

লেবুর কয়েকটি গুণ।

লেবু লোকে খায়, এবং তাহার গুণ অনেককেই জ্ঞাত আছেন। ইহা বাহু প্রয়োগ দ্বারা বহু হিতসাধন হইয়া থাকে।

যে সকল রোগীর মুখে ঘেছেতা এবং ভাল পড়ে মুখের সৌন্দর্য্য ত্রণ ও ক্রম পূর্ণ হয়, তাহারা যদি ম্যান্‌নেসিয়া এবং লেবুর রস একত্রে বিশাইরা কেটাইরা কেটাইরা ক্রিমের মত করিয়া মুখে, বাহু লতা এবং গ্রীবা দেশে মাখাইরা ১৫ মিনিট কাল রাখিরা পরে ধোত করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে মুখের সৌন্দর্য্য এবং মুখের ভাল অবিলম্বে তিরোহিত হইয়া যায়। ওরেট ইণ্ডিয়া দেশের নরনারীগণ জানিরা অল্পে লেবুকে কুচাইরা কেলিরা রাখে এবং হানের পূর্বে লেবুর খণ্ডগুলিকে কচ্‌লাইরা হলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দান করিয়া থাকে, এই মত সে দেশের নরনারীর মাংস লোম হয় না এবং মুখের অক্ষর থাকিরা বার্কোও বোবনের সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। লেবুর রসে কালীয়া দান উঠে। দন্তে টারটার নামক

এক প্রকার পদার্থ জন্মিত হইয়া থাকে, শি করিয়া দেয়। লেবুর রসের এই টারটার দন্তে করিবার বিশেষ কল্যাণ আছে। ইহা রস অল্পে একটু লেবুর রস মিলাইরা প্রত্যহ মূখ ধোত করিলে মুখের অক্ষর দূর হয়, এবং দন্তগুলি বৃদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ মূল্য পর্যন্ত দন্ত রক্ষিত হয়। এত সকল সহজ উপায় থাকিতে লোকে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকারি অস্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা সৌন্দর্য্য করিয়া এবং সৌন্দর্য্যের সারীপণকে ব্যবহার করাইরা কেন যে চিরজবর তাহাদের স্বাক্ষর এবং সৌন্দর্য্য দূর করে, বুঝিতে পারি না। কেবল অহংকার করিয়াই বেশটা ধরন আছে মনে।

আপাং বা অপামার্গের একটি বিশেষ গুণ।

১। বুদ্ধিক দংশন করিলে আপাং গাছের কচি পাতা এবং শিখ একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ১০ মিনিটেই সমস্ত আপাং ব্রণ নিবারিত হইয়া থাকে।

২। আপাংয়ের রসে মুলার বীজ বাটিয়া ছুলিতে মাখাইলে ছুলি ভাল হয়।

ডাক্তার ওয়ারিং লিখিয়াছেন যে খুব অল্পসময় অরহা রক্ত আমাশয়ে ডালিমের ছাল উৎকৃষ্ট ঔষধ। দাড়িমের কণ্ডে এবং মুলের ছালই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একথা বহুদিন পূর্বে আমরা আর একবার "কালের লোক" প্রকাশ করিয়াছিলাম। নিম্নলিখিত প্রকারে ইহা প্রস্তুত করাইরা লেবন করিতে হয়। ডালিমের ছাল আন্দাজ ওজন ২ আউন্স লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত ২ ড্রাম লবঙ্গ চূর্ণ অথবা দাড়িচিনি চূর্ণ ১ পাইট আন্দাজ

পুরাতন "কালের লোক" সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাগুল পাঠান।

জনে ১০১৬ মিনিট আন্ডার অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া লইয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। রক্ত আশায়ের রোগীকে প্রত্যেক বারে উহার ১০ আউন্স আন্ডার দিবসে ২৩ বার সেবন করাইলে উপকার হইয়া থাকে। যে সকল রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছে, এমন রোগীকে উহার সহিত ৫ কোঁটা চিং ওপিয়ম মিলাইয়া সেবন করান বাইতে পারে।

উপরোক্ত ডিক্কসনের এক পাউন্টে ১ ড্রাম কটকরি মিলাইয়া গলকতে কুড়ী করিলে গলকত ভাল হয়, ইহার সংকটক ভণ্ড থাকার, কত আরোগ্য হওয়া অবশ্যতাবি যে সকল স্ত্রীলোকের বেত প্রদর রোগ আছে, এই জলের পিচকারী তাগাদের পক্ষে মহৎ হিতকর।

ক্রিমি রোগে

ডালিমের ছাল মহৎ উপকার সাধন করিয়া করিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়ারিং বলিয়াছেন, যে, পুং জাতীয় ডালিমের ছালই অধিক উপকারী। প্রক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যথা—

সস্তোত্তোলিত ছাল ২ আউন্স
ফল ২ পাউন্ড
সিদ্ধ করিয়া যখন ১ পাউন্ড আন্ডার থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া খালি পেটে ২ আউন্স আন্ডার সেবন করিতে হইবে। তাহার পর অল্প ঘণ্টা পরে ১ আউন্স কাঠের অয়েলের জোলাপ দিতে হয়। ১২ ঘণ্টা পরে বাহ্যকে টেপ ওয়াশর বলে, তাহা বাহির হইয়া পড়িলে। ক্রিমির যে কোন ঔষধ সেবনের পর একটা জোলাপ দেওয়া উচিত, নচেৎ পেটের মধ্যে মৃত ক্রিমি পড়িয়া, বিবক্রিয়া করিয়া জীবন সংহার করিতে পারে।

স্বাস্থ্য শাসন কথা।

—:—

প্রবীন সহযোগী জেডুকেশন

পেজেন্ট লিখিতেছেন :—

১। জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী ব্যবস্থা।
সামাজিক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে :—
“অপর সকল দেশে তত্ত্বদেয়ী রাজকর্মচারী দিগের চেষ্টেই ক্রমশঃ জনসমাজে রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তৃত হয়। আমাদের দেশের রাজ কর্মচারীরা বিদেশীয় এবং তাহার কার্য্য-বসানে এদেশে থাকেন না। এই জন্য দেশের অবস্থা এবং রাজকার্য্য সম্বন্ধে জনসাধারণ আমাদের পক্ষে হীন হইয়াছে। তজ্জন্য রাজনৈতিক সভা সকলের অনুষ্ঠান অত্যা-বশ্যক। ঐসকল সভার রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা রাজনৈতিক আলোচনা হইতেই অধিক ফল দর্শিবে। কোন বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। তাহা অবধারণের পূর্বেই এখন তুমুল আন্দোলনের ঢেউ উঠিতে থাকে। * * * রাজনৈতিক বিধগততা এবং দুর্দর্শিতা বর্জিত হইবে এবং কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে লোকে আর ইংরাজী গতে ভুলিবেন না এবং হজুকে মাতিবেন না।”

২। শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ট।

শ্রীমতী অ্যানি বেসান্টকে সাম্রাজ্য গবর্ণমেন্ট বর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে নিবেদন করেন নাই। হোমরুল, প্রকৃতি ইউরোপীয় গভের উপর ইউরোপীয় রাজসিক ধরণে বক্তৃতা করিয়া বেঞ্চান নিবেদন করিয়াছেন এবং কয়েকটা ফেলা ছাড়িয়া বাইতে নিবেদন করিয়া-ছেন। তিনি যদি ইংলণ্ডে বা মার্কিন দেশে বাইতে চাহেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ কোনরূপ আপত্তি করা হইবে না।

জিহার রক্ত আশায়ের (১) হোমরুল (স্বরাজ) প্রাথমিক রক্ত প্যাসিভ মিডিয়েল (নিষ্কট বাধা) প্রবলমান করিতে বলেন। উহা একান্তই বাজে কথা। অর্থাৎ ওয়েলিং-টন দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করে। কেনারেল ক্রেককে দিয়া বোম্বার বুদ্ধে একে রক্তমান বুদ্ধেও বৃদ্ধ রক্ষা করে। অর্থাৎ “হোমরুল” পাইয়াছে? আমাদের অতাব অভিমোহের পূরণ আমরা নিজেরা করিতে আরম্ভ করিলেই—আমাদের ভিতরে শক্তির উজ্জ্বল দেখিলেই জনপ্রাণী দুর্দৃষ্টি ইংরাজ গবর্ণমেন্ট আমাদের সহায়তা করিবেন। শত বোধিক চীৎকারেও করিবেন না। আমরা যবেশী শ্রম সম্বন্ধে সমস্ত একটু কার্য করিয়া ছিল। মায়ের দেওয়া নোট কাপড়ের জন্য একটু দুততার আভাষ আসিয়াছিল। আমাদের সেই যত্নবান টুকুর অবিলম্বেই সমাধর হইয়াছে। কয়েকটা ভাল চাকরী দেখিয়া পাইয়াছেন। যবেশী বন্দে মাতরং, ধনি এখন লাট সাহেবদের মুখে শুনা বাইতেছে। যখন তুমুই মৌখিক চীৎকার বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখন ইংলিশম্যান বন্দে মাতরং শব্দের অপভ্রংশ করিয়া লিখিয়া ছিলেন, “বান্দর মাতরং” বা বান্দরদের মার। [এখন] সে ভাব নাই।

কয়েকটা দেশীয় লোকের পরিচালিত কলেজ দেখিয়া দেশীয় লোকদিগের সেই সম্ভবতার সম্মাননার বিশেষ ‘যত্ন এবং চেষ্টা’ পূর্বক সেগুলিতে সাহায্য গ্রহণ করান হই-রাছে। এখন দেশের লোকেও বুঝিয়াছে যে, তাহার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চালাইতে পারে।

পঞ্জীর স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চেষ্টা এবং তাঁতের কাপড়ের জন্য পুরা যত্ন আমরা যদি ২৫ বৎসর প্রকৃত পক্ষে করিতে পারি, নিশ্চয়ই সে কার্য্য ভারত গবর্ণমেন্টের প্রধানতম কর্তব্য বলিয়া বিশ্বাসের পূর্ণ বিকাশ

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আন্য ডাকমাণ্ডল পাঠান।

হইবে—ইহা একটাই বাতাবিক। "মিলেরা চেষ্টা করিয়া টাকা খরচ করিয়া কষ্ট পাইয়াও করিতেছি।—তবে" সভ্য সভাই উহার প্রয়োজনীয় বোধ করে, ইহাতে সাহায্য না করিলে ভাল দেখায় না। "স্বা-বাণ গবর্ণমেন্ট তাহা হইলে বস্তুত কৈ হইত। চইল—সুখক 'অন্ন' করিয়া দেওয়ার ধরণে দাঁড়াইবে।"—গবর্ণমেন্ট এই ভাবে দেখিয়াই অবশ্য পুনার মধ্যস্থ (আবিষ্কারণ) সভ্যগুলির প্রকৃত কর্মদিগকে কৃষকদিগের রক্ষা জন্য আইন অনুসারে "কনসিলিয়েটর" (নিউম্যাট-কারী) নিয়োগ করিয়া সরকারী ছাপ দিয়াছেন। তবেই কথা হির দাঁড়াইল যে, আমাদের পক্ষীয় বাহ্য, প্রাথমিক শিক্ষা এবং কুটীর শিল্প প্রয়োজনীয়। তাহাতেই বড় করা উচিত। বিলাতী হোমসুলের গভেষণা জন্য কোনরূপে গবর্ণমেন্টকে বাধ্য (রিজি-টেন্স) দেওয়া আমাদের অবহার উপযোগী বা আতীর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। আসল ছাড়িয়া মোহ মরীচিকার ফেলার জন্য বিবির এই চেষ্টা বিফল হউক।

লোকে বুঝুক যে, বিনি প্রত্যক্ষ দেবতা পুত্রের চরণ সেবা করেন নাই, তিনি ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্মের ধৈর্যের সহিত প্রকৃত কর্তব্য পালনের এবং প্রকৃত নারী শিক্ষার বিরোধী। মোহান্দ ইংরাজী শিক্ষিতদিগকে গীতা বাহায়া প্রচার দ্বারা একটু চটকা ভাঙ্গান তাঁহার করণীয় ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে। এইবারে বিধি দেশে গিয়া, পরিত্যক্ত ভগ্নসদয় মৃতপুত্রের কবরের নিকট গিয়া অন্নদান, যোজন এবং পুষ্প দিয়া অর্চনা করিতে থাকুন। ভারতের ধর্মক্ষেত্রে নিজের শিল্পমুহুর্ত "অবতার" গাণাইতে না পারিয়া তিনি যে হোমসুলের কথার আমাদের প্রকৃত লক্ষ্যভেদ (নিজদের আসল কাজ নিজের করা) করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে বাধ্য দিয়া গবর্ণমেন্ট বিশেষ

উপকার করিতেছেন। গবর্ণমেন্ট সাক্ষাতেই আমরা আত্মতরিক সন্নিহিত পাইতেছি। উহার কাব্য দেখিয়া, তাহার ইউরোপীয় ধরণটা ছাড়িয়া আমাদের নিজের ধরণে অধিকতর সূক্ষ্মতাসহ টিকবে, আমাদের আতীর পুত্রের উদ্দেশ্য হইবে—ইহাই এখন সভ্য। আমরা ইংরাজ বা আইরিশ হইতে গেলে মজা বাইবে। আমাদের অগ্রকৃত্তিক থাকিতে হইবে।"

আমাদের কথা।

আমরা সাম্প্রতিক আলোচনার সভ্যত বিমত থাকি। নিজের ব্যবহার উন্নতি নিজে চেষ্টা করিয়া না করিলে অপরের দত্ত উন্নতি যে বেশী দিন ধরিয়া রাখা যায় না, ইহা বড় স্বাভাবিক এবং ঐক্য সভ্য, তাহার ভুল নাই। সুখের কথা কার্যে পরিণত না করিয়াই যে আমরা উপেক্ষিত, তাহা বলা যুক্ত্য মাত্র। অবস্থারই খাতির। তেমন অবস্থা ত আমাদের হয় নাই। নীতি রীতিতে বলবান হইতে পারিলেই সম্মান ও মূল্য বৃদ্ধি হয়। গবর্ণমেন্ট এদেশকে অধিকারদান স্বাধীন শাসন না দিয়া থাকিতে পারেন না। সভ্য জগতে তাহা হইলে তাঁহাদিগকে লক্ষিত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা জোর করিয়া আমাদের চেষ্টার বেশের তত্ত্বকল হইতে পারে না।

রাজার সহিত প্রজাবৃন্দের মনোমালিন্য দ্বারা আমাদের শ্রম দীন হুঁসল আতীর তত্ত্ব হইতেই পারে না। তাহা অপেক্ষা নিজেরা নিজের দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি করাইত প্রকৃত পন্থা। দর বাড়িলেই আদর হইবে।

শ্রীহার দেশীয় ঔষধ।

চাকা আমুনীগোলা নামক স্থান হইতে শ্রীমুক্ত বাবু বীন্দ্রেন্দ্র প্রসন্ন মহাপাত্র লিখিয়াছেন যে, "আমার কোন আত্মীয়ের নিম্নলিখিত শ্রীহার ঔষধ নোটবুকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই ঔষধ দ্বারা অতি পুরাতন এবং দুর্বল শ্রীহার আরোগ্য হইয়াছে, নিজে ইংরাজীটুকুও প্রস্তুত হইল। কেহ পরীক্ষা করিয়া কলাকল লিখিলে কৃতার্থ হইবে।"

রোগী প্রথমতঃ একমুষ্টি পরিমাণ চাউল এবং ষটর তাক্সা খাইয়াই পুষ্পবরিচ গাছের পাতার রস ১১ আউন্স এবং ২১ গোলবরিচ চূর্ণ দিয়া পান করিবেন, এই ঔষধ খুব বিরেলক, থাকে হইতে থাকে, সেইজন্য ইহার বিরেলক গুণ কমাইবার জন্য ২৪ কুচী কলাগাছের খোড় ঔষধ সেবনের পরে চিবাইয়া খাইলে কমবাছে হইয়া থাকে। এই ঔষধ আর দ্বিতীয়বার সেবন কমাতে হয় না। উপরোক্ত পরিমাণে ঔষধ ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকার উপযোগী। ১৫ বৎসরের অধিক বয়স হইলে উপরোক্ত পরিমাণের বিংশগ ভাগ দ্বারা। শিশুকে না দেওয়া ভাল। ঔষধ সেবনের দিন হইতে রোগী ১৭ দিবস আর চাউল ভাজা খাইতে পাইবে না।

A NATIVE REMEDY FOR SPLEEN.

A country physician prescribes the following as an excellent, easy, and plain remedy for spleen.

"Immediately after the patient has taken a handful of 'Chalbhaja'

পুরাতন কাছের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

(fried rice and peas) he shall have to swallow a—mixture composed of the powder of two black peppers and an ounce and a half of the juice of the leaves of Panmaricha, an indigenous plant of India. If he is under fifteen years of age; and double this quantity if above that age. The juice being purgent, it is advisable to chew shortly after a small piece of thor (the spathe of plantain-tree) in order to weaken its purgency. No repetition of the medicine is necessary. The patient is to abstain from fried rice and peas for seventeen days sub-

sequently. The physic admirably cures an old and—inveterate spleen in a very short time."

নানা কথা।

তিনতেছি নবেশর মাস হইতে এক টাকা এবং ২০ টাকা মোট এয়েশে প্রচলিত হইবে। রোগের দর বাড়িয়াছে, পূর্বে ১ ডরি রোগ দর আর আনার পাওয়া যাইত, নবশরমেন্ট টাকা প্রভুত করিয়া প্রচলিত করার টাকা প্রতি লাফ থাকিত, বর্তমানে রোগের দর বাড়িয়াছে এবং রোগের দর বাড়িয়াছে ১ টাকা ও আড়াই-টাকার মোট চালাইতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে জনসাধারণের অসুবিধা হইবে না। এখন অনেক টাকা

পরশা সঙ্গে বহিয়া লইয়া বাইতেও নানাজ—কষ্ট হয়, এই উপায়ে লোকেরও নৈকট্য হয় হইবে এবং অসুবিধা হইবে না। অনেক কলিকাতায়, এয়েশে বাহ্যিকের রূপা আছে, এক সময়ে তাহার বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভ হইবে। পরামর্শ ভাল।

টাকা ও গিনি কোন স্বর্ণকার পলাইলে তাহার দণ্ড হইবে। গৃহস্থ এবং স্বর্ণকারগণ যেন সাবধান হইবেন। একজন স্বর্ণকারের দণ্ড হইয়াছে।

অনেক স্রোতাক অসিদ্ধারোগ কষ্ট পান। রোগের এই রোগ আছে, তাহার হাত আঁটল গরম জল একটু একটু করিয়া পান করিলে এই অসিদ্ধা রোগ সারিয়া যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রাদির সাহায্যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদির

ভারত মধ্যে এক মাত্র প্রস্তুত কারক, স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত—

বাণী কান্সাসিউতিক্যাল ওয়ার্কস, বোম্বাই।

কলিকাতা শাখা, ২৭৬ নং বৌবাজার-স্ট্রীট, কলিকাতা।

চন্দ্রপ্রভা বটী। খাতু দৌরলা, প্রমেহ ও মূত্রাশয়ের সর্ব রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি তোলায় শিশি ১/০।

জ্বরম বটী। ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ। জ্বরে বিজরে সর্বাবস্থায় সেবা। ৩২ বটীর শিশি মূল্য ২/০।

বাসাবলেহ। সর্দি, কাশি, হাঁপানী প্রভৃতি যাবতীয় বক্ষগত রোগের মহৌষধ। অর্ধ পোয়া শিশির মূল্য ২/০, বিনামূল্যে ব্যবস্থা এবং মূল্য তালিকার জন্য অস্ত্রই লিখুন।

৩০ জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

কৌতুক কথা।

কোন বাবুদার আমলে একজন পাণ্ডিত্যবান কবিরাজের চোখের কপাল হাতকড়ি লাগাইয়া কাজীর নিকট লইয়া বাইতেছিল। একটা নদীর ধারেই একজন দেখিয়া একটা চোর শৌচাঘর গিয়া রক্তের অশ্রুপাত চাহিল, দুইটা চোরের হাতে এক হাতকড়ি বাঁধা ছিল, সুতরাং একজনের হাত হইতে অপরকে খুলিয়া দিয়া একজন অপরকে তাহার সহিত দ্রিগ নদীর ধারে পাঠাইয়া দিল, সমুখে মন্দির, হাফুখোর, পুলিশ অফিসী সেইজন্য কিশোর মনোবোধ দিল না, দ্বারা নদীর মোড়ে বাস প্রদান করিয়া অতি দ্রুত পরপারে পৌছিল, কিন্তু রক্তের

বর্ণগায়ক কুড়া খুলিতে খুলিতে চোর অঙ্গল হস্তে অধস্ত হইল। সর্বদান। কাজী লাহেব একটা খামারী না পাইলে বলবেন কি— কটা বাসা বাস। অগত্যা নদীর ধারে কবি-কবিতা একজন কবি কবি করিতেছিল, তাহাকে বাইরা ধনিল, তাই দুই একবার হাতকড়ি পড়িয়া এই পারে পানির ঢল, তাহা হইলে এই চোরটাকে লইয়া বাইবার সুবিধা হইবে, চোর কোন ভয় নাই কাজীতে বাইরাই ভেঁকে ছাড়িয়া দিব এবং বহুদিন দিব, কবির ইত্যদ্যে করিলে রক্ত লাগি চুটে বীর অসীম কষ্টে আনাইল। নীরত কবির অগত্যা পথ হইল, হাতকড়ি পড়িল। কাজীতে বাইলে জোর করিয়া রক্ত দ্বারা গর্ভকে চাপতে চুকাইয়া দিল, সে কত কাদিল

আছা! কলিকাতা, কিন্তু সে কথাটা শাস্তি রক্ত কপাল হস্তে আস। কাজীর নিকট ভুক্তিতে তাহার সমস্ত দ্বারা বিলাতী দিয়া চলিয়া গেল।

পর দিন বিচার। ক্ষত দ্বারা বাবুদার কারাবাস চটয়া গেল। কিন্তু শাস্তির রক্ত গণের মাথার বজ্রপাত হয় নাই। নীরত কবির উদ্যত দীর্ঘবাস, করণ, রোমন আর অগতের কেহ গুনিতে পাইল না।

ফরমুলা

ফরমুলা

“কাজের লোকে” প্রতি সংখ্যায় নানা প্রকার কেশ তৈল, সাবান ও ঔষধাদি প্রস্তুতের ফরমুলা বাহির হইয়া থাকে। আমাদের নিকট ঐ সকল জিনিষ প্রস্তুতের জন্য নানা প্রকার উপকরণ ও গন্ধ তৈল (যথা লাভেণ্ডার, বার্গামট, হাল্লিম্বি, নিরোলি, নার্সি, প্যাচুলি ইত্যাদি), সকল গন্ধ দ্রব্যাদি (যথা ভ্যানিলিন, কুমেরিন, মাস্ক, টারপিনিয়ল, প্রস্তুতি) এসেন্স প্যাক করিবার সাজসরঞ্জাম (যথা শিশি, সিল্ক, রিবন, ক্যাপিং, স্কিন, ইত্যাদি), নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (যথা ল্যানোলিন, সাইট্রিক এসিড, পাইরো গ্যালিক এসিড, কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাশ, ইত্যাদি) সর্বদা পাওয়া যায়। আমরা বিলাত, আমেরিকা, জাপান, জাভা, চীন, হালাও ও বিভিন্ন দেশ হইতে যে জিনিস যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই জিনিস সেইখান হইতে আনাইয়া থাকি, সেইজন্য আমাদের মূল্য সর্বাপেক্ষা স্থলভ। এমন কি অধিকাংশ জিনিষই আর কোথাও আমাদের অপেক্ষা স্থলভ মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া আমরা জানি না। নানা প্রকার স্বগন্ধ দ্রব্যাদির জন্য একমাত্র আমরাই গত মহীশূর প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক (সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার) পাইয়াছি।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :—

“সুগন্ধা”, কলিকাতা।

পি, মুখার্জী এণ্ড কোং,

৫৬নং, নেউগী পুকুর লেন, কলিকাতা।

২৫১২ এ, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারথীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অক্ষর দ্বারা প্রকাশিত।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্রমাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ ।

New Series.

নব পর্য্যায় ।

Vol. XI

১০ম সংখ্যা ।

OCTOBER 1917.

অক্টোবর ১৯১৭ ।

No. 10.

আমাদের প্রিয় পাঠক, পাঠিকা, পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণের নিকট মহামায়ার শুভাগমন উপলক্ষে এই সংখ্যার সচিত্র সাহস্রমাসিকের কয়েক দিনের জন্ত অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি। সমস্ত কঠোরতা, সমস্ত অতিত ঘটনা বিস্তৃত হইয়া আপনারা আনন্দময়ীর আগমনে কয়েক দিন আনন্দ উপভোগ করুন। আবার আগামী নবেম্বর মাসে “কাজের লোক,” বিজ্ঞানের সাধন সম্ভাবন এবং অভিযান জন্মে ধারণ করিয়া শুভ আশীর্বাদ লাভের জন্ত আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইবে, অল্প কয়েক দিনের জন্য আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

“কাজের লোক” কার্য্যাদক্ষ ।

—

পূজার এবার বড় কঠিন সমস্তা উপস্থিত, সমস্ত বর্ষ পরে, মহামায়ার আগমনে সকল অবস্থার লোকেই নব বস্ত্র ক্রয় করিয়া লোক লোকিকতা রক্ষা করিয়া থাকে, কাপড়ের মূল্য এবার বিগুণ দাঁড়াইয়াছে, কত দীন, হুণী নব বস্ত্র পরিতে পাইবে না, কত মধ্যবৃত্ত লোকের সংসারে বিষাদের মর্মান্তিক ব্যতনা উপস্থিত হইবে। বস্ত্রের হুর্ণুলাতার জন্ত ঘোর দরকট উপস্থিত হইয়াছে।

—

এই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি লইয়া কলিকাতায় আন্দোলন ও সভাসমিতি হইয়াছিল, গবর্ণ-মেন্টের নিকট আবেদন নিবেদনও হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। গবর্ণমেন্ট এই মূল্য কমানোর জন্ত হস্তক্ষেপ করিতে

নারাজ হইয়াছেন, ফলে আন্দোলনে বরং বিপরীত ফল দাঁড়াইয়াছে।

—

কাপড়ের কাজ বাড়োয়ারীদের হাতে, তাহার ব্যবসার জন্ত এদেশে আসিয়াছে, তাহার যে যথাসাধ্য লাভ করিয়া দেশে ফিরিবে, ইহা বিচিএ কথা নহে। কিন্তু আমরা ত এক চক্ষু হরিণের জায় এ কথা এক দিনও ভাবি নাই। আমরা দেশে তুলার চাব তুলিয়া দিয়াছি, চরকা তালিয়া, স্বদেশের যাবতীয় শিল্প চর্চাকে পদ দলিত করিয়াছি, সে কর্তৃকল, অপিত সে গানের পরিণাম কোথায় বাইবে? আমরা চিরপরপ্রত্যাশী, পরমুখাপেক্ষী জাতি, এরূপ দরকট তো আমা-দেরই নিজস্ব। এজন্ত আজ নাকে কান্দিতে চলিবে কেন?

৩০ জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৥০ টাকা ছিল, আর লইব না।

কাপড় ও সূতা উভয়ই বিলাত হইতে আইসে, এদেশে তো সে কার্য আমরা রাখি নাই। মর্দানীও আমাদেরিগকে দেখাইতেই চাইবে। সে কথা এদেশের ব্যবসায়ীরাই বেশ বুঝিয়াছে এবং বুকে। এইজন্য তাহারী জামে বে, তাহার বতই গুলা কাটা দর বাড়াক না কেন, বাঙ্গালী মর্দানী দেখাইতে চাইবে না, কাপড় লোককে কিনিতেই হইবে।

কিন্তু গরীবগুলো মারা গেল, তাহাদের পরিবেশ বস্ত্রই তাহার। কিনিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। ৫ টাকা জোড়া কাপড় কেনা কি কাজা-বাচ্চা লইয়া অধমানে উপার্জনোন্মুখ কৃষকগুলোর কাজ? কিছুদিন এই অবস্থা থাকিলে কোপিন তির উপায় থাকিবে না। গবর্ণমেন্ট পলীতে পলীতে অবিলম্বেই এই এক উল্লভ অবস্থা দেখিতে পাইবেন।

—•—

“নারের দেওয়া মোটা কাপড়” তুলো চরকার প্রচলন, কত ভগ্নামি সেই স্বদেশীর সমর দেখিয়াছিলাম। তখন হইতে চেষ্টা করিলে, তুল, চরকা, সূতা চালাইলে মোটা কাপড় পরিয়া লজ্জা নিবারণের জন্য আজ তাবিসা আকুল হইতে হইতে না, কিন্তু এদেশের কাপড় তো ভাল পাতার আগুনের জ্বর। হঠাৎ উত্তাপ, হঠাৎ থামিয়া গেল। সে কক্ষ ফল, সে বাকসর্কস্বতরি পাপের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বেশ হইতেছে। জোলা তাঁতিগণ ঐ অমিদানী বিলাতি সূতাই কাপড় করিত, ইরোপীয় সাংবাদিক যুদ্ধের জন্য সূতা এবং কাপড়ও তখন আমদানী হইতে পারিতেছে না। সেইজন্য দেশী তাঁতের কাপড়ের মূল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, হইবার কথা। সূতরাং এখানে যে কাপড় আছে, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ চাপিয়া ধরিয়া লাভ করিতে ছাড়িবে কেন? আমরা শিশু অনাস্থাবন,

আমাদের বাহিরে কোঁচর পত্তন থাকিলেও ভিতরে যে ছুঁচোর কীর্তন, একথা আমরা বুঝিলেও তাহার উপায় এত কালেও কি করি-
লামি? সূতরাং আমরা যদি উল্লভ না থাকিব, তাহা হইলে থাকিবে কে?

—•—

এখন একটা উপায় করিলে ছবিখা হইত। যদি এবার মহামায়ার পূজার কেহ আদৌ কাপড় না কিনিয়া কোন রূপে পুরাতন বস্ত্র সংরক্ষি করিয়াও এই পূজার সময়সময়টাকে উপেক্ষা করিতে পারিত, তাহা হইলে এখানকার খুঁচরা দস্থ্যবৎ গলাকাটা দোকান-দায়গণের আকৌল ঠিক হইতে পারিত। কিন্তু যেরে ছুঁচোর কীর্তন, টাকা দিয়া বাহিরে মর্দানী দেখাইয়াই ত আমরা অধঃপাতে গিয়াছি। বোকা, পরপুথাপেকী কেবল আশ্রয় স্থল পরায়ণ জাতীর চমৎকার হৃদিশা হই-
তেছে।

—•—

কিন্তু কাকের গাব ফল খাওয়ার মত একবার এই আঁটিটা গলা হইতে নামিলে আর মনে থাকিবে না। বচনের আমাদের অভাব নাই। এখন যেরে যেরে শুনিতে পাইতেছি, দেশের মোটা কাপড় ভাল ছিল, দেশের তুলার চাব আবার করা উচিত, আবার চরকা কাটিয়া সূতা এদেশে না করিলেই নয়। তার পর কাল একটু দর গড়া হইয়া এই সঙ্কট কাটিয়া যাই-
লেই সেই চিরনিরা—সেই ঘুমঘোর। বাস্তবিক দেশটা কি অধঃপাতেই গিয়াছে। নিজের পস্থা বাহারা নিজে না দেখিতে জানে, তাহা-
দের দশাই এই।

—•—

স্বতের জন্য দণ্ড প্রার্থিত তো খুবই হইয়া গেল, কিন্তু আমাদের মনে হয়, আসল কিছু হইল না। কেবল চর্কি মিশান স্বতেরই দর চড়িল। শুনিতেছি ভেজাল স্বতই এখনও প্রায় দশ বিশ

কোটি টাকার মজুৎ, এগুলো কোথায় যাউবে? প্রকৃতই ধন্যজ্ঞান না থাকিলে স্বত পরীক্ষক, আইন কাগজে এ অভ্যাসের প্রদীপিত হইবে না। স্বয়ং ধর্ম ত আর বিভক্ত স্বত এবং ভেজাল স্বত ধরিতে আসেন না। সকল অভ্যাসের জন্যই আইন আছে, দণ্ড আছে, কিন্তু কোন্ অভ্যাসের জন্যই প্রদীপিত হইয়াছে? ভেজাল কেবল ধর্ম জ্ঞান থাকিলেই নিবারণিত হইতে পারে। দেশ ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত, নীতিজ্ঞানপারম্ভ, দেশ শুদ্ধ মাহুয মারা, দোকাই দিবে কাহার?

সভ্যতার যুগে ধর্মজ্ঞান দাঁড়াইতে পারে না, আমাদের আবার দাঁকে কান্দা, তাহার আবার সূতা।

—•—

চক্রাকার নুটির পরিবর্তে যদি দেশের সমস্ত লোকগণের চিড়ের ফলার চালাইবার “মরাল করেক্স” থাকিত, যদি লোকে একবারে স্বত—ও নিক্ষেপ করিবার খাবার ছাড়িতে পারিত, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যবসায়ীগণ জয় হইতে পারিত ও প্রতিকার হইতে পারিত। আইনে কি ভেজাল ঘুচে? রূপ চাঁদের পরজার দ্বারা, কাহারও মাথা তুলিবার শক্তি থাকে না। সাহস থাকে তো মরাল করেক্স থাকে তো দখি চিড়ের ফলার আরম্ভ কর দেখি, দেশভক্ত বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘি ছাড় দেখি, ঠিকই প্রতিকার হইবে। কাপড় পাই না, বলিয়া যদি দেশ শুদ্ধ কোপিন দায়ী হই, তাহা হইলে প্রতিকার হয় বৈকি? যাক ও সবই বাজে কথা।

—•—

Curious facts.

বিস্ময়কর তথ্যাবলী।

ছড়ি (Walking Sticks.)

ইংলণ্ডে বাহির হইতেই অধিকাংশ ছড়ি আমদানী হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে হাত

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

ছড়ি বৎসরে ৫৮ লক্ষ আমদানী হইয়া থাকে, ইহার মূল্য বাবুদে প্রতি বৎসর ঠংলগু প্রায় ২৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন। ইহা বাতীত ছড়ি প্রস্তুতের জন্য অনেক সস্ত্র বিধা জমিতে নানা প্রকার বৃক্ষের চাঁব করা হইয়া থাকে, তাহাতেও অভাব পূর্ণ হয় না। ঠংলগুের অল্পকরণে নানা ক্যাশনের সৌধিন ছড়ি এদেশের সস্ত্র নবা ব্যবসায় ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। পল্লীবাণীগণ বাণেশ্বর এবং পীচের লাঠী ব্যবহার করেন। কিন্তু নবাসপ্রদায়ের বিলাতি ছড়ি না হইলে মন উঠে না। দেশীয় বেত, বাঁশ এবং কাঠ হইতে লাঠী ও ছড়ির কারবার এদেশে ২৪ টা না আছে তাহা নহে, তবে তাহাদের অল্প জুটে না। ইহার কারণ, এদেশের স্বদেশী জবো অল্পবায়ের অভাব। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিলেও এদেশের ছড়ি সাধারণে বিক্রয় যে না হয়, তাহা নহে। এদেশের কাঠে প্রস্তুত ছড়ি বিলাতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম। কেবল হতাদমেই এই সকল কারবার মাটি হইয়া আছে। ক্ষুদ্র কার্য বলিলে কি হয়, ইহাতে আশু অর্থোপার্জন হইতে পারে। মানভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলে ছড়ি ও লাঠি কারবার অনেক গুলি কারখানা আছে। কটকের শ্রমের ছড়ি অতি সুন্দর, কিন্তু দেশের লোকে ভেমন উৎসাহিত না করার বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। উত্তোগী বেকারগণ এটীকে একটা অর্থকরী কার্য বলিয়া অবলম্বন করিতে পারেন। প্রথমে কারিক পরিশ্রমে ইহা হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

Curious weather happenings.

অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী।

১৫৮৮ খৃঃ আন্টুইয়া নামক স্থানের সমস্ত গমের শিবুগলি ঘোর রক্ত হইয়া জন্মিয়াছিল।

১৮৬৪ খৃঃ জর্জটনবার্গ নগরে বালুণ এবং ভয়রাশি বর্ষণ হইয়াছিল।

১২৫১ সালে কোন কুঠান কুমারী সন্ন্যাসিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তিনি একখানা রুটীকে বিখণ্ড করিয়াবাত্ত তাহা হইতে শোণিত বার্না নির্গত হইয়াছিল, সে সময়ের বহু বিধান লোকেও তাহার কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই।

১৩৬১ সালে ইউরোপের বরগণ্ডী নামক স্থানে কেবল ৩ দিন গরুর রক্ত বৃষ্টি হইয়াছিল। এদেশেরও অনেক স্থানে রক্ত বৃষ্টি বা লোহিত বৃষ্টির কথা আমরা শুনিয়া থাকি।

১২৮৬ খৃঃ সাইরিয়া প্রদেশে কারবাইম রক্তের মত বৃষ্টি হইয়া লাগ অলমোত প্রবাহিত হইয়া তাবৎ দেশকে লোহিত রূপে রঞ্জিত করিয়াছিল।

১৬১৫ খৃঃ আরলণ্ডের টিপারাগী নামক প্রদেশে কুম্বর্ণের চর্কির ভাঙ্গ পদার্থ বহিত হয়, লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া মনমের ভাঙ্গ ব্যবহার করে, তাহাতে অদ্ভুত ক্ষত আরোগ্য-কারী শক্তি ছিল।

ভগবানের অপূর্ণ লীলাই বলুন, আর যাহাই বলুন, বিজ্ঞান-এ পর্যন্ত এই সকল ঘটনার কারণ অমূল্যস্থানে অসমর্থ আছেন।

Superstitions of Sailors.

নাবিকগণের কুসংস্কার।

বিলাতের সত্যতার মধ্যেও কুসংস্কারের আধিপত্য আছে, তৎ ভারতবাসীকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিলে হয় না।

বিলাতী নাবিকগণ জাহাজের উপর শব দেহ দেখিলে অমঙ্গলজনক মনে করে।

জাহাজ যখন ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহাকে আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইলে তাহাদের ধারণা, জাহাজ ডুবিয়া যায়।

যখন জাহাজের মধ্যে ইন্দুরাণ জাহাজ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়, তখন সে জাহাজ নিশ্চয়ই ডুবিবে, ইহাই ধারণা।

জাহাজ ছাড়িবার সময় কেহ বহিঃদান-দিকে ইঁাচে, তাহা হইলে ভরানক প্রবলমের সস্ত্রাবনা, কেহ বহিঃ বাতলের কাঠে ছুরির আঘাত করে, অথবা জাহাজে তরুর হস্তা করে, অথবা কেহ জাহাজে শিল দেয়, তাহা হইলে অদ্ভুত নিবন্ধন করিয়া আঁরা হয়, অমঙ্গল ঘটে।

জাহাজে বিভাগ দেখিতে নাবিকগণ ভাল বাসে না। কিন্তু জাহাজের বিভাগকে জলে ফেলিয়া দিলে বড় উঠে, ইহাই বহুসংস্কার।

ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক স্থানের নাবিকগণ যে উপকূলের নিকট একবার জাহাজ ডুবিয়াছিল; কদাচ সেখানে অবতরণ করে না। ধারণা, সে জাহাজে যাহারা মারা পড়িয়াছিল, তাহাদের আত্মা ভূত হইয়া আছে, সেখানে যে নামে, তাহাকে সঙ্গে টানিয়া লইবার জন্য জাহাজ ডুবায়া দেয়।

আত্মহত্যা রহস্য।

বহু গবেষণার পাশ্চাত্য চিত্তাশীল ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন যে, আত্মহত্যা ব্রহ্ম ব্রহ্ম নগরেই অধিক, পল্লীগ্রামে কদাচিত্ত বড়িয়া থাকে।

টোরিকগণ আত্মহত্যার প্রসংসা করিত। রোমানগণ এইটাকে অপরাধজনক মনে করিত না। আত্মহত্যার প্রবৃত্তি শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অধিক, গরীবের এবং মূর্খের মধ্যে বা মধ্যবৃত্তগণের মধ্যে তত নহে।

পুরুষের এবং নারীর আত্মহত্যার প্রকার ভেদও আছে। ডাক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর লোক বিষ খাইয়া মরে। ধর্মপাগলগণ

পুরাতন কাঁজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

জলে-ফুরিয়া, বিব খাইয়াও মরে। সর্ব দেশের নারীগণ গলায় দড়ি, জলে ডুবা, বিব খাওয়া, গলা কাটা এই রকমেই মরিয়া থাকে। এদেশে কেরোসিনের পোড়ার বাইলাতা দেখা বাইতেছে, এ আবার একটা নূতন পর্যায়। বাবা হটক, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব দেশেই আত্মহত্যা প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, এ বিষয়ে কোন দেশের অনৈক্য নাই। আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া প্রাচীন কালে ধারণা বহুল থাকার আত্মহত্যার ইতিহাস বড় শুনা বাইত না।

বিবেক বাণী।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “কার-মনোবাক্যে অগচ্ছিত্য” হতে হবে। পড়েছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আমি বলি “দরিদ্র দেবো ভব, মূর্থদেবো ভব—মূর্থ দরিদ্র অজ্ঞানী কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হটক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।

তিনি বলেছিলেন, “আমি মুক্তি চাই না, তত্ত্ব চাই না, আমি লাঞ্চার নরকে যাব। “বসন্তবল্লভ হিতঃ চরন্তঃ” (বসন্তের স্তার লোকের কল্যাণ আচরণ করা) ইহাই আমার ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম।”

“যদি সব দেহ শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিব পূজা করা বৃথা। লোক দেখানটা ধর্ম নয়, বাহ্যের দেহ মন পবিত্র, শিব তাঁহাদেরই কথা শুনে, প্রার্থনাও সফল হয়। আর বাহ্যের নিজে অশুদ্ধ স্বভাব হইয়া অপরকে ধর্ম শিক্ষা দিতে যার, তাহার অগতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পূজা মানস পূজার বহিরঙ্গ মাত্র। মানস পূজা এবং

চিত্ত শুদ্ধিই আসল জিনিস। এইগুলি না থাকিলে বাহ্য পূজার কোন ফল হয় না।”

“সকল উপাসনার সার, চিত্তশুদ্ধি, এবং অপরকে কল্যাণসাধন করা। যিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী সকলের মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই প্রকৃত শিব পূজা করেন। আর যে ব্যক্তি প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে একটী দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিব বোধে সেবা করে, তাহার প্রতি তিনি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিবসাধন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হয়েন।” পর সেবাতেই প্রকৃত ধর্ম, ইহাই বিশ্বপ্রেম। এই প্রেমেরই চিত্তশুদ্ধি সম্ভব। তাই ঠিক। তাই বলি বৃথা টিকি-দাস বাবাজীর দল গোঁড়ামি করিয়া আর নিজের ও পরের সর্বনাশ করিও না। তুমি যে ধর্মাবলম্বী হও, যদি ঈশ্বরের ন্যায় উদার সমদর্শী না হইতে পার, তবে তোমার ধর্ম ছাই—তত্ত্বামি মাত্র।

নূতন ব্যবসায়ীর শিক্ষণীয় বিষয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল চাকরী বা ওকালতী করা, অতি সামান্য সংখ্যক ভদ্র লোক স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক। আজ কাল কোন কোন শিক্ষিত ভদ্র যুবক ব্যবসা করিতে উত্তম হইয়াছেন, কিন্তু অনেক সময়ে তাঁহারা ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই ব্যবসা কার্যে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে তাঁহারা পিতৃপুরুষগণের সঞ্চিত অর্থ নষ্ট করিয়া অথবা ঋণগ্রস্ত হইয়া পুনরায় চাকরীর চেষ্টায় বহির্গত হন।

ওকালতী পাশ করলেই যেরূপ একেবারেই বড় উকিল হওয়া যায় না, প্রথমে কিছু দিন অভিজ্ঞ প্রাচীন উকিলের নিকট থাকিয়া বৈধা ও অধ্যাবসায়ের সহিত কার্য শিক্ষা করিতে হয়, সেটরূপ লেখা পড়া শিখিলেই ব্যবসাদার হওয়া যায় না। ব্যবসাদার হইতে হইলে কোন ভাল ব্যবসায়ীর নিকট থাকিয়া শিক্ষানবিশি করা উচিত; তাহার পর ব্যবসায়ের রহস্য গুলি উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়া ফিরিওয়ালা না হয় ছোট দোকানদার হইতে কার্য আরম্ভ করিলে কৃতকার্য হইতে পারা যায়। কিন্তু বড়ই ছুঁপের বিষয়, আজ কালকার বি, এল, উপাধিধারী কতিপয় যুবক ও উকিল নিজেই অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিতে অপমানিত বোধ করেন। ব্যবসায় সম্বন্ধে আমাদের পাশ্চাত্য ও বলি-গণের নিকট হইতে কার্যকুশলতা, তৎপরতা, পরিচরিতা, শঠতাহীনতা, অধ্যবসায়, বিশ্বাস, শৌলতা, নম্রতা, বৈধা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যচিত্ত গুণ ব্যবসায়ীর অবশ্য শিক্ষণীয় এবং মাড়ারার প্রভৃতি প্রাচ্য বৈশিষ্ট্য জাতির নিকট হইতে দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আবিম্রতা, আড়ম্বরহীনতা, সরলতা, অসন্দেহতা, চিন্তা ও অকপটতা প্রভৃতি গুণ শিক্ষণীয়।

আজ কালকার দিনে হই প্রকার ব্যবসায়। ব্যবসায় এক বিদেশী পণ্য ব্যবসায় ও অপর স্বদেশ জাত জব্য সম্ভারের করিতে পারা যায়।

আমি এক্ষণে English style এ কি প্রকারে ব্যবসা করা উচিত, তাহাই বলিতেছি। নূতন ব্যবসায়ীর এ বিষয় গুলি শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যিক।

(১) Reserve Fund. বত টাংকা লইয়া কার্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক, তাহার

বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য এখন লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কিরকণে আলাহিদি করিয়া রাখিবে। ইংরাজীতে এই অর্থকে Reserve Fund কহে। রাখা করিতে হইলে ভোমার ভাটখানার উত্তীর্ণ পড়তি আছে। ছবিতে অর্থাৎ পড়তির সময় এই রক্ষিত অর্থ ভোমার বন্ধুরূপে ভোমাকে সাহায্য করিবে।

(২) Furniture. আসবাব পত্র দোকানের একটি প্রধান অঙ্গ, তবে ভাল আসবাব অপেক্ষা ভাল বিক্রয়ের জিনিষ আবশ্যক, কারণ ভোমার আলমারিগুলি যদি সুন্দর হয়, আর উহাতে ভাল জিনিষ যদি না থাকে, তাহা হইলে ভোমার দোকানে কেহ আসিবে না। তবে সুবিধা বস্তু সত্যর সুদৃশ্য ভাল জিনিষ সংগ্রহ করিলে কতি মাই।

(৩) দোকান কি প্রকারে সাজান উচিত। যে কোন কারবারই হউক, সুখলাভাবে সাজান দরকার। এক এক ব্রকমের জিনিস এক এক স্থানে রাখিবে। এই স্থানকে ইংরাজীতে Department কহে। যখন কারবার বাড়িবে, তখন প্রত্যেক Department বা বিভাগের কন্সাবলের তার এক একজন আলাহিদি লোকের উপর স্তত করিবে। এক প্রকার জিনিসের উপর অন্য আর প্রকার জিনিসের গাণা করিয়া রাখিবে না, কারণ তাড়াতাড়ি ও দরকারের সময়ে জিনিস খুজিয়া পাওয়া যায় না। যদি সম্ভব হয়, বর্ণানুক্রমে জিনিস সাজাইবে। দোকানের মধ্যস্থাপ বেশ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। ক্রেতাগণের দাঁড়াইবার এবং বসিবার স্থান থাকা উচিত। জিনিষ পত্র এইরূপভাবে সাজাইবে, বাহ্যতে পরিষ্কার দোকানে আসিলে দাঁড়াইতে বা চলিতে কোন রূপ অসুবিধা ভোগ না করেন।

(৪) Window display. সমুখের জানালাটা এরূপভাবে সজ্জিত করিবে, বাহ্যতে

শাট্রি হইতে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে। উহাতে দানধাতার আলকের সুন্দর সুন্দর পুরাতন বস্তু বসু-না থাকা। জানালা সাজানর সুশৃঙ্খলতা দেখিয়া ব্যবসায়ীর সুখ-সত্যর পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং তাহাতেই দর্শক আকৃষ্ট হইবে।

(৫) মাল সংগ্রহ কিরূপভাবে করা উচিত। অতি রহস্যমানে ও সতর্ক-চনা পূর্বক মাল ক্রয় করা আবশ্যক। ভোমার পরিচালনায় কতি অল্পসংখ্যে মাল ক্রয় করিবে। যদি ভোমার দোকান সহরের মধ্যে হয়, যে স্থানে ধনী পরিচালক প্রকার ব্যক্তিরা সন্মান হয়, সে স্থানে উহাদের নিত্যব্যবহারী হালকাবস্তুর ও চলনসহী বস্তু সমূহ রাখিবে। যে বস্তুর বেশী প্রাধিক, সে সাধারণী সবা সর্বদা দোকানে যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার। আনগাড় মালে (যাহা কখনও কদাচ বিক্রয় হয়) দোকানি বোকাই করিবে না। কোন প্রকার মাল অনেক বেশী করিয়া খরিদ করিবে না। (ইহা রক্ষণ-বালীর পক্ষে)। মাল অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে ক্রয় করিবে। কোন প্রকার মাল হরত কলিকাতা বাসীর খুব প্রিয়, কিন্তু সে বস্তু তুমি যথার বিক্রয় করিবে, তৎপকার ব্যক্তিদের পছন্দ নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিয়া মাল ক্রয় করিবে। ব্রকম হওয়া উচিত, সংখ্যায় কম হয়, তাহাতে কতি মাই; (এলবগুলি খুচরা বিক্রয়কারীর পক্ষে)। কারণ টাকা যত বেশী খাটিবে, লাভ তত বেশী হইবে। টাকা অনেকদিন পর্যন্ত আবদ্ধ হইয়া থাকিলেই লোকসান। অচেনা দোকান হইতে মাল ক্রয় করা অপ্রত্যা পরিচিত বিখ্যাতী দোকান হইতে মাল লওয়া ভাল। অপরিচিত দোকানে নিজে দেখিয়া মাল লইলে বেশী কতি হয় না। কিন্তু বিদেশ হইতে মাল লওয়া উচিত নহে। অপরিচিত দোকান-

দোকান আগাম টাকা দেওয়া লোকসান উচিত নহে। এজেন্টের কথায় উপক-নির্ভর করিয়া কোন জিনিষ না কেনিয়া অপরিচিত দোকান হইতে কখনও লইও না।

(৬) Advertisement. বিজা-পনের মত মূলধনের কিঞ্চিৎ অর্থ আলাহিদি করিয়া জমা রাখা সর্বদা কার্য-বুদ্ধন ব্যবসায়ীর পক্ষে বিজ্ঞাপনের বিশেষ আবশ্যক বড়ই স্থানের বিষয় যে, বিজ্ঞাপন বাহ্য-ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য, তাহা প্রাচীর আশ্রয় বিশেষ মনোযোগ করিয়া। বিজ্ঞাপনের মত বাহ্য খরচ করিবে, উহা এরূপভাবে করা উচিত, বাহ্যতে তবিব্যাতে সেই টাকা লাভজনক ভোমার নিকট কেবল আসে। বিজ্ঞাপন (half-Hazard এলোয়েলোভাবে করা উচিত নহে। ইহা ক্রয়পত্র-ধর্মের সহিত সেরা কর্তব্য। বিজ্ঞাপন ছোট, মনোহর ও দ্রুতকর্ম হওয়ার দরকার। বাহ্যে কথার সুন্দর বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত নহে। চিত্রাঙ্কিত বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ উপকার হয়। চিত্রগুলি ভাব-ব্যঞ্জক-হওয়া উচিত। বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে এ বিষয়ে পরামর্শ লইয়া কাজ করা উচিত।

শ্রীরাধারমণ সেন।

গোরক্ষপুর।

বিষম ভুল।

—:—

(১)

প্রথমবার মাতা বঙ্গ-বংশের অবিবাহিতা কস্তা ও ছয় বৎসরের নিম্নপুত্র লইয়া পচিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তাঁহার বস্তুর কুণে আরি কেহ ছিল না, থাকিবার মধ্যে বিজয় নামে এক সপত্নী পুত্র ছিল, কিন্তু সে যৌবনে পদার্পণ করিতেই অতিশয় অসচ্চরিত্র

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হইল উঠে বলিয়া জাহাজ শিঙা তাহাকে বাতী
হইতে বাহিরে করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েক
বিধা জাহাজের ভিতর পৌঁছ গতি মত প্রথম ক্রীড়া
প্রদর্শন বাতীর এক বাসি বৃদ্ধ আর কীটান ও
অজ্ঞাত বৃদ্ধের সহায়ত করিয়া উঠি নানে মত
পরিপূর্ণ একটি বড় পুস্তকখানা ছিল। বাতীর
লোকের হুগো পাইলেন বাগানের কল, পুষ্টি-
রের নাম চুপি করিত। কখন বাস বাসী কখন
কখন বা জাহাজের প্রদর্শন। হাতী তাহা দিগন্ত
যাতি দিগন্ত। এক হাতী তাহার সহিত কাহারও
সঙ্গাৎ ছিল না। আনন্দিত পরিমার্জন
প্রতিষ্ঠা দিবার সঙ্গত করিয়া অভিভাবক
বৃত্ত বিলা হুগোকে চক করিয়া বৈ-প্রদর্শন
উদ্যোগ, ভাঙিয়া উঠাই আশ্রয় লইল।
ইহাতে বৈ-কল হইল। কোন ক্রমে উঠে
কেই এক উঠিয়া গেলেন। জাহাজের ভিতর
একদিক বিলাই হইল। বড় পুস্তক আশ্রয়, সমস্তই
ভাঙিয়া দিল। পুস্তক বিলাই প্রদর্শন
হাতী কলিকাতার উঠিলেন। জাহাজের ভিতর
অর্থ করে বহু জাহাজ হুগোপাখ্যার নামক ভট-
বিশিষ্ট বহু জাহাজ এক বিলাইয়ের সহিত
চুপুপ বহু জাহাজ প্রদর্শন বিলাই দিলেন।

সে বঙ্গের নীতের অবসানে কলিকাতার
ভাঙিয়া উঠিলেন। বৈ-কল দিল এবং বিত্তর
লোক মাল্য পড়িল। বিলাইয়ের কয়েকদিন
পরে যে দিন প্রদর্শন বাতী নিজ
বাটীতে আসিলেন, সেইদিন প্রদর্শন
জাহাজ বড় জাহাজ হইল। জাহাজ
আসিয়া বলিলেন, তাহার প্রেম হইয়াছে।
বালকের সীতিমত চিকিৎসা হইল, কিন্তু সে
বাটিল না। পুস্তকখানা জননীকে অধিক
বহু জাহাজ করিতে হইল না, কাল ব্যাধি
তিন দিনের মধ্যে তাঁহাকে পুস্তক সঙ্গিনী
করিয়া দিল। প্রদর্শনকে লইয়া বহু জাহাজ
বহু জাহাজ আসিলেন। তখন আর প্রতি-
বেশী গণ শক্তাচরণ করিল না, বহু জাহাজের

পাঠান প্রদর্শন করিয়া জাহাজের ভিতর
লোকের করিল। প্রদর্শন জাহাজের ভিতর
বহু জাহাজ প্রদর্শন জাহাজের ভিতর
উত্তর কলিকাতার হইল। বহু জাহাজ প্রদর্শন
গানের লাহার, বিলাই, লাহার, লাহার
করিয়া সঙ্গীত বাতী বহু করিলেন। বিলাই
বিলাইয়ের প্রাচ করিতে আসিয়াছিল। সেই
সময় প্রদর্শন তাহাকে করিয়াছিল। শিঙা
উঠিলে প্রদর্শন একটি কথা আছে যে বিলাই
সঙ্গীত হইল। সমস্ত সঙ্গীত চারি জাহাজ
অর্থ পাইবে। প্রদর্শন জাহাজ উপর অধিকার
করিয়া অর্থ চারি সঙ্গীত করিতে
পারিলেন না বলিয়া সে উঠা বাতী করিল না।

(৩০)
বহু জাহাজ বাতী কলিকাতার নিকট
গঙ্গার বাতী এক বাতী জাহাজ আসে। সেখানে
পুস্তক প্রদর্শন প্রদর্শন একটি ছোট প্রদর্শন
করিল। তিনি কলিকাতার একটি সঙ্গীত
গিতি আসিলে জাহাজ টাঙ্গা বহু জাহাজ চাকরী
করিল। জাহাজে প্রদর্শন হইতে অধিক
জাহাজ পুস্তক জাহাজ করিতে হইল বলিয়া প্রদর্শন
হাতী হইতে বাতীর ভিতর পড়েন না,
সেইখানেই বাল্য করিয়া থাকেন, শনিবারে
শনিবারে বাতী আসেন। সঙ্গীত জাহাজ
ঘাটে হইল প্রাণী এক বিলাই জাহাজ ভাঙা
আর প্রদর্শন। বহু জাহাজ বাতীখানি বিলাই।
সিঁড়িতে ও উপর তলে হইল করিয়া চারিটি
ঘর ছিল। উপরের হুটী ঘরে বহু জাহাজ শরন
করেন, অল্প ঘরে জাহাজ দিদি থাকেন।
সিঁড়ির ঘরের পাশে একটি ছোট কুঠারী
আছে, উঠা জাহাজ ঘর। ইহা বাতীর জাহাজ
ও অল্প হইখানি চালা ঘর আছে। বাতীর
পশ্চাতে পুস্তকখানা সহিত ছোট এক বাতী আর
কীটানের বাগান, একটি আয়ের ডাল বহু-
নাথের শরন প্রদর্শন আনাগার আসিয়া
পড়িয়াছে।

প্রদর্শন এক একটি বহু জাহাজ হইতে আসিল,
প্রদর্শন বহু জাহাজ প্রদর্শন পর শরন,
পুস্তক প্রদর্শন এই দিনে বহু পাইতে
আসিল, ইহাতে কোন ব্যক্তি প্রদর্শন হইল না।
বৈ-কল প্রদর্শন প্রদর্শন "বহু জাহাজ" বৈ-
জাহাজ হইল। প্রদর্শন জাহাজ অনেক
ছিল, সঙ্গীতের সমস্ত কাজ কর্তৃ করিত,
প্রতিবেশী জাহাজকে তক্ত, বৈ-কল, বাতীকে
বৈ-কল করিত হইল। তাহাকে তেনই
করিত। পুস্তকের কথা দূরে থাক, তাহার
বহু জাহাজ প্রদর্শন জাহাজ তাহার মত দেখিতে
পাইত। প্রদর্শন বা অল্প কোন কারণে
ঘাটে পথে বাহির হইলে বহু জাহাজ দিদি অল্প
হইল। লাহারী জাহাজের মত বাতী আসা
করিত। প্রদর্শন সকলেই প্রদর্শন প্রদর্শন
করিত, বহু জাহাজের বহু জাহাজ উঠিত।
কয়েক বহু জাহাজ জাহাজ জাহাজ পরম জাহাজ
কাটিল।

(৩১)
সমস্তের সঙ্গীত পাওয়াতে বহু জাহাজের
অর্থ জাহাজ জাহাজ জাহাজ জাহাজ হাতে
কিছু অর্থ জাহাজ জাহাজ। পতিপুস্তক জাহাজ
বহু জাহাজ জাহাজ জাহাজ অর্থ জাহাজ হইলে জাহাজ
দর্শনের অভিলাষটা কলহী হইল। দিদিরও
তাহাই হইল। বহু জাহাজ ছুটি পাইয়া দিদি ও
জাহাজ লইয়া বাহির হইল। পড়িলেন, বহু জাহাজ
জাহাজ বাতীতে একাকিনী রাবিয়া জাহাজ
পারিলেন জাহাজ।

জানা জাহাজ করিয়া প্রদর্শন জাহাজ কালে
কয়েক দিন কালী বাস করিয়া অতি প্রায়ে
সকলে আবার তথ্য আসিলেন। বিলাইয়ের
মঞ্জিরের নিকট অল্প জাহাজ জাহাজ জাহাজ
গঙ্গা জাহাজ করিতে ও জাহাজ জাহাজ জাহাজ
অল্প দূরে বাটীতে জাহাজ জাহাজ জাহাজ
হাইতে, নতুবা জাহাজ জাহাজ জাহাজ। তিনি
তখনই বিলাই, অল্প জাহাজ জাহাজ জাহাজ

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাঞ্চল পাঠান।

করিয়া আলিভেন।, করিষা কীৰ্ণ স্থানে
তীলোকের একাকী বা অল্প তীলোকের সহিত
এ মন্দির সে মন্দির করিয়া বেড়ান নিরল
নহে। (জয়গণ)

বেনারসের সহযোগী "মহামণ্ডল মাগা-
জীন" গত আগষ্ট সংখ্যার "কাজের লোক"
সম্বন্ধে বলিয়াছেন :-

Kajerlok.—We are quite con-
fident that there is a very large de-
mand for such kind of periodical
as "Kajerlok" or "Businessman"
which would be a great help to our
young men, who are about to enter
worldly life, to show them in what
direction they can employ their
talents to the best advantage as
well as to all business-like men to
indicate to them the state of the
various industries and the develop-
ment of all kinds of trade. The
editor Mr. Chatterjee has in fact
laid the public under deep obliga-
tion by bringing out such a useful
and valuable Publication. The get
up of the magazine from start to
finish is as good as one could
desire. Annual subscription Rs.
2-8-25. To be had of the Manager,
"Kajerlok" Office, 17 Akoor
Dutta's Lane, Bowbazar, Calcutta.

মোকদ্দমার দেশ দেউলিয়া!

—১০১—

মোকদ্দমার দেশের কোন জায়গা
হইতেই পাইকপুণ একবার দেখুন।
গবর্ণমেণ্ট ইন্ডিয়ান ডিপার্টমেন্ট হইতে প্রাপ্ত
তথ্য দেওয়া গিয়া মোকদ্দমা কত হইয়াছে এবং
তাহা দ্বারা দেশের লোকের কত টাকা উড়িয়া
গিয়াছে দেখিলে আশ্চর্য হইবেন। ভারত
কোম্পানীর মোকদ্দমা মানাসবরের মাকরী কাণ্ড
যে কত আছে। সে সকলের ত হিসাবই নাই।
১৯১৫ সালে ইংল্যান্ড হইতে ভারতে মোকদ্দমা
দায়ের হইয়াছিল, ২২২৬০০০, টাকা খরচ
হইয়াছে ৩৭০০১১০০ টাকা অর্থাৎ সাতচল্লিশ
কোটি তেরিশ লক্ষ সত্তের হাজার টাকা। ইংল
লন্ডন বঙ্গের পক্ষে মোকদ্দমার সংখ্যা ছিল,
১৮০০০০ অর্থাৎ লক্ষ চার হাজার। খরচ
৩৩৭৫০০০০ ছল্লিশ কোটি সেরাত লক্ষ
তিপার হাজার। বাঃ বাঃ এই লক্ষ বঙ্গের
উচ্চর বাইবার রাত। যথেষ্টই পরিশ্রম হইয়াছে
সন্দেহ নাই। আরও ভাল খবর আছে শুধুন।
ইংল মধ্যে বাঙ্গালী এবং মাজাজী ভারত
আবিক বাবলীয়ায়। প্রায় এক তৃতীয়াংশ
লোক উপরোক্ত মোকদ্দমার অধিক চালাইয়া
ফকীর হইয়াছে কিন্তু যুক্ত প্রদেশের সমস্ত
লোক সংখ্যার এক পঞ্চাংশ লোক ২১০০০০
মাত্র মোকদ্দমা করিয়াছে, অর্থাৎ মত মোক-
দমা সমস্ত ইংল্যান্ড হইতে ভারতে হইয়াছে,
তাহার দশমাংশ ইংল বাঙ্গালী প্রভৃতির মত
এ কাজটার উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।
সমস্ত লোক সংখ্যার হাজার করা হইয়াবে
১৯১৫ সালে মারওয়রা, দিল্লী, কর্ণাট, মাজাজ
বাঙ্গালার মোকদ্দমার সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে।
তুলনায়, উড়িয়া যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে মোক-
দ্দমার সংখ্যা কম বটে। ডেট্রম্যান হইতে
আমার নিম্নে ইংল্যান্ডী অংশটুকু তুলিয়া দিলাম।

STATISTICS OF LAWSUITS.

It appears from a statement
compiled in the Department of
statistics, that the number and
value of suits instituted in the Civil
Court of British India during the
year 1915 were 2,226, 000 and Rs.
47,33,17,000, as against 1,804,000
and Rs. 36,74,53,000, respectively,
ten years ago. It is interesting to
note that the provinces of Bengal
and Madras, having about one
third of the population of British
India, were responsible for more
than half the number (over one
billion) of total suits instituted in
British India, while the United
provinces, with nearly one fifth of
the total population, had only
213,000 suits or less than one tenth
of the total suits in British India.
The ratio of suits per thousand of
population instituted in the Civil
Court of each province during 1915
shows that Ajmer-merwara Delhi
Coorg, Bengal, and Madras are the
most litigious, and the United
provinces, Bihar and Orissa the
less litigious provinces in British
India.

এরূপ হারে মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি
হইয়াই দেশ দেউলিয়া হইয়া উঠিবে।
ইহাতে আর দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্যের
উন্নতির আশা করা বাতুলতা। যতই আইন
ব্যবসায়ী এবং শিল্পিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে,
ততই মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই

৩০ জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা ছিল, আর লাইব ন।।

ভো গেল, সবর্ণমেষের কোটের হিসাব। তাহার পর উকিল, পেরাদা, টাকার খরচ এত অধিক যে, আসল বোকর্দনা বাবনে যে টাকা ব্যয় হয়, তাহাও উপরোক্ত, ন্যায্য কোটের ব্যয় অপেক্ষা দশগুন বেশী, তাহাপি কম নহে। সুতরাং প্রজা রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বেই গ্রাম্য পদ্ধতিতে বিচার প্রণালী প্রবর্তন করিতে হইবে, নচেৎ সর্বনাশ হইবে। বিচার ব্যয়ে দেশের সর্বনাশ হইয়া গেল। প্রজাকে রক্ষা করিতে পদ্ধতিতে বিচার তির অল্প উপায় নাই। আর দেশের পোকের চৈতন্য হইবে কি? সামাজ্য ও হাত স্থানের জন্ত বোকর্দনা করিতে আসার দেশের কোটা কোটা টাকা যে উড়িয়া যায়, ইহা কেবল জেদের বসে বইত নয়। এই বোকর্দনা যে কোন সংসারে চুকিয়াছে, সে সংসারকে হারবার করিয়া তুলিয়াছে। অর্থব্যয়ে, হুস্তিভার, অজ্ঞানিত হইয়া সন্তান সন্ততির সর্বনাশ করিয়া এদেশের লোকে অতি পোচনীয় স্ত্রীর ক্রোড়ে নিঃশব্দে শায়িত হয়, অথচ গ্রাম্য দশজননের কথা মানিয়া চলিলে অতি সহজেই মিটু মিটু হইয়া যায়। এ দেশটার অতীতে রোগ, ঔষধ কোথায় দিবে? একমাত্র ঔষধ “ধর্মজ্ঞান” কোথায় যে গলদ, কোথায় যে অজ্ঞান, তাহা মানুষাবাজগণ নিজে-রাই জানে। সেকালে ধর্মজ্ঞান ছিল, লোকে অজ্ঞান অধর্মকে সাক্ষাৎ ঘরের মত দেখিত এবং যেইরূপেই শিক্ষিত ছিল। এইজন্য বিনা বিচারেই অধর্মের অজ্ঞানের দমন হইত। আজ পাশ্চাত্য শিক্ষার স্তরে স্বধর্মের অবস্থা কহিয়াছে, ধর্মার্থ আবার একটা কথা; লোকে ইহা বলিতে ও ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহারই কল হাতে হাতে কলিতেছে। কর্মকল বাইবে কোথায়? দেশে বাহাতে নীতি এবং ধর্ম শিক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা নাই। অন্ধ বিশ্বাসবিশিষ্ট হইয়া থাকা ভাল। যদি মনকে

মিলিলে স্বর্গে বাইবার লক্ষ বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে কেহ অধর্মের জন্ত কাটা মাথা দিতে বাইত কি? ধর্ম ও অন্ধ বিশ্বাস এটা থাকা ভাল, নচেৎ সংসার চলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষা এই অন্ধ বিশ্বাস বুটাইতে বড় ব্যস্ত। ইহাতে রাজ্য প্রজা উভয়েই বিপর্য হইয়াছেন। অচিরেই ইহার প্রতিকারের উপায় চাই, নচেৎ কাহারও মঙ্গল নাই। রাজ্য প্রজার কল্যাণের উপরেই নিরাপদ এবং সুখী। প্রজাকে সুখে রাখিলে সকল রাজাই নিরাপদ। প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতা এখনকার বিচার ব্যয়েই নষ্ট হইতেছে। সেইজন্য অগ্রেই গ্রাম্য পদ্ধতিতে বিচারের প্রণালী অবলম্বন, নচেৎ অতি দূর অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কৃষি তথ্য।

DEPARTMENT OF AGRICULTURE BENGAL. LEAFLET NO. 2 OF 1917. INDRASAIL PADDY.

1.—On the Germination of Indrasail Paddy.

A number of complaints have been received from cultivators about the low germination of Indrasail paddy. This was surprising as the seed was tasted and found good before despatch by the office of the Economic Botanist, an investigation was, therefore, made to find out the cause of the complaints. It is found that the seed-coat of Indrasail paddy is comparatively thin, hence at the time

of sprouting more care is necessary than with most other kinds. It should not be sprouted in closed vessels, but in gunny bags which allow the free passage of air, and also drain off the water thoroughly. It does not require long immersion in water; seven to eight hours are quite sufficient for this purpose. After thorough sprouting, the seed should be shown in a puddled seed-bed in order to ensure satisfactory results. This method has always given excellent results on the Dacca Farm and will doubtless do so elsewhere.

2.—HOW TO KEEP PURE SUPPLY OF SEED.

Indrasail is a heavier yielding paddy than other kinds, it is therefore to the interest of the cultivators who grow Indrasail that it should not be mixed with other kinds as the yield of grain would thereby be reduced.

2

It is easy to distinguish the ear of Indrasail from other kinds and it is suggested that before harvesting the crop, the cultivator should first select enough ears of pure Indrasail for his seed requirements in the next year. In this way he will ensure a pure crop of Indrasail and therefore a heavier yield of grain.

R. S. FINLOW,
for Economic Botanist, Dacca,
Bengal.

বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য এখন লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অবিধান

—১০—

এস—জননী এস—বর্ষগরে এস মা আমার
দেয় এস; তোমার শত মহত্ব নাম—মামের
কত বিশেষণ, কত সাহায্য, তোমাকে মা—মা
বলিয়া ডাকাই রেণ—তাই বলি জননী—
আমাদের জন্মের সংসারে তিন দিনের জন্ম
পাকিয়া আনন্দ শান্তি যায় বর্ষণ কর। আমরা
তোমার বড় হুণী সন্তান—আমরা সকল জালা
তুলিয়া—মা মা রবে ডাকিয়া মাত্র তিনটি দিন
তোমার এই দেব চলিত রাতুল চরণে অশ্রুসিক্ত
চুটি বিধগত আর রক্তবদা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
মানব জনম সার্থক করিব। আমরা মনেমনেই
পূজা করিয়া হৃদয়ের কথা নীরবে তোমার
চরণে জ্ঞাপন করিব। তোমাতে প্রাণপণ
অহুরক্তি না দেখিলে তুমি এস হইবার নও।
আমাদের সে ভক্তি, সে অহুরক্তি কিছুই
নাই মা। আমরা পূজা করি লোক দেখাইতে
ও নাম কিনিতে, আমাদের ভক্তি নাই,—
অহুরক্তি নাই, সাধনাও নাই। তোমাকে
নিজগুণে আমাদেরিগকে মাহুধ করিয়া লইতে
হইবে। আমরা অলস, স্বধর্মত্যাগী, নিকর্মা,
বাচাল, প্রতারক, শঠ, স্বার্থপর, বিলাসী অর্থাৎ
এক কথায় হতভাগ্য হইলে যাহা হইবার,
তাহাই হইয়া পড়িয়াছি। মা! একদিন সাধক
তোমার পূজা সমাপন করিয়া প্রার্থনা করিত
বটে :—

“রূপং দেহি, ধনং দেহি, ভাগ্যং জগবতী
দেহি মে,” সেস্তবে যাহারা তোমার সন্তুষ্ট করিত,
তাহারা ছিল কর্মী—কঠোর কর্মের সাধক।
তখন তুমিও কৃতকর্মের পুরস্কার দিতে। তাহা-
দের সংসার ধনধাত্তে পূর্ণ হইত, নরনারী পরম
ভক্তিভাবে তোমার গান করিত। এখন যদি
তোমার নিকট কিছু প্রার্থনার থাকে তবে
জননী—আগে আমাদেরিগকে প্রকৃত কর্মী কর,

আমরা কেবল অলস, বাচাল, প্রতারক, শঠ
কর্মী, স্বার্থপর, বিলাসী হইয়া মনুষ্য লাভ
করিতে পারি, আমাদের এই দুর্বলতা প্রকৃত
অজ্ঞান। তুমি প্রকৃত কর্মীকে চিরদিনই পরা
করিয়াছ যে উদ্যোগী, সে তোমার সাধনা না
করিয়া শক্ত হইলেও, বিধবা হইলেও তুমি
ভাঙতেই তোমার চলিত করণা-চূণা
দানে সমর্থ হইয়াছ—এ প্রমাণের অভাব
নাই। মুখে মা মা করিয়া শতজন্ম পৃথিবী
কাঁপাইলেও, তুমি যে কালারও নয়, একথা
কে না জানে মা? আমরা আর এখন সে বদ
সন্তান নাই—মারা, মোচ, অবিধান, অভক্তি
এই সমস্ত ব্যাধিতে মৃতপ্রায়। তুমি সেই চির-
দিন আগ্রিতেছ, আর আমরাও মোহমদে,
নিজিতের স্বপ্ন প্রলাপের ভ্রায় মা—মা
রবে চিরদিনই ডাকিতেছি, কিন্তু সে ডাকের
জোর নাই—সে ডাকের টান নাই—
সে ডাকের জীবনীশক্তিই নাই, তাই তোমার
সন্তান হইয়াও আমাদের চিরদুঃখ, অনশনে
শোক রোগে অর্জুরিত। আমরা নিজের কর্ম-
দোষে নিজেরাই মরিয়াছি, তোমার দোষ নাই।
আমাদেরিগকে প্রকৃত কর, ভক্তি দাও, হৃদয়ে
তোমার প্রকৃত মহিমা ধারণের বল ও দৃঢ়তা দাও,
স্বধর্মে আস্থাবান কর। হিংসা, ঘেব, হ্রস্বভূত,
করিয়া আমাদের হৃদয় পবিত্র কর, যেন
জননী প্রকৃত মনুষ্য লাভ করিয়া থক হইতে
পারি। এই আমাদের প্রার্থনা।

লাভজনক কৃষিকার্য্য।

সিন্ধুরিয়া গাছ।

Mallotus Phillipineuris.

সিন্ধুরিয়া গাছ এদেশের জঙ্গলে প্রচুর
পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার ফল
সিন্ধুরের বর্ণযুক্ত। গাছের দ্বারা একরূপ
লাল রং প্রাপ্ত হয়। সিংহলে ও ফিলিপাইন
দ্বীপে ইহার চাষ হইতেছে। সিংহল ও ফিলি-

পাইন দ্বীপের সিন্ধুরিয়া গাছ হইতে প্রাপ্ত
করিয়া সিন্ধুরের রং রান্না হইলে
রঙানি করিতে হয়। আমাদের দেশে, সিন্ধুরিয়া
গাছ দ্বারা আলানি কাঠের দ্বারা গাছিত
হইয়া থাকে। উহার ফলের রং সিন্ধুরের
রং হইয়া থাকে। সিন্ধুরিয়া গাছের ফল
রং প্রাপ্ত প্রাণী শিক্ষা করিতে পারিলে
কমাপনের একটি মতল পথ হইবে।

নারিকেল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত।

সিংহলে বিদ্যমান পঁচিশটির অধিক
নারিকেল গাছ রোপিত হয় না। চাকির
ভারতে এবং সিংহলে নারিকেল গাছ রোপিত
করিবার ৭৮ বৎসর পরেই, উহা ফলপ্রসূ
হইয়া থাকে; এবং তৎপরে, ক্রমশঃই ফলের
সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। দশ বৎসরের পরে গাছ
'ভরিয়' (প্রচুর পরিমাণে) নারিকেল ফলে
এবং ক্রমাগত প্রায় ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত ফল
প্রসব করে। সাধারণতঃ, সিংহলের নারি-
কেল গাছে সংবৎসর মধ্যে ৪০ হইতে এক
শতটি পর্য্যন্ত নারিকেল ধরে। গড়ে প্রতি
গাছ হইতে প্রায় ৪৫টি করিয়া নারিকেল
পাওয়া যায়। প্রত্যেক বৎসর গাছ হইতে
প্রায় ৫৮ বার নারিকেল সংগ্রহ করা হয়।
খুব ঘন করিয়া নারিকেল গাছ রোপণ করিলে
সে ফলন কম হয়, এবং ফলের আকৃতি কুৎস
হইয়া যায়,—ইহা সিংহলবাসীরা বিশেষরূপেই
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সুতরাং, এক্ষণে
তাহারা আর প্রতি বিবায় পঁচিশটির অধিক
নারিকেল গাছ রোপণ করেনা।

সিংহল, জাম্বা, সিন্ধুরিয়া, পিনাং, মাকে-
সার, মলাক্কা, ম্যানিলা, ফিলিপাইন প্রভৃতি
দ্বীপে অত্যধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মে
এবং এই সকল স্থান হইতেই প্রচুর পরিমাণে
ইউরোপের নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া যায়।

৩০ জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

সারিগড়: কলিকাতার বীণ হইতেই অত্যধিক পরিমাণে নারিকেল তাল, স্পেন, ইতালী, জার্মানী, ইংলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি হইয়া পের দানা স্থানে এবং আমেরিকার রপ্তানী হইয়া থাকে। খুব বন করিয়া নারিকেল গাছ রোপণ করিলে যে ফলন কম হয়, তাহা কিলিপাইন বীণবাসী কৃষকেরাও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। তত্ত্বের অভ্যন্তর বীণবাসীরাও বন রোপণের পক্ষপাতী নহে।

কাদমাটিতে কিশা স্ত্রীংসেতে জমিতে নারিকেল গাছ বধোচিতভাবে বর্ধিত হয় না। শিখীদারী গাছ নারিকেল গাছের সারির মধ্যে পুতিয়া রাখিলে, উহা পচিয়া সারের কাজ করে এবং উহাতে জমিও রসাল থাকে।

নারিকেলের পাতাশূড় ডাঁটা বহু পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া, উহা নারিকেলের সারির মধ্যে মাটির নীচে পুতিয়া রাখিলেও সার দেওয়ার কাজ চলে। নারিকেল গাছের গোড়ায় পচা পানী, দাস কিংবা মাছ সাররূপে ব্যবহার করা হইতে পারে।

নারিকেলের মালার ছাঁট, নারিকেলের ছোন্ডা এবং পচা পাতা প্রভৃতি নারিকেল গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

নারিকেল গাছের গোড়ার চতুর্দিক হইতে যে বহুসংখ্যক শিকড় বহির্গত হয়, ঐ সকল শিকড় মৃত্তিকার অধিক নিম্নে প্রসিষ্ট হয় না। সুতরাং অনাথুটির সময় অপবা আবশ্রুকমত নারিকেল গাছের গোড়ায় জলসেচন করা কৰ্ত্তব্য।

নারিকেল চারা রোপণ করিবার পর, ক্রমাগত ২৩ বৎসর পর্যন্ত, উহা ছাতাধরা-রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। কোনও গাছে এই রোগের উপদ্রব ঘটিলেই, উহা কাটিয়া আনিয়া পোড়াইয়া ফেলা কৰ্ত্তব্য। ইহাতে রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে না।

মোমচীনা বা গাছমোম—এই গাছের বীজ হইতে একপ্রকার বন চর্কির ন্যায় নির্ঘাস বাহির হয়। তাহা হুবহু মধু-চক্রের মোমের ন্যায়। এই নির্ঘাস দ্বারা মোমের কার্য সাধিত হয়। আমাদের দেশের ন্যায় চীন ও জাপান দেশে দেবমন্দির ও দেব-মূর্তির সম্মুখে চর্কিরবাতি জালান নিষিদ্ধ। এইজন্য, উক্ত উভয় স্থানেই, দেবালয়সমূহে মোমচীনা বা গাছমোমে (Sapium Sebi-ferum বা Vegetable Tallow) প্রস্তুত বাতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাছমোমের জন্মস্থান চীনদেশ বলিয়াই, ইহা মোমচীনা নামে অভিহিত হয়। চীন ও জাপান দেশেই প্রচুর পরিমাণে মোমচীনার চাষ হইয়া থাকে। তত্ত্বের, কোচিন-চীন, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকাতেও জন্মিয়া থাকে। ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশে পঞ্জাবের নানাস্থানে, ছোটনাগ-পুরে, কুমায়ূনের গাড়োয়াল নামকস্থানে, এবং কাংড়া অধিত্যকার এই গাছ অস্বাধিক পরি-মাণে দৃষ্ট হয়। মোমচীনার গাছগুলি পরিষ্কার ও পিচ্ছিল এবং ৩০ ফুট বা ততোধিক পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকে; গাছের স্বকৃৎ খেতাব খুসর রণ—পাতাগুলি সবুজ। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে মোমচীনাগাছে ফুল ফুটিয়া থাকে। ইহার বীজগুলি ডিম্বাকৃতি, গাঢ় চর্কির মত পদার্থে আবৃত এবং উগ্র গন্ধবিশিষ্ট। মোম-চীনার গাছ বীজ হইতে যেক্রপ জন্মে, সেইরূপ উহার ডাল কাটিয়া বসাইলেও, স্বচ্ছলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসেই ডাল কাটিয়া তাহা অন্যত্র রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই সরস ভূমিতে মোমচীনা গাছ জন্মে। নদীর তীর ও মালা বালের উচ্চ পাগড়, এই গাছ লাগাইবার প্রশস্ত স্থান। পলিমৃত্তিকার, ফুলের বাগানে এবং পর্বতাদির সামুদ্রিক ও ইহা বেশ জন্মে। এই গাছ বহুকাল বাঁচিয়া থাকে। চীনদেশে

বহুকালব্যবহারে অতি প্রাচীন গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছ যেখানে জন্মে, সেই স্থান অতি রমণীয় হয়। মোমচীনাগাছের বাহ্যিকসৌন্দর্য, বস্তুতঃই, চিত্তাকর্ষক। ইহার বীজ হইতে চর্কির মত পদার্থ ব্যতীত আর একপ্রকার তৈল বাহির হয়। এই তৈল প্রদীপে জালান হয় এবং ছাতির কাপড় পালিশ করিবার জন্য যে বার্ণিস প্রস্তুত হয়, তাহাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোমচীনা বীজে প্রস্তুত মোম কলিকাতার নাকারে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। মোমচীনার মোম অতিশয় তুন্দ্র লা-বলিয়া, মোম ব্যবসায়ীগণ মোমের সহিত মোমচীনার বীজনির্গত-মোম মিশ্রিত করিয়া থাকে। ইহার চাপও বিশেষ লাভজনক। লাভের তুলনার শ্রম ও অর্থব্যয় অতি সামান্য। চৈতন্য মার্শারীতে সময় সময় মোমচীনাগাছ পাওয়া যায়।

সাবুই ঘাসের কারবার—সাবুই-ঘাসে এক প্রকার কাগজের মণ্ড (paper pulp) প্রস্তুত হয়। সুতরাং, সাবুইঘাসের ব্যবসায় লাভজনক; গম্ভীর ত্রিহতে সাবুই-ঘাসের ব্যবসায়ে, কাশীর জনৈক ধনশালী ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বেতিয়া মহকুমার রামনগরে ও মঙ্গলপুরে দুইটি হস্ত পরিচালিত যন্ত্র বা হাত কল (Hand press) স্থাপিত করিয়াছেন। এই কলে, সাবুইঘাস বস্তাবন্ধী হইয়া, 'কলিকাতার কাগজওয়াল'-দের কারখানায় রেলযোগে প্রেরিত হয়। গতবার্ষিক বঙ্গীয় শাসনবিবরণীতে সাবুইঘাস সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ—এই ঘাস নেপালের আভ্য-ন্তরীণপ্রদেশে ও সুমেসার (Sumesar) পর্বতশ্রেণীতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সাবুই-ঘাসের কাটতি (demand) বেশী; বিশে-

যতঃ, জিহ্বের উত্তরাংশে অবস্থিত পর্বতের
পাদদেশে স্যাবুইবাসের উপজাতির উপযোগী ;
সম্ভবতঃ উহার ব্যবসারে উন্নতি লাভ হইবে।
কঃ সঃ

মজলিস্।

মকেল এবং উকিল।

উকিল মকেলের কাকুতি মিনতি শুনে
বললেন আচ্ছা, যাতে তোমার মোকদ্দমার
সুবিচার হয়, তার চেষ্টা করবো।

মকেল। আজ্ঞে সেকি কথা, আমি
আপনাকে সুবিচারের জন্য ভাড়া করি নাই
বা'তে মোকদ্দমার জিত্তে পারি, সেইজন্য
ভাড়া করেছি। “জ্ঞান বিচার” আর “মোকদ্দ-
মার জেতা” অনেক তফাৎ।

পকেট অনাবশ্যক।

একটা দরজীর দোকানে এক সাজা
সাজালী সাহেব ধারে কাপড় চোপড় লইতেন,
এদিকে চাল দ্রুত কিছু দোকানের দেনা
শোধ করিতে পারিত না, সাহেব সাজলেই
খানসামা, বাবুজী অন্ততঃ হাট ব্রাদারের ভাড়া
গাড়ী, সাবান এসেন্স, হ্যাট, কোট, পোষাক
পরিচ্ছদ চাই। দরজী টাকা চাহিতে বাইলে
তাহাকে কাকুতি মিনতি করিয়া ফিরাইয়া
দিতেন এবং হাটা হাটা করাইতেন। একবার
দরজীকে সাহেব একটা পেপ্টলুন প্রস্তুত
করিতে দিয়াছিলেন, দরজী পেপ্টলুনের পকেট
রাখে নাই। সাহেব চটয়া লাগ, বলেন তুমি
পকেট একটাও রাখ নাই, এর মানে কি ?
দরজী—“আজ্ঞে মানে হচ্ছে, এতদিন আপনার
সঙ্গে কাজ করে এটুকু বুঝেছি যে, আপনার

পকেটে রাখিবার কিছু থাকে না, সুতরাং
অনাবশ্যক বলেই একটাও পকেট রাখি নাই।
যার টাকা কড়ি আছে তাহদেরই ঐরূপ
পকেটের দরকার।”

রাসায়নিক এবং বন্ধু।

বন্ধু গৃহে প্রবেশ করিবারাত্র রাসায়নিক
চিংকার করে বলে উঠলেন, এই এসেছেন
আর ভাবনা নাই। দেখুন, একটা বড় মুদ্রিলে
পড়েছি, এই বলেই প্রোফেসর একটা ব্রাউন
কাগজে মোড়া একটা সাধা পদার্থ বাহির
করে বলেন, দেখুন সারাদিন নানা প্রকার
জিনিষ আমাকে চাকুতে হয়, সেইজন্য মুখ
এত খারাপ হয়ে গেছে, এখন আর কোন
জিনিসের স্বাদ ঠিক কর্তে পারি না, আপনি
এসেছেন বড় ভাল হয়েছে, এ বিষয়ে আমাকে
একটু সাহায্য করবেন কি ? একটু মুখে ফেলে
এর আশ্বাস কেমন বলতে পারেন ? বন্ধু বলেন
‘নিশ্চয়ই’।

এই বলেই একটু মুখে ফেলে দিলেন।

প্রোফেসর—কেমন বুঝলেন ?

বন্ধু—কোন স্বাদই নাই, হাঁ এখন একটু
ভিত্তো বোধ হচ্ছে।

প্রোফেসর—এইবার ঠিক হয়েছে, ভিত্তো
পরেই বোধ হয় বন্ধু। বন্ধু—এটা কি
জিনিস ?

প্রোফে। এটা কি জানেন, ঘোড়ার
বিষ, এই দেশের কতগুলো লোক এই
বিষ দিয়ে ঘোড়া গরু মারে, তাই আপনাকে
দিয়ে পরীক্ষা করাগেলাম, মানুষের তত অনিষ্ট-
কর নয়।

বন্ধু। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া)—তুমি প্রোফে-
সর না গাধা—যার গরু, ঘোড়া, মানুষ পৃথক
বুঝবার শক্তি নাই, সে আবার প্রোফেসর ?

প্রোফেঃ। আরে তুমি গরু ও নয়, ঘোড়াও
নয়।

বন্ধু খুঁ খুঁ করিতে করিতে অর্ধ ডাক-
রের নিকট দৌড়িতে আরম্ভ করিল। প্রোফে-
সর চোঁচাইতে চোঁচাইতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ছুটতে লাগিল—বন্ধু ! বন্ধু ! তুমি গরু নয়, গরু
নয়, এখন ঠিক বুঝিয়াছি, নচেৎ তুমি এতক্ষণ
মরিয়া বাইতে—

A preacher unable to persuade
a rich man to become a christian
wrote the word “God” on a piece
of paper, “Do you see that” ? said
he.

“Yes” he then covered it
(God) with a peice of gold. “Do
you see it now” The effect was
striking.

Cork-screw have sunk, more
people than cork jackets will ever
save.

Sir Henery Wooten defined an
ambasader to be ‘A man sent to
tell lies for the good of his country’.

Dispepsia is reward of guilty
stomach.

A lewyer and a doctor are
equal to one highwayman—your
money or your life.”

একটা মাতাল বারবার মাতলামীর জন্য
পুলিস কোর্টে জরিমানা দিতে আসতো। এক

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

কিন্তু সে ব্যক্তিটিকে বলে,—হুজুর! আমার সঙ্গে একটু কল লব করে সারা বছরের জরি-মানের একটা বন্দোবস্ত করলে ভাল হয়, হুজুর আমি যখন আদালতের চিরকেলে থাকি, তখন একটু ঘরের সুবিধা দেওয়া চিহ্নিত।

রোগ নির্ণয়।

এক ডাক্তার একজন রোগীকে ভাল করে পরীক্ষা করে বলেন—দেখুন আপনার ঔষধের তত আবশ্যক নাই, আপনি সকালে নিকালে প্রত্যহ ২ মাইল হাঁটলেই শরীর সেরে যাবে, পরিশ্রমের অভাবেই আপনার অসুখ।

রোগী—বেশ ঠাউরেছেন বা হোক, এদিকে গে আমি মেলরনার। ১০ বৎসর আমি দিন ৪ মাইল করে হাঁটছি। রোগী তৎপরতার সহিত সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রিষ্টিয়ানদের একটা গির্জার ভিতর সারি সারি অনেক চেয়ার দেখিয়া একজন অরক্ষ পাড়া গের্বে লোক সেটাকে একটা পিয়েরের কি নাচ ঘর ভেবে নিয়ে ঘরের নিকট বাইরা গির্জাঙ্গা কছেন—মশয়—মশয় এখানে ডুকতে টিহিট কত?

ক্রিষ্টিয়ান ভক্তলোক বলেন, এখানে হুকতে টিকিট লাগে না, ইহা ধর্ম্মান্দর, এখানে যিনামূল্যে মুক্তির উপদেশ দেওয়া হয়।

পল্লীগ্রামের ভক্তলোক। কি কনু? এত হুজুর গর, বিনা মূল্যেও লোহে মুক্তি লইতে আসে না। ঐ হেনেইতো গলদ কর্চেন কর্তা।

সমালোচনা।

—:—

ত্যাগ—ঐনমস্ত নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত এবং চতুর্থীলা পোঃ জেলা হুগলী গরল-গাছা গ্রাম হইতে প্রিন্সেবর্ডন বসন্ত দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১/০ বাকান দা আনা। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শ্মশান ও মৃত্যু, গুরু এবং শিষ্য, বিবিধ চিন্তা, এবং কয়েকটা ত্যাগী মহাত্মার আদর্শ ত্যাগের বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহ হইতে বহু সংকৃত শ্লোক, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প প্রভৃতি দ্বারা ত্যাগের কলেবর পরিপুষ্ট করা হইয়াছে। ‘ত্যাগ’ একখানি ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ উপদেশ পুস্তক। ‘ত্যাগে’ গ্রন্থকারের ধর্ম্মপ্রাণতা এবং বহু বিষয়ের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতি হিন্দুগৃহে ‘ত্যাগের’ প্রচার দেখিলে আমরা সুখী হইব। গ্রন্থকারের “সাধক ও সাধনা” পুস্তক পাঠে আমরা যেমন সুখী হইতে পারিয়া-ছিলাম “ত্যাগ” পাঠ করিয়া সেইরূপই আনন্দিত হইলাম। হিন্দু গৃহে এইরূপ পুস্তকের বতাই প্রচার হইবে, ততই মঙ্গল।

HOME INDUSTRIES.

গাছা শিল্প।

TO PRESERVE INK.

দোয়াতের লিখিবার কালী রক্ষার উপায়।

১। দোয়াতে অনেক সময় কালী জমিয়া যায়, ইহা নিবারণের উপায় :—কালীর দোয়াতে কয়েক ফোঁটা oil of cloves অয়েল অফ্ ক্লোভস বা লবঙ্গের তৈল মিশ্রিত করিলে কালী জমিবে না। কয়েক ফোঁটা Kreosote ক্রিয়োজোট দিলেও জমিবে না, অথচ কালীর গন্ধ ভাল হইবে।

২। সাধারণ পরিমাণ সালিসিলিক এসিড অর্ধ গ্রেণ পরিমাণ, কালিতে দিলে, খোলা বোতলের কালীও জমিবে না। ইহা দেওয়া

সকালেই ভাল। তীব্র গন্ধ কার্বমিক এসিড, বিবাক্ত Bichloride of mercury বাই-ক্লোরাইড অফ্ বার্কারী প্রভৃতি অমিষ্টকর দ্রব্য সমূহ কালীর এত জমাট বাঁধা নিবারণের জন্য অনেক কালীওয়াল ব্যবহার করেন। তাহা দ্বারা কালী জমে না এবং গদ ও কালী পচিলে বা Fermented হইতে পারে না বটে, কিন্তু বিবাক্ত। সালিসিলিক এসিড প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং পচন নিবারক।

৩। কালীর বোতলে ২০ টা লবঙ্গ ফেলিয়া দিলে সে কালী প্রায় ২০ বৎসর অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে।

(সান্টিফিক আমেরিকা)

Red and Carmine ink.

লাল এবং কারমাইন কালী

প্রস্তুত প্রণালী।

Genuine Carmine ink is made by placing 15 to 20 gr. Carmine in 3 ounces of water and then to add so much strong lipid of Amonia drop by drop, till all the Carmine is dissolved; then add 20 Grains powdered Gum Arabic. If you want cheaper ink, then substitute Drop-lake for the Carmine, but it is not so beautiful.

আসল কারমাইন কালী করিতে হইলে ১৫২০ গ্রেন কারমাইন রং ডাক্তারখানা হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া ৩ আউন্স জলে তাহাকে ঢালিয়া দাও, তাহার পর ইহাতে খুব কড়া লাইকার আমোনিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফেলিতে থাক, যখন সমস্ত কার-মাইনটা গলিয়া যাইবে, তখন ইহার সহিত ২০ গ্রেণ ভাল আরবী গদের সুস্ফূর্ণ

বার্ষিক অর্ধ মূল্য এখন লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কেলিয়া রাখিয়া দাও, যখন গঁদ গলিয়া উহার সহিত মিশ্রিত হইবে, তখন উৎকৃষ্ট উজ্জল লোহিতবর্ণ কালী হইবে। ইহা মূল্যবান কালী। যদি মূলত করিতে হয়, তাহা হইলে 'ড্রপ লোক' নামক একটা জিনিস আছে, তাহা কারমাইন অপেক্ষা মূলত, তাহা ব্যবহার করিতে পার; কিন্তু এই কালী কারমাইনের লাল কালী অপেক্ষা সৌন্দর্যে নিকৃষ্ট জিনিস।

লাল কালী।

(অন্ত প্রকার পদ্ধতি)

Brazil wood 2 oz.
Muriate of Tin ½ Dr.
Gum Arabic
(White & finely powdered 1 Dr.
Boil down in 32 ounces of water to one half and stain.

ব্রাজিল কাষ্ঠচূর্ণ ২ আঃ
মিউরিয়েট অফ্ টিন অর্দ্ধ ড্রাম
সাদা আরবী গঁদ চূর্ণ ১ ড্রাম
৩২ আউন্স জলে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া অর্দ্ধেক পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইলে উত্তম কালী হইবে।

অন্ত প্রকার।

ব্রাজিল কাষ্ঠচূর্ণ ৪ আঃ
ভিনিগার ৩ পাইট
অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া যখন দেড় পাইট আনাজ থাকিবে, তখন নামাইয়া ইহাতে ৩ আউন্স ফটুকিরি চূর্ণ দিলেও উৎকৃষ্ট লাল কালী হইবে।

TAR-SOAP.

আলকাতরার সাবান।

আলকাতরা ১ ভাগ
লাইকার পটাস ২ ভাগ
সাবান (টাচিরা) ২ ভাগ
এই সমস্তগুলিকে একত্রে ঘুটীয়া এক প্রকার কোলটার সাবান হইবে। ইহা সোরাইসিস এবং কুষ্ঠরোগীর উপকারী। ইহার গুণ উত্তমক।

MEDICATED COAL-TAR SOAP.

ডাক্তারী কোলটার সাবান।

নারিকেল তৈল ২০ পাউণ্ড
চর্কি ২০ পাঃ
জুনিপার টার ৫ পাঃ
সোডা লেই (৪০° B) ১৫ পাঃ
গলাইয়া সাবান প্রস্তুত হইবে। তারপর ছাঁপে ঢালিয়া বাক্সে রাখিতে হইবে। কোলটার সাবান খোস পাচড়া ক্ষতাদি ধোত করিবার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে।

TOOTH ELIXIRS.

বিবিধপ্রকার দস্তধাবনের ঔষধ।

এই সকল দস্তধাবন যখন দস্তশূলের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন যত্নাযুক্ত দস্তমূলে ১ ফোঁটা মাত্র তুলার দ্বারা লাগাইলে উপশম হইবে। যখন দস্তমাড়ীর ক্ষতাদির জন্য ব্যবহার করিতে হয়, তখন অজুলি দ্বারা বা তুলার দ্বারা শুষ্ক ঔষধ দিতে লাগাইতে হয়, ঔষধের কিয়ৎ পরিমাণ এবং তাহার সহিত ৩৪ ৫ গুণ জল মিশাইয়া কুল্লী করিলে মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত এবং ক্ষত আরোগ্য হয়। মুখে সুগন্ধ করিবার জন্য ঐ প্রকারে ব্যবহার করা বাইতে পারে। কয়েকটা উৎকৃষ্ট মূল্যবান

এলিক্সিরের কর্মশূলা নিয়ে প্রস্তুত হইল। ইহার যে কোনটিকে পেটেটে করিয়া বিক্রয় করিলেও বহু অর্থ উপার্জন করা বাইতে পারে। "কাজের লোককে" রাজ্য বার্ষিক ২৫ টাকা দিয়া উপার্জনের অসংখ্য উপায় দেখিতে পান, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বাঙ্গালান্যে কেহ কিছু করিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করেন না। রাজ্য একটা কর্মশূলা দ্বারা অনেক কর্মী বহু অর্থ উপার্জন করিতে পায়েন এবং অনেক কর্মী-রাও থাকেন। পাশ্চাত্য দেশে এরূপ কাগজের বড় বেশী আদর, এদেশে যুগান্ত; পড়ে কে? পড়াই কাহাকে?

নারিকেল চূর্ণ দেড় ড্রাম
লবঙ্গ চূর্ণ দেড় ড্রাম
যরিজী চূর্ণ দেড় ড্রাম
ভানিলা অর্দ্ধ ড্রাম
কপূর ১৫ গ্রেন্স
চিনি (Lump Sugar Dry and hard) দেড় আঃ
এইগুলিকে উত্তমরূপে খলে পিষিয়া যন্ত্র চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে এবং একটা বোতলে ছাঁকিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি যোগ কর।

চিংচোর পেলিটোরি তরল ২ আঃ
ফ্রক স্পিরিট অথবা ফ্রেক্স ব্রাভী ২ আঃ
খুব কড়া অর্দ্ধ পাইট
বোতলের ঐ পাউডারের সহিত দিয়া কঁক বন্ধ করিয়া ১০ দিন রাখিয়া দাও, মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিতে হইবে। দশ দিবস পরে ফিল্টারিং ব্রুটিং দিয়া ফিলটার করিয়া পরিষ্কার শিশিতে পূর্ণ করিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োগ্যোগী করিতে হইবে।

এই সকল মাল মসলা যেসাস' পি, মিজ এণ্ড কোংর নিকট পাওয়া বাইতে পারে। "কাজের লোকে" ইহাদের বিজ্ঞাপন আছে।

৩০ জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা ছিল, আর লইব'না।

Ruspen's Tooth Tincture.

করিস কট চুর্ণ (মোট) ২ আউন্স
করিস চুর্ণ (মোট) ১০ আউন্স
আম্বার গ্রিন ৫ গ্রেন
১০ পারসেন্ট অ্যালকোহল ৫ আউন্স
উপরোক্ত প্রক্রিয়ার ১০ দিবস বোতলে পুরিয়া
নখো নখো নাড়িয়া দিতে হইবে। ইহা দ্বারা
খুব সুইতে হইলে গরম জলে কিঞ্চিৎ ঢালিয়া
কুচী করিলে দস্ত দৃঢ় হয়, মুখের হর্গন্ধ
নষ্ট হয়। ইহা উৎকৃষ্ট জিনিস।

ভক্তার কার্কলাণ্ডের দস্তধাবন।

Tinct Myrrh ১ ভাগ
জল ২ আঃ
গানের জল ১০ আউন্স
যে দস্ত নড়ে, গোড়া স্পঞ্জের ন্যায় আলগা,
মাড়ীর কতাদিতে ইহা হিতকর।

এবার স্থানান্তর, পূজার পরেও পুনরায়
আরও এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করি-
বার ইচ্ছা রহিল।

পূজার সময়ের কর্তব্য।

কত দেশ বিদেশ হইতে মহানারায়ণ পূজার
অঙ্ক দেশাগমন করিতেছে। ভগবতী আনন্দে
রাগুন; কিন্তু শুদ্ধ নিজের বিলাসিতা এবং
বাবুয়ানা দেখাইবার অঙ্ক অবস্থাপন্ন লোকের
বাড়ী আসা আমাদের এখন সাজে না। কথ-
নই সাজে না। সে কালের মহাস্বাগণ
দেশে আসিয়া দীন হুঃখীদের সংবাদ লইতেন,
ভাড়াবাদের আনন্দের অঙ্ক বস্ত্রাদি দান করি-
তেন, দীন হুঃখীকে আপনার কোণে টানিয়া
লইয়া অপর আনন্দ লাভ করিতেন, গ্রাম্য
দলদলি, গ্রাম্য অভাব অভিযোগ শুনিতেন

এবং মিটাইয়া দিয়া আসিতেন। আনন্দময়ীর
আনন্দে কাহারও নিরানন্দ রাখিতেন না।
হুঃখীর হুঃখ দূর করিলে আনন্দময়ীর রূপা
লাভ করা যায়। নিজের বর্ষে আশ্রয়ান হও,
নিজের দেশকে কদর করিতে শিক্ষা কর।
নচেৎ তোমার মূল্যবান বস্ত্র, মূল্যবান জুতা
পোষাকে তোমারই আনন্দ হইতে পারে, তাহা
মহুয্যবস্তু নহে। লোকের সহিত তোমার
মহুয্যবস্ত্রের সম্পর্ক, তাহা না থাকিলে লোকে
উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া থাকে।

দীনের সেবাই প্রকৃত ধর্ম। নাই বা
তুমি অপতপ করিতে পারিলে, তথাপি দীনের
সেবাতেই সর্ব দেবতা ভুট্ট হইবেন। যিনি
দীন জননী, তিনি দীনকে উপেক্ষা করিতে
দেখিতে ভাল বাসেন না। তোমার জন্মভূমির
প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হও, তাহার হুঃখ দৈর্ঘ্য
দূর কর, তোমার যশোভাতিতে দীগন্ত পূর্ণ
হইবে। তুমি সাজা বাবু হইও না। মহৎ
কার্য দ্বারা অমরত্ব লাভ কর, নিশ্চয়ই খুব
বড় বাবু হইবে। শুধু স্বার্থ জ্ঞানে পোষাক
পরিচ্ছদে যে আনন্দ আশ্রয় পাঠিতেছে, তাহা
অপেক্ষা পরার্থে অতুল আনন্দ পাঠবে।
সেকালের লোকে অসার বিলাসিতায় অর্থ
মজাইত না, ক্ষুদ্র আয় হইতেই ধর্ম প্রাণ হইয়া
মহৎ কার্য সকল করিয়া অমরত্ব লাভ
করিয়া গিয়াছেন। নিতান্ত আশ্রয় স্থানে মজিয়া
গাবাপোড়া হইয়া মরাটা ভাল নয়, কিছু
নিজের নাম ও কতি রাখিয়া না যাইলে জীব-
নের সাধকতা হয় না। বেমানুষ মরিয়া
যাওয়া যায়, দুদিন পরে নামও কেউ করে
না, এ অজ্ঞান কথা। মরিতে চাইবেই, কিন্তু
মহুয্যের মত মরিতে হয়। নাম রাখিয়া
যাইতে পারিলেই অমরত্ব লাভ হয়। ভাল
কাজ, ভাল কাঁতিতেই সেই অমরত্ব লাভ করা
যায়। পূজার দেশে যাইয়া দীনের সেবা
কর, তাহা হইলেই তোমার পূজা সার্থক,

জীবন সাধক হইবে। গ্রাম্য বিবাদ মিটাইয়া
আনন্দ উপভোগ করিয়া আইস। দেখ কে
কোথায় খাইতে পায় নাই, বস্ত্র পায় নাই,
কোন অভাবিনীর শিশু নব বস্ত্র না পাঠিয়া
কান্দিতেছে। তাহাকে সাদরে কোড়ে উঠাইয়া
চুষন কর; যদি সাধ্য হয়, তাহাকে বস্ত্র দাও
আনন্দময়ী তোমার প্রতি ভুট্ট হইবেন,
তোমার একটা ক্ষুদ্র কার্যে নাম দীগন্তব্যাপী
হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি অমর। ভগবান
করুন, তোমার সংকার্যে মতি হউক। বহুত
উড়াইয়া নিজের অঙ্ক বহুত করিয়াছ, তুমি
পাইয়াছ কি? কিন্তু আজ একবার পরসেবা
করিয়া দেখ দেখি, তুমি তৃপ্ত হইবে, কেন বল
দেখি, তিনি দীনজননী দীনের সেবাতেই
তাঁহার সেবা, তাঁহার নাম পূজা, এই পূজা
করিয়া ধন হও হিন্দুর পূজাদির ইহাই কর্তব্য।
এ কর্তব্য যে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া ছার
নিজের স্থানে বিধ ভুলিয়া যায়, সে মহুয্য হীন
—নরাকারে অঙ্ক জীব।

আশা শিক্ষায় এই আশ্রয়সংঘমতাই প্রথম
এবং শেষ পাঠ ছিল। এত যে পূজা অপতপ
সব ঐ আশ্রয়সংঘমের জন্য। হায় হায়!
আমরা কুশিক্ষায় ঐ আশ্রয়সংঘমতা হারাইয়া
সর্বনাশ করিয়াছি, এ আশ্রয়স্থলের লালসা
কে শিক্ষা দিল? যে দেশেই আশ্রয় স্থললালসা
বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই স্থানেই সর্বনাশ হইয়াছে।
মহুয্য লোপ পাইয়াছে। আবার সেই আশা
শিক্ষার অঙ্গবর্তী হও, মহুয্যের উৎকর্ষতা
সাধন কর, দেখিবে, দেশের আর হুঃখ নাই
দেশ স্বর্গে পরিণত হইয়াছে।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রাদির সাহায্যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদির

ভারত মধ্যে এক মাত্র প্রস্তুত কারক, স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত—

বাণু ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, বোম্বাই।

কলিকাতা শাখা, ২৭৬ নং বোবাজার-স্ট্রীট, কলিকাতা।

চন্দ্রপ্রভা বটী। ধাতু দৌর্বল্য, প্রমেহ ও মূত্রাশয়ের সর্ব রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি তোলার শিশি ১/০।

জ্বরয় বটী। ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ। জ্বরে বিজ্বরে সর্বাবস্থায় সেব্য। ৩২ বটীর শিশি মূল্য ৥/০।

বাসাবলেহ। সর্দী, কাশী, হাঁপানী প্রভৃতি যাবতীয় বক্ষগত রোগের মহৌষধ। অর্দ্ধ পোয়া শিশির মূল্য ৥/০, বিনামূল্যে ব্যবস্থা এবং মূল্য তালিকার জন্য অগ্রই লিখুন।

ফরমুলা

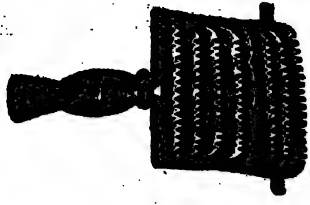
ফরমুলা

“কাজের লোকে” প্রতি সংখ্যায় নানা প্রকার কেশ তৈল, সাবান ও ঔষধাদি প্রস্তুতের ফরমুলা বাহির হইয়া থাকে। আমাদের নিকট ঐ সকল জিনিষ প্রস্তুতের জন্য নানা প্রকার উপকরণ ও গন্ধ তৈল (যথা লাভেণ্ডার, বাগামট, হায়াসিন্থ, নিরোলি, নাশিথ, প্যাচুলি ইত্যাদি), সকল গন্ধ দ্রব্যাদি (যথা ভ্যানিলিন, কুমেরিন, মাস্ক, টারপিনিয়ল, প্রভৃতি) এসেন্স প্যাক করিবার মাজসরঞ্জাম (যথা শিশি, সিল্ক, রিবন, ক্যাপিং, স্কিন, ইত্যাদি), নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (যথা ল্যানোলিন, সাইট্রিক এসিড, পাইরো গ্যালিক এসিড, কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাশ, ইত্যাদি) সর্বদা পাওয়া যায়। আমরা বিলাত, আমেরিকা, জাপান, জাভা, চীন, হলাণ্ড ও বিভিন্ন দেশ হইতে যে জিনিস যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই জিনিস সেইখান হইতে আনাইয়া থাকি, সেইজন্য আমাদের মূল্য সর্বাপেক্ষা স্থলভ। এমন কি অধিকাংশ জিনিষই আর কোথাও আমাদের অপেক্ষা স্থলভ মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া আমরা জানি না। নানা প্রকার স্নগন্ধ দ্রব্যাদির জন্য একমাত্র আমরাই গত মহীশূর প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক (সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার) পাইয়াছি।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :—
“স্বপ্না”, কলিকাতা।

পি, মুখার্জী এণ্ড কোং,
৫৬নং, নেউগী পুকুর লেন, কলিকাতা।

পুরাতন “কাজের লোকে” সূচীপত্রের জন্য ১/০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।



ঘোড়ার খররা।

বিদেশী আমদানী নাই, বিলাত হইতে
কাদি আনাইয়া অতি সুন্দররূপে, স্থায়ীভাবে
আমাদের কারখানার প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমান
বিলাতি খররা অপেক্ষা মূল্যে প্রায় অর্ধেক।
এখন বিলাতি ১ খানা ১।০ হইতে ১।৫ টাকা।
কিন্তু তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমাদের এক
খানা ১।০। স্বদেশ শিল্পের উৎসাহদান।

করে প্রত্যেক অবস্থাপন, রাজা, মহারাজা
জমিদারগণের ঘোড়াশালার জন্য আমাদের
খররা ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই সাহসের
প্রার্থনা। একেবারে অধিক সংখ্যক লইলে
পাইকারী দরে দেওয়া যার। ম্যানেজার—

ইন্ডাসট্রিয়াল ইউনিয়ন।

১১নং বৃন্দাবন বোম্বের লেন, সাঁকারীটোলা
কলিকাতা।

এবার আপনাদের অভাব ঘুচিল

আপনাদের সেই চিরপরিচিত পাকা
ব্যবসাদার ও পুরাতন বন্ধু এবং 'মহাজন সখা'
'মহাজনী হিসাব লিখন প্রণালী' ও 'অর্থো-
পার্জনের সহজ উপায়' প্রণেতা সন্তোষ বাবু
স্বয়ং এখানে থাকিয়া একটি জনারেনবল অর্ডার

সাপ্লায়েন্স কার্খা খুলিয়াছেন। এখান হইতে
যে কোন জিনিষের আবশ্যক হইবে, অর্ডারের
সহিত সিকি টাকা পাঠাইলেই যথেষ্ট দ্রুতের
সহিত মাগ পাঠান হইবে। অর্দ্ধ আনার ডাক
টিকিট পাঠাইলেই 'কলিকাতা বাজার' নামক
বিবিধ জাতব্য পুস্তক বিনামূল্যে পাঠান
হইবে।

বিক্রয় বিভাগ।

মকঃস্বল হইতে যে কোন জিনিস বত
পরিমাণে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইবেন তাহার
বিক্রয়ের ভার আমরা গ্রহণ করিব। বাহাতে
সুবিধা দরে বিক্রয় হয়, তাহার চেষ্টা করিব।
ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবীদের একটি বিশেষ
সুবিধা।

পত্রাদি ও টাকা কড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

এন্স এন্ড শেঠ এণ্ড ব্রাদার্স,

২০ নং বরমাহাটা ষ্ট্রীট, রুম নং ২০ কলিকাতা।

ওরিয়েন্ট্যাল ষ্টোর্স।

৪৫।৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,

(বাঙ্গারাম অফিসের গলির ভিতর)

কলিকাতা।

বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানীর একমাত্র এজেন্টস।

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড কৃত "দিল্লী বিস্কুটের" বিশেষত্ব কি ?

(১) ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশী অর্থ ও স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন।

(২) ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু প্রণালীতে প্রস্তুত এবং ইহাতে ডিম, চর্বি কিম্বা অন্য কোনপ্রকার ধর্মহানি-
কর পদার্থ নাই।

(৩) গঠনের পারিপাট্য, স্বাদে ও লঘুতায় ইহা বিলাতী কোন বিস্কুট অপেক্ষাই হীন নহে—
অধিকস্তু দামে সস্তা।

(৪) ভারতবর্ষে প্রস্তুত সকল বিস্কুটের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম—এ কথা প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই
সর্বোচ্চ পুরস্কার ও পদকপ্রাপ্তির দ্বারা বারবার স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ক্রীম—

১।৮/১০

(২ পাউণ্ড টান)

খিন্ এরাকট—

১।৮/০

মিল্কড্ হাউসহোল্ড—

১।৮/১০

জেন—

১।৮/১০

লেমন—

১।৮/০

নাইস—

১।৮/০

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ ।

New Series

নব পর্যায় ।

Vol. XI

১১শ সংখ্যা ।

NOVEMBER 1917.

নভেম্বর ১৯১৭ ।

No. 11.

আমাদের প্রিয় পাঠক, গ্রাহকগণকে
আমরা একমাস অবকাশের পর বিজয়ার সাদর
সম্ভাবণ এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি ;
আশা করি, সকলেই কুশলে আছেন ।

আবার আমরা বর্ষপরে কার্য্যভার গ্রহণ
করিয়া কর্তব্য-পথে ধাশাধা অগ্রসর হইলাম,
সকলে আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা কর্তব্য
পালনে সক্ষম হই ।

এবার বছরের সর্ব্বত্রই শব্দের অবস্থা
সন্তোষজনক ; কোন কোন স্থলে জল্পাবন
এবং বস্তুর কতি হটলেও মোটের উপর
শব্দের অবস্থা আশাশ্রয় ।

অপর সমস্ত জীব্যেরই অগ্রিমূল্য হইয়াছে ।
লোকের দৈনিক ব্যয়ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া
নভেম্বর—১

পড়িতেছে । বস্তুর মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি
পাঠিতেছে ; কিন্তু সদাশয় গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত
কোন প্রতিকারই করিতে অগ্রসর হইলেন না ।

সে দিন 'ষ্টেটসম্যান' পত্রে জনৈক কাপড়ের
কলের অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছেন, কাপড় যে
মার্জারীয়াগণ ধরিয়া রাখিয়াছে এবং তজ্জন্মই
মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নহে । বস্তুর তুলার
অভাবেই হুতা এবং দোলাদির অভাবে মাকু
ও কাপড়ের কলের অভিজ্ঞ সরঞ্জামাদির
অত্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার একজোড়া কাপড়ের
পড়তাই ৫ টাকা পড়িতেছে । সুতরাং কাপ-
ড়ের মূল্য বর্তমান সময়ের মূল্য অপেক্ষাও
আরও বৃদ্ধি হইবে, ইহা সূনিশ্চিত । তবেই
বদি সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ১ জোড়া
কাপড়ের মূল্য ৩০, ৭, এইরূপ দাঁড়ায়, তাহা
হইলে দেশের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে,

তাহা সহজেই অল্পমের । কিন্তু ইহার প্রতি-
কারের উপায় কি ? শুনা যায়, যুদ্ধেই বহু
তুলা তদ্ব্যপ্য হইতেছে । এ কাল সময়ে সমগ্র
পৃথিবী যায় যায় । জানি না, কত দিনে এই
পাপ সংগ্রামের নিবৃত্তি হইবে । যুদ্ধ আশু
মিটিবার কোন আশাই ত জনতের কেহ দিতে
পারিতেছেন না । লীলাময়ের লীলা, মানবের
বৃদ্ধির অতীত ।

৯ই নবেম্বর,—মহামতি মিঃ মন্টেগু ভারতে
ভ্রমণকরিয়। ইতি মধ্যেই তিনি আবেদন
গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । সমগ্র
ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য ব্যাকুল ;
বোধ হয়, বিধাতা এবার সে প্রার্থনার কর্ণ-
পাত করিয়াছেন, তাই ব্রিটিশ মন্ত্রী সমাজের
ভার বৃদ্ধি উদ্ভাবিত হইয়াছে । ভগবানের
প্রেরণাতেই মহামতি মন্টেগু ভারতের ষ্টেট

সেক্রেটারী মহোদয় ভারতে স্বায়ত্তশাসন করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা যে সর্বাঙ্গকরণে সরলভাবে স্বায়ত্তশাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা করি, ইহাই তিনি জানিতে চাহেন। সাম্রাজ্য যোদ্ধাই ও যুক্ত প্রদেশ শত শত সভা-সমিতি জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমরা স্বায়ত্তশাসন চাও কি না, সকলেই স্বায়ত্তশাসন চাহে, সেইজন্য সকলেই মিঃ মন্টেগুর নিকট প্রার্থনা করিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ যেন যৌর কর্তব্য পাণনে উদ্বলীন।

স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন।—কি কি এখন কথ্য স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন যে, সার ভেলেন্টাইন চিরল ও সার জেমস মেটন ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পোষকতা করিবেন? অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। সার ভেলেন্টাইন টাইমস পত্রে লিখিয়াছেন, ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসন পাইবে বলিয়া আশা করিতেছে; সুতরাং তাহাদের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, উহা তাহাদিগকে দেওয়াই উচিত। সার জেমস মেটন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় বলিয়াছেন, স্বায়ত্তশাসনের ফল ভাল হইবে কি না জানি না, কিন্তু ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা না করিলে গত্যন্তর নাই।

ভারতের সমস্ত চিন্তাশীল লোক স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছেন, ইংলণ্ডও বুঝিয়াছেন, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা না করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভগ্ন হইতে প্রকৃত শক্তিশালী হইতে পারিবে না। সুতরাং ভারতে স্বায়ত্তশাসন যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা যেন কোন সন্দেহ নাই।

অতি ক্ষুদ্র প্রস্তাব।—বালক যুবকদের যুগপান নিবারণের জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি

প্রস্তুত করা হইয়াছে। আগামী মঙ্গলবারের ব্যবস্থাপক সভায় ইহা উপস্থিত করা হইবে। আইনের মর্ম এই যে, কেহ যদি ২১ বৎসরের কম বয়স কোন বালক বা যুবককে নিকট সিগারেট, সিগি সিগার, পাইপ বা সিগারেট পেপার বিক্রয় করে বা তাহাকে দেয়, তাহার প্রথম দণ্ডের জন্য ২৫ টাকা ও দ্বিতীয় ও পরবর্তী অপরাধের জন্য ৫০ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইবে। ২১ বৎসরের কম বয়স কোন বালক যদি প্রথম দণ্ডে বা দ্বিতীয় দণ্ডে সিগারেট প্রভৃতি সেবন করে, তাকে পুলিশ, আবকারী কর্মচারী, দেশের পুত্র প্রতি নির্ভরতা নিবারণী সভার কর্মচারী এবং গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের কোন কর্মচারী তাহা কাড়িয়া লইতে পারিবেন এবং যুক্তকারী কর্মচারীর উপস্থিতিতে বাজি এই সকল সিগারেট প্রভৃতি লম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেন, তাহাই হইবে এই আইন যদি বিধিবদ্ধ হয়, তবে উহা আপাততঃ কলিকাতায় প্রচলিত হইবে। গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে অন্তর্গত উহা প্রচলিত করিতে পারিবেন।

মিঃ এ, হুরওয়ার্দি এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের অনুমতি অনুসারে উহা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে।

আমাদের বিবেচনার পাণ্ডুলিপির একটু পরিবর্তন করা উচিত। পুলিশ প্রভৃতির উপর ধরার ভার দিলে যুবকদের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অতএব শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের উপরই এই ভার দেওয়া উচিত। কেবল গবর্ণমেন্ট স্কুলের নয়, কিন্তু বেসরকারী শিক্ষকদের উপরও এই ভার দেওয়া উচিত।

আমরা আশা করি, ব্যবস্থাপক সভায় সভাগণ পরিবর্তিত আকারে আইন থানি অবশ্য বিধিবদ্ধ করিবেন। যুগপানে যুবকদের নানা প্রকার কঠিন ব্যাধি হইয়া থাকে। তাহা

নিবারণ করিবার জন্য আমেরিকা, ব্রিটিশ উপনিবেশ ইংলণ্ড ভারতের কোন কোন সামন্ত রাজ্যে ঐরূপ এক আইন প্রণীত হইয়াছে। পঞ্জাবেও ঐরূপ এক আইন উপস্থিত করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, বঙ্গদেশেও অবিলম্বে ঐরূপ এক আইন প্রণীত হইবে।

বাধ্যতামূলক বালিকা শিক্ষা।—মহীশূর গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে নিম্নাশিক্ষার বিস্তার-কল্পে বহু ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংপ্রতি আমরা এই সংবাদ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, মহীশূর ও বাঙ্গালার এই দুই নগরের প্রায় ১০ বছরের বালিকাদের উপরে ১৯১৮ সালের ১লা জুলাই হইতে বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা আইন বলবৎ হইবে।

মহীশূর শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের সকল প্রদেশের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন।

জেলার বোর্ডে বে-সরকারী সভাপতি।

—:—

পাঠকগণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও স্বায়ত্তশাসন এই দুইটি কথা প্রায়ই সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকেন। ভারতবাসী এই দুইটি শব্দ করিবার জন্য বহু বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ মিউনিসিপালিটি, লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের সমুদয় সভ্য ও সভাপতি ভারতের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান কন-দাতাগণ নির্বাচন করিবেন, এবং স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে যথা বাঙ্গালা, মাজাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ তত্ত্ব-বাসী লোকের দ্বারা শাসন; এই অধিকার পাইবার জন্য ভারতবাসী দাবী করিতেছে।

৩০ জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা ছিল, আর লইব না।

বাঙ্গলা দেশের প্রায় সমস্ত মিউনিসিপালি-
টির সভাপতি মিউনিসিপাল কমিশনরেরাই
নির্বাচন করেন; কিন্তু জেলাবোর্ডসমূহে প্রাক্ত
পক্ষে মাজিস্ট্রেটদেরই প্রভুত্ব অভ্যাসি
অব্যাহত রহিয়াছে। যে দিন সার এস, পি,
সিংহ বাঙ্গলা দেশের মজিষ্ট্রেট লাভ করিয়া
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিচালনের ভার প্রাপ্ত
হইয়াছেন, সেই দিনই আমরা বুঝিয়াছি,
জেলাসমূহের কর্তৃত্ব বহুদিন মাজিস্ট্রেটদের
হাতে থাকিতে পারিবে না।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করি-
তেছি, আমাদের আশা নিফল হয় নাই।
পূর্বেই নবেম্বর অর্থাৎ যে দিন ভারতসচিব
মিঃ মটেলি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন,
তাহার পরদিনই বাঙ্গলাগবর্ণমেন্টে এই ঘোষণা
করিয়াছেন, ২৪শ পরগণা বর্তমান, যশোহর
বাকরগঞ্জ জেলাবোর্ডে বেসরকারী সভা নিযুক্ত
হইবেন। গবর্ণমেন্ট এতৎ সঙ্গে ইহাও ঘোষণা
করিয়াছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলাবোর্ডে বর্তমান
সভাপতির কার্য কাল শেষ হইলে বোর্ডের
সভ্যদিগকে সভাপতির নির্বাচনের অধিকার
প্রদান করা হইবে।

রায় বৈকুণ্ঠ নাথ সেন বাহাদুর মুর্শিদাবাদ
জেলা বোর্ডের বর্তমান সভাপতি। বাঙ্গলার
জেলাসমূহের মধ্যে তাঁহাকেই সর্ব প্রথম
জেলাবোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়।
তাঁহার কার্য এমন সন্তোষজনক হইয়াছে যে,
বাঙ্গালী বোর্ডের কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ
করিতে পারে। গবর্ণমেন্ট এতকাল পরে যে
ইহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহাও আনন্দের
বিষয়! আমরা গবর্ণমেন্টকে বলিতেছি, বাঙ্গলার
প্রত্যেক জেলার এমন কতকগুলি সুযোগ্য
ব্যক্তি আছেন, যাহারা অনাগ্রাসে জেলা
বোর্ডের কার্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন
করিতে পারেন। গবর্ণমেন্ট আপাততঃ নূতন
৪টি জেলার কার্য বিরূপ নিষ্পন্ন হয়, তাহা

দেখিয়া অস্তান্ত জেলা বোর্ডের সভাপতি পদে
বেসরকারী সভা নিযুক্ত করিবেন। গবর্ণমেন্টে
বাঙ্গালীর শক্তিতে কখনও আস্থা স্থাপন করিতে
পারেন নাই কিন্তু ৪জেলার যদি উপযুক্ত
লোককে সভাপতি নিযুক্ত করা হয়, তবে সকল
সন্দেহ দূর হইবে। সার এস, পি, সিংহ বখন
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের কর্তা, তখন
আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি-যে, তিনি
নাম দেখিয়া নয়, কিন্তু স্বার্থ ক্রাণ্যক্ষম লোক-
দিগকেই সভাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গালী
যে নূতন অধিকার লাভের সর্বগা ঘোগ্য, তাহা
প্রমাণ করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

১৯১৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে
ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহিম-
বর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি যে
বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার
উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ।

অদ্য হইতে ঠিক এক বৎসর পূর্বে এই
সভা নূতন করিয়া গঠিত হয়, এবং আমি
সেই সভাতে রাজপ্রতিনিধিরূপে সর্ব-প্রথম
সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলাম।
সেই সময়ে আমার আশা ও শঙ্কার কথা এবং
আমার লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার কথা আপনাদের
সম্মুখে উপস্থিত করা আমার পক্ষে অসাময়িক
হইত। অধিকন্তু যে সকল বিষয় আস্ত কাণ্ডে
পরিণত করিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, তৎ-
সম্বন্ধে কোন আশ্বাস বা ক্য প্রদান করা আমার
উচিত নহে ইহা আমি আমার কার্যের মূলমন্ত্র
বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। গবর্ণমেন্টের
বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে যে সকল অভিযোগ
উপস্থিত করা হয়, তাহার মধ্যে ইহাও একটি
অভিযোগ যে, তাঁহারা অনেকানেক আশ্বাস-

ব্যক্তি প্রদান করেন; কিন্তু আসের পর আস
বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, পরন্তু
আশ্বাস বা ক্য কার্যে পরিণত হইতে দেখা যায়
না। ইহা প্রাক্ত কথা কি না সে সম্বন্ধে
আমি আলোচনা করিব না। কিন্তু আমি
আপনাদিগকে আমার শাসন কার্যের বিচার
আশ্বাসব্যাক্যের উপর না করিয়া যে সকল
কার্য সাধিত হইয়াছে, তাহার উপর করিতে
বলি। এবং এক্ষণে আমার ঘোষণা মাত্র
কার্যকালের মধ্যে আমি কি করিয়াছি এবং
কি করিতে আশা করি, তাহা আমি বতদূর
সম্ভব স্পষ্ট করিয়া, অল্প কথাই এবং অনতি-
রঞ্জিতভাবে মাননীয় সভ্যগণের সম্মুখে উপ-
স্থিত করিতেছি। যদি আমাদিগের অভিপ্রায়
সম্বন্ধে আপনারা কোন ধারণা পূর্বে গঠিত
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা আপনারা
আপনাদিগের মন হইতে বিতাড়িত করুন।
একটি পুরাতন আইনঘটিত প্রবাদ ব্যক্তি
আছে যে, আইনজ্ঞ ব্যক্তি উদ্দেশ্যের অমু-
সন্ধান না করিয়া মাহুষকে তাঁহার কর্ম দ্বারা
বিচার করেন। এই মন্ত্রের উপরই নির্ভর
করিয়া আমি আপনাদিগকে আপনাদিগের
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনুমোদন করি। তজ-
মহোদয়গণ, আপনারা গবর্ণমেন্টকে নীতি
ও শাসন কার্যে সহযোগিতা করিবার জন্য
এখানে সমবেত হইয়াছেন। অতএব আমার
গবর্ণমেন্ট কি করিয়াছে ও কি করিবার
আশা করিতেছে তাহার একটি বিবরণ
আমি প্রথমতঃ আপনাদিগের সম্মুখে উপ-
স্থিত করিতেছি। আমি বিবেচনা করি
আমি নিম্নলিখিতমত সাধারণভাবে আমাদের
শাসননীতির আভাস প্রদান করিতে পারি:—
আমরা নিজেদের সম্মুখে তিনটি প্রধান প্রধান
কর্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছি।

প্রথমতঃ—ভারতবর্ষীয় সৈন্তদলের কার্য
সাহায্যে লক্ষিত অথবা পুরস্কৃত হইয়া না যায়

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

এবং তাহাদিগের পুরস্কারের কথা বাহাতে সর্বোপায়ে বিবেচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

বিত্তীয়তঃ।—অভাব বা অসুবিধা, কান-নিক অথবা বাস্তবিক, যেকোন হউক না কেন, আমাদের তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ।—ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের মূখ্য উদ্দেশ্য কি এবং যে উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করা যায়, তাহা আমাদের কাছে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে হইবে।

এই কর্তব্যসমূহ পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা বাউক এবং তৎসম্বন্ধে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখা বাউক। তাহা হইলে প্রথমে সৈন্য দলের কথা বলি। আমি বিবেচনা করি যে, যে সকল সাহসী সৈন্য তিন মহাদেশের সমরক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সম্মান অক্ষত রাখিতেছে, তাহাদের কার্য্য বত্বদ্বয় সম্ভব প্রকৃষ্টভাবে স্ফুট করিবার জন্য আমরা যে সঙ্কল্প করিয়াছি, মাননীয় সভ্যগণ এবং ভারতবাসীরা সাধারণতঃ তাহার অনুমোদন করিবেন। ভারতবর্ষীয় সামরিক কর্তৃপক্ষীরা সব আসিষ্টাণ্ট সার্জেন্ট এবং সলেন্থকারী নহেন এমন সামরিক কর্তৃপক্ষীদিগের বেতন বিশেষ-রূপে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সাধারণ পেন্সনের উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে এবং তাহা অধিকতর উদার নিয়মাবলীতে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের অধিকতর বৃদ্ধি সৈন্যদলের (মিউন ট্রান্সপোর্টকোরের) যে সকল লোকজন সকল সমর ক্ষেত্রেই একরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছেন, তাহাদিগের সৈনিকোচিতত্বের আদর করিয়া তাহাদিগকে বোকার পদমর্যাদা প্রদানে পুরস্কৃত করা ইহা দ্বারা তাহাদিগকে অপরাপর ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের সমান পদে স্থাপিত করা হইয়াছে এতদ্ব্যতীত যে সকল ভারতবর্ষীয় সাধারণ সৈন্য প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধক্ষেত্রের কার্য্যে যুক্ত

থাকিত, পূর্বে কেবল তাহাদিগকেই বিনা ব্যয়ে আহাৰ্য্য জবা দেওয়া হইত। এক্ষণে কিন্তু তাহার স্থলে যে সকল বোকা ভারতবর্ষে কার্য্য করে তাহাদিগকেও ঐ বিশেষাধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই বিশেষাধিকারের মূল্য সিপাহীর বেতন শতকরা ৩০ টাকা বৃদ্ধি করার সমান। অতএব ইহার ফলে সৈনিকদিগের বেতন বিশিষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গেল। আর ইহার ফলে সৈনিকদিগের স্বাস্থ্যের ও দৈনিক পুষ্টির বিলম্ব উপকার সাধিত হইবে। এবং সৈন্য সংগ্রহ সম্বন্ধে ইহাতে যে সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ও এসম্বন্ধে আমরা যে সকল অনুকূল সংবাদ পাইয়াছি, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সর্বসাধারণে ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন।

গেজেট হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষীয় সৈনিক কর্তৃপক্ষী ও সৈনিকদিগের ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও ভাল কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে অবিলম্বে এবং প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এবং যে সকল ভারতবর্ষীয় সৈনিক বিশেষ প্রশংসার কার্য্য করিয়াছেন তাহাদিগকে ভূমি কিম্বা তাহার পরিবর্তে তুল্য মূল্যের পুরস্কার প্রদানার্থ এক সঙ্কল্প এক্ষণে আমাদের বিবেচনাধীন রহিয়াছে, এবং আমরা আশা করি যে, উহা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। ভারতবর্ষীয় সৈনিক কর্তৃপক্ষীদিগের আবাসস্থানের সহিত ভারতবর্ষীয় সেনানিবাস গৃহ সমূহের উৎকর্ষসাধনার্থ সৈন্য-ধ্যক্ষ যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। এই সকল সংস্কার কার্য্যে পরিণত হইলে সকল শ্রেণীর সৈনিকদিগেরই স্বচ্ছন্দতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে। ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের পট্টন সংক্রান্ত হাঁস-পাতালের পরিবর্তে সুসজ্জিত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক—কর্তৃপক্ষীবিশিষ্ট টেশন হাঁসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাবও আমাদের বিবেচনাধীন

রহিয়াছে। এই সকল প্রস্তাবের ফলে ভার-বেডিকাল সার্ভিসের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি হইবে এবং তদ্ব্যতীত বর্তমান অবস্থায় রোগীদিগের জন্য স্বচ্ছন্দতা ও বস্ত্র লাভ সম্ভব হইবে।

মাননীয় সভ্যগণের অনুরণ থাকিবে যে, এই সমস্ত গত অধিবেশন কালের মধ্যে কাপ্তান আজব বা সৈন্যধ্যক্ষের বিবেচনার জন্য ভারতীয় সৈন্যদিগের সম্ভাব ও মঙ্গলের জন্য সামান্য সামান্য বিষয়ে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। আমি অবগত হইয়াছি যে, এই সকল প্রস্তাবের অনেকগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং অপরগুলি সৈন্যধ্যক্ষ মহাশয় সহায়ত্বের চক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

বর্তমান যুদ্ধ ভারতীয় সৈন্যদলের কার্য্যের সুতিচ্ছন্দরূপ আমরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষী-দিগের পুত্রগণের বিভাগিকার নিমিত্ত একটা বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প করিতেছি। কোন জনসম্মুখই উহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস ও রাজভক্তির কার্য্য সম্পাদন করে নাই এবং আমরা আশা করি যে এই বিভাগের পরবর্তী বংশধরদিগকে কেবল যে তাহাদিগের সাহসী পিতার উপযুক্ত পুত্র পরিণত করিতে সমর্থ হইবে তাহা নহে, পরন্তু তাহারা একরূপ শিক্ষা-সহায়ে তাহাদিগের জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবে যে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বিশেষ দক্ষতা ও চরিত্রবল দেখাইবে, তাহারা ক্রমে ক্রমে সম্রাটের চাকুরিতে উচ্চ পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

আমার শেষ কথা কিন্তু শেষ হইলেও তুচ্ছ কথা নহে—এই যে, শ্রীমহান সম্রাটের ব্রিটিশ জাতির প্রাপ্য প্রবেশাধিকার (কমিশন) ভারতবাসীদিগকে প্রদান করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধিত এক পত্র আমরা টেট সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়াছি। তাহার ফলে আমরা

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের ক্ষমতা ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

তাহার নিকট অবগত হইয়াছি যে, শ্রীশ্রীমান সত্ৰাটের গবর্ণমেন্টের ভারবোনে আমাদিগের প্রস্তাবের মূল মন্ত পাইয়াছেন এবং আমাদিগের প্রস্তাবের মূলমন্ত্র গ্রাহ্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমান সত্ৰাট আগষ্ট মাসের ২৫ তারিখ হইতে বর্তমান যুদ্ধের নর জন ভারতবর্ষীয় সার্বিক কর্মচারীর কার্যে সঙ্কটে হইয়া সন্তোষের চিত্তব্রূপ এই কর্মচারীদিগকে বৃটিশ কমিশন প্রদান করিয়াছেন। আমি মাননীয় সভ্যদিগকে স্বরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, এই কমিশনের সমস্তকে আমি ঐতিহাসিক সময়ের পরবর্তী বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। ইহা গবর্ণমেন্টের পর গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে এবং লর্ড কর্ডন আশা করিয়াছিলেন যে, রাজকীয় ক্যাডেট কোরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি এই সমস্তার সমাপনের দিকে প্রথম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সেই অবধি অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের এই আলোচনা পুনরাবহনের পূর্বে এ বিষয়ে আর কোন কার্য অসম্ভব হয় নাই। এই সমস্তা যে বিষয়সমূহ, তাহা আমি আপনাদিগের নিকট গোপন করিতেছি না। তথাপি তৎসম্বন্ধে কোন কার্যকর সমাধানে উপনীত হইবার জন্য আমরা অকপটভাবে এই সকল বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়াছি। এবং শ্রীশ্রীমান সত্ৰাটের গবর্ণমেন্টের যে আমাদিগের প্রস্তাবের প্রতি অস্বীকৃতি আছে, তাহা উপরের উল্লিখিত নয় জন কর্মচারীর নিয়োগ হইতে বুঝিতে পারা যাউতেছে। এই সকল সমস্তার সমাধান বহুপূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। আমরা আশা করি, সকলে উহাদের মীমাংসা করে আমাদের চেষ্টা স্থলয়নে দেখিবেন। আমার প্রার্থনা এই যে ধাহারা আনাদিগের কার্যে বিপদ ও বাধার ভয় করিতেছেন, তাহারা এবং ধাহারা কার্যের কেবলমাত্র

প্রারম্ভ দেখিয়া অস্বীকৃতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহারা অকপটে আমাদের সহকারিতা করিবেন।

সৈন্য সংক্রান্ত কথা শেষ করিয়া আমি এক্ষণে দ্বিতীয় কর্তব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। যে সকল বিষয় ভারতবাসিগণ অভিযোগের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, এই সকল বিষয়ে অনেক বৎসর বাবৎ কোন প্রতিকার করা হয় নাই। এই সকল অত্যাচার অভিযোগ প্রতিকার করিবার চেষ্টা করা যে আমাদিগের কর্তব্য ছিল এবং যে সকল সংস্কার নীতিতে এই কর্তব্য সাধিত হইবে না তাহা যে অসম্পূর্ণ, তাহা আমরা শাসন কর্তৃভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। এই উদ্দেশ্যের পথে কতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, তাহা আমি এক্ষণে বর্ণনা করিব।

সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ কি স্থান অধিকার করে, তাহার প্রতি স্পষ্টতঃই আমাদিগের সর্বোপযোগী মনোযোগের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১৫ সালের ১২এ সেপ্টেম্বর তারিখে এই সভায় তাহার অভিভাষণে কি বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় আপনাদিগের স্বরণ আছে :—

ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের সাম্রাজ্য গোষ্ঠীর প্রকৃত গঠনের এই বর্ণনা হইতে আপনারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, এই কনফারেন্সের পরবর্তী অধিবেশনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব কিরূপ হইবে, তাহার চরম মীমাংসা কনফারেন্সের নিজের উপর নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব গ্রাহ্য হইলে তাহা কি প্রণালীতে সাধিত হইবে, তাহা বিবেচনা করা এখন অসাময়িক। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় যে, টেট সেক্রেটারী স্বয়ং এবং তিনি রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া যে একজন কিম্বা দুইজন

প্রতিনিধিকে মনোনীত করেন, তাহারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধির কার্য করিবেন। এই সকল মনোনীত ব্যক্তি ধাহারা সাধারণতঃ ভারতবর্ষে বাস করেন, কিম্বা চাকুরি করেন এরূপ কর্মচারীগণের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবেন।

তাহার পর এই বৎসরের প্রারম্ভে যখন শ্রীশ্রীমান সত্ৰাটের গবর্ণমেন্ট লন্ডনে যুদ্ধ সংক্রান্ত এক বিশেষ কনফারেন্স (গোষ্ঠী) আহ্বান করেন, তখন এতৎসম্বন্ধে পরবর্তী উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। এবং টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষের এবং গবর্ণমেন্টের পরামর্শক্রমে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব কার্যে তাহার সহযোগী স্বরূপ মানাবর বিকানিয়ার মহারাজ মাননীয় সার জেমস মেটন এবং সার সত্যেন্দ্রনাথ সিংহকে মনোনীত করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে যে পূর্বাভাস দিয়াছিলেন, ইহা তাহার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বিকাশ। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমাদিগের সভায় গত কার্যকালের মধ্যে বলিয়াছিলাম :—

শ্রীশ্রীমানের গবর্ণমেন্ট যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, অবিচারিত বা অনভিজ্ঞ সমালোচনায় তাহার অত্যধিক গুরুত্বের ভ্রাস বা নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে ইহা ভাবিয়া আমি চিন্তিত হইতেছি। করাসী প্রবাদবাক্যে কথিত আছে যে, 'সকল কার্যের প্রথম সোপানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং সেইরূপ ভারতবর্ষ যে এই প্রথমবার সাম্রাজ্যের ময়দানগারে পৌরবের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাও ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার ঘটনা। যদিও অদ্য ইহার প্রকৃত গুরুত্ব অস্বীকৃত না হইতে পারে, তথাপি আমি নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতে পারি যে, এই ঘটনার বৃটিশ রাজপতাকার

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউম।

অধীনে ভারতের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হইবে।

উদ্যমঃ।

লবণ-তথ্য।

—:—:—

লবণ আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু ভারতের নানান্যানে যে কত কোটি কোটি মণ লবণ জন্মিয়া থাকে, তাহা আমাদের অনেকেই জ্ঞাত নহেন। “ভারতবর্ষে” পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বিদ্যাভূষণ বি, এল, মহাশয় লবণ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। নিয়ে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পাঠক-গণকে উপহার দিলাম।

মানব-সভ্যতার আদি যুগে যখন মানব কাঁচা মাংস ভক্ষণ ছাড়িয়া রন্ধন করিতে শিখিয়াছিল, যখন বনে-বনে পশু-হনন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা ছাড়িয়া, কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া, ফল-শস্ত উৎপাদন পূর্ব্বক তৃষ্ণার জীবনধারণ করিতে শিখিয়াছিল, তখন হঠাৎই মানব-সমাজে লবণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, তাহার কেবল চক্ষু, কাঁচা মাংস অথবা দুগ্ধ, মাংস আহার করিয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের পক্ষে খাদ্য দ্রব্যের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করা আবশ্যিক হয় না। কিন্তু উদ্ভিজ্জ জোজীর্ণের পক্ষে উহা একান্ত আবশ্যিক, নতুবা, তাহাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে না। শুষ্কতার-সম্পন্ন হিম্মণ কখনই চক্ষের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করেন না। মাংস সিদ্ধ করিলে উহার লবণময় অংশ গলিয়া বাতির হইয়া যায়, তখন উহার সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যিক হইয়া পড়ে। সভ্যতার আদি যুগে ভারতীয় আৰ্য্যগণ যে সময়ে অন্নভোজন করিতে আরম্ভ করিয়া-

ছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা লবণের ব্যবহারও শিখিয়াছিলেন। কারণ, লবণ ব্যতীত কেবল অন্নের দ্বারা শরীর পোষণ অসম্ভব। মানব দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াসমূহের জ্ঞাত রক্তের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ থাকে, কিন্তু ঘর্ম্ম, মুত্রাদির সহিত উহা বহু পরিমাণে বাতির হইয়া যায় বলিয়া সেই ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্যের সহিত লবণ ব্যবহার করা আবশ্যিক। উহার অভাবে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া স্বাস্থ্য নামক রোগ উৎপন্ন করে। (এই রোগে রক্তের মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শরীরের রক্ত কম ও দূষিত হইয়া পড়ে)। প্রত্যেক লোকের প্রত্যহ অল্পতঃ এক তোলা লবণ খাওয়া উচিত। লবণ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের সহায়তা করে, টহা কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ও কুষ্ঠ নিবারক। এই সমুদায় কারণে অতি প্রাচীনকাল হইতে লবণ একটি পবিত্র পদার্থ মনো পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। মহাকাব্যি হোমর লবণকে স্বর্গীয় পদার্থ (Salt divine) বলিয়াছেন। প্লেটো উচ্চৈশ্বর্য্য দেবতাদিগের প্রিয় পদার্থ “a substance dear to the gods” বলিয়াছেন। পারস্ত-ভাষায় নিমকহারাম শব্দের অর্থ বিবাসঘাতক। হতাদর কথার প্রতিশব্দ “আলুনি আদর”। লবণ অতিশয় পচন-নিবারক ও কীটনাশক; এই নিমিত্ত, মৎস্ত, মাংস প্রভৃতি লবণের মধ্যে রাখিলে, উহা বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। প্রাচীন হিন্দুগণ খাদ্যদ্রব্যের সহিত লবণ ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; উহার বিবিধ গুণ পরীক্ষা করিয়া উহা গুণ-রূপেও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অসামান্য রাজনৈতিক পণ্ডিত কোটিলোর সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে, লবণে ভেজাল দিলে অপরাধীকে গুরু দণ্ড ভোগ করিতে হইত। ঐ সময়ে আৰ্য্যগণ রন্ধনাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে

লবণ ব্যস্ততার করিতেন। একজন আর্দ্রের রন্ধনের জন্য একপ্রান্ত তুলন, তুলনের চতুর্থাংশ ডাইল, ডাইলের ষোড়শাংশ লবণ ও চতুর্থাংশ ঘৃত অথবা তৈল আবশ্যিক হইত। (১) ২০ পল মাংস রন্ধন করিতে হইলে এক পল লবণ আবশ্যিক হইত। সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্জন ও উদ্ভিজ্জ এই পঞ্চবিধ লবণ ব্যবহৃত হয়। কুম্ভিতে লবণ রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

আমরা আত্মাধ্যাত্মের সহিত যে লবণ ব্যবহার করি, তাহা সাধারণতঃ তিন প্রকারে বিভক্ত; সমুদ্র লবণ, খনিজ লবণ ও উদ্ভিজ্জ বা শ্বেতিকা লবণ। উহার মধ্যে খনিজ লবণ সামুদ্রিক লবণেরই পরিণতি; যে সমুদায় স্থানে লবণের খনি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এককালে কোন না কোন লবণাশু হ্রদ অথবা সমুদ্রের অংশবিশেষ ছিল। বাজারে সাধারণতঃ দুই প্রকারের সামুদ্রিক লবণ পাওয়া যায়; পাক্ষা অর্থাৎ কলে চূর্ণ করা এবং কচ অর্থাৎ দানাদার সামুদ্রিক লবণ। খনিজ লবণও দুই প্রকারের পাওয়া যায়; শুঁড়া সৈন্ধব ও শিলা সৈন্ধব। সমুদ্রতীরে অথবা লবণাশু নিম্নিত নদী, হ্রদ প্রভৃতির তীরে জাত “গোলা” প্রভৃতি জাতীয় উদ্ভিদ পোড়াইয়া তাহার পাংশ হইতে উদ্ভিজ্জ লবণ প্রস্তুত হয়। পূর্বে খুলা ও চব্বণ পরগণার দক্ষিণ ভাগস্থ মুল্লবন প্রদেশে এই লবণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত। করকচ লবণ ঘর্ম্ম দ্বারা চূর্ণ করিয়া পাক্ষা লবণ প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে যে লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৬১.৮ ভাগ সামুদ্রিক বা সমুদ্রজলজাত লবণ, ২৭.০ ভাগ হ্রদজল হইতে জাত লবণ এবং ১১.২ ভাগমাত্র সৈন্ধব বা খনিজ লবণ। আমাদের পৃথিবীতে সামুদ্রিক লবণের একান্ত অভাব হইবার শীঘ্র কোনই আশঙ্কা নাই; কারণ পৃথিবীস্থ সমগ্র সাগরের জলে যে লবণ আছে, তাহার পরিমাণ ৪৪১৯৩৬০ ঘন মাইল।

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।।০ টাকা ছিল, আর লইব না।

প্রাচীন কালে উত্তর ভারত হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্ধব লবণ বিদেশে রপ্তানি হইত এবং উহা লবণবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। ট্রান্স বালেন, আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণের বহু পূর্বে হইতে উত্তর-ভারতের লবণের খনিগুলি হইতে লবণ উত্তোলিত হইয়া আসিতেছিল। কোটিংলার অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রবল পরাক্রান্ত মোর্চাদিগের রাজত্বকালে লবণ-কর একটি প্রধান রাজস্ব মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং লবণশাসক নামে একজন প্রধান রাজকর্মচারী উত্তর তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু অধুনা ঐচ্ছিক পরিমাণে লবণ বিদেশ হইতে আমদানি হইতেছে। বঙ্গদেশে ত-বিদেশীয় লবণেরই একাধিপত্য। বিগত ১লা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার বাজারে মজুদ লবণের একটি তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, আমরা আজকাল কোন্ লবণ কি পরিমাণে ব্যবহার করিতেছি।

বর্তমান বর্ষের ১লা জানুয়ারীর লবণের বাজারের অবস্থা।

লবণের নাম	মজুদ লবণের পরিমাণ	মণ শতকরা দর
লিভারগুলি	২০০০০ (টাইলফ) মণ	২২৫
হাঙ্গারি গুড়া	"	"
ঐ করকচ	"	"
স্পেনিস্ গুড়া	৪০০০০ (চারি লক্ষ) মণ	১৯০
ঐ করকচ	৯০০০ (নয়হাজার) মণ	"
সৈয়দ বন্দরের গুড়া	} ২০০,০০০ মণ	১২০
ঐ করকচ নামমাত্র		
মাস্‌গুয়ার লবণ	— ১০০,০০০ (একলক্ষ) মণ	—
এডেনের লবণ গুড়া	— ৩২৫০০০ মণ	১৮০-১৯০
ঐ করকচ	— ১০,০০০ (দশহাজার) মণ	১৭৫
শালিক গুড়া	—	—
ঐ করকচ	—	—
ঐ সৈন্ধব	—	—

বোম্বাই করকচ (কাল রং) ৫০০০ মণ ১০২
মাস্‌গুয়ার করকচ কাল } ৫০,০০০ মণ ১০১
ঐ পরিষ্কার } ১২৭
অল্পদিন মধ্যে লিভারগুলি লবণের দর ১৩৯ হইতে ২২৫ হইয়াছে। আরও যে উল্লেখ না, তাহা কে বলিতে পারে! ইহার উপর প্রতি শত মণে ২১/০ টোল ও ১২৫ টাকার লবণ-কর দিতে হয়। সুতরাং লবণ হাঙ্গারি ও শালিক লবণের আমদানি বন্ধ আছে।

কলিকাতার বাজারে আমরা যে সমুদায় মোটা দানাবিশিষ্ট পরিষ্কার করকচ দেখিতে পাই, ইহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানি। অল্প পরিমাণে সমুদ্র লবণ ও মাস্‌গুয়ার লবণ ইত্যপূর্বে পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু উহার কাঁচিতি নিতান্ত কম; কারণ সমুদ্র লবণের মূল্য রূপেকাকৃত অধিক এবং মাস্‌গুয়ার লবণ অতিশয় অশুদ্ধিকার ও বালুকাপূর্ণ। কিন্তু উচ্ছ্রার বাজার হইতে এখনও পর্যন্ত মাস্‌গুয়ার লবণের আধিপত্য যায় নাই। বঙ্গদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে আজকাল সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রায় দশ আনা পরিমাণ লবণ কেবল বোম্বাই ও মাস্‌গুয়ার প্রদেশেই প্রস্তুত হয়। বোম্বাই লবণের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ সমুদ্র জল হইতে প্রস্তুত; অবশিষ্ট অংশ কচ্ছ উপসাগরের তীরবর্তী স্থানসমূহের ভূনিষ্কৃত লবণাধু হইতে প্রস্তুত হয়। মাস্‌গুয়ার প্রদেশে প্রস্তুত লবণের সমুদায়ই সামুদ্রিক।

বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে যে সমুদায় লবণ ব্যবহৃত হইত, তাহার একটি বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল—

সামাজিক লবণ।

১। এডেনের করকচ; যুগের উত্তাপে সমুদ্র-জল শুকাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

২। এডেনের পাক্স বা গুড়া লবণ।
৩। রেওয়া করকচ; মোহিত সাগরের পার্শ্বাভী আফ্রিকা হইতে আনীত হয়।
৪। রেওয়া পাক্স।
৫। শালিক করকচ; আফ্রিকা মহা-সাগরের শালিক বন্দর হইতে ইহার আমদানি হয়।
৬। শালিক পাক্স।
৭। বোম্বাই করকচ।
৮। স্পেনের করকচ; যুগোত্তাপে সমুদ্র-জল শুকাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।
৯। সৈয়দ বন্দরের করকচ।
১০। মাস্‌গুয়ার করকচ, কোকনদ, বিশাখাপত্তন এবং টাইটিকোরিণ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতা, কটক প্রভৃতি স্থানে আমদানি হয়। এই লবণ প্রস্তুতকারণের নিকট হইতে গণপণ্যে প্রতি মণ ১/১০ ছয় পয়সা হিসাবে পরিদ করিয়া লইয়া সাধারণের নিকট বাজার দরে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ, অপরিষ্কার ও বালুকা মিশ্রিত বলিয়া কলিকাতার বাজারে ইহার কাঁচিতি অতিশয় কম।

১১। সমুদ্র লবণ।

রাজপুতানার অন্তর্গত সমুদ্র হ্রদের জল হইতে এই লবণ প্রস্তুত হয়। এষ্ট সকল লবণ হ্রদ রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ফন প্রায় ৫০ বর্গ মাইল। ইহার দৈর্ঘ্য ১০ মাইল ও বিস্তৃতি ২ হইতে ৭ মাইল। ইহার চারিদিকেই বালুকাময় অশুদ্ধির প্রদেশ এবং পশ্চিমদিকে রাজপুতানার বিখ্যাত মক্কাভূমি। যে বৎসর স্রুষ্টি হয়, সে বৎসর ইহার জল সমুদ্রের জলের তুল্য লবণাক্ত; কিন্তু অনাবৃষ্টির বৎসর উহা সমুদ্র জল অপেক্ষা তিনগুণ, সাড়ে তিনগুণ অধিক লবণাক্ত হইয়া থাকে। এই হ্রদের কর্দ্দমে শতকরা

পুরাতন “কাজের লোকের” সুচীপত্রের জন্ম ১/০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

৩ হইতে ১২ ভাগ বিভক্ত লবণ এবং অল্প পরিমাণে সোডিয়াম সল্ফেট, সোডিয়াম কার্বনেট ও পটাশিয়াম সল্ফেট বর্তমান। বর্ষাকালে নদীসমূহের জল এই হ্রদে আসিয়া পড়ায়, ঐ লবণ দ্রব হইয়া দুই তিন ফিট গভীর, ৬০ বর্গ মাইল বিস্তৃত ভীষ লবণাশু রূপিতে পরিণত হয়। তখন এই লবণ জল “কেয়ারী” হইতে আবদ্ধ করিয়া যোঁয়ে শুক হইতে দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর এই হ্রদের জল হইতে সম্ভব-বাহ্যন্তর লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই হ্রদ ভারত গবর্ণ-মেন্টের হাতে আসিয়াছে।

খনিজ লবণ।

দেশীয় সৈন্ধব; তিনটি প্রধান কেন্দ্র হইতে এই লবণের আমদানি হয়।

(১) পাহাড়বের লবণ শৈলমালা বা সৈন্ধব শৈলমালা।

(২) কোহাট পাহাড়।

(৩) কাংড়া জিলার মণ্ডিরায়া।

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত সৈন্ধব শৈলমালাই প্রধান; এবং উহা হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লবণ রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে আবার খেওয়ার, “মেও” খনি সর্বপ্রধান। উহার গভীরতা ৫৫০ ফিট। তন্মধ্যে ২৭৫ ফিট বিভক্ত লবণ, অবশিষ্ট কিছু অপরিষ্কার। খেওয়ার “মেও” খনি হইতে মহাবীর আলেক-জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বে (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) হইতে লবণ উত্তোলিত হইয়া আসিতেছে। ভারতসম্রাট আকবরের সময়ে ইহার কার্য যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত ছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খনি ইংরেজ গবর্ণমেন্টের অধীন হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই খনির প্রাচীন কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। বর্তমান সময়ে যে প্রণালীতে খনির কার্য চলিতেছে, উহা ভারত-গবর্ণমেন্টের

ভূতত্ত্ব-বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাক্তার ওয়ার্ণের উদ্ভাবিত। এই খনির লবণে শতকরা ৯৮.১০ ভাগ বিভক্ত লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ও ০.০৭ ভাগ সোডিয়াম সালফেট বিদ্যমান আছে। সালফার জেলার “ওয়াচা” খনি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। এই খনির লবণ-স্তরের গভীরতা ২০ হইতে ৩০ ফিট পর্য্যন্ত। সিক্কনকোর তীরবর্তী কলাশায় হইতে ৫ই মাইল দূরে অবস্থিত “সৈন্ধব-প্রভু” পাহাড়ের পূর্ব পার্শ্ব হইতে লবণের পাহাড় কাটিয়া লবণ সংগ্রহ করা হয়। এই সমুদায় লবণ বিভক্ত, শুষ্ক হইতে রক্তাভ পর্য্যন্ত নানা বর্ণবিশিষ্ট। কিন্তু অধুনা এই লবণ পাহায ও যুক্তপ্রদেশের লোকদিগকে যোগাতেই প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়; সুতরাং বর্তমানে অতি সামান্য পরিমাণেই আসিয়া থাকে।

মোগল বাদশাহগণের রাজত্বকালে পাহায বাসিগণ লবণ শৈল হইতে লবণের বড় বড় সৈন্ধব-শিলা ভাঙ্গিয়া সিক্কতীয়ে লইয়া যাঁত; এবং সেখানে উহা লবণ-বাবসায়ীগণের নিকট বিক্রয় করিয়া বিক্রয় দ্রব্য অর্থ লবণ বাহক-দিগের সহিত বণ্টন করিয়া লইত। উহার বার আনা অংশ খনকগণ লইত, এবং অবশিষ্ট চারি আনা বাহকগণ প্রাপ্ত হইত। লবণ-বাবসায়ীগণ একটাকা মূল্যে ২০ হইতে ৮০ মণ পর্য্যন্ত লবণ ক্রয় করিত। ইহার উপর তাহাদিগকে প্রতি ১৭ মণ লবণে এক টাকা করিয়া লবণ-কর দিতে হইত। শিলীগণ সৈন্ধব-শিলা হইতে নানাপ্রকার কারু-কার্য-শোভিত আসবাব পত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত। মীর আবুল কাশেম সম্রাট আক-বরকে এইরূপ একখানি সৈন্ধবের রেকাব ও একটা বাটি দিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে তিনি নিম্নকিন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। বর্তমান সময়েও সৈন্ধব-লবণের

সর্বপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই-রূপ অনেকগুলি-কুঁজো, গেলাস, বাটি, রেকাব প্রভৃতি দ্রব্য-কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাই-টির মিউজিয়ামে আছে।

কোহাটে পাহাড় কাটিয়াই লবণ সংগ্রহ করা হয়, সুতরাং তৃপ্ত ধমন করা আবশ্যিক হয় না। এই লবণ পাণ্ডুবর্ণ। এই “অক্লম্ব” লবণ-শৈলের উপরিভাগ নিঃশেষ করিতেই বহু শতাব্দী অতীত হইবে।

মণ্ডিরায়া লবণ অতিশয় অপরিষ্কার। এই স্থানেও কোহাটের দ্বারা উপর হইতে পাহাড় কাটিয়া লবণ সংগ্রহ করা হয়, খনন করা আবশ্যিক হয় না।

বর্তমানে মন্ডাল নগরের নিকটে টেরাবতী নদীর তীরবর্তী সীনপড়া নামক স্থানে লবণের এক বৃহৎখনি আছে; কিন্তু স্থলভ বিলাতী লবণের রূপায় উহা বাজার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

দেশীয় অন্যান্য খনিজ লবণ।

উচা ব্যতীত পাঁচভদ্রা ও দিঘানা নামক স্থানে তরল লবণের খনি আছে। পাঁচভদ্রা, যোধপুর রাজ্যের রাজধানী যোধপুর নগর হইতে ৪০ মাইল দূরে লুণী নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে প্রায় তিন কোশ দীর্ঘ এবং এক কোশ প্রশস্ত স্থানের সর্বত্রই তরল লবণের উৎস দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় আট লক্ষ চম্লিশ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৫০ হাত দীর্ঘ ও ৪০ হাত প্রশস্ত একটা গর্ত প্রস্তুত করা করা হয়; তরল লবণ বা ভীষ লবণাশু এই গর্তের মধ্যে প্রায় দুই হাত গভীর হইয়া জমিয়া থাকে। এই জল সমুদ্র-জল অপেক্ষা সাত আট গুণ অধিক লবণাক্ত। একপ্রকার গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা এই সকল গর্তের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে, উহার উপর

বার্ষিক অর্ধমূল্য এখন লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

লবণ জমিতে থাকে। এইরূপে এখানে লবণ সংগ্রহ করা হয়। বিগত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেন্ট এই স্থান ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

সমুদ্র হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে বোম্বাই রাজ্য মধ্যে দিঘানা লবণ-খনি অবস্থিত। এই খনিতে বহুত পরিমাণ লবণ জন্ম পাওয়া যায়। উহা অনবরত ফুলিতে থাকিলেও ফুরায় না। বৎসরের মধ্যে প্রায় নয় মাস কাল লবণ প্রস্তুতের কার্য চলিয়া থাকে, এবং প্রতি বৎসর প্রায় তিন লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। প্রতি মণে প্রায় দেড় পয়সা খরচ পড়ে এবং উহা এক টাকা চারি আনা মণ দরে বিক্রীত হয়। কিন্তু এখান হইতে লবণ চালান দিতে অত্যধিক খরচ পড়ে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খনিও ভারত গবর্ণমেন্টের হাতে আসিয়াছে।

বিদেশীয় খনিজ লবণ।

বঙ্গদেশ, আসাম ও ত্রাশ্বদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানের লোকেই দেশীয় লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গদেশে বিদেশীয় লবণেরই একাধিপত্য। বঙ্গদেশে যে পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রায় অর্ধাংশ “লিভারপুলি” বা বিলাতী লবণ; অবশিষ্ট জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, স্পেন, এডেন, জিডা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের আমদানি লবণ। অষ্ট্রিয়া ও জার্মানি হইতে যে সমুদয় খনিজ লবণ আমদানি হয়, তাহার, সমুদায়ই বাজারে “হাঙ্গার লবণ” নামে পরিচিত। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই সমুদায় বিদেশীয় লবণ বঙ্গদেশে ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া, ১৮৭৪ অব্দের মধ্যে দেশীয় লবণকে বাজার হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছে।

১। বিলাতী লবণ।

সাধারণতঃ ইহা লিভারপুলি লবণ বলিয়াই বাজারে পরিচিত। ইহা লিভারপুল, হাটেন-পুল, ব্রুইল প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হয়। ইহার অধিকাংশই চেসারার ও উরচেষ্টার সারারের খনি হইতে উৎপন্ন। চেসারারের লবণের খনিতে তৃপ্ত হইতে প্রায় ৮০ হাত নিম্নে ১৫০ হইতে ২০০ হাত পর্ন্ত লবণের খনি আছে। এই লবণস্তরের উপরিভাগ শত-করা ২৫ ভাগ ত্রীভূত লবণবিশিষ্ট জল দ্বারা আচ্ছাদিত। এই তরল লবণ যন্ত্র-(pump) সাহায্যে উত্তোলিত হইয়া লবণের কারখানায় নীত হয়। উহা হইতে ঐ সমুদায় কারখানাতে চই প্রকার লবণ প্রস্তুত হয়। একপ্রকার, অতিশয় “সরু দানা” বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট লবণ; অপর, “মোটা দানা” বিশিষ্ট নিকট লবণ। উভয় প্রকার লবণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিভিন্ন। মোটা দানাবিশিষ্ট লবণ জালে প্রস্তুত হয়; কিন্তু সরুদানার উৎকৃষ্ট লবণ ফুট লবণ জল হইতে প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ খনি হইতে উত্তোলিত লবণ-জল কটায়ে ছাড়িয়া দিয়া তাহার সচিৎ অন্ন পরিমাণে শিরিব অথবা পুস্তরক্ত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত জল ফুটিয়া না উঠে, ততক্ষণ ক্রমশঃ জাল বাড়াইতে হয়। এইরূপে জাল দিতে দিতে উপরে চিনির রসের গাধের জায় এক প্রকার ‘গাদ’ উঠে। উহা উপর হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। এই গাদ উঠাইয়া ফেলিলে, ঘোলা লবণ-জল স্বচ্ছ লবণ-জলে পরিণত হয়, এবং কটাের তলায় লবণের দানা বীথিতে থাকে। ঐ লবণ হাতা দিয়া তুলিয়া কটাের উপর শুকাইতে দেওয়া হয় এবং উহা হইতে জল ঝরিয়া গেলে, “টোভ” ঘরে লইয়া গিয়া উহা উত্তমরূপে শুক করা। এই প্রকারে একমণ উৎকৃষ্ট বিলাতি লবণ প্রস্তুত করিতে প্রায় ছাব্বিশ সের শুভা

করলা খরচ হয়; কিন্তু একমণ মোটাদানার লবণ প্রস্তুত করিতে আঠার সেরের অধিক করলা খরচ হয় না। এই সকল স্থানে করলা জ্বলন্ত মূল্যে পাওয়া যায় বলিয়া, ব্যবসায়ী-দিগকে কতিপয় হইতে হয় না। আজকাল machine pan নামক একপ্রকার কটাের সাহায্যে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইতেছে। উহা অতিশয় স্বচ্ছ দানাবিশিষ্ট। চেসারারের সরু দানাবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট লবণের মধ্যে শতকরা ১৮, ৩৫০ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড্

১৮, ৩৫০ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড্

০, ০৭৫ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড্

০, ০২৫ ভাগ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড্

এবং ১, ৫৫০ ভাগ ক্যালসিয়াম সলফেট পাওয়া যায়; কিন্তু দানার নিকট লবণের মধ্যে শতকরা ১৮, ০ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড্

০, ২০ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড্

১, ০০ ভাগ ক্যালসিয়াম সলফেট ও

০, ১০ ভাগ জলে অদ্রবণীয় ময়লা।

ইংলণ্ড হইতে যে সমুদায় বাণিজ্য-জাহাজ কলিকাতা, রেঙ্গুন ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আসিয়া থাকে, তাহাতে এই সমুদায় লবণ ব্যাগাষ্টরূপে বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমরা উহা অল্প মূল্যে পাইয়া থাকি।

৭। “হাঙ্গার লবণ”।

উহা আমাদের দেশের সৈন্ধব-জাতীয় লবণ। লবণ-শিলা সকল কলে গেষণ করিয়া উহা প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশে লিভারপুলি ব্যতীত যে সমুদয় বিদেশীয় লবণ আমদানি হয়, তাহাব মধ্যে হাঙ্গার লবণই প্রধান ছিল। কিন্তু আজকাল যুদ্ধের গোলযোগে এই লবণের আমদানি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জার্মানিতে অনেক লবণ-শৈল আছে। উহার হই এক স্থলে প্রায় দেড়হাজার গজ পর্যন্ত

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

গভীর লবণের খনি আছে। অসীম সাম্রাজ্যের গ্যানিসিয়াম-প্রদেশের ক্রাকো নগর হইতে প্রায় চারি কোশ দূরে উইলিকজার প্রসিদ্ধ লবণের খনি। এই খনি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া এই খনি হইতে লবণ উত্তোলিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে ভূগর্ভে একটি ইজারের তুল্য অল্পমূল্য সৌন্দর্য-শোভিত সপ্ততল নগরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নগরে প্রশস্ত রাজপথ ও রেলপাড়ি প্রভৃতি ত আছেই; পরন্তু, তাড়িত্যলোকে আলোকিত বিচিত্র কারুকার্যশোভিত রেলস্টেশন, হোটেল, নাচঘর, ডকনালয় (সেট এন্টনির গির্জা) বাড়-লঠন ইত্যাদি শোভিত বৃহৎ হলদর, বিশ্রাম-স্থান, আন্তাবল প্রভৃতিরও অভাব নাই। সমুদায়ই লবণে নিখিত ও বিবিধ বর্ণে শোভিত। এই নগরের মধ্যে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় আড়াইশত গজ লবণের নিম্নে একটি হ্রদ আছে। এই হ্রদ খন কক্ষবর্ণ লবণাধুতে পরিপূর্ণ। উহার উপর দর্শকগণের জল-ক্রমণের নিমিত্ত একখানি নৌকাও আছে।

পূর্বে বঙ্গদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। হিজলির নিকটে মোগল বাদ-শাহদিগের সময়ে একটি বৃহৎ সরকারি লবণের কারখানা ছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের জল বায়ুর আর্দ্রতা-বশতঃ এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বিপুল মধুর জলরাশি অন্তরত বঙ্গোপসাগরের পড়িতেছে বলিয়া, এখানে লবণ প্রস্তুত করা লাভজনক নহে। এই সমুদায় কারণে এবং অন্তর্য্য দিকে বিলাতি লবণ আভিলাষ সত্তা দ্বারা বাজারে বিক্রীত হওয়ায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গদেশে লবণ প্রস্তুত-কার্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু উড়িষ্যার উপকূল প্রদেশে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লবণ প্রস্তুতের কার্য চলিতেছিল; ঐ সময়ে হইতে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লবণ কর

জীবনধারণের অল্প লবণের আনন্দমিত্য অত্যন্ত অধিক। কেবল মানুষের নহে, গবাদি গৃহপালিত পশু এবং কৃষিকার্যের নিমিত্তও লবণের প্রয়োজনীয়তা অতিশয় অধিক। এই নিমিত্ত ইহার উপর কর আদায় করা অতিশয় সুবিধাজনক। ভারতের প্রজাগণ বহুকাল হইতে এই লবণ-কর প্রদান করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন হিন্দুরাজাদিগের সময়ে কখন কখনও রাজকর্মচারিগণের দ্বারা লবণ প্রস্তুতকার্য পরিচালিত হইত। আবার কখনও বা রাজা লবণ-প্রস্তুতকারিগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াই কাজ থাকিতেন। কিন্তু সর্বত্রই লবণের আমদানি ও রপ্তানির উপর শুক দিতে হইত। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য রাজগণের রাজত্ব সময়ে লবণাধ্যক্ষ নামক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী লবণ-বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেন। সৈন্য, সামুদ্র, বিটু সৌবর্জল, উত্তীক্ষ এবং যবজার এই ছয়প্রকার লবণের উপর কর গ্রহণ করা হইত। রাজার ইচ্ছামুসারে সময় সময় এই যব ইত্যাদি দেওয়া হইত। উৎপন্ন লবণের পঞ্চবিংশতি ভাগ হইতে বিংশতি ভাগ পর্যন্ত করস্বরূপ গ্রহণ করা হইত। “বান্য, ঘেহ, ফার, লবণ, মধ্য পক্ষ্মাদীনান চ-বিংশতিভাগ পঞ্চবিংশতি ভাগো বা” (১)। কিন্তু বিদেশীয় লবণের বর্জাংশ করস্বরূপ প্রদান করিতে হইত; “আগন্ত লবণং বড়ভাগং দদ্যাৎ” (২)। বস্তুতঃ আমদানি লবণের উপর চারি-গুণ কর আদায় করিয়া এই সময়ে দেশীয় লবণ পাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা হইতে-ছিল। কিন্তু সম্রাসী, শ্রোত্রিয়, উপাধ্যায়

(১) কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র (ভাস শাস্ত্রী সংকলিত), ১১০ পৃঃ।

(২) কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র (ভাস শাস্ত্রী সংকলিত) ৮৩ পৃঃ।

এবং শ্রমজীবীদিগকে খাদ্য লবণের নিমিত্ত আদৌ কোন কর প্রদান করিতে হইত না। লবণাধ্যক্ষ এইরূপে করস্বরূপ যে লবণ আদায় করিতেন, তাহা ব্যবসায়িদিগের নিকট উচিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়-লব্ধ অর্থ রাজকোষে জমা দিতেন। মুসলমানদিগের রাজত্বকালেও আমদানি ও রপ্তানি উত্তরবিধ লবণ-কর প্রচলিত ছিল। তাহারায় সম্রাসী, শ্রমজীবী প্রভৃতি কাহাকেও এই কর হইতে অব্যাহতি দিতেন না; সর্বত্র সমভাবে উক্ত কর আদায় করিতেন, “মা শীর-ই রহিমি” নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মোগল বাদশাহদিগের সময় প্রতি ১৭ মণ লবণ এক টাকা রাজস্ব দিতে হইত; অর্থাৎ এখনকার হিসাবে মণকরা এক আনা হিসাবে লবণ-কর দিতে হইত। মোগল সাম্রাজ্যের অবসান সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, লবণ প্রস্তুত, বিক্রয় এবং আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি সমুদায় কার্য নিজের আয়ত্তাধীনে লইয়া লবণের ব্যবসায় “একচেটিয়া” করিয়া লইয়াছিলেন। ক্রাইন এই কার্য আরম্ভ করেন এবং ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ করেন। এই প্রথাই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তদনন্তর বর্তমান প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লবণের শুক মণকরা আড়াই টাকা ছিল। উহা ক্রমশঃ মণকরা দেড়টাকা এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মণকরা একটাকা করা হইয়াছিল। ১৯০৭ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লবণকর মণকরা ঐ এক টাকাই ছিল। কিন্তু বিগত ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উহা অস্থায়ী ভাবে বাড়িয়া মণকরা একটাকা চারি আনা করা হইয়াছে। ভারতের জিশ কোটি প্রজা বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি মণ লবণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। মৎস্তাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে লবণ

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৯০ টাকা ছিল, আর লইব না।

ব্যবহৃত হয়, জাহাজ উপর কোন কর দিতে হয় না। বরোদা রাজ্যে লবণ কর আদৌ নাই। এই রাজ্যের অন্তর্গত কাথিরাবাড় প্রদেশের অধিবাসিনগণ জলপানারাই তাহাদের ব্যবহার্য্য লবণ প্রস্তুত করিয়া লইয়া থাকে। এই সকল স্থানে টাকার প্রায় সাড়ে তিন মণ করিয়া লবণ পাওয়া যায়। বিগত ১৯১৫—১৬ইং সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ২৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার মণ লবণের কারবার হইয়াছিল। উহা চতুর্থে গবর্ণমেন্টে ১১৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। লবণ-কর কমাইয়া দিলে রাজস্বকার্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম; কারণ, অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে পারিলে, লোকে গৃহপালিত পশু প্রভৃতি এবং নিজেদের জন্ত অধিক পরিমাণে লবণ ব্যবহার করিত। এইরূপে এবং উহার অপচয় অধিক হওয়ায়, কাটতিও বাড়িয়া যাইত এবং তদ্বারা রাজস্বকার্যের ক্ষতির পূরণ হইত।

হিন্দু মহিলার জ্ঞাতব্য।

চরদ্বারান্তরে পতি সঙ্গে যাইতে হয়, কুল-বধূ বয়ে যখন থাকেন, তখন শাওড়ী নন্দ এবং অপরাপর প্রবীণগণের সাহায্যে স্বামীর সমস্ত অভাব সমস্ত সাধ পূর্ণ হয়। বধূঠাকুরাণী যত করিলেন, না করিলেন তাহাতে বড় আসিয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গালীর চাকরীই জীবিকা, সে চাকরীর জন্ত তাহাকে রণে বনে ঘাটেতেই হয়, অনেক স্থলে স্বামীর সঙ্গে জীকে যাইতে হইতেছে, একরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে যাইয়া শুধু ত কলা বউয়ের মত বলিয়া পাকা চলিবে না, বাড়ীতে দশজন যে কাজ করিত, জীকে একাই সে কাজ করিতে হইবে, কাজের সুব্যবস্থা, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা, এই গুলিতে শিক্ষালাভ করা বাঙ্গালী মেয়েদের নিত্য দরকার, যে মেয়ে এসকল না শিখে,

সে স্বামীকে বড় সুখী করিতে পারে না। খুব স্বামী সোহাগিনী হইতে হইলে দেখিতে হইবে, পুরুষকে কেমন করিয়া সুখী করা যায়, তাহা হইলে জানা আবশ্যক, পুরুষ কি চায়, আর কি চায় না। এইটা জানিলেই স্বামী সোহাগ পাইবার রাস্তাটা সুগম হয়। তাহা হইলেই একজন পুরুষকে বলিতে হয়, যে পুরুষ কি চায়, আর কি চায় না। অবশ্য সব খোজা কথা বলাই ভাল যে, এসকল হিন্দু পুরুষেরই কথা। হিন্দু পুরুষ জীকে বধেই স্নেহ করে এবং ভালবাসে, তবে স্বাধীনতা দিতে নারাজ। গাড়ীতে তুলিয়া বাড় খুলিয়া ঘোমটা তুলিয়া দিতে হিন্দু অক্ষম, তাতে তাদের কাপুরুষত্বই হটক, আর আত্মশুদ্ধিই হটক। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিতে পারেন, এটা সংকীর্ণতা, তা কি করা যাইবে, প্রকৃত হিন্দু কুলবালাও এতে নারাজ, তাহাদেরও বহুমূল্য ধারণা যে, স্বামীকে মাথার কাপড় খুলিয়া দেখাইলে স্বামীর পরমায়ু ক্ষয় হয়। লজ্জা সরম হারাষ্টলে স্ত্রীই গেল, সে পুরুষশ্রুতি হইয়া দাঁড়াইল।

হিন্দু মহিলাগণও বলেন, “স্বামীর দাসী” তাহারা পত্রাদিতেও লেখেন তাই, “আমি আপনার শ্রীচরণের দাসী” কিন্তু সত্যি কি হিন্দু পুরুষগণ মহিলাগণকে দাসী ভাবে, তাহা ভাবে না। তাহাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভাবে, সংসার রাজত্বের রাণী বলিয়া মনে করে, স্বাধীন মহিলাগণ অপেক্ষা তাহাদের ক্ষমতা ও আদর কিছু পাটো থাকে না।

পাড়া বেড়ানী স্ত্রী, হিন্দু পুরুষের ঘৃণার জিনিস, স্বাধীনতা দেওয়া ত দূরের কথা। পরনিষ্ঠাকারিণী, মুখে মুখে সন্তোষ জবাব কারিনী ক্রোধান্বিতা, অভিমানিনী, এসকল হিন্দু পুরুষ দেখিতে পারে না, এমন বদম্ভের জীকে মনে মনে ঘৃণা করে।

আমরা হিন্দু পুরুষ উপরোক্ত দোষগুলি সহ্য করিতে পারি না, অন্ততঃ অনেক হিন্দু পুরুষেরই এইগুলি সহ্য করিবার মত ছাল পুরু হয় নাই, সহজে হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ সভ্যতার আলোক পাড়া-গায়ের লোকগুলিকে এখনও বড় ম্পর্প করিতে পারে নাই। সহরে সমাজ সংস্কার-কের দল, দেশের জীলোকগণকে অবাচিত স্বাধীনতা প্রদান এবং বিধবার বিবাহ দিবার জন্ত খুবই প্রয়াসী বটেন, কিন্তু পল্লীবাগীশ এখনও বেশ অটল অটল আছেন। সমাজ বলিতে পল্লীগ্রামের সমাজই সমাজ, সেখানে প্রাচীন রীতিনীতি চিরবহুমূল আছে এবং সামাজিক কড়াকড়ি আছে। আমরা সহরে সভ্যতার ফুড়ুক ফাড়ুক করি বটে, কিন্তু গ্রামে যাইলে যে তিমিরে সেই তিমিরে।

মেঘাজ্বর আকাশের চাঁদটা বাহির হইলে মনে যেমন অপার আনন্দ হয়, অবশেষের মধ্য হইতে হিন্দু স্বামীও স্ত্রীর সুখখানি দেখিয়া সেই আনন্দ উপভোগ করেন। সরসে জড়িত নারীর সৌন্দর্য্য একরূপ, আর সরমহীন সৌন্দর্য্য অন্তরূপ। যাহাদের দেখিয়া আমাদের অনুকরণ, সেই পাশ্চাত্য জাতিও অনেক সময় স্ত্রী স্বাধীনতার জন্ত নয়নজলে বয়ান ভাষান।

হিন্দু পুরুষ বিলাসিতা ভালবাসে না। সারাদিন সাজিয়া শুছিয়া থাকিতে দেখিতে, সারাদিন বেশ ভূষার দিকে অধিক মনোযোগ দিতে দেখিলে হিন্দু পুরুষের যে স্ত্রীচরিত্রে সন্দেহ জন্মিবার সম্ভাবনা। হিন্দুর নীতি, যত-ক্ষণ স্বামী নিকটে থাকিবেন, ততক্ষণই বেশ বিভ্রাসের আকর্ষণতা, স্বামীর অমুপস্থিতিতে বেশ ভূষা অসুচিত এবং অনাবশ্যক।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাষ্টার পাঠান।

হিন্দুপুরুষগণ স্ত্রীর দৈহিক মানসিক পবিত্রতা দেখিবারই প্রয়াসী, যখন মতি দেখিলে সুখী, রন্ধনে সুনিপুণ দেখিলে আচ্ছাদিত, তারপর বাহ্যিক প্রাপেন্দু বা চুটো জীবন সর্বস্ব নাই বলিল, তাতে বিশেষ আসে যায় না, হিন্দু স্ত্রী হিন্দুবানীর সহ-ধর্ম্মিণী, আমি বাংলা সঙ্গত বিবেচনা করি, স্ত্রীর তাহাই শিরোধার্য।

বেশ বিজ্ঞানসেব, আগাপ পরিচয়ের চিন্দু মহিলার সময় নির্দিষ্ট আছে। যখন তখন গারে পড়া স্ত্রী হিন্দুপুরুষ ভালবাসে না, চিন্দু পুরুষ সময়ে স্ত্রীকে মাথার তুলিতে জানে এবং নাশাইতেও জানে। শুধু সেমিঙ্গ জ্যাকেট পরাইয়া ফিটনে চাপাইয়া এসেঙ্গ ভ্রম ভ্রমে করিয়া জগত শুদ্ধ লোকের মনোবোপ আকর্ষণ করিয়া অস্বাভাবিক পদ্ধতী মহিলার উপর ফেলিয়া দেওয়াটা হিন্দুপুরুষ সঙ্গত মনে করে না, অনেকে বলেন এটা সংকীর্ণতা, তা হোক, প্রকৃত হিন্দুমহিলা এরূপ সাজিতেই নারাজ, সেরূপ বেশে বাহির করিলে সে লজ্জায় মরিয়াই যায়।

একটা স্বেযোগ গেল।

কাগজ, কালী বাজারে অগ্রিমূল্য হইয়াছে। এই কালী প্রস্তুত প্রণালী সকলেরই জানা উচিত। জার্মানীর আনলাইন রং আর পাওয়া বাইতেছে না। দেশে বাহাতে দেশীর উপায়ে কালী প্রস্তুত করিতে পারা যায়। উচ্ছ্রস্ত আমাদের সচেষ্টিত হইতে হইয়াছে। দেশীয় কাপড়জীপ তুলতের কাগজের জার পূর্বে যে কাগজ প্রস্তুত করিত, সেইরূপ কাগজ বর্তমান সময়ে পুস্তকাদির মলাট প্রভৃতি বেশ চলিত। কারণ রঙ্গীন কাগজের এত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে যে

তাহাতে আর হাত দেওয়া অসম্ভব হইয়াছে ইউরোপের মহাসমুদ্র কখন যে শেষ হইবে তাহা আমাদের প্রধান মন্ত্রীমহাশয়ও বলিতে পারেন না। শান্তি সংস্থাপিত হইলেও ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্য, মাল বণ্টনী যে সহসাই স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হইবে, তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং ভারত ক্রেতার দেশ, অনেক ভোগ তাহার ভাগ্যে অনিবার্য। কিন্তু এই সুযোগে লোকের যদি শিল্প স্পৃহা থাকিত, তবে বহু লুপ্ত শিল্পেরও উদ্ধার সাধনের সুবিধা হইত। এ সুযোগও দেশের গেল, কেহ কিছু করিল না।

কালী অতিশয় দুর্লভ লা চইয়াছে। সাধা-লোকে বিশেষ পল্লীগ্রামে জার্মানীর রং কিনিয়া লাল ও ভাওলেট রং করিয়া লিখিত। আর একটা উপায় বলিয়া দিতেছি ইহা দ্বারা বহুলোকের কালীর সুবিধা হইবে। আফিস অফলে টাইপ রাইটিং কলের ফিতা ১০১২ দিন অন্তর বদলাইতে হয়। এই পরিত্যক্ত রিবন বা ফিতা হইতে উৎকৃষ্ট ভাওলেট কালী হয়, আমরা সেই ফিতার দ্বারা কালী প্রস্তুত করিয়া লিখিতেছি। এগুলি আমাদের টাইপ রাইটিং কলের ফিতা, নতুন দিলেই ফেলিয়া দিতাম। এখন ইহা দ্বারা মহৎ উপকার পাইতেছি। কিন্তু যে সে ফিতার হয় না। যে ফিতাতে কাপিং ভাওলেট রং মাখনা থাকে সেই ফিতার ২৪ অঙ্গুল লইয়া একটু গরমজলে ফেলিলেই সুন্দর বেগুনী রঙ্গের কালী হইবে। সকলেই এই উপায়ে কালী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। ১টা পুরা ফিতায় প্রায় ২ বৎসর একটা লোকের চলিবে। ছেলে মেয়েরা এইকালী খুব পছন্দ করে। আমরা অনেক পল্লী-পোষ্টমাষ্টারকে এই ফিতা একটু একটু দিয়া ছিলাম, তাহারা খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

To clean silverwares.

HOME INDUSTRY.

গার্হস্থ্য শিল্প।

রৌপ্যের জিনিষ পরিষ্কারের উপায়।

(১)

রৌপ্য পরিষ্কারের যে সকল উপায় প্রদত্ত চইল, তাহা দ্বারা নিতান্ত আবশ্যক না হইলে রৌপ্যের দ্রব্য সদা সর্বদা ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ রৌপ্য অধিক মাজা দসায় কর প্রাপ্ত হয়, সুতরাং রৌপ্য পাত্রাদি খুটরা শুক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া একটু ঘর্ষণ করিলেই চক্চকে হয়। নিতান্ত আবশ্যক হইলে নিম্ন-লিখিত উপায়সকল দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত।

কটিক আমোনিয়া	৫ ভাগ
জল	২০০ ভাগ
সোডিয়াম হাইপো সল্ফাইট	২০ ভাগ
আমোনিয়াম ক্রোমাইড	১০ ভাগ

মিশ্রণে যে সলুইশন চইবে, তাহাতে রৌপ্যের দ্রব্য ডুবাইয়াই তুলিয়া শীতলজলে ডুবাইয়া তাহার পর শাময় চামড়া বা শুক ক্রানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই উজ্জ্বল বা চক্চকে হইবে।

১। মেসার্স টীকানী কোং আমেরিকার বিখ্যাত কারিকরগণ বলেন যে, শুক হাইপোপ সল্ফাইট অফ সোডিয়াম জলের সহিত গুলিয়া রৌপ্যের দ্রব্যে মাখাইয়া খুটরা পূর্কোক্ত উপায়ে পালিস করিলেই উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট হক্স হোয়াটিং চূর্ণ	১৫ ভাগ
সোডা	৬ "

সাইট্রিক অ্যাসিড্ আট ভাগের তিন ভাগ অংশ সমস্তগুলিকে হক্স চূর্ণে পরিণত করিয়া ব্যবহারের সময় কেবল ভিজা স্পঞ্জ বা স্ফুটায় ইহা লাগাইয়া রৌপ্যের জিনিষ

মাথাটা তাহার পর শুক বস্ত্র দ্বারা পালিস করিলেই উত্তম হইবে।

SILVER SOAP.

রৌপ্য পরিষ্কারের সাবান।

(আমেরিকান।)

এই উৎকৃষ্ট জবা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করা হইতে পারে।

চার্ডসোপ

৮ আউন্স

টারপীন তৈল

দেড় আউন্স

জল

৪ আউন্স

অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া যখন সমস্ত জবা গলিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবে, তখন ঠান্ডাতে লাইকার এমেনিয়া ও আউন্স মিশাইয়া খুব নাড়িয়া ছাঁচে ঢালিয়া জমাটয়া লইতে হইবে। এই সাবান দ্বারা রৌপ্য পাত্রাদি অতি স্নানরূপ পরিষ্কার হইবে। উপরোক্ত সমস্ত জবা জলিষ্ট বাজারে বিক্রয় করা চলে। জিনিস প্রস্তুত করিলে কেহ কিনিবে কিনা, সে ভাবনা করিতে নাই। জিনিসের আশুপকতা বুঝাইয়া দিতে পারিলেই লোকে তাহা ক্রয় করে।

ইংলিশ সিলভার সোপ।

Fine Castile soap.

১০ ভাগ

জল

১০ ভাগ

উত্তমরূপে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া অগ্নি হইতে নামাইয়া ফেল। তাহার পর ইহাতে ৩০ ভাগ হোয়াটিং মিশাইয়া খুব ঘন ঘন নাড়িতে থাক ও গরম থাকিতে থাকিতে ছাঁচে ঢাল। জমিয়া গেলে তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের বাস্কে পুরিয়া লেবেল ও ব্যবহার প্রণালী নাম ঠিকানা দিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দিলে অবশুই বিক্রয় হইবে।

কিছু করিবে না, কেবল বাক সর্বস্ব হইলে অবস্থার উন্নতি হয় না। কত বিষয়ই যে

“কাজের লোক” বাহির হইয়াছে, তাহার উন্নতি হয় না। কিন্তু এ দেশটার লোক এখন মনে হইতেছে, বাজার ভাড়াটাকেই যুগার চক্রে দেখে। যদি আমরা “কাজের লোককে” টংরাডীতে করিভাম, তাহা হইলে সমগ্র জগতে সাদরে বিক্রয় হইত। এ বিড়ী ফোঁকা, ক্লাব ভক্ত, বাক সর্বস্ব, থিয়েটার খোর যুবকের বাজার আবার উন্নতির কয়-। অতি অকর্মণ্য দেশ বলিলেও অত্যাধিক হয় না। ইহারা যুখে বলে স্বদেশ স্বদেশ, কিন্তু খেলাতে, বচনে, চাল চলনে বিদেশের পূর্ণ আসক্তি। বাজালা ভাষা, বাজালা মজলিস, বাজালা খেলা, বাজালা খণ্ডগা ইহাদের ভাল লাগে না। ক্যায়ন, পিংলং, ক্লাব ইংরাজী নভেল, টংরাজী আদব কাহিনী না হইলে মন উঠে না। এখনও “স্বদেশ” বলিতে অনেক দেয়ী।

Medical Notes.

ঘোলের উপকারিতা।

ডাক্তার আরনাল্ড ইরিসিপ্লাস বা জ্বর মৌর পীড়ায় Buttermilk ঘোলের পটী দিতে বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা আন্ত রোগ-বীজাশু নষ্ট হইয়া যায়। যথা—

Buttermilk for Erysipelas.

Arnold recommends buttermilk highly as an application for erysipelas. Whatever the stage of disease, he says the spread to the infection is immediately checked, the pain disappears, and the whole morbid process rapidly aborts when it is used locally.

ECZEMA.

Fellows claims that the following will give immediate relief and cure all forms of eczema :—

R Lac sulphuris,
Zinci oxidi, 44 oz ij.
Ichthyolis, dr.ss.
Mentholis, gr. xxx.
Petroleti, oz.iv.

M. Sig. : Thoroughly rub in each night after washing with sulphur soap or some germicidal soap (Chalotte Med. Jour.)

SIMPLE REMEDY FOR BURNS.

Bamberger recommends the common household washing soda as a remedy for burns. The application is very simple. A crystal of soda is dipped into water and then gently rubbed over the burned spot. The pain ceases almost immediately in burns of the first degree. For second and third degree burns, a wet compress with 10 per cent. solution of the soda may be applied or the soda may be added to the continuous water bath. If used at once, the treatment seems to prevent the formation of vesicles.

ডাক্তার বামবারজার অগ্নিগন্ধে গার্হস্থ্য কাপড় কাটিবার সোডাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

বসিয়াছেন, এই গুয়াশিং সোড়ার দানা জলে
ডুপাইয়া দক্ষ স্থানে মর্দন করিবে অতি অল্প
সময়েই যন্ত্রণা দূর হয়, বাকারী প্রকারের দগ্ধ
এবং গুরুতর দগ্ধ স্থানে শতকরা দশ ভাগ
সোড়া বিশিষ্ট জলের পটী দিয়া বান্ধিয়া দিতে
হয় অথবা ক্রমাগত সোড়া মিশ্রিত জল দগ্ধ
স্থানে ঢালিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হয়। সময়ে
অর্থাৎ পুড়িবার মাত্র দিতে পারিলে কোথা
হয় না।

টাটা আইরণ এবং স্টীল কোম্পানি।

মূলধন ৩ কোটি ৫২ লক্ষ। ১৯১৬—১৭তে
লাভ হয় ১ কোটি ১০ লক্ষ। বাড়ী, কল থনি,
প্রভৃতির ব্যবহারে মূল্য হ্রাস (ডিপ্রিয়েসেশন)
৩৫ লক্ষ ধরা হইয়াছে এবং ১১ লক্ষ রিজার্ভ
ফণ্ডে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। ইউরোপীয়
ব্যবসাদারেরা এই ভাবে কার্য্য করায়—“দুব
লাভটা বন্টন না করায়” উহাদের কারবার
সহজে নষ্ট হয় না। দোহন মাত্র না করিয়া
কারবারের পোষণও চলে। ইনকমট্যাক্সের
জন্ত রাখিতে হয় ৪ লক্ষ ৬০ হাজার; মেরামত
২ লক্ষ ৩০ হাজার। কর্মচারীদের প্রতিভেন্ট
ফণ্ডের ১১০ লক্ষ, হাতে তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া
বাকী লাভ হইতে পেরেক্স শেয়ারে নির্ধা-
রিত বার্ষিক ৬% হিঃ সুদ, সাধারণ অংশে শত
করা ২০% টাকা করিয়া বার্ষিক লভ্যাংশ এবং
ডেফার্ড শেয়ারগুলিতে শতকরা বাবক ২২%
টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ডেফার্ড
শেয়ারগুলি ২০% টাকা করিয়া। অনেক
গুলি প্রেকারেন্স এবং সাধারণ শেয়ার লইলে
ওবে একখানি করিয়া ডেফার্ড শেয়ার দেওয়া
হইয়াছিল। ৩০ টাকা দিয়া বার্ষিক আয়
৯০ টাকা লভ্যাংশ পাওয়ার আশ্রয় কম
নয়। ডেফার্ড শেয়ার আয় কেহই বিক্রয়
করেন নাই। এক্ষণে একখানি ৩০% টাকার

শেয়ারের মূল্য বাজারে ১১০০ হইয়াছে।
এই কোম্পানির চেয়ারম্যান মিঃ ডি জে
টাটা। অ্যাকাউন্টের পাসি, মুসলমান, হিন্দু,
ইহুদী বড় বড় ধনীগণ এই কারবারের
ডাইরেক্টর বধাঃ—টাটা বংশীয় দুই জন,
ফজল ভাই করিম ভাই, নরোত্তম মোরারজি,
লালু ভাই সামল দাস, বিন্ধোয়িয়া, ডেভিড
দাভুন ইত্যাদি। গবর্ণমেন্টের জন্ত রেল
ওয়ের এবং যুদ্ধোপকরণের উপযুক্ত ইম্পাত
প্রধানতঃ প্রস্তুত হইয়াছে। শত্রুর দ্বারা
অনেক নতুন কল সমুদ্রে আনয়নকালে নষ্ট
হইয়াছে। বীমা করা ছিল। নগদ টাকা
লোকসান হয় নাই। কিছু অংশিলে
কার্য্য বৃদ্ধির দ্বারা লাভ বৃদ্ধি হইত।
কল প্রভৃতি আমেরিকা হইতে
আনায় ব্যবস্থা হইয়াছে; সাক্ষিচিতে লোহার
ইম্পাতের জিনিষ প্রস্তুত জন্ত ভিন্ন
ভিন্ন কোম্পানিকে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে।
গেত্রপ করিলে টাটা কারখানার ইম্পাতের
কাটিতির সুবিধা হইবে, দেশেও অনেক জিনিস
প্রস্তুত হইবে। কারখানার শ্রমজীবীদের
জন্ত বিত্তপূর্ণ পানীয় জলের কল স্থাপন করা
হইয়াছে। সলফিউরিক অ্যাসিড ভালই প্রস্তুত
হইতেছে। ১৭৬৪ টন ‘ফেরো ম্যাঙ্গানীজ’
প্রস্তুত করা হয়। কালিমাটি টেসন পর্য্যন্ত
কারখানা হইতে ডবল লাইন রেল বসান
হইয়াছে। মিঃ টুট ওয়াইলার জেনারেল
ম্যানেজার। একটা শিরি বিজ্ঞালয় এবং একটা
সাধারণ স্কুল কর্মচারীদিগের সন্তানদিগের
জন্ত স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে ১০২২৫ জন
লোক থাকিতেছে। উহাদের মধ্যে ৯৩ জন ইউ-
রোপ হইতে আনীত; পূর্বে অনেক জর্ম্মণ কাজ
করিত। এখন বেঙ্গলীয়গণ কাজ করে। ৫১
জন ভারতবাসী ইউরোপীয় আছে। ২ কোটি
৮০ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হয়। উহা প্রস্তুতের
খরচ হয় ১১০ কোটি। বাকীর মধ্যে হইতে

আফিস খরচ, চক্ষু, লভ, মেরামত, ইত্যাদি
ইত্যাদি। টাটার কারখানা ভারতের
গৌরব বশি, তাহার সন্দেহ নাই।

REVIEWS.

সমালোচনা।

Against Animal Sacrifice.

By Mr. Krishna Giri, Bhimsinha
Rio and Mr. Lalsing Hazarising
Ajwabi, Published by The Bombay
Humanitarian Fund, 309, Shroff
Bazar, Bombay, Price as 4. only.
বোধের কতকগুলি দয়ালু ব্যক্তি শ্রীজীব দয়া
জ্ঞান প্রসারক ফণ্ড নামক একটা সভা ও
ধন্যার্থ স্থাপন করিয়া জীবের প্রতি দয়া
এবং জীবের হত্যা নিবারণের জন্ত বহুদিন
কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। এই
পুস্তকখানি জীব হত্যার বিরুদ্ধে। সর্ব্ব
ধর্ম্মের এবং সর্ব্ব শাস্ত্রের অনুমোদিত বহু
প্রমাণ প্রয়োগ দেখাইয়া পুস্তকখানি প্রচার
করিয়াছেন। এমন পুস্তক যে ইংরাজী অভিজ্ঞ
হিন্দুর নিকট আদরণীয় হইবে, তাহার সন্দেহ
নাই। পুস্তকখানি অবশ্য পাঠ্য। মূল্য
১০ আনা মাত্র, উপরোক্ত ঠিকানায় পাওয়া
যায়।

Horror of cruelty to animal

By Ramlingam Pillai M. A. and
S. G. Subramania, মূল্য ১০ আনা।
পুস্তকখানি ইংরাজীতে, উপরোক্ত শ্রীজীবদয়া
জ্ঞান প্রসারক ফণ্ড হইতেই প্রকাশিত।
গবাদি পশু ও পক্ষীকে ক্রমশঃ করিয়া দেশীয়
এবং বিদেশীয় দিগম্বী সম্প্রদায় নিষ্ঠুরভাবে
হত্যা করে, তাহারই ভীষণ চিত্র প্রকাশিত

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

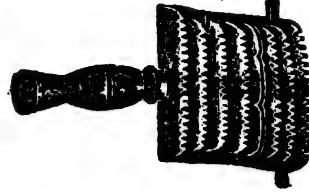
হইয়াছে। উচাও অবশ্য পাঠ্য পুস্তক।
আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত মনুষ্য প্রাণ হইয়া
ব্যক্তিকে পাড়িতে অগ্ররোধ করি।

High Price of sugar and How to reduce it.

By Mr. Harold Hamel
Smith, Editor of "Tropical
Life" পুস্তকখানি বিলাতেই মুদ্রিত,
উৎকৃষ্ট কাগজ এবং উৎকৃষ্ট ছাপা। মূল্য নেট
এক শিলিং মাত্র। "চিনির অত্যধিক মূল্য
এবং কেমন করিয়া তাহা কমান যায়," ইহাট
আলোচ্য বিষয়, পুস্তকখানির বহুতর তথ্য
পরিপূর্ণ।

আমরা শিক্ষিত কৃষিপ্রিয় ভারতবাসী
মাত্রকেই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অগ্ররোধ
করি। ইচ্ছুক সঙ্কে ইচ্ছাতে এত তথ্য নিহিত

হইয়াছে যে, পাঠ করিয়া আনন্দ হয় এবং বহু
বিষয় শিক্ষা হয়। কলিকাতার চিনিয়ান
নাটট্রেট প্রাগত্তা অফিস, ১নং রয়াল এক্স-
চেঞ্জ স্ট্রেরে প্রাপ্যক। মূল্য ১ শিলিং, সন্মত
দ. আনা মাত্র।



ঘোড়ার খবর।

বিলেশী আমদানী নাই, বিলাত হইতে
বস্ত্রাদি আনা ইয়া অতি মূল্যবান, স্থায়ীভাবে
আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমান

বিলাতি খবর অপেক্ষা মূল্যে প্রায় অর্ধেক
এখন বিলাতি ১ খানা ১১০ টিতে ৫১০ টাকা
কিন্তু তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আনাদের এক
খানা ১০০। স্বদেশ শিল্পের উৎসাহদান
করে প্রত্যেক অবস্থাপন, রাজা, মহারাজা
জমীদারগণের ঘোড়ালার জন্য আমাদিগের
খবর ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই সাধন
প্রার্থনা। একেবারে অধিক সংখ্যক হইলে
পাইকারী দরে দেওয়া যায়। ম্যানেজার—

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন।

১১নং বৃন্দাবন ঘোষের গেন, সঁকারীটোলা,

কলিকাতা।

ফরমুলা

ফরমুলা

“কাজের লোকে” প্রতি সংখ্যায় নানা প্রকার কেশ তৈল, সাবান ও ঔষধাদি প্রস্তুতের ফরমুলা বাহির
হইয়া থাকে। আমাদের নিকট ঐ সকল জিনিষ প্রস্তুতের জন্য নানা প্রকার উপকরণ ও গন্ধ তৈল (যথা
লাভেণ্ডার, বার্গামট, হায়ামিস্, নিরোলি, নার্শিষ, প্যাচুলি ইত্যাদি), সকল গন্ধ দ্রব্যাদি (যথা ভ্যানিলিন,
কুমেরিন, মাস্ক, টারপিনিয়ল, প্রভৃতি) এসেন্স প্যাক করিবার সাজসরঞ্জাম (যথা শিশি, সিল্ক, রিবন,
ক্যাপিং, স্কিন, ইত্যাদি), নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (যথা ল্যামোলিন, সাইট্রিক এসিড, পাইরো
গ্যালিক এসিড, কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাশ, ইত্যাদি) সর্বদা পাওয়া যায়। আমরা বিলাত, আমেরিকা
জাপান, জাভা, চীন, হলাণ্ড ও বিভিন্ন দেশ হইতে যে জিনিস যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই জিনিস সেই স্থান
হইতে আনা ইয়া থাকি, সেইজন্য আমাদের মূল্য সর্বাপেক্ষা সুলভ। এমন কি অধিকাংশ জিনিষই আর
কোথাও আমাদের অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া আমরা জানি না। নানা প্রকার স্নগন্ধ দ্রব্যাদির
জন্য একমাত্র আমরাই গত মহীশূর প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক (সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার) পাইয়াছি।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :—

“স্বগন্ধা”, কলিকাতা।

পি, মুখার্জী এণ্ড কোং,

৫৬নং, নেউগী পুকুর লেন, কলিকাতা।

পুরাতন “কাজের লোকে” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রাদির সাহায্যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদির

ভারত মধ্যে এক মাত্র প্রস্তুত কারক, স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত—

বাণী ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, বোম্বাই।

কলিকাতা শাখা, ২৭৬ নং বোবাজার-স্ট্রীট, কলিকাতা।

চন্দ্রপ্রভা বটী। ঋতু দৌর্বল্য, প্রমেহ ও যুক্রাশয়ের সর্ব রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি তোলার শিশি ১/০।

জ্বরহর বটী। ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ। জ্বরে বিজ্বরে সর্বাবস্থায় সেব্য। ৩২ বটীর শিশি মূল্য ১১/০।

বাসাবলেহ। সর্দী, কালী, হাঁপানী প্রভৃতি যাবতীয় বক্ষগত রোগের মহৌষধ। অর্ধ পোয়া শিশির মূল্য ১১/০, বিনামূল্যে ব্যবস্থা এবং মূল্য তালিকার জন্য অগ্ৰই লিখুন।

ওরিয়েন্টাল ষ্টোর্স।

৪৫১৩ ওরেনলিংটন স্ট্রীট,

(বাঙ্গারাম অক্জুরের গলির ভিতর)

কলিকাতা।

বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানীর একমাত্র এজেন্টস।

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড্‌রূপে “দিল্লী বিস্কুটের” বিশেষত্ব কি ?

(১) ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশী অর্থ ও স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন।

(২) ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু প্রণালীতে প্রস্তুত এবং ইহাতে ডিম, চর্বি কিম্বা অন্য কোনপ্রকার ধর্মহানিকর পদার্থ নাই।

(৩) গঠনের পারিপাট্যে, স্বাদে ও লঘুতায় ইহা বিলাতী কোন বিস্কুট অপেক্ষাই হীন নহে— অধিকন্তু দামে সস্তা।

(৪) ভারতবর্ষে প্রস্তুত সকল বিস্কুটের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম—এ কথা প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই সর্বোচ্চ পুরস্কার ও পদকপ্রাপ্তির দ্বারা বারবার স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ক্রীম—	১৮/১০	(২ পাউণ্ড টান)
গিন্‌এরারট—	১৮/০	"
মিক্সড্‌ হাউগেড্ড—	১৮/১০	"
জেন—	১৮/১০	"
লেমন—	১৮/০	"
মাইন্স—	১৮/০	"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্রমাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।

New Series

নব পর্যায়।

Vol. XI

১২শ সংখ্যা।

DECEMBER 1917.

ডিসেম্বর ১৯১৭।

No. 12.

কার্যোধ্যক্ষের নিবেদন।

—:—

বর্ষ গত হইল, এখনও ২৪ জন গ্রাহক মহোদয় বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন নাই। আমরা সামান্য ২৫০ টাকার জন্য তাগিদ করিতে লজ্জিত হই। কোন কোন স্থলে আর টাকা পাওয়াও যায় না। ভি পি করিলে ফেরৎ আসে, কতিগ্রস্ত হইয়া পড়ি। সেইজন্য ১৯১৫ সাল হইতে আমরা জাহ্নবীর সংখ্যাই ভি পি করিয়া থাকি, যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা টাকা দিয়া ভি পি রাখিয়া থাকেন, যাঁহারা না রাখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ভি পি ফেরৎ দেন। তাঁহাতেও ক্ষতি হয়। আমাদের প্রার্থনা, যাঁহারা ১৯১৮ সালে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা দয়া করিয়া যেন জাহ্নবীর ১৫ই তারিখের মধ্যে

বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন। যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা একখানি পোস্ট-কার্ড লিখিয়া জানাইলে আমাদের কাছে আর ভি পি করিয়া কতিগ্রস্ত হইতে হয় না। ১৫ই জাহ্নবীর পর আমরা জাহ্নবীর সংখ্যা ভি পিতে পাঠাইব, দয়া করিয়া ভি পি গ্রহণ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

বিশ্বদয়
কার্যোধ্যক্ষ “কাজের লোক”

প্রিয় গ্রাহকগণ এই সংখ্যার সহিত ১৯১৭ সালের “কাজের লোক” সম্পূর্ণ হইল। “কাজের লোকের” গ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ আজ একাদশ বর্ষকাল যে অমূল্য কণা দানে কাজের লোককে জীবিত রাখিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ, এবং বর্ষ শেষে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

কাগজ কালী, ছাপাখানার ব্যবতীর সরঞ্জামের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, বলা বাহুল্য মাত্র যে, কাগজ চালান রাখা অনেক ভায়া সামান্য অবস্থার লোকের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধের অবসান না হইলে কাগজ চালাইয়া ক্রমাগত মাসে মাসে কতিগ্রস্ত হইতেছি, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে, যে ব্রত্রে বৃত্তি হইয়া “কাজের লোক” প্রকাশিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য আমাদের আশাশ্রুতরূপে আজও পূর্ণ হয় নাই।

এদিকে তুলা বাইতেছে যে সহজে বুদ্ধের অবসান হইবে না, এখনও ২৩ বৎসর বৃদ্ধ চলিবারই খুব সম্ভাবনা। আরও দুই তিন বর্ষ বৃদ্ধ চলিলে সমগ্র পৃথিবীর কি তরুণক শোচনীয় অবস্থাই দাঁড়াইবে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? কর্তার ইচ্ছার কর্তব্য।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

সমস্ত স্টেট সর্ব নিরস্তর অধীন, তাঁহারি বাহা
ইচ্ছা, তাহাট হইবে তো।

সেই তাঁহারই ইচ্ছার আশ্রয়ও পরিচালিত।

সেই তাঁহারই ইচ্ছায় এক শতটুকু আশ্রয়
“কাজের লোক” পরিচালনে বৃত্তি। আমরা
তাঁহারই ইচ্ছায় “কাজের লোক” পরিচালনে
সক্ষম হইব সন্দেহ নাই।

প্রতি বৎসরই আমাদের যে প্রার্থনা,
এবারও সেই প্রার্থনা করিতে যিবর থাকি
না। আমাদের প্রত্যেক নতুন এবং পুরাতন
গ্রাহক এবারও যেন তাঁগাদের মত
মধ্য হইতে অন্ততঃ ২১৩টিও নতুন গ্রাহক করিয়া
দিয়া আশ্রয়গণে উৎসাহিত করেন। আম-
দের এই প্রার্থনা কৃত, কিন্তু ভগ্নের দিবর
আমাদের কোন কোন পুরাতন গ্রাহক
আশ্রয়গণে এ পূর্ণতা একটিও নতুন
গ্রাহক দিয়া উৎসাহিত করেন নাই। এটা
অবশ্য তাঁগাদের একটু অনবধানতা সন্দেহ
নাই। কিন্তু দ্বাদশ বর্ষকাল তাঁগাদের সহিত
বিনিমিতা, তাঁগাদের উপর আমাদের একটু
আশ্রয় করাও অসম্ভব মনে করি না। বাচা
হউক, “কাজের লোকের” প্রতি অগ্রহ
রাখেন, ইচ্ছাই প্রার্থনা।

১৯১৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়

মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি

যে বস্তুতা দিয়াছিলেন,

তাহার উদ্ধৃতাংশের

বঙ্গানুবাদ।

(মুদ্রিত প্রকাশিতের পর)

বোধ হয় আমি অন্য বলিতে পারি যে
আমার কপাই সভা হইয়াছে।

একদে বোষণা করা হইয়াছে যে সাত্তা-

লোয় বহুসংখ্যক (ইম্পিরিয়াল ক্যাবিনেটের)

বহুসংখ্যক প্রত্যাগমন করিতে হইবে।

এই সমিতিতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি থাকিতে

এবং ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি থাকিতে

প্রত্যেক দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া

প্রতিনিধি আসিয়া থাকেন, সেইরূপ ভারত-

বর্ষেরও প্রতিনিধি আসিয়া থাকিবেন।

উপস্থিত হইবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাত্তা-

লোয় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি সম্পূর্ণরূপে

হইয়াছে এবং এসবক্ষে বহুসংখ্যক অগ্রসরও

হইয়াছে, তাহাও প্রত্যাগমন হইলে,

এইরূপ হইবে বলিয়া এক বৎসর পূর্বে

কেই কল্পনা করিতে পারি নাই।

আবার ভারতবর্ষ সাত্তা-লোয় মধ্যে

স্থান অধিকার করিতেছে তাহাও দেখুন।

উপনিবেশিক প্রতিনিধিগণ পরস্পরের মধ্যে

আদান প্রদান নীতি অবলম্বন করিয়াছেন

এবং যত গবর্ণমেন্টকে তিনটি সাধারণ নীতি

অনুকূলভাবে বিবেচনার জন্য অনুরোধ

করিয়াছেন।

প্রথমতঃ অপরাপর প্রাচ্য জাতীয় প্রজা-

দিককে উপনিবেশ স্থাপনের যে সকল সুবিধা

দেওয়া হয়, ভারতবাসীকে উপনিবেশ স্থাপনের

জন্য তাহা অপেক্ষা কম সুবিধা দেওয়া

হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ যে সকল শিক্ষিত ভারতবাসী

শিক্ষা ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাস করিবার

উদ্দেশ্যে নহে—উপনিবেশ পরিদর্শন করিতে

আসিবেন, তাহাদিগকে বিশেষ সুবিধা প্রদান

করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ যে সকল ভারতবাসীকে ইতি-

পূর্বেই বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে,

তাহাদিগের প্রতি সদয়চরণ করিতে হইবে।

এই সকল নীতি আরও অধিকদূর অগ্রসর

হয় নাই বলাই বাহুল্য। প্রত্যাগমন হইতে পারি।

কিন্তু আমি বিবেচনা করি, মাননীয় সভাপণ

করেন যে, এই অতীব প্রয়োজনীয় প্রস

সবক্ষে অনেক অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। এবং

এই সম্পর্কে আমি ক্যান্টনমেন্ট, পাবলিক

একটি বিখ্যাত উক্তি আপনাদিগের গোচরে

আনিতে ইচ্ছা করি। গত ১৮ই মে তারিখে

সার রবার্ট বোর্ডেন বলিয়াছিলেন—

কনকরেলে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি

উপস্থিত থাকার আমি ভারতবর্ষ ও আশ্রয়গণের

মাননীয় বর্ষের বিবেচনা করিবার

বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি যে

প্রত্যাগমন করিতাম, সেই গোটেলে ঐ কন-

করেলেব সভাস্থলকে বেসরকারীভাবে

মিলিত হইবার জন্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

এবং সমস্ত বিষয়েরই উপনিবেশসমূহের সহিত

বহুদূর সম্পর্ক আছে, তদুদ্ব, অবাধে, সম্পূর্ণ

রূপে ও অকপটভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্ভবতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজি-

লাণ্ড এবং কোন কোন উপলক্ষে ক্যান্টনমেন্ট

সহিত, ভারতের মতভেদ এবং কখন কখন

তর্ক বিতর্কের বিষয় আছে। স্তার সত্যেন্দ্র

নাথ সিংহ ভারতের দিক হইতে তাঁহার বক্তব্য

এবং অতীব যোগ্যতা, জ্ঞানপটতা, বিশিষ্ট সংখ্য

নিরতিশয় আবেগের সহিত ব্যক্ত করিয়া

ছিলেন। তাঁহার অভিভাবণ এত বুদ্ধিযুক্ত

ও সংযত হইলেও আশ্রয়গণের নিকট অল্প

দৃশ্যগ্রাহী হয় নাই। আমরাও তুল্যরূপ

স্থায়ীতা, অকপটতা এবং আমি আশা করি

তুল্যরূপ সংখ্যের সহিত, আশ্রয়গণের বক্তব্য

প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার ফলে আমরা

যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা আমি পাঠ

করিয়াছি। উহার মূলে এই ধারণা নিহিত

আছে যে, আমরা ক্যান্টনমেন্ট ভারতবাসীদিগের

বাস কিংবা পরিদর্শন সবক্ষে যে সকল বাধা

বলবৎ করি, তাহা ভারতবর্ষে ক্যান্টনমেন্ট

দিশের বাস ও পরিদর্শন সম্বন্ধে বর্ণিত, এইরূপ কোন চুক্তিপত্র থাকিলে ভারতবর্ষের আয়সম্মান সংরক্ষিত হইবে।

আমরা বোধ হয় এই সভার কেহই এই প্রস্তাবের জ্ঞাপনরূপে সম্মত হইতে পারেন না। অপর যে সকল বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছিল, অন্য তৎসম্বন্ধে আর আমি কিছু বলিব না। আমি দেখিতেছি যে, এই কনফারেন্সে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে ত্রুটিই কলিবে। আর আমার বিশ্বাস যে ভবিষ্যৎ অধিবেশনসমূহে সাম্রাজ্যের অধীন এই বিশালরাজ্যের অধীন এই বিশাল রাজ্যের, প্রতিনিধি থাকা সম্বন্ধে এই সভার এবং এই দেশের কাহারও কোন আপত্তি হইবে না। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষ বিশেষরূপে রাজতন্ত্র দেখাটাইয়াছে এবং বাহ্যতে আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, ততদ্বেষ্টে সৈন্ত ও অর্থ সাগায়া করিয়াছে। আমরা অবশ্যই এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিব। ভারতবর্ষে সভ্যতা আমাদের হইতে স্বতন্ত্র; উহা আমাদের সভ্যতা হইতে পুরাতন ও কোন কোন বিষয় উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া অভিহিত। ভারতের সভ্যতার ভাবপরতন্ত্রতা (idealism) ও আমাদের সভ্যতার বোধ হয় বস্তুতন্ত্রতার (materialism এর) আধিক্য আছে। উহাদের ও আমাদের সভ্যতার মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট, তাহার আলোচনা করিতে আমি প্রস্তুত নহি। কিন্তু আমি এই কথা বলি যে, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা আমাদের সম্মানার্থ, এবং আমাদের সাম্রাজ্যের অধীন এই বিশাল উপনিবেশের অধিবাসীগণ বাহ্যতে বৃদ্ধি পাবেন যে, সাম্রাজ্যাত্মক কোন উপনিবেশেই লোকেরা উহাদের প্রতি অবজ্ঞা বা অজ্ঞার ব্যবহার করেন না, তাহার ব্যবস্থা আমরা আমাদের সাধ্যমত অবশ্যই করিব। আমার বিশ্বাস, এই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধিত হইবে।

আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি-বিশেষ সহিত আমাদের যেরূপ কনফারেন্স (গোষ্ঠী) হইল সিংহ, তাহাতে এই সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য হইবে।

“সার রবার্ট” বোর্ডন যে মহাত্ম্যুক্তি বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার ফলে ভবিষ্যৎ যে ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহার ফলোদ্দেশ্য বোধ হয় আমরা এক্ষণে আশ্বস্ত হইতে পারি।

“আমরা দেখুন, চুক্তিক্রমে কুলি চালানোর প্রথা রহিত করিয়া আমরা ভারতবর্ষের আর একটি অত্যন্ত অভিযোগের সম্ভাবনাক সমাধান করিয়াছি। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের গর্ব-মৈত্রকে অতিষ্ঠ করিয়া কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, মাননীয় সভ্যগণ জনসম্মত করিতে পারেন নাই। বর্তমানপর্যন্ত এই প্রথা পরিবর্তে একটি নতুন প্রথা স্থির করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই প্রথা বলবতী থাকিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে যদিও ভারতবাসীরা বেশ দুঃখিত ছিলেন যে, এই প্রথা গীর্জাই রহিত হইবে, তথাপি উপনিবেশের লোকেরা উহা স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে ভারতবাসীর সরল বিশ্বাস রক্ষার্থ আমরা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমি এক্ষণে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, (ভারতবর্ষ সংরক্ষণার্থ) আইনমতে আমরা কুলিচালান নিষেধ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং বাহ্য ফলে এই প্রথা ক্রমে রহিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে উপনিবেশের অধিবাসীগণ এবং উপনিবেশিক আফিস সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে প্রেরিত আমাদের প্রতিনিধিগণ সার জেমস্ মেটন এবং সার সত্যেন্দ্র সিংহ, উপনিবেশিক আফিসের এই কনফারেন্সের অধিবেশনে ভারতবর্ষের ধর্মোত্ত-ভাবে বাধ্য করিয়া আমাদের বাহ্য কিছু

সম্মত হইল, তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তৎকর্ত্ত আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে তাঁহা-বিশেষে প্রয়াস দিই।

“জুলার্নাড প্রবোয় উপর তৎ প্রসঙ্গে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহার সবিত্তর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বিষয়টি অভিযোগের কেতু বলিয়া ব্রিটনাসী ও ভারতবাসী উভয়েই তৎসম্বন্ধে গভ্র বিংশতি বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। এই অভিযোগের কারণ এক্ষণে অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি হইয়াছে, এবং যদিও আমরা জানি যে বর্তমান যুদ্ধের অন্তে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার পুনরাবলোচনা কালে আমাদের এই ব্যবস্থাও পূর্ণরূপে বিবেচনাধীন হইবে, তথাপি চুক্তিক্রমে কুলি চালান প্রথা সম্বন্ধে আমি যেসকল ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলাম, সেইরূপ ইহার সম্বন্ধে আমি বলিতেছি যে, এই সকল বিষয় একবার রহিত হইলে আর পুনরাপত্ত করা যাইবে না, এবং এইরূপ পুনরাপত্তের প্রস্তাব করা হইলে ভারতবর্ষের গর্ববিশেষ্ট যে দৃষ্টান্তে আপত্তি করিবেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। বৃদ্ধিতে যে কোন রাজস্বসংক্রান্ত পরিবর্তন সংঘটিত হইক না কেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে, তাহাতে ভারতবর্ষের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিবেচিত হইবে।

ভারতবাসীকে যেচ্ছাঁসৈন্তদলভুক্ত কবণ এবং অস্ত্র আইনের পরিচালন এই দুই বিষয় লইয়া এখনও অভিযোগের কারণ রহিয়াছে। ভারতরক্ষাসৈন্তদল বিষয়ক আইনের পান্ডুলিপি উপর বক্তৃতার আমি বলিয়াছিলাম যে “যেচ্ছাঁসৈন্তদল” বিষয়ক ১৮৯১ সালের আইনমতে যেচ্ছাঁসৈন্তদলনিষেধের যে প্রথার সত্তি আমরা পরিচিত ছিলাম, তাহা এখন লোপ পাইয়াছে। প্রকৃতি ও অবস্থা পর্যালোচনা করিলে যে সামরিক সৈন্তদল কখনই কার্যকর

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

হইতে পারে না তাহার অল্প অল্প করা
নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক
বিষয়ক আইনমতে আমরা ভারতবর্ষীয়কে সৈন্ত
বলভুক্ত হইবার ইচ্ছা পূর্ণাঙ্গ নিষিদ্ধ। এইজন্যেই আমরা
অনেকে সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছেন এবং কলি-
কাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাসাদে বিখ্যাতাচার
সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে। এই সকল দল
বলিও আমাদের আশঙ্কায় অধিক সংখ্যক
কাজি নাম নিবান নাই, তাহাদি ইহা হইতে
আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্বন্ধে
অনেক প্রয়োজনীয় উপবেশ লাভ করি। এই
সমীক্ষা আমাদের ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা
আমি ঘোষণা করি।

আমরা এখন যে কার্যে প্রবৃত্ত আছি,
তৎসম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বক্তব্য হইতে
সংগৃহীত, যে নিয়মিত পদ্ধতিক সৈন্যদল
গঠিত হইয়াছে, তাহার অল্প বক্তব্যের এবং
ঐচ্ছিকগণের সাহায্যে এই দল গঠিত হইয়াছে,
ঐচ্ছিকগণের বিশেষতঃ ডাক্তার মল্লিকের
সংযতনা কল্পিত। সৈন্যদলে প্রবিষ্ট
ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও আগ্রহের বিশেষ প্রাণ-
সার কথা আমি ঘোষণা করি। শত্রুর বিরুদ্ধে
ঐচ্ছিকগণের শ্রেষ্ঠের কথা শুনিবার জন্য
উৎসাহিত হইলাম।

অত্র আইনের পরিচালন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন
বিতারিতভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা
করা প্রয়োজন। কিছুকাল বাবৎ আমরা
এই কার্যে ব্যাপৃত আছি এবং আমরা
এবিধের যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে
এখনও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সমূহের যত্নমতের
অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু এক্ষণে আমি এই
পর্যন্ত বলিতে পারি যে, এই প্রশ্নের যে সমা-
ধান বর্তমানমূলক অব্যাহতির উপর স্থাপিত
হইবে, তাহা ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃপক্ষরূপে
আমরা কখনই গ্রাহ্য করিব না।

“এক্ষণে আমি তৃতীয় কর্তব্যকর্তার

কার্যে শাসনকর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সফলতরূপে
ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমি
স্বয়ং প্রতিমিথি ও গবর্ণমেন্টের মত
প্রথম যে কার্যকরী সমিতি (একনিকিউটিভ
কন্সাল্টেটিভ) আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহাতে
আমি কলিকাতার নিকট হইতে প্রশ্নের
অবতারণা করি :-

(১) ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের মূখ্য উদ্দেশ্য
কি ?

(২) এই মূখ্য উদ্দেশ্য সাধন করে কি কি
উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ?

আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি অংশ
আমি বলিয়া ভারতকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান
করাই বৃটিশ শাসনের মূখ্য উদ্দেশ্য। এই
নিষ্পত্তি হইলে যে আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হইতে
পারে না, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় অধিকাংশ
মাননীয় সভ্য আমার সহিত এক মত হইবেন।
খ্রীষ্টীয়ানু সম্রাটের গবর্ণমেন্ট এক্ষণে এ সম্বন্ধে
ঐচ্ছিকগণের নীতি পদ্ধতির ব্যক্ত করিয়া-
ছেন। আমি বলিতে পারি, ভারতবর্ষের
শাসনকর্তৃপক্ষরূপে আমাদের প্রত্যাশিত নীতির
সহিত উহার প্রকৃত পক্ষে কোনই পার্থক্য
নাই।

সাধন ও বিতারিতভাবে কারণ সমূহের
বিচার করিয়া আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে এই
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই মূখ্য
উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইবার তিনটি পথ
আছে। প্রথম পথ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের
কার্যক্ষেত্র পল্লীগ্রামা বোর্ড এবং নগর কিংবা
মুনিসিপল কাউন্সিলে নিহিত। নাগরিক ও
গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র রাজনৈতিক
জানলাভের শিক্ষাভূমি। উহা হইতেই
রাজনৈতিক উন্নতি ও দায়িত্ব জ্ঞানের আরম্ভ
হইয়াছে, এবং আমরা বেশ বুঝিতে পারি-
মাছি যে, ক্ষতপক্ষে অগ্রসর হইবার, অগ্রগতির
পরিমাণ নির্ভর করিবার এবং এইরূপে সাধা-

র্য নাগরিকের দায়িত্বজ্ঞান পরিপূর্ণ ও অতি-
ক্ষমতা সংকীর্ণ করিবার সময় আসিয়াছে।

“আমাদের মতে গবর্ণমেন্টের অধীনে
ভারতবর্ষীয়কে অধিকতর দায়িত্বনিষ্ঠ পদে
নিয়োগই দ্বিতীয় পথ। আমরা বেশ অল্পতর
করিয়াছি যে, এই মূখ্য উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর
হইতে গেলে ভারতবর্ষীয়কে নিরত-বর্তমান-
অবস্থাতে বিভিন্ন রাজকাৰ্য্য ও কর্তব্যভারের
উচ্চতর শ্রেণীসমূহে এবং সাধারণতঃ শাসন
কার্যের অধিকতর দায়িত্বনিষ্ঠ পদে নিযুক্ত
করা প্রয়োজন। ইহা যে উন্নতির
একটি প্রকৃত পথ তাহা সকলেরই সম্মুখে
বোধকর। আমাদের প্রকৃত উন্নতির পথে
অগ্রসর হইতে হইলে দিন দিন অধিক সংখ্যক
ভারতবর্ষীয় সৈন্যদল শাসন কার্যে বিশেষ
অভিজ্ঞতা ব্যতীত সমগ্র রাজ্য শাসন বিষয়
দক্ষ হওয়ার অত্যাৱশ্যক।

“অগ্রসর হইবার এই দুই পথ সম্বন্ধে
আমরা যে সকল সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত
হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কেহই অসার
আপত্তি উপস্থাপন করিবেন না। কিন্তু একমত
থাকিলেও আমরা প্রশ্নের গুরুত্বাবধারণে অস্থির
হইব না। প্রথম করিবার অধিকার অপেক্ষা
উৎকৃষ্টতর শিক্ষার উপায় আর নাই। লোক-
দ্বন্দ্বকে আপন আপন স্থানীয় ব্যাপার পরি-
চালন করিতে শিক্ষা দেওয়াই স্থানীয় স্বায়ত্ত-
শাসনের উদ্দেশ্য এবং কেবল ত্রিভিন্ন
বিভাগীয় রাজ কার্যে দক্ষতা অপেক্ষা এই
প্রকারের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রাধান্য দিতে
হইবে” — এই প্রথম ও সর্বপ্রধান নীতি লর্ড
রিপন তাহার ১৮৮২ সালের মে মাসের স্বায়ত্ত-
শাসন সংক্রান্ত রক্তব্যে বিবৃত করেন এবং পরে
লর্ড মর্লে এবং লর্ড ক্রু বথাক্রমে ১৯০৮ সালের
৭ই নবেম্বর তারিখের ও ১৯১৩ সালের ১১ই
জুলাই তারিখে ঐচ্ছিকগণের শাসনপক্ষে (ডেস্
প্যাচে) উহা ঘৃণ্যভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লুইন।

আমরা ঐ নীতির সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, আর সেই জন্যই আমরা প্রথম পথ অবলম্বনে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী।

দ্বিতীয় পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইলে শাসন কার্যে যে শিকলাভ হয়, তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা তুল্যরূপে উপলব্ধি করি। শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা হইতে বেরূপ বিচার শক্তি সংযত হয়, এবং শাসন ব্যাপারে কার্যতঃ যে সকল বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান থাকে তাহার বেরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না এবং ইহা হইতেই আমরা ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপক সভার নিমিত্ত অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত সভ্য পাইবার আশা করিতে পারি।

৬ “এক্কে আমরা আমাদের তৃতীয় পথের বিচারে উপনীত হইলাম। এই পথ ব্যবস্থাপক সভার কাধ্যক্ষেত্রে নিহিত। মাননীয় সভ্যগণ সহজেই উপলব্ধি করিবেন যে, এই বিষয়ে যত মতভেদ আছে এবং এই বিষয়ে যত সমীচীন অনুসন্ধান ও সংযত সিদ্ধান্ত আবশ্যক কিছুতেই নাই। আমি অরূপট

চিন্তে বালিতে পারি যে, অপর দুই পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে—ইহা ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষরূপে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। এবং ত্রীতীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগের ঘোষণায় যে মুখ্য উদ্দেশ্যের আভাস দিয়াছেন, তৎসম্পর্কে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ উদ্দেশ্যসাধনার্থ যত শীঘ্র সম্ভব বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের ডেসপ্যাচে নীতির আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে, স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের কার্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। আমি মাননীয় সভ্যগণকে সজ্ঞত অনুরণন করাইয়া দিতেছি যে, এক্ষণে কোন

প্রশ্নের বীমাংসা ভারত গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষদিগের উপরই নির্ভর করে। অধিকন্তু অনেক প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও আমি নীতি ব্যক্ত করণের অসাধারণ দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াই তৎসম্বন্ধে আমার নিজের কোন উক্তি দ্বারা ত্রীতীমান্ সম্রাটের সিদ্ধান্তের কোন পূর্ণাভাব দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হইয়াছি; কারণ তাঁহারাই কেবল চরম ও প্রামাণিক মত প্রকাশ করিতে সমর্থ। এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা পূর্বে হইতে গুরুতর ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন বিলম্বের সম্ভাবনা—একথাও আমি গত ফেব্রুয়ারি মাসে মাননীয় সভ্যগণের সমক্ষে বক্তৃতায় জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আশা করি, এক্ষণে উহার আর কোন স্বার্থকতা নাই। কারণ, এখন ত্রীতীমানের অনুমত্যাগুসারে বিচার্য বিষয়গুলি এদেশে আসিয়া পরীক্ষা করিবার জন্ত তাঁহাকে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

কিছুকাল পূর্বে আমি চেম্বারলেন সাহেবকে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিবার জন্ত আমন্ত্রণ করি। তিনি ঐ আমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিবেন, এমন সময়ে পদত্যাগ করেন। মন্টেগু সাহেব ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই, আমি ভূতপূর্ব স্টেট সেক্রেটারী মহোদয়কে যে আমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলাম, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখি। এবং তিনি উহা গ্রহণ করিবেন—মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তে আমি আনন্দিত হইয়াছি। কাহারও মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, হয়ত কিয়ৎকালের জন্ত স্টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের পরিবর্তে নিজ হস্তে শাসন কার্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সেজন্য উদ্বেগের কোন কারণ নাই। আমি পূর্বেই আশা করিয়াছিলাম

বলিয়াছি, মন্টেগু সাহেব বেসরকারীভাবে ভারত গবর্ণমেন্টের অপরাপর ব্যক্তিগণও আমার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আমার আমন্ত্রণে ভারতে আসিতেছেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে নীতি সম্বন্ধীয় কোন কথা ব্যক্ত করিবেন না এবং ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের কার্যাদি নিয়মিত প্রণালীতে ও ইঞ্জিরা কোল্লিগের মধ্যবর্তিতার সম্পন্ন হইবে। ইহাতে ভারত গবর্ণমেন্টের ক্ষমতালোপের কোন কথাই নাই। কিন্তু মন্টেগু সাহেবের ভারতগমনের বিশেষ সুবিধা এই যে, এক্ষণে তিনি বিচার্য বিষয়গুলি প্রশ্নগুলির মূল উৎপত্তির স্থানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাটবেন এবং বাস্তবে তিনি প্রতিনিধি সম্প্রদায় সমূহ ও ইচ্ছা করিলে অপরাপর ব্যক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমি স্খাসাধ্য চেষ্টা করিব। এক্ষণে অবস্থার বিশেষতঃ যখন মন্টেগু সাহেব আশ্বাস দিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত প্রস্তাব যথানিয়মে পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করা হইবে ও তৎসম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে সমালোচনার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে, তখন মাননীয় সভ্যগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, মন্টেগু সাহেবের ভারতগমনের পূর্ববর্তী ১ল তাঁহার সমক্ষে যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইবে সেই সকল প্রশ্নের ধীরভাবে পরীক্ষার অতিবাহিত করা হউক। মন্টেগু সাহেব এখানে আসিলে যে সমস্ত উপাদান হইতে একটা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, সেই সমস্ত উপাদান বাস্তবে তাঁহার সমক্ষে স্থাপিত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে তাহার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত আছি। এখানে “আমাদিগের” বলিতে ঘোষণাপত্রে যে সমস্ত প্রতিনিধি সম্প্রদায় ও অপরাপর ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তাঁহাদিগকেও বুঝিতে হইবে।

“আমি আশা করি, মাননীয় সভ্যগণ আমার পরামর্শ সন্মেলের চক্ষে দেখিবেন না। আমি উহার প্রতি আপনাদিগের মনোযোগ

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিনেব করিয়া আকর্ষণ করিতেছি। সশ্রুত সাহেব ভারতে আগমন করিয়া বাহাতে দেখিতে পান যে, দেশে বিরোধ-বিকোত নাই, প্রভাবিত নীতিগুলি সাবধানে বিবেচিত ও স্বাধীন বৃত্তি ও বাস্তব ঘটনার উপস্থাপন দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকের মনে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বোপযোগী সংবাদের জীবন বিধান করিতেছে—উদ্বিগ্নের সকলকে অল্পরোধ করা আমার পক্ষে আর অধিক কথা কি ?

“আপনাদিগকে আমার বোধ হয় বলা নিম্নরোপের যে, অধ্য আপনাদিগের সমক্ষে আমার অভিভাবন কার্য পূর্ণাঙ্গক। অনেক সময়ে ও ব্যক্তিগতভাবে-প্রীতিকর হইয়াছে। কোনও বিশেষ ক্রটি না থাক। সত্বেও আমার গবর্ণমেন্টকে কেবল অবস্থা বৈশিষ্ট্যে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত অতি দিবস অবস্থার পণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। চতুর্দিকেই আমাদিগের কার্যের প্রতিকূল সমালোচনা ও আমাদের অভিপ্রায়ের অসমর্থ করা হইয়াছিল, তথাপি আমাদিগের বাক্যসুষ্ঠি করিবার উপায় ছিল না। এক্ষণে আমি আবার উল্লিখ করিতে সমর্থ হইয়াছি, এবং বোধ করি অল্পই মাননীয় সভাগণ এবং তাঁহারা দেশের যে সকল লোকের প্রতিনিধি, তাঁহারাও আমার কথা হইতে আমাদিগের শাসন কার্য যে বিফল হয় নাই অথবা আমাদিগের নীতি যে অমুদার নহে, তাহার উপলব্ধি করিবেন।

অধ্য আমি আপনাদিগের সমক্ষে সিদ্ধ, সুসঙ্গত কার্য শেষের নির্দেশ করিতে পারি। এক্ষণে যে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় শাসন তন্ত্রের ইতিহাসের একটি সীমাচিহ্ন স্বরূপ। যে রাজশাসনের বলে ভারতীয় শাসনতন্ত্র কোন নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারিত অপরিসীমতার ভাবে দৃঢ়ীভূত হয়, ইহা সেরূপ রাজশাসন নহে। ইহা আশার প্রতিধ্বনিকারী ঘোষণা। ইহা একেবারে আপনাদিগকে রাজনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্ত আহ্বান করিতেছে

এবং আপনাদিগের সম্মুখে একটি সুখ্য উদ্দেশ্য উপস্থাপিত করিতেছে।

আপনাদিগের এই মহৎ জাতীয় বিবর্তনের কালে আমি আপনাদিগের সহকারিতা প্রার্থনা করি। জাতীয় বিধান বিসংবাদকে এক মহাজাতীয় পূর্ণতর বিকাশ লাভার্থ বিবর্তমান বেদনা বলিয়া বিবেচনা করা বাউক। আমি বান, অভিভাবকতা ও রক্ষকতার যুগ কেহ কেহ বৈরুপ নিফল বিবেচনা করেন, সেরূপ নিফল হয় নাই। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক তন্ত্রের বিকাশের তুলনায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নতির গতি মন্থর হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতবাসীর মানসিক রাজনৈতিক ও জাতীয় বৃত্তি সমূহ যে দিন দিন ব্রণোপচর করিয়াছে তাহার সন্দেহ কি ?

“যদিও প্রান্ত তরঙ্গরাজি সুখা আঘাত করিয়া অতিক্রমিত সমুদ্রতটে এক টকি পরিমিত ভূমিও অগ্রসর হইতেছে না বলিয়া বোধ হয় তথাপি বহুদূর পশ্চাতে বাড়ি ও সাগর শাখা সৃষ্টি করিয়া সমুদ্র তটদেশে ডুবাইয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হয়।”

“অতীতের কথা এই পর্যন্ত, কিন্তু ভবিষ্যতের কি ? আপনারা কি এক মুহূর্তের জন্য বিবেচনা করেন যে, যে ভ্রমপত্রতা ও সন্দেহ প্রায়ের আদর্শ ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অমুদার করিয়া রাখিয়াছে, এবং আপনারা বাহার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, ব্রিটিশ জাতি এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের সচিত আচরণে সেই আদর্শ হইতে পৃথক আদর্শে চালিত হইবেন ? যে সকল বন্ধন সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সামান্য প্রজা পর্যন্ত সমস্ত ব্রিটিশ জাতিকে ভারতবর্ষের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল বন্ধনের জন্য তাঁহারা সকলেই গর্ষিত। আর বিশেষতঃ এই সময়ে—যখন ভারতসম্মানগণ

এত সাহস ও অমুদারের সচিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিবৃত্তি বৃদ্ধি করিতেছেন—তাঁহারা সেই গর্ষ বৈরুপ অমুদার করিতেছেন, পূর্বে আর কখন সেরূপ করেন নাই। এ কথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এই সকল ঘোষণার বন্ধন একান্ত আবশ্যিক এবং তাঁহারা এক ঘোষণা এই দেশে সাম্রাজ্যের কার্য সাধন করিতেছেন, তাহারা যদি কোন দিন ইতিহাসের মহান ও গৌরবান্বিত কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সাধারণ কর্তব্যের কথা বিস্তৃত হন, তাহা হইলে সেই দিন ভারতবর্ষের পক্ষে হৃদয় হইবে ? কোন বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আপনারা আমাকে কমা করিবেন। অমুদার একটি কোমলপ্রাণ উদ্ভিদ, ইহা ‘সকল-চিত্তভাঙ্গ’ ক্ষক বায়ুতে বিভক্ত হয় এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আপনারা আমাকে কমা করিবেন। এই সতর্কতা কোন এক সম্রাটের বিশেষের প্রতি উদ্ভিষ্ট না হইয়া ব্রিটিশ ও ভারতবর্ষীয় উভয় সম্রাটের প্রতি সাধারণ নেতৃবর্গের প্রতি বিশেষতঃ প্রত্যেক স্বার্থের প্রতিনিধি স্থানীয় সংবাদপত্র এবং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্যের মনোভাবের উপর নিয়ত ও সাদরে লক্ষ্য রাখা ভারতের ভূমিতে প্রকৃষ্ট সাম্রাজ্যতন্ত্রকে পুষ্টি ও ফলিত করিবার একমাত্র উপায়। সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের এই সুপ্রশস্ত দিনে আমাদিগের দোষে সাম্রাজ্যতন্ত্রের সজীবতা নষ্ট হইয়াছে এই বলিয়া পরে বাহাতে কেহ আমাদের সমকালীন লোকদিগের প্রতি দোষারোপ করিতে না পারেন, এক্ষণে আমাদিগের কার্য করা উচিত। ভারতবর্ষীয় নেতৃবর্গকে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ করিবার আছে। বর্তমান সঙ্কট সময়ে এবং আমাদিগের পূর্ববর্তী পরিবর্তনের হ্রস্ব ক্রমবিকাশের মধ্যে তাঁহারা যেন আমাদিগের

পুরাতন কাজের লোকের সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

সমিদ্ধি ও সম্মুখে বিশ্বাস করেন। কল
কথা এই যে, আমাদিগের যতই কেন বড়ের
অনেকা থাকুক না, আমাদিগের সকলেরই
অন্তঃকরণে এক উদ্দেশ্য—ভারতবর্ষের মঙ্গল—
বিস্তার করিতেছে।

আমরা যে কার্য সম্পাদনার্থ অগ্রসর
হইতেছি, তাহা সহজ নহে। ইহাতে বিরোধী
স্বার্থের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। ঐ সকল
বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা আভ্যন্তর
কে আছেন? উৎকট ঔষধে মনুষ্যদেহের
বেদন কতি হয়, রাজ্যভ্রমের ভাষা অপেক্ষা
অল্প কতি হয় না। আমায় বোধ হয়, এখানে
আমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি
ভারতের ক্রমবিকাশ ও বর্তমান অবস্থার প্রতি
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া বাহ্য হইতে উত্তর
সর্বজনীন মঙ্গললাভ হইবে, এরূপ সংস্কার
প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন বলিয়া নিঃসন্দেহ
ও আনন্দিত হইতে পারেন। যুক্তিপূর্ণত্বতা
এবং পরম্পর বিশ্বাস ও সচ্চারিতা দ্বারা
অনুপ্রাণিত হইয়া বিচার্য বিষয় সমূহ বিবেচনা
করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা,
আমরা পুরাতন ঐতিহাসিক স্মৃতির কথা মনে
রাখিয়া অবিশ্বাস একেবারে মনে হইতে
দূর করিয়া দিয়া বন্ধুর জায় বলিয়া এই মহৎ
সমস্তাগুলি, যাহা বিচার বুদ্ধির ও জ্ঞানের
অনুমোদিত ও যাহা কার্যে পরিণত করিতে
পারা যায়, কেবল সেটভাবে পরীক্ষা করিয়া
দেখি।

আমরা যে নিজের গৃহে শৃঙ্খলা স্থাপনের
চেষ্টা করিম, ইহা অবশ্যই জাব্য ও যুক্তিযুক্ত।
কিন্তু আমাদের গৃহের বাহিরে যুদ্ধের কঠোর
ও অজলজ্বলীয় আদেশবাণী ধ্বনিত হই-
তেছে। সংস্কার সম্বন্ধীয় মহৎ প্রশ্নের গুরুত্বের
কথা যে, আমি পূর্বে তুচ্ছ করি নাই
কিন্তু ভবিষ্যতে কখন করিব না—তাহা
মাননীয় সভ্যগণ অথু আমার কথা

হইতে বেশ উপলব্ধি করিবেন বলিয়া আশা
করি। কিন্তু একথা যেন আমরা এক মুহূর্তের
অন্ত বিমূর্ত না হই যে, এদেশ হইতে বহুদূরে
ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে অধিকতর
প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সমাধানের জন্য যোড়তর
সংগ্রাম চলিতেছে, যে সাম্রাজ্য এখনও তাহার
সম্মানগণকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতে-
ছেন এবং আমাদিগের সর্বত্র ঐ উদ্দেশ্যে
নিয়োগ করা আমাদিগের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ
কর্তব্য। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরত্ব নিবন্ধন
ঐ আহ্বান কখন কখন ক্ষীণ ও অনেক দূর-
বর্তী বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু
আমি জানি যে, ঐ আহ্বান স্পষ্টতর শক্তি
হইলেই ভারতবর্ষ পূর্বের জ্ঞান উন্নয়নভাবে ও
অকাতরে সহায়্য প্রদান করিবেন।

বিষয় ভুল।

(পূর্বপ্রকাশের পর।)

একদিন রজনীতে প্রমদা একাকিনী
বিবেশ্বরের আরতি দেখিতে গেল, যতনাথ
বাসায় না থাকতে দিদি তাহার সঙ্গে বাটতে
পারিলেন না। কিয়ৎকাল পরে যতনাথ
আসিলে তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া দিদিও
আরতি দেখিতে গেলেন। মন্দিরে বাটয়া
তিনি প্রমদাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন
না। যখন আরতি শেষ হইয়া গেল, তখন
দশকগণ সকলেই চলিয়া বাটতেছেন, তখন
অনতি উজ্জল আলোকে কিঞ্চিৎ দূরে একটা
স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইয়া একজন স্ত্রীলোককে
একজন যুগা পুরুষের সহিত কথোপকথন
করিতে দেখিতে পাইলেন। স্ত্রীলোকের
মুখে ঘোমটা ছিল, দিদি ভাল করিয়া তাহার
মুখ দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার মনে
হইল, সে যেন প্রমদা। দিদি তাহাদিগের
মিকটে আসিলেন—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে

পাইলেন না। বাসায় আসিয়া দেখিলেন,
প্রমদা তাহার পূর্বেই তথায় আসিয়াছে।
তাঁহার কিছু সন্দেহ গেল না।

আর একদিন সন্ধ্যাকালে মন্দিরে বাটবার
অন্ত প্রমদা একাকিনী বাহির হইল। সন্ধ্যা
ভঞ্জন করিবার আভ্যন্তরে দিদি তাহার অনু-
সরণ করিলেন, কিন্তু প্রমদা কোথায় অনুভূত
হইয়া গেল। মন্দির হইতে প্রত্যাগমনকালে
জৈবদ্রব্যের দিদি দেখিলেন, প্রমদা একজন
মুকের সহিত একটা বাটার দ্বার হইতে
নিষ্কাশ হইল, কিন্তু দিদি তথায় পৌছিয়া
পূর্বেই উত্তরে অনুশা হইয়া কোথায় মিলাইয়া
গেল। দিদি ক্রতগমে বাসায় আসিলেন
এবং দেখিলেন, প্রমদা অল্প পূর্বে আসিয়া
পৌছিয়াছে। দিদির বিশ্বাস হইল যে,
প্রমদার চরিত্র মন্দ হইয়াছে বা নীচ হইবে।

একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রমদা একা
কিনী বাটরে ছিল, একদিন সন্ধ্যাকালে একা-
কিনী দশাধর্মের ঘাটে গিয়াছিল, একদিন
বাসায় কাচার পদশব্দ শোনা গিয়াছিল ইত্যাদি
অনেক ঘটনা প্রমদার চরিত্র কলুষিত হইবার
পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল। দিদি দেখিলেন,
বাসায় অতি গুরুতর, আর উপেক্ষা করা
ভাল নহে। তিনি যতনাথকে কিছু বলিলেন
না বটে, কিন্তু স্বয়ং প্রমদাকে ব্যপারোনাতি
তিরস্কার করিলেন। এই সময়ে প্রমদা
একখানি অলঙ্কার হারাইয়া ফেলিয়াছিল।
সে জ্ঞাত যে তিরস্কার, তাহাও ইহার সহিত
সংযুক্ত হইল। প্রমদা নীরবে সমস্ত সহ্য
করিল—প্রতিবাদ করা তাহার স্বভাব নহে।
দিদির বিশ্বাস দৃঢ় হইল। যতনাথের ৪৫
দিন ছুটি থাকিতেই দিদি সকলকে বাটতে
লইয়া আসিয়া এক প্রকার নিশ্চিত হইলেন।

(৪)

যতনাথ বাটী আসিবার এক মাসের মধ্যে
এক দিন সন্ধ্যাকালে এক বর্ষিদী প্রতি-

বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বেশীদীর্ঘকাল ঘাটে বাইবার সময় দেখিল যে, একটা বৃক্ষের অন্তরালে কয়েক জন লোক কলসী লইয়া ভিজা কাপড়ে দাঁড়িয়া প্রমদা একজন পুরুষের সহিত কি কথা কহিতেছে। বহুনাথের দিদির সহিত তাহার বড় সন্তান; সে বাগা দেখিয়াছিল, বহুনাথের দিদির সালফাইরে তাহা জানাইল। দিদি অধিশূন্য হইয়া প্রমদাকে ডাকিলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। প্রমদা পুরুষের সঙ্গে গিয়াছে মনে করিয়া তিনি বাগানের দিকে যাইলেন এবং দেখিলেন যে, প্রমদা বাগান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, আর এক ব্যক্তি অল্পট প্রাচীর অভিক্ষেপ করিয়া পলাইতেছে। বাগা যুগে আসিল, প্রমদাকে তাই বলিয়া গালি দিলেন এবং বহুনাথকে তাহার চরিত্রের কথা বলিয়া দিবেন ও গৃহ বাহ্যে করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। প্রমদা পুরুষের হার একটা কথাও কহিল না।

কি সর্বনাশ! এই পতীর রাজিতে প্রমদার ঘরে কথা কহে কে? এ যে পুরুষের কণ্ঠস্বর! প্রমদার স্পন্দিত কম নহে, আরকে শরন গৃহে আনিয়াছে! দিদি নিঃশব্দে আপনাত গৃহের দ্বার খুলিয়া প্রমদার গৃহের দ্বারে আসিয়া প্রমদার সহিত তাহার আরের কথা শুনিলেন। কিছু না বুঝিতে পারিলেও তাহার আর সন্দেহের স্থল রহিল না। তিনি মাথায় হাত দিয়া বাঁসিয়া পড়িলেন। কলকিনীর কজা হইতে তাহার পিতৃকুলে কলক পড়িল, বহুনাথের উচ্চ মস্তক নত হইল। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন; তাহার মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, শাণিত অস্ত্র, রক্তের নদী, পুলিশের লাল পাগড়ী, লোকে লোকাবস্থা।

শনিবারে বহুনাথ বাটা আসিলেন। রবিবারে অবসর বুঝিয়া দিদি তাহাকে প্রমদার চরিত্রের আভাস দিলেন। আর কি গোপন

করা চলে? দিদি আনিডেন, নারায়ণে বহুনাথের অচলা ভক্তি, আর তাহাকে মাতৃভূমি জ্ঞান করেন। নারায়ণের গৃহের দ্বার ও নিজ চরণস্পর্শ করাইয়া বহুনাথকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, প্রমদাকে নির্বাসিত করিতে পারিবেন না। বহুনাথের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তাহার সোণার সংসার এক ধূংকারে উড়িয়া গেল। যে প্রমদার পতি-ব্রতের তুলনা নাই, সেই প্রমদা অবিরামসিনী! শান্ত মিথ্যা নহে—তী-চরিত্র দেবতাদিগেরও চক্ষে। প্রমদাকে তিনি কিছুই বলিলেন না।

বথারোতি সোমবারে কলিকাতার বাইলেন, কিন্তু বহুনাথ কাজকর্ম কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি আর পুরুষের বহুনাথ নহেন। রাত্রি সাড়ে নয়টার গাড়ীতে আবার বাটা আসিলেন, তখন তাহার দিদি ও ত্রী শরন করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও না ডাকিয়া প্রাচীর অভিক্ষেপ করিয়া বাগানে আসিলেন এবং একটা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বসিলেন, সে স্থান হইতে তাহার গৃহ দেখা যাইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে নক্ষত্রালোকে তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তি বাগানে আসিল, সে গাছে উঠিল, যে আত্মশাখা তাহার গৃহের জানালার বাইরা পড়িয়াছে, সেই শাখা বাহিয়া জানালার নিকটে আসিল, ভিতর হইতে প্রমদা জানালার গরাদে গুলিয়া দিল, আগন্তুক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। বহুনাথ আর দেখিতে পারিলেন না, মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তবে বৃক্ষের সহিত দেহ ব্যাখ্যা রাখিয়াছিলেন, বলিয়া পড়িয়া গেলেন না। যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভোরের গাড়ীতে কলিকাতার গমন করিলেন।

(৫)

বহুনাথ মন ঠিক করিলেন। পাগাণে বৃক্ষ

বাঁধিয়া মনে মনে প্রমদাকে বর্জন করিলেন। এক ত্রীকে বনের মধ্যে দিগাহেন, সে যাতনা সহিয়াছে; প্রমদাও না হয়-মরিয়াছে, তাহার বিচ্ছেদই বা সহিবে না কেন? এখন তিনি কি করিবেন? নারায়ণের জ্ঞান ও দিদির চরণ স্পর্শ করিয়া লপথ করিয়াছেন, প্রমদাকে নির্বাসিত করিবেন না, -যে ত্রী অস্ত্রে আসক্ত, সে ত আর তাহার নহে, তবে তিনি তাহাকে দণ্ড দিবাম কে? তবে তাহার আরের উপর কাল কাড়িবেন কি? যখন হাড়ি ফেলাই হির, তখন আর কুকুর ঠেগাটয়া লাভ কি? তবে সে ব্যক্তি কে, তাহা জানা আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শীতল শোণিতে ও হির মস্তকে বহুনাথ এক উপায় হির করিলেন। একটা কদম্ব পল্লীতে বারান্দাপূর্ণ একটা বাটার একটা কক্ষ ভাড়া লইলেন। এই ত প্রমদার উপযুক্ত স্থান! সে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, উহার দ্বারা ত এই থানেই আসিতে হয়! এ স্থানে বাহারা থাকে, এই থানেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়—এই ত নরক! দ্বিতীয় নরক আবার কি।

সপ্তাহের মধ্যে বহুনাথ এক দিন বাটা গেলেন এবং দিদির বসিলেন যে, কলিকাতায় বাসা হির করিয়াছেন, প্রমদাকে তথায় লইয়া যাইবেন আর স্বয়ং রন্ধন করিয়া খাটতে পারেন না, বিশেষতঃ আফিসের কাজের জন্ত রন্ধন করিবার সময়ও পান না। দিদি এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না, বরং সন্তুষ্ট হইলেন। প্রমদা শুনিয়াও আনন্দিত হইল। আগামী শনিবারে আসিয়া প্রমদাকে লইয়া যাইবেন বলিয়া একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইবার ছলনার বাটা হইতে বাহির হইলেন, প্রমদার নিকটে থাকিতে আর ইচ্ছা হইল না।

সন্ধ্যাত নাট-ই, তবু জন্মের মত ভাগ্য করিবার পূর্বে আর একবার প্রমদার ব্যবহারটা দেখিবেন এই অভিপ্রায়ে রাত্রি দশটার

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা ছিল, আর লইব না।

দ্বয় বাড়িতে ফিরলেন এবং পূর্ববৎ বৃকে আরোহণ করিলেন। অতঃপর কাল পরে পূর্বের মত কে একজন বৃকে আরোহণ করিল, মুহূর্ত নিম্ন দিল, প্রমদা জানালায় গরমে খুলিল, সে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। এই সময়ে বৃকতলে মনুষ্যের পদদ্বয় দেখা গেল। বহুনাথ ভাবিলেন, প্রমদার জার একাধিক। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বৃক হুটে অবতরণ করিলেন বা পড়িয়া গেলেন।

বৃক হুটে অবতরণ করিবামাত্র এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাকে ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ যত্নাশ্রয়ের মুখের উপর উজ্জল আলোক পড়িল। যত্নাশ্রয় বাঙালি ভাষায় পূর্বেরই সে ব্যক্তি তাহার এক সমতুল্যসঙ্গীকে বলিল, “এ ত বিজয় নচে, এ যে যত্নাশ্রয়! আমি নিশ্চিত তাহাকে গাছে উঠিতে দেখিয়াছি, তর সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, না হয় বৃকের উপরে আছে, তোমারা অতঃপর সন্ধান কর।” যত্নাশ্রয়কে একথা বলা হইল, তাহার পুণ্ড্রের কনটেবল, আর যিনি বলিলেন, তিনি খোদ ইনস্পেক্টর। যত্নাশ্রয়ের যখন মাথার ঠিক ছিল না তথাপি বলিলেন, “আপনি কেন বিজয়ের অতঃপর সন্ধান করিতেছেন?” “ইনস্পেক্টর যত্নাশ্রয়ের পরিচিত, তিনি বলিলেন, “আমরা আপনার গুণবান প্রালক ফেরারী খুঁজি আসামী বিজয়ের অতঃপর সন্ধান করিতেছি। তাহাকে আমরা এখনই গরিব, কিন্তু এই রাতিতে গাছে উঠিয়াছিলেন কেন?” যত্নাশ্রয় বলিলেন, “অগ্রে বিজয়কে ধরুন, সে কথা পরে বলিব।

আলোক গইয়া কনটেবলদিগের ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে একটা ভারি গোলমাল পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তি প্রমদার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সে বাটীর দ্বার খুলিয়া পলাইতে গেল, কিন্তু যমদূত তুল্য এক জন কনটেবল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

(৩)

কলিকাতার বারান্দা পল্লীতে একটা বাড়িতে অনেকগুলি গণিকা থাকিত। উহা দিগের মধ্যে এক হতভাগিনী খুন হয়। ঘটনার দিন রাত্রি সে সেই বাড়িতে উঠিয়া আসিয়াছিল। আশ্রয় পাওয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে এবং অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ তাহার গৃহে আসিয়া পড়ে। মুহূর্ত হইবার ভয়ে হতভাগিনী পলায়ন করিল। তাহার হস্তে অস্ত্র দেখিয়া কেহ তাহাকে ধরিতে সাহস করিল না। পুলিশ আসিল, তদন্ত আরম্ভ হইল। তাহার ফলে জানা গেল যে, ঘটনার অতঃপর পূর্বে বিজয় সেই মৃত্যুর গৃহে ছিল ও উত্তরে কলহ হইয়াছিল। আর যার কোথায়? নিশ্চিত বিজয় হত্যা করিয়াছে, ধর তাহাকে, চড়াও ফাঁসী কাটে! বিজয় এ কথা শুনিয়া এবং এক কাপড়ে হাতের আংটা বেঁচিয়া বেনারসে পলায়ন করিল।

কাশীধামে যাইয়া অখ্যাতাবে বিজয় বড় কষ্টে পড়িল। ঘটনাক্রমে তথায় প্রমদার সাক্ষাৎ পাইল। ধরা পড়বার ভয়ে গোপনে তাহার সহিত দেখা করিয়া আপন অবস্থার কথা বলিয়া অর্থ ভিক্ষা চাহিল; প্রমদার হাতে যাহা ছিল, তাহা দিল। বিজয় উহা উড়াইয়া দিয়া আবার ভিক্ষা চাহিল, প্রমদা আবার দিল। অবশেষে তাহার একখান গায়ের গহনা খুলিয়া দিলে বিজয় আর সাক্ষাৎ করিল না। অলঙ্কার বিজয় লক্ষ লক্ষ হইয়া আসিল দেখিয়া বিজয় কলিকাতার আসিল এবং পুনরায় প্রমদার নিকট অর্থ সাহায্য চাহিতে আরম্ভ করিল। প্রমদার হাতে ধরত থাকিত না, সুতরাং বিজয়কে আর অর্থ সাহায্য করিতে পারে না। গায়ের গহনা দিতেও আর সাহস হয় না। এ নিকে বিজয়ের আহ্বান মিলে না। অবশেষে প্রমদা তাহাকে রাতিতে ভাত দিতে লাগিল।

দ্বিগুণে বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া বিজয় রাতিতে ভাত খাইয়া যায়। পুলিশ তাহার গন্ধ পাইল, বিজয় ভাত খাইতে আসিয়া ধরা পড়িল।

(৭)

বিজয়ের যোকদ্দমা উঠিল। সকলেই মনে করিয়াছিল, যোকদ্দমা পেনসনে যাইবে এবং তথায় তাহার কান্দার হুকুম হইবে, আর তৎক্ষণাৎ পুলিশের যশোভাষ্য হইবে। কিন্তু সব ফরসা হইয়া গেল, বিজয় বেকহুর খালাস পাইল। যাহারা প্রধান সাক্ষী ছিল, তাহার বিজয়কে হতভাগিনী বলিয়া সনাক্ত করিল না। পুলিশের সমস্ত পরিশ্রম নষ্ট হইল। স্ত্রী পাগে নিপু থাকিলেও বিজয়ের চরিত্রে অনেক দোষ ছিল। এত দিন ধরিয়া ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া থাকিয়া ও নানা প্রকার অত্যাচার, এমন কি অসহ্যাবে পর্যন্ত কষ্ট পাইয়া এক্ষণে তাহার চৈতন্যোদয় হইল, সে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিল, মলা মাটি পুড়াইয়া সজ্জিত হইল। নিরাশ্রয় বিজয়কে যত্নাশ্রয় নিজ বাড়িতে আনিলেন এবং তাহার মুখে গোপনে সাক্ষাতের কারণ ও প্রমদার সাহায্যের বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইলেন। দ্বিগুণ ও যত্নাশ্রয় বিবম ভুল করিয়া কি সন্ধান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাগ তাবিয়া তাঁহারা অত্যন্ত অপ্রতাপ হইলেন। এ সকল বৃত্তান্ত প্রমদা এত দিন বলে নাই বলিয়া তাহাকে মুহূর্ত্ত সন্ধান করিলেন, প্রমদা তাহাতেও আশঙ্কিত না গলা কিছুই বলিল না।

বিজয় চরিত্র সংশোধন করিল। যত্নাশ্রয় তাহাকে তাহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু সে তাহার ভাষা প্রাপ্য চারি আনা অংশও লইল না। যত্নাশ্রয়ের নিকট হইতে সাহায্য করেকটা টাকা লইয়া সে তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গেল।

ত্রীসিকেন্দ্র রায়।

২নং লীডলাভা লেন, ম্যারকেল ডাঙা, হারিসন রোড পোঃ আঃ, কলিকাতা।

পুরাতন কাজের লোকের সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

চা খাওয়াও ও বোকা বাঙ্গালীর হুঃখের পরস্যা বাহির করিয়া লও।

—:~:~:~:—

শরীর রক্ষার জন্ত বাহা প্রয়োজন, তাহা
করিবার জন্য কোন সত্য প্রয়োজন হয় না।
তাহা প্রচারের সত্য নাই, দৈ, চখ, ঘি প্রচা-
রেরও কোন সত্য নাই। চা প্রচারের জন্য
সত্য কেন?

বাঙ্গালদেশে চা প্রচারের জন্য এক বৃহত্তী
সত্য আছে। চা-কর ও চা বিক্রয় ইংরেজ-
গণই তাহার সত্য। ইহারা চা-করদের উপর
ট্যাক্স বসাইয়া অর্থসংগ্রহ করেন এবং সেট
অর্থবলে বাহারা চা'র আবাদ পায় নাই, তাহা-
দিগকে চা-খোর করেন। গত ২১এ নভেম্বর
ইন্ডানের বাণ্যাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।
সত্য কার্যবিবরণ পাঠে ইহা বুঝিয়াছি, গত
মার্চ মাস হইতে ১মাসে ৭৭,০০০ টাকা সংগৃহীত
হইয়াছে। গত বৎসরের শেষে হাও ৫১ ০০০
টাকা মজুত ছিল। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
২১২৮,৩০০ মজুত হইয়াছে। ট্যাক্স হইতে
প্রতিমাসে ২৫০০০ টাকা সংগৃহীত হয়।
সুতরাং আগামী মার্চ পর্যন্ত ৩,৪৪,৮০০ টাকা
জমা হইবে। ইতঃপূর্বে ইংলণ্ড ও আমে-
রিকার ভারতবর্ষজাত চা-প্রচলনের জন্ত অনেক
টাকা ব্যয় করা হইত, যুদ্ধকালে এখন চা-প্রচারে
ব্যয়াক্রম কমিয়াছে। সুতরাং এই যে প্রায়
৭০ লক্ষ টাকা জমিবে, তাহার দ্বারা ভারত-
বর্ষে চা-প্রচার করা হইবে বলিয়া সম্ভব করা
হইয়াছে।

কি উপায়ে চা প্রচার করা হইবে? মিঃ
নিউবি চা-প্রচারক। তিনি সত্য ইংরেজ
শ্রোতাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত বলিয়া-
ছেন, সহরে সহরে চা'র দোকান স্থাপন করিয়া
চা প্রচার করিতে হইবে।

কলিকাতার প্রচার।

তিনি বলিয়াছেন, কলিকাতার লোক-
দিগকে চা খোর করিয়া অর্থসংগ্রহের প্রস্তাব
যখন করা হয়, তখন অনেকে উহা হাসিয়া
উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার
কেহ কেহ চা খাইত বটে, কিন্তু উহা জন-
সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। লোকে
অতি নোংরা, অতি কদম্বী বিদ্যায় চা খাইত।
আমরা কলিকাতাবাসীকে চা-খোর করিবার
জন্ত প্রথমতঃ গবর্ণমেন্ট ও মিউনিসিপালিটির
সহায় লইলাম। তারপর কার্যালয় স্থাপন ও
কর্পকর্তা নিযুক্ত করিয়া কতকগুলি লোককে
চা তৈয়ারীর প্রণালী শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে
প্রচারক পদে নিযুক্ত করা হইল। তখন
অনেকেই উহা বিশ্বাস করিতে পারিত না যে,
আমাদের চেষ্টা সফল হইবে। কিন্তু এখন
আমি বুক ঠুকিয়া বলিতেছি যে, কলিকাতার
বহুসংখ্যক লোক পাকা চা খোর হইয়াছে।
আমরা যদি এক পরস্যাও খরচ না করি, তবু
কলিকাতার চা খাওয়া দিন দিন খুব বাড়িয়া
যাইবে।

আমার কথায় যদি কাহারও সন্দেহ হয়,
তবে তিনি আমার সঙ্গে কলিকাতার যেখানে
ইচ্ছা চলুন। কলিকাতা সহর কেন, উল্টা-
ডিকি, নারিকেলডাঙ্গা, বাণিকডাঙ্গা, চিংপুর
ইটালী, হাওড়া, খিদিরপুর, গার্ডেন রিচ কি
আরও দূরে চলিয়া যাউন, দেখিবেন প্রাতঃ-
কালে ও অপরাহ্নে এটা হইতে অনেক রাত্রি
পর্যন্ত গরম চাই লোকের অতিপ্রিয় পানীয়
হইয়াছে। কলিকাতা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বো-
পেক্ষ বৃহৎ সহর। এখানে নূতন কিছু করা
সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে যখন আমরা চা
চালাইয়াছি, তখন অল্প সহরের লোকদিগকে
চা-খোর করা ত অতি সহজ কথা।

আমাদের পাঠকদিগকে মিঃ নিউবির

বক্তৃতার মর্ম জুগুত করিতে অনুরোধ
করিতেছি।

লর্ড কার্জন যখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল
ছিলেন, তখন চা ব্যবসয়ে আশাশ্রুত লোক
হইত না। চা-করগণ মহা ভাবনায় পড়িয়া-
ছিলেন। লর্ড কার্জন স্বচতুর ব্যক্তি, তিনি
তাহাদিগকে বলিলেন, “ভাবনা কি, ভারতের
৩০ কোটি লোককে চা খাওয়াও, রোগাঘের
ঘর টাকার পূর্ণ হইবে।”

লর্ড কার্জনের পরামর্শে প্রথমতঃ বাঙ্গালী-
দিগকে চা-খোর করার কল্পনা হয়। অমনই
চা-করদের নিকট টাকা সংগ্রহ হইয়া গেল,
গাড়ীতে, ঈমারে ও ঘর তত্ত্ব বিনা পরস্যা
সহজ লোককে চা খাওয়ান আরম্ভ হইল।
যখন দেখা গেল, নেশা ধরিয়াছে, তখন এক
পরস্যা মূল্য করা হইল। পরস্যা দিয়াও যখন
লোকে খাইতে লাগিল, তখন বেশ বুঝা গেল,
লোকে এই নেশা আর ছাড়িতে পারিবে না।

তখন গলিতে গলিতে দোকান স্থাপিত
হইল—বাঙ্গালী-মাজির মত চারের দোকানে
একত্র হইতে লাগিল। চাএর কাটতি বাড়িয়া
গেল। চা ব্যবসায়ীরও সকল ভর ভাবনা
ঘুটিয়া গেল। বাঙ্গালীকে বোকা বানাওয়া
বেশ অর্থোপার্জন করিতে লাগিল।

শরীর রক্ষার জন্ত চার কি প্রয়োজন
আছে? খেদ, উপনিবদ, বড়দর্শন বাহারা
রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মাথা ঠাণ্ডা
রাখিবার জন্ত চার প্রয়োজন হয় নাই। অর্জুন
কি ভীষ্ম, লক্ষণ কি রাবের মত বীরেরও শরীর
রক্ষার জন্ত চা খাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই।
বাঙ্গালী তবে চা ধরিল কেন? মিঃ নিউবি
বাঙ্গালীদিগকে পাকা চা-খোর করিয়াছেন
বলিয়া কেমন আনন্দ করিতেছেন। বাঙ্গালীর
কি তাহাতে চৈতন্য হইবে না? এক পরস্যা

কি তাহাতে চৈতন্য হইবে না? এক পরস্যা

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

খাটলে তেমন হয় না, সরীষ বাজালী এক এই যেটা কথাও বুঝিবে না।" সস্ত্রীক।

বাজালী জাতীয়তার কথা তুলে বটে, কিন্তু সাহেব সাজিতে তার বড় সাধ। এই চা খাওয়াও সেই সাহেবী আনার দ্রব্য। আকাকার ফল। বাজালী এই অনুকরণ প্রিয়তার জন্য জাতীয় পরিচ্ছদ, জাতীয় ভাষা, জাতীয় আচার ব্যবহার সব বিসর্জন দিয়েছে, তাই সর্ব্বলোকে বাজালীর নৈতিক অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। বাজালী শুধু অনুকরণেই মরিয়াছে—এই মোগ যের্দিন বুটিবে, সেই দিন হইতেই বাজালীর সস্ত্রীক হইবে।

কাঃ সঃ

সিমলায় মধুমক্ষিকা পালন।

(Bulletin No. 2 of 1910—Department Agriculture, Punjab.)

মধুমক্ষিকার পালন করিতে প্রবোধ আবশ্যক এবং এই সম্বন্ধে কতিপয় প্রয়োজনীয় কথাগুলি এখানে উল্লেখ আছে।

প্রবাদি :—

- (ক) আটটি চাকনিশিষ্ট একটা কাকের ফ্রেম—দাম ১০ টাকা।
- (খ) এক ঝাঁক মোমাছি, রাণী মক্ষিকা সমবেত—দাম ৩ হইতে ৫ টাকা।
- (গ) আচ্ছাদন করিবার বস্ত্র—দাম ১০ আনা।
- (ঘ) চাক বাধিবার আদর্শ চাকর ৮টি—দাম ৬ টাকা।

এই প্রবাদি কোথায় পাওয়া যায়। সিমলাতে নিম্ন ঠিকানায় লিখিলে জানা যায় :—The Secretary, Bee Keepers' Association, Simla.

- (ঙ) ধোঁয়া দিবার বস্ত্র ভাল—দাম ৬ টাকা।
- মাঝারি ৫ টাকা। এই বস্ত্র Messrs. Plomer & Co., Simla, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত পুস্তকে মোমাছি চাষ সম্বন্ধে

খবর জানা যায়। প্রথম পুস্তকখান সরণ ভাষায় লিখিত, প্রায় সকল খবর ইহাতে আছে এবং খবরগুলি সঙ্গীত।

১। "Modern Bee-keeping Hand-book for Cottagers" by T. W. Cowan. Price six pence.

২। "Bee keeper's Record" লন্ডনের এক খানি মাসিকপত্র বার্ষিক মূল্য চাই লিখিত ছয় পেনী।

মোমাছির আবার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিমলাতে এপ্রিল, মে, মাসেই মোমাছির চাষের উপযুক্ত সময়। মে মাসে তথায় মধু আহরণ হয় এবং সেই সময় তাহার মাছি বেচে।

[দার্কিমিড, শিলঙ প্রভৃতি স্থানে বোধ হয় ঐ সময় চাষ আরম্ভ হইতে পারে, কিন্তু নিম্নবঙ্গে বোধ হয় বসন্তকালই উপযুক্ত।

২। মাছির ঝাঁক কিনিয়া যতক্ষণ না তাহার নূতন চাকে ঠিক হইয়া যাসে ও কাঁধী আরম্ভ করে, ততক্ষণ দাম দেওয়া উচিত নহে, কারণ রাণী মক্ষিকা না থাকিলে কখন ঠিক হইয়া বসিবে না, বা কাজ করিবে না।

৩। প্রথমে একটা ফ্রেম লইয়া আরম্ভ করা ভাল। ছোট চাক বিশিষ্ট একটা ফ্রেমের অন্ত তিন ঝাঁক মাছিই যথেষ্ট।

৪। মিঠাইয়ের দোকানের নিকট মোমাছি পালন ভাল নহে, কারণ তাহা হইলে তাহার মিঠার হইতে মধু সংগ্রহ করিবে, ফুলের মধুর সন্ধান করিবে না। ফুলের মধুর তুলনায় এ মধু কিছুই নহে।

৫। কিম্বা চাকের নিকট চিনি, মিঠার কিম্বা মধু রাখা উচিত নহে।

৬। চাকের ফ্রেমটির পায়ের তলায় কলের খুঁচা দেওয়া আবশ্যিক, তাহা না হইলে

অল্প কীটাদিতে মধুমক্ষিকার অনিষ্ট করিতে পারে।

৭। চাকের চতুর্পার্শ্ব বেশ পরিষ্কার রাখা কর্তব্য।

৮। যখন ফুলের মধু পাওয়া না যায়, তখন মাছি রক্ষা করিবার জন্য তাহাদেও চিনির রস খাইতে দিতে হয়; কিন্তু বীট চিনির রস পান করিলে তাহাতে মাছির পেটের অস্থির হয়।

৯। চাকের নিকট জলপাত্র রাখা আবশ্যিক এবং সেই জলপাত্রে কর্কের টুকরা ভাসাইয়া রাখিতে হয়। সেই কর্ক মাছি আসিয়া বসে।

১০। চাকের ফ্রেমে এমন গর্ত রাখিতে হইবে যে, তাহাতে এক একটি মোমাছি পর পর প্রবেশ করিতে পারে। বড় বা অধিক ছিদ্র হইলে অনিষ্টকারী পোকা প্রবেশ করিতে পারে।

১১। ফ্রেমটি টেরা বাঁকা করিয়া বসান উচিত নহে, সমানভাবে না বসাইলে মধু আহরণের অসুবিধা হয়, এবং মোমাছি পরিদর্শনের গোলাযোগ ঘটে।

১২। মাছিগুলি দেখিবার সময় আচ্ছাদনটি আস্তে আস্তে সরাইতে হইবে। যদি মাছি বেশ লুপ্তে আছে বুঝা যায়, তবে আচ্ছাদনটি সরাইয়া একে একে লাবধানে ফ্রেমগুলি উঠাইতে হয়। অধিক নাড়াচাড়া না পার, এরূপ সতর্কভাবে ধীরে কাজ করিতে হয়। মাছির মধু তাহার প্রতিপালককে চিনিয়া লয়, এবং বিশেষ খোঁচা খুঁচি না করিলে তাহাকে কামড়ায় না। যদি মাছিগুলি পুন চকল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে একবার ধোঁয়া ছাড়িয়া দিলেই ঠাণ্ডা হয়। প্রথম বাহাদেও ভয় করে, তাহার একটি সুশ্রাবণ ও দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিতে পারেন এবং সঙ্গে ধোঁয়া

বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কমিটি রাণিবেন। পরে অত্যন্ত হইলে আর এগুলির আবশ্যক হইবে না।

১৩। মোমাছিগুলিকে কচাচ খোঁচাখুঁচি করা উচিত নহে।

১৪। প্রত্যেক দিন চাকগুলি দেখা উচিত। কোন কিছু হইলে তখন তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। সর্বদা খুলিতে হইবে না—দেখিলেই বুঝা যায়, মাছিগুলি স্বয়ং কারো প্রসূত আছে কি না এবং নিরাপদে কাজ করিতেছে কি না। “কাজের লোক” মধ্যমিক পালন সম্বন্ধে ১৯০৯ সালে নিম্নোক্ত আলোচনা করা হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহাও পাঠ করিবেন।

গোলাপের পাইট।

কার্তিক মাসে যদি গোলাপের গাঁছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর, রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি বইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কানী পুজার পর এই কার্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্শ্ব প্রদেশে অনেক আগে এই কার্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, “ডাল কাটা” কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না না যায়, এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেসিয়া কাটিতে হয়। টী গোলাপ খুব ঘেসিয়া কাটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিত্যন্ত শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খুঁড়িয়াই সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে শুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়।

মাথলায় পোড়ামাটি, সরিসার তৈল, গোসুত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেলমাটি একত্র পচাইয়া সেট সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। শুঁড়া সার সরিসার তৈল এক ভাগ, পচা গোসুত্র সার এক ভাগ, পোড়ামাটি একভাগ এবং এঁটেল মাটি চাই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে দ্বিতিক পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্যন্ত এই সার দিতে হয়। এই মিশ্র সারে একটু ভুবা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুবা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক পেটেকট ভুবা যোগে, ভুবা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের শুঁড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও শুঁড়া চূণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির আশু আবশ্যিকতা।

—:—

“আকবর বাদশাহ বলিয়া ছিলেন, এদেশের শিল্পবাণিজ্য বিজ্ঞান সমস্তই হিন্দুর আয়ত্তাধীন, আমরা অসি চালনায় উৎকৃষ্ট হইতে পারি, কিন্তু শিল্প ব্যাপারে হিন্দুর সমকক্ষ নহি। এই শিল্পের জন্যই পৃথিবীর যাবতীয় ধনরাশি হিন্দুহানে সঞ্চিত রহিয়াছে। জগতের কোন জাতিই শিল্পের প্রতিযোগিতায় ভারতের হিন্দুগণের সমতুল্য হইতে পারে না, সেই জন্য সকল দেশেই হিন্দুর শিল্প সমাদৃত এবং সর্বদেশেই ইহার আবাধগতি। এটি হিন্দু জাতিকে ধ্বংস করিলে ভারতে শিল্প সম্পদ নষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত খ্রীষ্টান হইবে। তখন ভারত নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।

এইজন্য আমি হিন্দু জাতিকে রক্ষার জন্য এক প্রয়াসী”

এই পরিচয় দর্শী সম্রাট প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়া ছিলেন, আজ তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ ভারতের শিল্প বাণিজ্যের অবনতিতে ভারতের লক্ষ্য-শ্রী অন্তর্হিত প্রায়।

বিখ্যাত পরিব্রাজক টেরি, তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে একস্থলে লিখিয়াছেন, যেমন সবুজ নদীই সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ জগতের বহু রৌপ্য নদী শ্রোত ভারতে পতিত হইত, সেট জগৎ ভারতের ধনরাশি বহু বিজ্ঞতার দ্বারা লুপ্তিত এবং বদ্বন্দ্য প্রায়ও ভারত বহুকাল নিঃস্ব হইতে পারে নাই।” কিন্তু ভারতেজাত শিল্প লুপ্ত হওয়াতেই ভারত কান্দালিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পুনরায় যদি ভারতের শিল্প রক্ষার প্রয়াস হয়, তাহা হইলে এদেশের আবার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। দেশের বাস্তবিকই আর কিছু নাই। যে দেশের লোকে প্রয়াসী হইয়া যত্ন নষ্ট শিল্প উদ্ধার করিতে পারে, যে বস্ত্র শিল্প, যে সূতি শিল্প, লুপ্ত জব্যাদির জন্য, নানা প্রকার কলা বিদ্যার জন্য ভারত একদিন জগতের নীৰ্বাহীন ছিল, সেই ভারতের শিল্পীকুল উৎসাহের অভাবে অনশনে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে, ভারতের শিল্পীকুল নির্মূল প্রায়।

ভারতের শৌণ্ডা, বাঁধা, ধন, সম্পদ, শিল্প সমস্তেরই উন্নতি হইলে প্রজা এবং রাজ্যেরও মঙ্গল উপকার সাধিত হইত, তাহার সন্দেহ নাই।

সেই জন্য ভারতের শিল্পের উন্নতির জন্য ভারতবাসীকে সাহায্য করা রাজার অবশ্য কর্তব্য কর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য শুধু শিল্প কমিশনারি দ্বারা সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে সচলসক্কে অতি কম হুদে ভারতবাসী-

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা ছিল, আর লইব না।

গণ গবর্ণমেন্ট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া ভারতীয় লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে পারে। অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে, তবে ভারতের পুনরায় লক্ষ্মী হইতে পারে। ক্রমাগত কর্মশূন্য হইয়া ভারতবাসী পূর্বাশ্রয় উদ্যোগহীন, উচ্চশিক্ষাহীন হইয়া পড়িয়াছে, এমন সোনার দেশের সোনার জাতিকে শুদ্ধ দাসত্বনিয়ত করিয়া রাখিলে জাতিটা চিরতরে নষ্ট হইয়া যাউবে। কেমন করিয়া কাহাদের দ্বারা ভারতের নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার হইতে পারে? ক্রমাগত বিদেশীয়গণের অব্যাহত বাণিজ্যে ভারতের শিল্প অরক্ষিত অবস্থায় লুপ্ত প্রায়, তাই অর্থাভাবে, অন্ধারে মৃতপ্রায় জাতি আজ অকর্মণ্য এবং দাসত্বে নিরোজিত হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাই আজ চিরস্থায়ী হইয়া জগতে ভারতবাসী পতিত জাতিমধ্যে পরিগণিত। কি ক্ষোভের বিষয়।

সম্রাট আকবর সা ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করিয়া কেমন সুখে কাটাউয়া ছিলেন, তাহার বিবরণ ইতিহাস পাঠকের নিকট অবিস্মৃত নহে। ‘বাহাদুরী পত্রে’ একবার জনৈক প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছিলেন যে, আকবরসাহের সিংহাসনের মূল্য ছিল তিনকোটি টাকা, তাহার অন্তঃপুরে বাৎসরিক ১৫১৬ কোটি টাকা ব্যয় হইত। বিবাহের সময়ে জাহাঙ্গীর শ্রমজাহানকে শুদ্ধ অহরহ ক্রয়ের জন্য ৭ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতের এত ধন সম্পদ ছিল বলিয়াই মোগলসম্রাটগণ এত অর্থব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন।

কোন কোন ইংরেজ বলিয়া থাকেন যে, আমোদ আহ্লাদ ও বিলাসপ্রিয়তা দেখিয়া ভারতবাসী এখনও যে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা মুকঠিন। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ভারত-

বাসী কর্মী এবং উদ্যোগীর ছিল, কর্মশূন্য হইয়াই তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, “Idle brain is the devils work shop” তাই কতকগুলি দারিদ্র্যশ্রম বিলাসীকে দেখিয়া ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া বিদেশীয়গণের পক্ষে মুকঠিন হইয়া দাড়ায়। এদিকে কর্মী হইবার মত শিক্ষাও এদেশে পায় না। তাহাদিগকে কর্মী করিলেই কর্মী হইয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। কারণ এদেশবাসী বিদ্যা বুদ্ধিতে অন্ত্রকোন দেশ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে, কর্ম নাই, কার্য নাই, ক্ষেত্র নাই, অর্থ নাই, অর্থ সাহায্যও পায় না, কাজেই যেন তেন প্রকারে আমোদ আহ্লাদ বিলাসিতা লইয়া কোনরূপে ক্ষুদ্রস্বার্থে জীবন কাটাউয়া থাকে। এদেশবাসীগণেরও প্রাণপণে নষ্ট শিল্পউদ্ধারের জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। এট যুদ্ধের জন্য এদেশবাসীর বহু শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল, আজ বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে, কিন্তু এদেশে যদি চরকার প্রচলন থাকিত, কার্পাসের চাষ হইত, তাহা হইলে এত হাহাকার উঠিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

এদেশের কৃষিশিল্প বাণিজ্যের উন্নতির একান্ত আবশ্যক হইয়াছে, ইহা রাজা এবং প্রজা উভয়েই প্রনিধান করিবার সময় আসিয়াছে। ভারতের প্রজার উন্নত অবস্থা থাকিলে রাজা এই ভারত হইতেই এই সঙ্কট সময়ে যে সাহায্য পাইতেন, সমগ্র পৃথিবীর অন্ত্র কোন রাজ্য হইতে তেমন সাহায্য পাইতেন কি না সন্দেহ। ভারতবাসী রাজস্বজ্ঞ, রাজার বিপদে কখনও নিরব থাকে নাই, থাকিতে পারিত না। ভারতবাসী এত অকর্মণ্য, এত নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে যে, শিল্পই যে পরি-
জ্ঞানের একমাত্র উপায়, ইহা শিক্ষিত হইয়া জানিয়া শুনিয়াও শিল্পে অনাস্থাবান হইয়া

পড়িয়া রহিয়াছে। জানি না, কতদিনে এ মোহ-
নিদ্রা ঘুচিবে।

সুখের বিষয়, ইংরাজরাজ ভারতের শিল্পো-
ন্নতির জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিনে
ভারতের কুটির শিল্পের উৎসাহ দান করিতে
পারা যায়, সেজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিসমূহকে
নিযুক্ত করিয়া নানাস্থানের অবস্থা এবং লুপ্ত
শিল্পের ইতিহাস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।
আসল কথা, এদেশবাসীর কোন কার্যে প্রবৃত্ত
হইবার মূলধন নাই। যদি প্রজাবর্গ অর্থ
সাহায্য পায়, তাহা হইলে ভারতের কুটির
শিল্পের উন্নতি হইয়া ভারতে আবার ঐশ্বর্য
হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কংগ্রেস-প্রসঙ্গ।

শ্রীমতী বেসান্ত।

—:—

গত ২৪শে ডিসেম্বর সোমবার বেলা ২৪
টার সময় শ্রীমতী বেসান্ত সদলমলে ঢাকা
ট্রেনে পৌঁছিয়াছিলেন। ইনি এবার জাতীয়
মহাসমিতির অধিনেত্রী। বেলা ১০ টার
সময় শ্রীমতীর আগমনের সময় নির্ধারিত ছিল,
কিন্তু ট্রেন ৪ ঘট্টা বিলম্ব হওয়ায় ২০ টার সময়
আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ভয়ানক জনতা তটরা-
ছিল, তাবড়া হইতে সাকুলার রোড পর্যন্ত
পথে ছাদে, বারান্দা শুলিতে কেবল নরমুণ্ড
ব্যতীত অন্ত্র কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় নাই।
শ্রীমতী বেসান্ত ১২ ঘোড়ার গাড়ীতে উৎকৃষ্ট
আসনে সমাসীন ছিলেন, পার্শ্বে অত্যাধনা
সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ
সেন, বাহাদুর এবং শ্রীমতী সরোজিনী নেটজু
মহাশয় ছিলেন। পরের ৪ ঘোড়ার গাড়ীতে
মিঃ অরুণেন্দ্র এবং জনৈক আত্মীয় ছিলেন।
পথের দুই ধারের বারান্দা হইতে পুষ্পরাসী
বর্ষিত হইয়াছিল। এমন ভীষণ জনতা, এমন

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

সমারোহে অত্যর্থনা অতি অল্পই দেখা গিয়াছে।

জাতীয় মহাসমিতি।

ওয়েলিংটন স্টোরারের প্রায় অর্ধেক অংশ ব্যাপিগা কংগ্রেস মণ্ডপ—বহু অর্থ ব্যয়ে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। ভারতের সর্বস্থান হটতেই এত প্রতিনিধি এবং দর্শক আসিয়াছিলেন যে, শেষে দশ টাকার টিকিটও লোকে না পাওয়া হত। হটরা প্রায় ৫০ হাজারের উপর লোক ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিল। ৫ টাকার টিকিট আদৌ নিকর হইত প্রায় নাই। এবারের কংগ্রেসের ভায় বিরাট ব্যাপার ইতি পূর্বে আমরা আর কখনও দেখি নাই।

প্রথম দিনের সভানেত্রীর বে বক্তৃতা হয়, তাহা বহু তথ্যপূর্ণ। আমাদের ভায় ক্ষুদ্র কাগজে তাহা প্রকাশ করিবার স্থান নাই। আমাদের পাঠকগণের মিসেস্ আনি বেসান্ট মহাদয়ার বক্তৃতা পাঠ করিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীযুক্ত বাবু জীরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু কুণদা প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের অনুবাদিত বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত “শ্রীমতী আনি বেসান্টের কংগ্রেস অভিভাষণ” পাঠ করিবেন। মূল্য ১/০ আনা মাত্র। প্রকাশক শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র রক্ষিত ১৩৯নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। বেঙ্গলী আফিসেও পাওয়া যায়।

একণে আমরা আমাদের পাঠকগণকে এই জাতীয় মহাসমিতিতে কি কি হইয়াছিল, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

গত ২৬শে ডিসেম্বর বুধবার বেলা ২টা হটতে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, মণ্ডপ বড় হইলেও এতবড় মণ্ডপ কংগ্রেস উপলক্ষে আর কখনও কোথাও তৈয়ারি হয় নাই। ইহাতেও স্থান সঙ্কুলান হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া কলেজ স্টোরারে একটা কংগ্রেসের (overflow meeting) আয়োজন হইয়াছিল। গোল দিঘিতেও লোক

কম হয় নাই। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের সকল প্রদেশের, সকল সমুদায়ের লোক প্রতিনিধি বা দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। প্যাণ্ডালে ১২০০০ লোকের বসিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এবারকার ডেলিগেট সংখ্যা ছিল ৪৭৬২; যথা, বোম্বাই ও সিন্ধু ৮৭০, মধ্যপ্রদেশ ১৯২, বেরার ১১৪, মাদ্রাজ ৬৩৪, পাঞ্জাব ১১৪, বিহার ৪২০, যুক্তপ্রদেশ ৭০, বঙ্গদেশে ১৬৭৬ ও ব্রহ্মদেশ ৪২০। স্থানান্তরে বাঙ্গালার অনেক লোককে ডেলিগেট এবং অত্যর্থনা সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে হইয়াছিল। মহিলা ডেলিগেট ও দর্শকের সংখ্যাও এবার খুব বেশী ছিল। পরে সমাগত প্রতিনিধির সংখ্যা ৫০০০ কেও ছাড়িয়া যায়।

প্রথমে মহিলাগণ ‘বন্দেমাতরম’ গান করেন। পরে তাঁহারা একটি বৈদিক মন্ত্র গান করেন। অতঃপর সার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বত্তিবাচন করেন। অনন্তর অত্যর্থনা সমিতির সভাপতি বার বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাগীচর প্রতিনিধিগণকে অত্যর্থনা করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি পরলোকগত ভক্ত মহোদয়গণের জন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং যুদ্ধ ও রাজনীতি সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা করেন। বক্তৃতায় সৈন্ত সংগ্রহের কথা, দমন নীতি, ইন্টারমেন্ট কমিটি, ইন্টারগণের প্রতি ব্যবহার, গোয়েন্দা বিভাগ প্রভৃতি প্রশ্নেরও আলোচনা ছিল।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমতী বেসান্টকে সভানেত্রী পদে বরণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন উপলক্ষে একটি নাতিক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে মিসেস বেসান্ট সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিলেন।

মিসেস বেসান্ট বক্তৃতার প্রারম্ভে সমবেত ডেলিগেট, দর্শক এবং ভারতবাসিগণকে ধন্যবাদ করিয়া ভারতমাতার বৈদীতলে আত্ম সমর্পণ এবং নিজের সর্বস্ব অর্পণ করিয়া ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি উচ্চারণ পূর্বক তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তাহাতে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ, মিঃ দাদাভাই নোরজী ও মিঃ রংলার লোকান্তর গমন, যুদ্ধ, যুদ্ধের পূর্বে ভারতের সেনা বিভাগের ব্যয়, ভারতের নব জাগরণ, এসিয়ার জাগরণ, বাণিজ্য প্রবৃত্তির উন্নয়ন, নারীজাতির অধিকার, জনসাধারণের জাগরণ, চোমরুল, শাসন সংস্কার, প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার দিন কংগ্রেস সবজেন্ট কমিটির অধিবেশন ছিল। শুক্রবার কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়।

কংগ্রেস মণ্ডলের মাঝায় লোহিত ও হরিত বর্ণের হোমরুল নিশান উড়িয়াছিল; তাহার এক কোণে ইউনিয়ন জ্যাক চিহ্ন ছিল।

বাবু বি, কে, দত্ত সাড়ে পনের হাজার টাকার প্যাণ্ডাল গড়িবার চুক্তি করিয়াছিলেন। অগ্নি হইতে ক্ষতি নিবারণার্থ ইহা যথারীতি বীমা করা হইয়াছিল। কংগ্রেসের চারিদিকে গোরা পুলিশ সার্জেন্ট শাস্তি রক্ষা করিয়াছিল।

শ্রীমতী আনি বেসান্ট পীতবর্ণের বেশনী সাদী পরিধান করিয়াছিলেন। তাহাতে সোণালী জরির পাড় দেওয়া ছিল। তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে দুই ঘণ্টা সময়

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা ছিল, আর লাইব না।

লাগিয়াছিল। ঐ বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়া সকলকে বিতরণিত হইয়াছিল।

• • •

মিঃ গান্ধি ও মিঃ তিলকের কংগ্রেসে আসিতে বিগম্ব হইয়াছিল। মিঃ গান্ধি: খালি গারে আসিয়াছিলেন।

• • •

মিঃ তিলক সাড়ে তিন শত (৩০০) ডেলিগেট সহ একখানি স্পেশিয়াল ট্রেনে কলিকাতায় আগমন করেন।

• • •

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুরকে কলিকাতা কংগ্রেসে যোগদানার্থ আমন্ত্রণ করেন। লর্ড বাহাদুর সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রত্যাখ্যানের এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ে রাজ-নীতিক ব্যাপার সমূহের তীব্র ও নিশ্চলভাবে আলোচনা হইতে চলিয়াছে, এরূপ অবস্থায় একটা প্রদেশের শাসনকর্তার পক্ষে কোন রাজনীতিক সভা-সমিতিতে যোগ না দিয়া নিরপেক্ষ থাকাই কর্তব্য।

• • •

শুরুবারের কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভানেত্রী কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী এবং মিঃ এ, রত্নলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, ভারতের রাজত্ব; মিঃ মণ্টেগুর অভিনন্দন আলি জাতীয়ের মুক্তি প্রার্থনা।

• • •

অনন্তর মিঃ জে, এন, রায় প্রস্তাব করেন যে, সকল ভারতবাসী যুদ্ধ বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে চাহিলে, তাহাদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেন্ট ভারতরক্ষা বিধান অফিসের

ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থা করুন এবং প্রত্যেক প্রদেশে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক যুবক-গণকে হইয়া “ক্যাডেট কোর” গঠন করা হউক। গবর্ণমেন্ট সেনাবিভাগীয় উচ্চপদ সমূহে বর্ণ-বৈষম্য রহিত করার গবর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক এবং ভারতীয় সেনা-গণের বেতনাদির উন্নতিসাধন প্রার্থনীয়।

• • •

মিঃ সি, জি, হর্শমান প্রেস এ্যাক্ট রচিত কপিবার প্রস্তাব করেন। ততপরে সভানেত্রী কংগ্রেসের কয়েকটি নিয়মের সংশোধন প্রস্তাব করেন। অনন্তর মিঃ জে, চৌধুরী ইন্টারন্যাশনাল ও ইন্টার-সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

• • •

শনিবার তৃতীয় দিনের অধিবেশনে স্বায়ত্ত-শাসন সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভারম্ভে সার, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি জাতীয় সম্মতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হয়। প্রথমে অধিনেত্রী মণোদয়া প্রস্তাব করেন যে, অর্জুনলাল শেঠী নামক একজন জৈন পণ্ডিত মাস্ত্রাজে আবদ্ধ আছেন। তিনি তাঁহার ঠাকুর পূজা করিতে না পাইয়া অনশন-এত অবলম্বন করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণ-রক্ষা করুন। তার পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব উপস্থাপন উপলক্ষে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইহার পর আরও চারি-পাঁচটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

• • •

অন্তঃপর ধন্যবাদের পালা। প্রথমে সভানেত্রী, পরে ডেলিগেট, ডেলাটিয়ার, কলিকাতা কার্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং কলিকাতা পুলিশকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। সর্বশেষে সভানেত্রী একটি বক্তৃতা করিয়া কংগ্রেসের

এ বৎসরের অধিবেশন শেষ করেন। আগামী বারে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

নেটালে আনারসের আবাদ।

অনেক সময় দেখা যায় যে, যখন ক্ষেত্রে আনারসের আবাদ হয়, তখন ক্রমশঃ গাছ ঘন হইয়া জঙ্গল হইয়া পড়ে এবং গাছের ফল ছোট হয়। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এবং সুকৌশলে চাষ করিলে ক্রমাগত ভাল আনারস উৎপাদন করা কখনই দুরাশা নহে।

এই বিষয়ের পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত করিবার জন্য নেটাল গবর্ণমেন্ট পরীক্ষা ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার সাহায্যে ও বিনা সারে আনারসের আবাদ করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, একটু দক্ষতার সহিত আবাদ করিলে এবং রাসায়নিক সার প্রদান করিলে ফল নিশ্চয়ই ভাল হয়।

প্রথমতঃ আনারসের চাষের জন্য পূর্ণ তৈয়াগি তেউড় নিষ্কাশন করা কর্তব্য। রোপা সার তেউড়ে গাছ তৈজ করে না বা তৎপন্ন গাছে ফল বড় হয় না।

আনারসের চারি স্থান হইতে তেউড় বাহির হয়—(১) আনারস গাছের কাণ্ড হইতে, (২) শিকড় হইতে, (৩) আনারসের ফলের গোড় হইতে, (৪) ফলের মাথা হইতে। সকল তেউড় হইতে নুতন গাছ উৎপন্ন করা যািতে পারে, কিন্তু যে তেউড় কাণ্ড হইতে বাহির হয়, তাহা হইতেই সংজ গাছ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে বড় বড় আনারস ধরে। শিকড়ের চারা প্রায়ই রোগা হয়। যদি অন্য তেউড় না মেলে তবে শিকড়ের চারার মূলদেশে দুই এক ইঞ্চি বাদ দিয়া এবং গোড়ার পাচ পাঁচ ছয়টা ভাঙ্গিয়া দিয়া তবে বসাইতে হয়। পাচা ভাঙ্গিয়া দিলে

এবং মূল শিকড়ের কিঞ্চিৎ বাদ দিলে তবে ঐ কাণ্ডহিত নূতন শিকড় মাটিতে জোর করিতে পারে। আনারসের মাথা বা ফলের গোড়ার তেউড় তত সুবিধাজনক নহে, তবে শিকড়ের তেউড় অপেক্ষা ভাল এবং যেখানে নূতন প্রকারের আনারসের সংখ্যা বাড়িয়া লইতে হইবে, সেখানে এই তেউড় লইয়াই আবাস আরম্ভ করা হইয়া থাকে। এই তেউড় হইতে গাছ বাড়িতে ও তাহাতে ফল হইতে অনেক অধিকসময় লাগে। আরও দেখা গিয়াছে যে, যে আনারস গাছের অধিক তেউড় হয়, তাহার দুই একটা সতেজ তেউড় রাখিয়া বাকীগুলি ভাঙিয়া দিতে হয় এবং সেট তেউড় গইয়া আবাস করিলে গাছ খুব শীঘ্র বাড়ে।

নেটালে আনারসের ক্ষেতে কোন রাসায়নিক সার ভাল, তাহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল,—

সলফেট অব এমোনিয়া প্রদান করিলে গাছ খুব বেশী বাড়ে এবং গাছের বেশ সতেজ স্তম্ভর চেহারা হয়। বোন সুপার* দিলেও গাছের উন্নতি খুব হয়। অধিক মাত্রায় এই সার ব্যবহারের আবশ্যকতা দেখা যায় না। প্রতি একরে ১০০ পাউণ্ড বা পঞ্চাশ সের পরিমাণ এই সার প্রদান করিলেই সমানভাবে আনারসের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সকল সার অপেক্ষা পটাস সার সর্বোৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ পটাস প্রোগেগে স্ফুমিট, রসাল, বড় এবং সুগ্ৰাহনযুক্ত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অল্প সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলেও মেই মিশ্রণে পটাসের মাত্রা অধিক হওয়া কর্তব্য। নাইট্রেট, কিম্বা ক্লোরাইড যুক্ত পটাস অপেক্ষা সলফেট পটাস অধিকতর কার্যকারী। ক্লোরাইড পটাসে আনারসের রঙ ভাল হয় না, অল্প পটাস না

দিয়া কাঠের ছাই দিলেও ভাল আনারস হয়। অন্য পটাসের সহিত তুলনার কতদূর সমান ফল হয়, তাহা অজ্ঞাপি নির্ভারিত হয় নাই তবে দেখা গিয়াছে যে, এই কাঠের ছাইয়ের সহিত যদি এমোনিয়া সলফেট ব্যবহার করা যায়, তবে সে সার সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া গেল। এরূপ সার প্রয়োগে গোণ্ডকুইর নামক নেটাল জাতীয় আনারসের এক একটার প্রায় ৪ পাউণ্ড ওজন পাড়াইয়াছে। সারের পরীক্ষার আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, একর প্রতি ১২০ পাউণ্ড এমোনিয়া সলফেট এবং ১১০ পাউণ্ড পটাস সলফেট প্রদান করিলে এমন সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হইবে যে, তাহার তুলনা মিলে না।

ইহাও স্থির হইয়াছে যে, ক্ষেতের ফলগুলি সব সমান ওজন, সমান রঙদার, সুগঠন সব-গুলি শীঘ্র পাকিবে এবং অধিক দিন রাখিলেও পচিবে না এরূপ করিতে হইলে এক একর পরিমাণ ক্ষেতে ১০০ পাউণ্ড বোন সুপার, ১০০ পাউণ্ড পটাস সলফেট এবং ৫০০ পাউণ্ড কাঠের ছাই দিতে হয়। যাহারা ব্যবসার জন্ত চাষ করিবেন এবং যাহাদের আবাস বড়, তাহারা যেন এই মিশ্রসার প্রদান করেন।

আনারসের ব্যবসা করিতে হইলে আনারস কি প্রকারে বিদেশে রপ্তানি করা যায় তাহার চিন্তা করা সর্বোৎকৃষ্ট আবশ্যক। নেটাল হইতে আনারস বাজে বন্ধ করিয়া ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছিল। খুব সুগন্ধ ফল বিদেশে পাঠান যাউতে পারে না। জাহাজে চালানোর জন্ত পরিপুষ্ট হইয়াছে অথচ সবুজ রঙ ঘুচে নাই, এমন ফল সংগ্রহ করিতে হইবে। ফলগুলি প্রথমতঃ ঘুড়ির কাগজের মত খুব পাতলা কাগজে মুড়িয়া মোটা কাঠের আস দিয়া প্যাক করা হইয়াছিল। সর্ব কাঠের আস অপেক্ষা মোটা কাঠের আসে প্যাক

করিলে ফলগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে। ফলগুলি ইংলণ্ডে পৌঁছিলে, তখন ফল দেখিতে বেশ, গণে বাইতে বাইতে বেশ পাকিয়া রঙ হইয়াছে কিন্তু ফলগুলি কাটিয়া দেখা গিয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে ফল সকল গুলিরই কাল দাগ হইয়াছে। কিন্তু যে ফলগুলি একটু রঙ খরিলে ভাল হইয়াছিল, সেগুলি তত খারাপ হয় নাই। ফলগুলি ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া খোলা হইতে ২৩ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। ফলগুলি জাহাজে বেশ বাতাসের স্থানে রাখিয়াও এই প্রকার খারাপ অবস্থা হইয়াছিল।

মাস্ত্রু ঠিকিয়াই সাবধান হয়। ফলগুলি আর সুবুজ অবস্থায় সংগ্রহ করা বন্ধ হইল। সুপক্ক ফল বেশ ভাল করিয়া প্যাক করিয়া জাহাজে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। জাহাজে ঠাণ্ডা ঘরে কান ফল ফুলাদি পাঠাইতে খরচ অনেক পড়ে, কিন্তু ভাল জিনিষের আদর সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাহাতে দাম অধিক পাওয়া যায়। এইরূপে অধিক খরচ করিয়াও প্রতি ডক্তনে আমাদের বাড়লা হিসাবে দুই টাকা কিম্বা নয় টাকা লাভ হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

ত্রুটি স্বীকার।

—:—

সমস্ত বৎসরের “কাজের লোকের” স্মৃতি-পত্র প্রস্তুত করিতে, ডিসেম্বর সংখ্যা বাহির হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, পাঠকগণ এই ত্রুটি ক্ষমা করেন ঠাইই সাহসেরে প্রার্থনা। “কাজের লোকের” কেবল আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের স্মৃতিপত্র দেওয়া হইল। পাঠকগণ “কাজের লোকের” আগাগোড়াই পাঠ করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

কাঃ সঃ

* হাউজের ওড়ার সহিত সলফিউরিক অম্ল সংযোগে প্রস্তুত হয়। “কৃষি রসায়ন” দেখুন।

এখন আর অর্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

“কাজের লোকের”

১৯১৭ সালের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের

সূচীপত্র ।



<p>অ</p> <p>অভিজ্ঞের উপদেশ ১, ৬৪, ৮১, ১১৭,</p> <p>অধ্যবসায়ের ক্ষর ৪২,</p> <p>অবশ্য অরপযোগ্য বিষয় ১১৮</p> <p>অবার নেথ (ডাক্তার) ১১৮</p> <p>অর্থের সম্ভাব্যতার আবশ্যকতা ১৪৩</p> <p>আ</p> <p>আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ৩, ৬৬, ৯৬, ১২৭,</p> <p>আমাদের একটা অভাব ৩৬,</p> <p>আকন্দের গুণ ৪৪,</p> <p>আঁচিল ও কড়ার ঔষধ ৪৪,</p> <p>আপেলের গুণ ৭৭,</p> <p>Advertising Points ৯</p> <p>আদেশ, স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্বন্ধে ১১৮</p> <p>আমদানী স্বর্ণ রৌপ্য সমস্তই গবর্ণমেন্টের লইবার ক্ষমতা ১১৯</p> <p>আফিং খাওয়ার অভ্যাস ছাড়াইবার ঔষধ ১৪২</p> <p>আপাংএর গুণ ১৪৪</p> <p>আবাহন ১৫৭</p> <p>ই</p> <p>ইষ্টক এবং লোনা ২৫,</p> <p>উ</p> <p>গৃহে লোনা লাগার প্রতিকারের উপায়— ২৪</p> <p>লৌহের উপর লিখবার উপায় ২৪</p> <p>কাপড়ে চরিত্রাবর্ণ রং করিবার উপায়</p> <p>হাত কাটার প্রতিকারের উপায় ৪২</p> <p>কাপড়ে চাপাফুলের রং করিবার, ৪৮</p> <p>কাচ চূর্ণ করিবার সহজ উপায় ৭০</p> <p>পিত্তল কাটবার সহজ উপায় ১১৩,</p> <p>জুতাতে ওয়াটারপ্রুফ করিবার উপায় ১১৩</p> <p>পিত্তল পরিষ্কারের উপায় ১২৭</p> <p>দোয়াতে কালী রক্ষার উপায় ১৬০</p> <p>এ</p> <p>Experts' advices ১, ৬৪, ৮১, ১১৭</p> <p>এদেশের সাহিত্যের অবস্থা ২</p> <p>একটা সুযোগ সেল ১৭৬</p>	<p>এক টাকার নোট ৪</p> <p>Agricultural notes ১০, ৩১, ৪৫, ৭৮, ৯৬, ১৩৪, ১৫৭, ২১৫</p> <p>এলুইমিনিয়াম ৮৬,</p> <p>এনডু কার্ণেলী মহাশা ১১২</p> <p>এক শিশি আভয়ের আয়ুষ্কালিনী ১৫৬</p> <p>উ</p> <p>ওয়াইজ সেটং (Wise sayings) ৭২, ৮২,</p> <p>গার্হস্থ্য (মুষ্টিযোগ) ঔষধ</p> <p>দস্তকতের ৭৪</p> <p>সাধারণ ক্ষতের মলম ৭৪, ১২৮</p> <p>ক্যালোমেল ব্যবহারবশতঃ দস্ত ক্ষতের ক্ষত কপূর তৈরী ৭৪</p> <p>জীলোকের রক্তস্রাবের মুষ্টিযোগ ৭৪, ১২৮</p> <p>গুজু বুদ্ধির ,, ৭৪</p> <p>রক্ত আমাশয় ,, ৭৫, ১২৮</p> <p>গ্রহিণী ও রক্ত আমাশয় ,, ৭৫</p> <p>পুরাতন বাতের তৈল ৭৫</p> <p>সর্পাঘাতের ঔষধ ৭৫, ১২৮</p> <p>কড়ার ঔষধ ১২৮</p> <p>ক</p> <p>কংগ্রেস-প্রসঙ্গ ১২৩</p> <p>কৃষিতথ্য ১০, ৩১, ৪৫, ৭৮, ৯৬, ১৩৪, ১৫৭</p> <p>কৃষিশিক্ষার উপায় নির্ধারণ ১৩৪,</p> <p>কচুরি পানার সার সরকারী কৃষি বিভাগের কৃষি পরীক্ষা ১০</p> <p>কৌতুক কলা ১৫, ১৪৮,</p> <p>কেবোসীন তৈলের মূল্য ২০,</p> <p>কলিকাতার বাণিজ্য ২২,</p> <p>কু-পুত্রের দোষ ৪০</p> <p>কলার ময়লা ৭৮</p> <p>কুলের জেলি ২৭,</p> <p>কেমন করিয়া কারবার বড় হয় ও জীবিত থাকে ১৭০,</p> <p>কিমানের গোলার বিচিত্র কাণ্ড ১১৯,</p> <p>ক্রমিরোগে দাড়িখসাল ১৪</p>	<p>গ</p> <p>গার্হস্থ্য শিল্প ২৪, ২৯, ৩৫, ৬০, ৭০, ১১৩, ১৪২, ১৬০, ১৭৬</p> <p>গোয়ালিয়া পাড়া ও আপাং মূল ৩০</p> <p>গবর্ণমেন্ট এবং মৎস্ত ৬২</p> <p>গুহস্তালী ৬৭,</p> <p>গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয় ৭৫, ১৪৪,</p> <p>চ</p> <p>চক্রীচ চক্র (গল্প) ২৭, ৫৩,</p> <p>চক্ষের আশ্রনী ৪৩,</p> <p>চন্দন তথ্য ১৩৪,</p> <p>চিকনী প্রস্তুতের কল ১১৭</p> <p>জ</p> <p>জার্মানীর নতুন আবিষ্কার ১১,</p> <p>জাপানের তাঁতের ব্যবসায় ২২,</p> <p>জালস্বামী (গল্প) ৬৬, ৮৮,</p> <p>জার্মানীর কৃষি ১৩৪</p> <p>জেলা বোর্ডের বে-সরকারী সভাপতি ১৬৬</p> <p>টাটা আয়রণ এণ্ড স্টিল কোং ১৭৮</p> <p>ট</p> <p>টাকার মূল্য ১৪২</p> <p>ড</p> <p>Deep Breathing ১২,</p> <p>ত</p> <p>তাহেবজীর অপূর্ণ আত্মত্যাগ ৭৭,</p> <p>তরমুজ বড় ও মিষ্ট করিবার উপায় ৭৮</p> <p>দ</p> <p>দোকানদারী ১৩৫</p> <p>দস্তমস্তনের বিবিধ ঔষধ ১৬১</p> <p>ধ</p> <p>ধনবান চইবার উপায় ১</p> <p>ধন বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর অভিজ্ঞতা ৮২</p> <p>ন</p> <p>Negligence of little things ১৭,</p> <p>নারীর সৌন্দর্য ৬১</p> <p>নেটালে আনারস আবাদ ১২৫</p>
--	--	---

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন ।

Notes of Interest	৬২, ১১৭, ১০০,	আমের জেলী	৭৫,	বেকারের উপায়	১৪০
Native Remedy for Spleen	১৭৬,	আমের সরস	১০৬,	ব্রাহ্মণ	১২
নানা কথা	১৭২, ১৮০, ১৮১	আমের চাটনী	১০৭	ব্যবসায় লঙ্ঘন	২৪
নতুন ব্যবসায়ীর শিক্ষণীয় বিষয়	১৫২	আমের বঁদে	১০৭	বরদার সার ও চুন সার	৩১
প		আরক লেবু	১০৭	ব্যবসায় বাণিজ্য কথা	২২
পুস্তক সময়ের কর্তব্য	১৬২,	লিকোরিস রোজেস	১০৮,	বাক্য সংযমতার আবশ্যিকতা	৪০
পোষাপুত্র (গল্প)	৫	ক্যামফর লিনিমেন্ট	১০৩	ব্যবসায় এবং বঙ্গ সাহিত্য	৭১
প্রস্তুত প্রণালী—		ভাওলেট টুথ পাউডার	১১৩	Business hints	৭৮
কুইনাইন হেরার টনিক	২	ভাইমিংস্ টুথ এলিকজির	১১৩	বিবেকশালী	১১৭, ১৫২
কৌজার নিষ্কট	২	কৃত্রিম সানপাথর প্রস্তুত	১১৩,	বৈজ্ঞানিক কথোপকথন	১২৮
পিপারমেন্ট লেজেন্ডস	২	ভূঁতে প্রস্তুত	১১৩	বিশ্বকর তথ্যাবলী	১৫৭
রোজ	২	Tinture of Rose	১২৬	বিষম ভুল (গল্প)	১৫৩, ১৮৭
কেশটেলের কবচুলা	১০, ৪১, ৭০,	White cream for patent leather	১২৬	ড	
সেলফ ইন্ডিং রবার টোপ প্যাড	২২	Sweet gem of Eden	১২৬	ভারতবর্ষের শিল্প	৬৮
ফ্লাই পেশার	২২, ৩৭,	To make imitation Rose water	১২৬	ভেঁজালে সর্কনাশ	১৪১
গোলাপ সার	৩০	Syrup Hypophosphate of lime	১২৭	ভেঁজাল দ্রবের প্রায়শ্চিত্ত	১৪২
ভারজীন মিলক্	৪২,	সোফাসা সোনা	১২৭	ভাবী লাটের অভিমত	১২
চামড়ার ক্ষত বাণিশ	৪১	Garden plant food বা		ভারতের বস্ত্রশিল্প	২৭
অর্ণ বাতীত গিণ্টি করিবার আরক	৪১	উদ্যান বৃক্ষাদির আহাৰ্য্য সার	১৪৩	ভারতে কৃষি গবেষণা	১২১
শিখিশ কাগজ	৪৫, ৪৮,	গাছ স্থানান্তরিত করিবার সার	১৪৩	ম	
গুয়াশিং পাউডার	৪২, ৬০,	ব্রণের ঔষধ	১৪৪	মাসিকপত্র বনাম দৈনিক	৮
দস্তখ্ত নিবারণক ঔষধ	৪২	সহজ দস্তখত চূর্ণ	১৪৩	মহিম বাবুর মুষ্টিযোগ সংগ্রহ	৭৪, ১২৮
গোমনাশক চূর্ণ	৪২	Red Crimson Ink (উৎকৃষ্ট লালকালী)		মুষ্টিযোগ	২৭, ১১৪, ১২৮
এমিরি ক্রপ	৪৮	বিবিধ প্রকার দস্তখত ও মজুন প্রস্তুত	১৬১	মুক্তায়া দর্শন (গল্প)	১১০, ১২০
সেলফ শাইনিং শু-ব্রাকিং	৬০	কোল্টার সোপ	১৬১	Medical small industries	১০৩
চক্ষু উঠার ঔষধ	৬১	রঙ্গেনীর টুথ টিংচার	১৬২	মোকদ্দমার দেশ দেউলিয়া	১৫৫
ব্রনখেচের লোশন	৬১	ডাক্তার কার্কলাঙের দস্তখত	১৬২	মজলিস	১৫২
কাচ ও পর্সিনেলে লিখিবার কালী	৭০	ব		য	
লিকুইড মু	৭০	বড়লাট সাহেবের বক্তৃতা	১৬৭, ১৮২	যুদ্ধের দৈনিক বায়	২৩
উৎকৃষ্ট কেশধাবন	৭০	বাক্সালার বস্ত্রলঙ্ঘন	৮৭	যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যা	৬৩
পাট তথ্য	১১	বোম্বাইয়ের আহাৰ্য্য প্রদর্শনী	১০২	র	
পেনসিলের কথা	২১,	বঙ্গদেশের আহাৰ্য্য সমতা	১০৩	রোগ বিস্তার	১২
পেপের আটা	৪৫,	বৃষ (উৎসৃষ্ট)	১০৪	রেলের ভাড়া বৃদ্ধি	২৩
পাতা সার		বাঙ্গালার শাঁখের শাঁখা	১২৯	রূজ প্রস্তুত প্রণালী	
ছানা প্রস্তুত প্রণালী	৭৫			(গহনা পরিষ্কারের)	২৫
আমসব	৭৬			রখের সংস্কারাবলী	১৫০

৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য ১৪০ টাকা ছিল, আর লইব না।

ল	সমগ্র বাণীর পত্র	১৩,৩৭,৫৬,৮৮,১২৫	সার সংগ্রহ	১২৮,১৫৭
লবণ তথা	১৭০	Scraps	৩০	
লবণের মূল্য	২০	সিদ্ধিলাভ রহস্য কানেক্সার	৩২	
লেবুর গুণ	১৪৪	সর্পবিষে আঘাত	৪০	হোমিওপ্যাথিক তথ্য ১৫,৩২,৪৩,৫২,৭৩,১১৪
কলেজের লেবুর উপকারিতা	৪০	সিগিরা	৪৩,৭০	হিন্দুনীতি সার সংগ্রহ ১৬
The Law is a quire thing	৭২	সাময়িক তথ্যাবলী	৪৬,১০১	হিন্দু মহিলার জাতব্য ১৭৫
জাতজনক কৃষিকার্য	১৫৭	সম্পাদকীয় সংগ্রহ সভা	৪৮,৫৮,১২৮	Home Industries ৩৫,৪১,৭০,১১৩
শিঃশীড়ার ঔষধ	১২৮	সর্পদংশনের ঔষধ		১৪২, ১৬০, ১৭৬
শিল্প বাণিজ্য বিভাগের	২১	সংসার বাজার সঙ্কট	৬২	What is good advertising ৩৭
শান্তিরধুমকেতু	৩০	সংসারের দুঃখ	৭৩	How to live long ৩৭
য		সমালোচনা	১৫, ১১৫, ১৬০, ১৭৮	হিজলীর বাদাম ১১৭
বস্ত্রের বাহনে বিপদ	২২	সংসার প্রবেশার্থী যুগপৎ প্রেরিত কয়েকটি		কৃষ্ণা মান্না ১৩
স		উপদেশ	১২০	কুদ্রে অনাস্থা ১৭
স্বাস্থ্য পদক	১২	সমস্যার কাটাকটে বলে	১১২	

ওরিয়েন্টাল ষ্টোর্স।

৪৫১৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট,

(বাজারাম অক্সুরের গলির ভিতর)

কলিকাতা।

বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানীর একমাত্র এজেন্টস।

দিল্লী বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড কৃত “দিল্লী বিস্কুটের” বিশেষত্ব কি ?

(১) ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশী অর্থ ও স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন।

(২) ইহা বিশুদ্ধ হিন্দু প্রণালীতে প্রস্তুত এবং ইহাতে ডিম, চর্বি কিম্বা অন্য কোনপ্রকার ধর্মহানিকর পদার্থ নাই।

(৩) গঠনের পারিপাট্যে, স্বাদে ও লঘুতায় ইহা বিলাতী কোন বিস্কুট অপেক্ষাই হীন নহে— অধিকন্তু দামে সস্তা।

(৪) ভারতবর্ষে প্রস্তুত সকল বিস্কুটের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম—এ কথা প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই সর্বোচ্চ পুরস্কার ও পদকপ্রাপ্তির দ্বারা বারবার স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ক্রীম—	১৮/১০	(২ পাউণ্ড টান)
খনি এরাফট—	১৮/০	"
মিক্সড হাউসহোল্ড—	১৮/১০	"
জেম—	১৮/১০	"
লেমন—	১৮/০	"
বাইন্স—	১৮/০	"

বার্ষিক অর্ধমূল্য আর লাইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রাদির সাহায্যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদির
ভারত মধ্যে এক মাত্র প্রস্তুত কারক, স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত—

বাণু কাস্মাসিউতিক্যাল ওয়ার্কস, বোম্বাই।

কলিকাতা শাখা, ২৭৬ নং বোবাজার-স্ট্রীট, কলিকাতা।

চন্দ্রপ্রভা বটী। ধাতু দৌর্বল্য, প্রমেহ ও মূত্রাশয়ের সর্ব রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য
প্রতি তোলার শিশি ১/০।

জ্বরঘ বটী। ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ। জ্বরে বিজ্বরে সর্বাবস্থায়
সেবা। ৩২ বটীর শিশি মূল্য ২/০।

বাসাবলেহ। সর্দী, কাশী, হাঁপানী প্রভৃতি যাবতীয় বক্ষগত রোগের মহৌষধ। অর্দ্ধ পোয়া
শিশির মূল্য ২/০, বিনামূল্যে ব্যবস্থা এবং মূল্য তালিকার জন্য অগ্রই লিখুন।

ফরমুলা

ফরমুলা

“কাজের লোকে” প্রতি সংখ্যায় নানা প্রকার কেশ তৈল, সাবান ও ঔষধাদি প্রস্তুতের ফরমুলা বাহির
হইয়া থাকে। আমাদের নিকট ঐ সকল জিনিষ প্রস্তুতের জন্য নানা প্রকার উপকরণ ও গন্ধ তৈল (যথা
লাভেগার, বার্গামট, হায়াসিঙ্ক, নিরোলি, নার্শিষ, প্যাচুলি ইত্যাদি), সকল গন্ধ দ্রব্যাদি (যথা ভ্যানিলিন,
কুমেরিন, মাস্ক, টারপিনিয়ল, প্রভৃতি) এসেন্স প্যাক করিবার সাজসরঞ্জাম (যথা শিশি, সিল্ক, রিবন
ক্যাপিং, স্কিন, ইত্যাদি), নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (যথা ল্যানোলিন, সাইট্রিক এসিড, পাইরো
গ্যালিক এসিড, কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাশ, ইত্যাদি) সর্বদা পাওয়া যায়। আমরা বিলাত, আমেরিকা
জাপান, জাভা, চীন, হলাণ্ড ও বিভিন্ন দেশ হইতে যে জিনিস যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই জিনিস সেই স্থান
হইতে আনাইয়া থাকি, সেইজন্য আমাদের মূল্য সর্বাপেক্ষা স্থলভ। এমন কি অধিকাংশ জিনিষই আর
কোথাও আমাদের অপেক্ষা স্থলভ মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া আমরা জানি না। নানা প্রকার স্বগন্ধ দ্রব্যাদির
জন্য একমাত্র আমরাই গত মহীশূর প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক (সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার) পাইয়াছি।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :--

“স্বগন্ধা”, কলিকাতা।

পি, মুখার্জী এণ্ড কোং,

৫৬নং, নেউগী পুকুর লেন, কলিকাতা।

ଶ୍ରୀମତୀ: ଆମର ପରିଷଦ
୨୪/୧୨, ଭୋର ଆକାଶ ଗୋଷ୍ଠି
କଲିକତା

